শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭৪ { ১ম সংখ্যা



নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

বিংশবর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮১ গোবিন্দ হইতে ৪৮২ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৫ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৮ মার্চ্চ হইতে ১৯৬৯ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

বার্ষিক ভিক্ষা—৫·০০ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, বি. এ, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতার্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ
পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিংশ বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অন্নকূট-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী	৮।৩১৬
২। অন্যাভিলাষ বনাম সেবা	১।৩০
৩। অর্থের স্বার্থকতা কোথায় ?	৯।৩৪৫
৪। অসুবিধা কোথায় ?	১।১৫
৫। আচার্য্য শ্রীল জগন্নাথদাস	৯।৩৪৮
৬। আচার্য্যকেশরী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি	১১।৪৩৪
৭। আনন্দপাড়ায় সমিতির সম্পাদক	১২।৪৭৩
৮। ইষ্ট-নিষ্ঠা	৮।৩০৯
৯। একাদশী-মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রী (পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড হইতে অনুদিত) [যোগিনী ১।৩৫, শয়নী ৪।১৩৫, পুত্রদা ৭।২৭৩, অজা ৮।৩০৫, পদ্মনাভা ৯।৩৪০, ইন্দিরা ১১।৪২৭, পাপাঙ্কুশা ১২।৪৬৬]।	
১০। ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী	৫।১৮২
১১। কবি ও কাব্য	৪।১৪৭
১২। করমেতীবাই—শ্রী	৭।২৭০
১৩। কর্ম্মই চরম নহে	৮।৩০৩
১৪। কৃষ্ণানুশীলনই পরম মঙ্গল	৩।১১০
১৫। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	৩।১১৯
১৬। গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে দীনার ভক্ত্যঞ্জলি—শ্রীল (কবিত)	২।৭৩
১৭। গুরুপাদপদ্মের শুভ আবির্ভাব-তিথিতে দীনার আর্ত্তি-অঞ্জলি (কবিতা)	৪।১৫৩
১৮। গুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি—শ্রীশ্রী (কবিতা)	৭।২৫০
১৯। গুরুপাদপদ্মে দীনের ভক্ত্যঞ্জলি—শ্রীশ্রী (কবিতা)	১০।৩৬৯
২০। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণে—শ্রীল (কবিতা)	১২।৪৫২
২১। গৃহত্যাগের বৈধতা (কবিতা)	১১।৪১৭
২২। গৃহব্রত জীবনের লক্ষ্য নহে	২।৭৪
২৩। গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে অভূতপূর্ব্ব ঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসব (সাময়িকী)	৬।২৩৮

২৪। গৌড়ীয়ের বিশ বর্ষ ১।৩৭
২৫। গৌড়ীয় হাঁসপাতাল ২।৫৯
২৬। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর সমাচার—শ্রী ৮।৩১৯
২৭। গৌড়ীয়-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ ১১।৪৩৬
২৮। চিদ্বিজ্ঞান-রহস্য ৩।১০৫
২৯। ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য ২।৫৫
৩০। জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী (আহ্বান-পত্র)—শ্রীশ্রী ৬।২৪০
৩১। জীবন্মুক্ত ও জীবঙ্মুব ১০।৩৮১, ১২।৪৫৯
৩২। জীবের গর্ভবাস (কবিতা) ১।৯, ২।৪৯, ৩।১০৭
৩৩। জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম ১১।৪৩২, ১২।৪৬৭
৩৪। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় ৪।১২৯
৩৫। তাৎপর্য্য ৪।১৫০
৩৬। তীর্থ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ — [বেলা-সৈকতে শ্রীধামপুরী ৭।২৭৭, হিমাদ্রী-শিখরে শ্রীকেদার-বদ্রী ৭।২৭৯]।
৩৭। তুলসীদেবী—শ্রী ৭।২৭৬, ৮।৩১১
৩৮। দুঃখ দূরীভূত না নিমজ্জিত ? ১০।৩৮৫
৩৯। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজা (কবিতা)—শ্রী ১।৩২, ৩।৯০
৪০। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অভূতপূর্ব্ব বিরাট রথযাত্রা-মহামহোৎসব (সাময়িকী)—শ্রী ৫।১৯৮
৪১। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী ও নন্দোৎসব (সাময়িকী) ৮।৩১৬
৪২। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—শ্রী ১১।৪২৯
৪৩। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী ১১।৪৩৯
৪৪। নামজপ ও উচ্চকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য ১০।৩৯০
৪৫। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ৭।২৬৭, ৮।৩০১
৪৬। নিমন্ত্রণ-পত্র (বিরহ-মহোৎসবের) ৮।৩২০
৪৭। নিরুত্তর (পত্র) ২।৬৮, ৫।১৮৯
৪৮। নির্য্যাণ-পত্র ৮।৩১৯
৪৯। নীলাচলে শ্রীরূপ গোস্বামী ৪।১৩৮, ৫।১৮০
৫০। পরলোকে শ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ ৯।৩৬০
৫১। পিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব ৫।২০০

৫২। প্রকৃত ভক্ত কে ? ৩।১০২

৫৩। প্রচার-প্রসঙ্গ —[২৪ পরগণায় ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী ৪।১৫৫, শিলচর ও আগরতলায় প্রচার ৪।১৫৭]।

৫৪। প্রচারকের ডায়েরী ৯।৩৫২

৫৫। প্রশ্নোত্তর —[জ্ঞান ১।৬, সম্প্রদায় ২।৪৫, অসৎসম্প্রদায় ৩।৮৬, যোগ ব্রতাদি ৪।১২৬, ভজনক্রিয়া ৫।১৬৮, অনর্থ-নিবৃত্তি ৬।২০৫, নিষ্ঠা ৭।৪৯, রুচি ৮।২৮৮, আসক্তি ৯।৩২৬, ভাব ১০।৩৬৬, ভক্ত্যঙ্গ ১১।৪১৫, নবধাভক্তি ১২।৪৪৭]।

৫৬। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সাধনতত্ত্ব ৬।২৩৫, ৮।২৯৫

৫৭। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ—শ্রীশ্রীল ৬।২১০

৫৮। বৈষ্ণব ও দেবতার দয়া-বৈশিষ্ট্য ১।১৮

৫৯। বৈষ্ণব-কৃপা ৬।২৩০, ৭।২৫৫

৬০। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগুরু উদ্ধার (কবিতা) ৯।৩২৯

৬১। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী ২।৭৭

৬২। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী ১০।৪০০

৬৩। ভগবানই উদ্ধার করিতে সমর্থ ৬।২২৩

৬৪। ভক্তিই শ্রেষ্ঠোপায় ১২।৪৭০

৬৫। ভক্তিদেবী ও মায়াদেবী-সংলাপ (নাটিকা) ১।২৬

৬৬। ভিখারীর বেশে (কবিতা) ১।২৮৯

৬৭। মঠ-মন্দির ও লৌকিকতা ১।২২

৬৮। মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় শ্রীগুরু শংসন ও অঞ্জলি প্রদান ৩।১১৩

৬৯। মানব জীবনের কর্ত্তব্য ৭।২৫৮, ৮।২৯৮

৭০। রূপগোস্বামি-কৃতং—শ্রীল [শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্ ১।১ ; শ্রীশ্রীআনন্দাখ্য-মহাস্তোত্রম্ ২।৪১ ; শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকা-স্তোত্রম্ ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১ ; শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্ ৬।২০১ ; শ্রীরাধাসপ্তকম্ ৭।২৪১, চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ ৮।২৮১, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকম্ ৯।৩২১, শ্রীপ্রেমেন্দুসাগরাখ্যং শ্রীকৃষ্ণনামা-ষ্টোত্তরশতকম্ ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১]।

৭১। শিক্ষার স্বরূপ ২।৬৪

৭২। শিলং শহরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বিপুল প্রচার (প্রচার-প্রসঙ্গ) ৩।১১৮

৭৩। শ্রবণাদ্বাদশী (সমালোচনা) ৬।২২১

৭৪। শ্রীকৃষ্ণ ভজনই শান্তি ৭।২৭২

৭৫। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌড়-জন্মোৎসব (সাময়িকী) ৩।১১৬

৭৬। শ্রীধাম নবদ্বীপে অভূতপূর্ব্ব বিরাট রথযাত্রা মহোৎসব ৪।১৫৯

৭৭। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও দিগ্বিজয়ী ৫।১৮৫

৭৮। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ ৯।৩৫৩

৭৯। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব এবং বিরহ-সভার অধিবেশন ১০।৩৯৩

৮০। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-প্রভুপাদস্য শ্রীচরণকমলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি (সংস্কৃত-স্তব) ৪।১২৯

৮১। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাই ব্রজের পথ-যাত্রা ৫।১৯৪

৮২। শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব-বার্সরে স্তব-কুসুমাঞ্জলী (কবিতা) ৫।১৭০

৮৩। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে ভক্ত্যর্ঘ্য ৩।৯৭

৮৪। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — [অনর্থযুক্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন ও প্রকৃত ভজন ১।৪ ; শ্রীধামবাস ও ধামভোগ ২।৪৩ ; জড়াশক্তি হরিভজনের প্রতিকূল ৩।৮৪ ; ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট ও তৎ-প্রতিবন্ধক ৪।১২৪ ; উজ্জ্বলরস ও গৌড়নাগরী মত ৫।১৬৪ ; সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্য মঠ ৬।২০৩ ; ভোগীর অর্থচেষ্টা, ত্যাগীর অর্থবিরোধ ও ভক্তের পরমার্থ যাজন ৭।১৪৩ ; নূমাত্রাধিকার ৮।২৮৬ ; কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ের কৃত্য ৯।৩২৪ ; গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবাবৈশিষ্ট্য ১০।৩৬৪ ; জীবের গৃহব্রতবুদ্ধি ও আচার্য্যের উপদেশ ১১।৪০৪ ; প্রতিষ্ঠাকামী বহির্ম্মুখগণের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা ১২।৪৪৫]।

৮৫। সৎ ও অসতের তাৎপর্য্য ৭।২৬০

৮৬। সৎ পিতার পত্র ৬।২২৬

৮৭। সন্দর্ভ-সার — [ভক্তিসন্দর্ভ ১।১৩, ২।৫২, ৫।১৭১, ৬।২১২, ৭।২৫২, ৮।২৯৩, ৯।৩৩২, ১০।৩৭০, ১১।৪২১, ১২।৪৫৩]।

৮৮। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি ৩।৯২

৮৯। সাধনভক্তি কর্ম্মকাণ্ড ব্যাপার নহে ৬।২১৮

৯০। সাধু পদবাচ্য কে ? ১০।৩৭৪

৯১। সিদ্ধান্ত-আচার্য্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী ১০।৩৭৪

৯২। সুকৃতি পরম মঙ্গলদায়িনী ১২।৪৬৪

৯৩। সুখ ও দুঃখ ৮।৩১৪

৯৪। সেবোন্মুখ শ্রোত্র ভগবদ্দর্শনের নেত্র ৭।২৬৩

৯৫। স্বজনবিয়োগও ভগবানের কৃপা ৪।১৩৪, ৫।১৭৮

৯৬। স্বর্গই শ্রেষ্ঠলোক নহে ৮।৩০৭

৯৭। হরিভজনকারী স্বধর্ম্ম-ত্যাগেও নিষ্পাপ ৪।১৪৩

৯৮। হরিবিমুখের পরিণতি —শ্রী ৯।৩৩৭



শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২০শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৯ গোবিন্দ, ৪৮১ গৌরাব্দ | ১ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৪; ইং ১৪।৩।১৯৬৮

সানুবাদং

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্"

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥ ১॥

নিখিল বেদরূপ রত্নমালার কিরণধারা তোমার পাদপদ্মের নখররূপ শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং সংসার মুক্ত নারদাদি ঋষিগণ তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনামন্! তোমাকে আমি আশ্রয় করি॥ ১॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।

ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥

মুনিগণ তোমাকে সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, এবং সমূহ জনের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি কেবল অক্ষরাবয়ব ধারণ করিয়াছ এবং অবহেলাপূর্ব্বকও তোমাকে কেহ যদি উচ্চারণ করে, তবে সেই জন নিখিল ভয়ানক পাপ-রাশিকে লুপ্ত করিতে সক্ষম হয়, অতএব হে নামধেয়! তুমি জয় যুক্ত হও অর্থাৎ জনগণের পাপরাশি দগ্ধপূর্ব্বক স্বকীয় উৎকর্ষ প্রকাশ কর ॥ ২ ॥

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত ভবধ্বান্ত বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীং।
জনস্তল্যোদাতুং জগতি ভববন্নাম তরণে
কৃতীতে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ নাম সূর্য্য! আপনি যদি কোন সঙ্কেতেও উচ্চারিত হয়েন, তাহা হইলেও তত্ত্বদৃষ্টিবিহীন ব্যক্তীর কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ কুশলব্যক্তি আপনার মহিমার নির্ব্বাচন করিতে পারে? ॥ ৩ ॥

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় বর্ত্তমান, ব্রহ্ম চিন্তাদ্বারাও ভোগব্যতিকে যে প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ পুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নামন্! জিহ্বাগ্রে তোমার স্মরণমাত্রেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়, এই কথা বেদ পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন ॥ ৪ ॥

অঘদমনযশোদানন্দনৌনন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণকৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধাতাং নামধেয় ॥ ৫ ॥

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমলনয়ন! হে গোপীচন্দ্র! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণত করুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি প্রকারে অনেক স্বরূপ যে তোমার নাম প্রকাশ পাইতেছে, অতএব হে নামধেয়! তোমাতে আমার অনুরাগ বর্ত্তমান থাকুক ॥ ৫ ॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতোনামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
তস্তস্মিন্ বিবিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদযুপাস্য সোপিহি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥

হে নামন্! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যাত্মক বিগ্রহ এবং বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণগোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক আপনার দুইটী স্বরূপ এই জগন্মণ্ডলে শোভা পাইতেছে, কিন্তু আমি ঐ বিভুস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকেই সদয় বিবেচনা করি, কারণ যে প্রাণী বিভুস্বরূপে কৃতাপরাধ হইয়া বাচকস্বরূপে নামোচ্চারণরূপ উপাসনামাত্রেই নিরপরাধ হইয়া সর্ব্বদা আনন্দ সাগরে মগ্ন হয় ॥ ৬ ॥

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘন সুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায়তে
কৃষ্ণপূর্ণ বপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

হে নামন্! হে কৃষ্ণ! আপনি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের পীড়াসমূহ বিনাশ করেন এবং আপনি ভক্তাভিপ্রায়ে রমণীয় চিদ্ঘনস্বরূপ এবং গোকুলবাসিদিগের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ এবং আপনার অবয়ব মাধুর্য্যাদিতে পরিপূর্ণ অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মি নির্য্যাস মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসনে সদা ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণাভিধেয়! আপনি নারদের বীণার উজ্জীবনস্বরূপ এবং আপনার মাধুর্য্যপ্রবাহ অমৃত তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ, সুতরাং আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা সচেষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ৮ ॥

অনর্থযুক্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন ও প্রকৃত ভজন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতাম্

সারস্বত চতুষ্পাঠী
১৮১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্
বিডনস্কোয়ার, কলিকাতা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২৪
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮

* * *

আপনার ১২ই ফাল্গুনের কৃপা-পত্র অদ্য এখানে পাইলাম। আমি গত সপ্তাহে এখানে আসিয়াছি। * * বিমুখ জগতে নৈরাশ্যে কৃষ্ণের দয়ায় আমি স্নিগ্ধ হইতেছি।

কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নয়। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গই মঙ্গলময়, উপাদেয় ও নিত্য। দুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুর দ্বারা আমাদের সত্য-সত্যই অমঙ্গল হয়। সেইজন্য আপনি, যাহা 'কৃষ্ণ' নহে, অথবা যাহা 'কৃষ্ণভক্তি' নহে,—এরূপ বিষয়ের আদর করিবেন না। স্বপ্ন অমূলক, নিজ-চিন্তার ভোগময় পরিচয় মাত্র; তাহা পূর্ব্ব দুঃসঙ্গের ফল। সুতরাং সে-কথা হৃদয় হইতে ছাড়িয়া দিবেন। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতী সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ॥" যিনি আপনার দৃশ্যমান্ জগতের ভোক্তাভিমান নষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি কিরূপে মনকে ত্রাণ করিবেন? আমার অনুরোধ এই যে, **যিনি এই জাগতিক ভোগের নাগপাশে বদ্ধ, তাঁহার সহিত পারলৌকিক (?) আলোচনা বা অনুশীলন করিলে বিষয় স্পর্শ করে।** প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিজ-রচিত এই শ্লোকটি যেন সর্ব্বদা মনে করেন,—"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভব-সাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িনাং অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণ-তোঽপ্যসাধু॥" বিদ্ধ শাক্ত বন্ধুসহ অত্র বিষয়ক আলোচনা—দুঃসঙ্গের প্রশ্রয়দান। সুতরাং ফলরূপে নিদ্রাকালে দুঃসঙ্গ-জন্য কৃষ্ণবিমুখতাই লভ্য। **সংসার বা হরিবিমুখতাকে আপনি এখনও সম্মান করেন, গুরু-গৌরবে ভূষিত করেন, ইহাই আপনার বা আমার হরিবৈমুখ্য।**

তাহা ছাড়িয়া সাধুবাক্যের আদর করিবেন, তাহা হইলেই হৃদয়ের অন্তরস্থ বিষয়-ভোগবাসনা ছিন্ন হইবে। যে-কাল-পর্য্যন্ত আপনি ফলভোগী কর্ম্মীর ন্যায় আপনাকে জড়ীয় সাংসারিক ভিক্ষুক মনে করিয়া কৃষ্ণেতর বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকিবেন, সে-কাল-পর্য্যন্ত পার্থিব বিচার ও ভোগের অভিমান-সমূহ আপনাকে ক্লেশ দিবে। নিরপরাধে হরিনাম করিতে থাকিলে পূর্ব্ব-জন্মেই কর্ম্মভোগময়ী দীক্ষা প্রভৃতির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, জানিবেন।

দীক্ষা-ফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। আপনি কর্ম্মবন্ধমুক্ত হরিদাস আবার দীক্ষা প্রভৃতি বাহ্যকর্ম্ম-প্রবৃত্তি কি জন্য? আপনি কি একবারও হরিনাম করেন নাই যে, পুনরায় প্রাথমিক প্রারম্ভগুলিদ্বারা কর্ম্ম নিরসন করিতে গিয়া আপনার পুনরায় কর্ম্মভোগ-প্রবৃত্তি? জীব মূঢ় থাকা-কালেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদয় বা নিজকে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বোধ এবং ধনী হইবার জন্য পুনরায় ভোগমূলা প্রবৃত্তির আবাহন করে। মুক্ত হরিদাসগণ হরিনাম করেন। বদ্ধজীবগণ হরিদাস্য বুঝিতে না পারায় elevationist হইয়া সাম্প্রদায়িকতার আবাহন করেন। উহাতে আপনার ন্যায় নামপরায়ণ ব্যক্তি কি জন্য ব্যস্ত? **"দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণ লাভ হয় না। দুঃসঙ্গ** ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে।"—এ কথা মনে রাখিবেন। আমার অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

* * শ্রীতোষণীর "দুঃসঙ্গ" প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি আপনি যাঁহাকে লেখক অনুমান করিয়াছেন, তিনি নিজেই লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা চিরদিনই কঠোর। আপনারা সুললিত ভাষায় তাঁহার কঠোরতার অভাব পূরণ করিয়া সমাজের কল্যাণ বিহিত করুন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে অনুশীল-প্রভাবে ঐ প্রকার নিত্যবৃত্তি আপনারও হইবে, তখন ভাষার কঠিনতা কোমলতায় পরিণত হইয়াছে, দৃষ্ট হইবে।

বিষয়-সমূহ অবৈষ্ণবের নিকট যে-ভাবে গৃহীত হয়, আপনি দৃশ্যমান্ জাগতিক বিষয়গুলিকে সে-ভাবে দর্শন করেন কেন? বিষয়গুলি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া দেখিবেন তাহা হইলে উহা আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আবার **ভক্তের বৈষয়িক ক্লেশ বা সুখকে জড়ক্লেশ বা জড়সুখ মনে করিলেও সত্য-দৃষ্টিতে দেখা হইবে না।** প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ জড়ময় বিশ্বাসে হরিসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিকে 'বিষয়' জ্ঞান করিলে আসক্তি প্রবল হইয়া জড়সুখেই পরিণত হইবে। জড়সুখ কিছু

কৃষ্ণপ্রেম নহে। কৃষ্ণলীলা মায়িক নহে, উহা বৈকুণ্ঠবস্তু অর্থাৎ আপনার লৌকিক বিচারের অন্তর্গত জিনিষ নহে। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবন-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া সময় যাপন করিবেন।

জড়জগতে দ্রষ্টা, বিচারক, ভোক্তা, জ্ঞাতা প্রভৃতি অভিমান-সকল প্রবল থাকিলে হরিসম্বন্ধি-চেষ্টাগুলিও মায়িক অর্থাৎ অপর বস্তুর ন্যায় মনে হয়। বৈষ্ণবের অনুগমনে দৃশ্য জগৎকে আপনি হরিভাবময় অর্থাৎ হরিসেবোন্মুখ মনে করিবেন। আপনার শরীর, বাক্য ও মনও সর্ব্বদা হরিসেবারত জানিবেন। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তাঁহার সেবকগণ প্রাপঞ্চিক জড়বিষয় নহেন। তাঁহারা আপনার লৌকিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বশীভূত নহেন। সেবার উন্মুখতা হইলে স্বীয় সেবাভিমানরূপ অস্মিতার ইন্দ্রিয়ে সেব্য-বিষয়রূপে কৃষ্ণ ও ভক্তগণই পরিদৃষ্ট হন। আশা করি, আপনি ভাল আছেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস

অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(জ্ঞান)

১। জ্ঞানের স্বরূপ কি ?

'জ্ঞানও সাত্ত্বিক কর্ম্মবিশেষ।"

—গীঃ রঃ রঃ ভাঃ, ৩।২

২। কিরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তের স্বীকার যোগ্য ?

"জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নয় ; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে ; কিন্তু ভক্তি সুকুমার স্বভাবা, অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত।

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৩। জিজ্ঞাসা থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধজ্ঞান হয় কি ?

"সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্র করিলে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে 'প্রাকৃত-জ্ঞান' বলা যায়। সেই প্রাকৃত-জ্ঞানের অবিকৃত মূল্য-জ্ঞানকে 'অপ্রাকৃত জ্ঞান' বলা যায়। বিকৃত-অবস্থায় অপ্রাকৃত-জ্ঞানই 'প্রাকৃত জ্ঞান'।

সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—সমস্তই প্রাকৃত। সেই জ্ঞান সমাধিযোগে লুপ্ত হইয়া অবিকৃত-জ্ঞানকে উদয় করায়; তজ্‌জ্ঞানের নামই—'বিজ্ঞান'। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ্‌জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আস্বাদন-কালে ভক্তি উদয় হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

৪। বৈষ্ণবগণ কিরূপ জ্ঞানকে নিন্দা করেন?

"বৈষ্ণব-মহাত্মগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেই স্থানেই জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায় যে, মানুষ কি 'পাজি', তখন মনুষ্য-মাত্রকেই পাজি বলা হয় না, কেবল চোরকেই 'পাজি' বলা যায়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

৫। ভক্তিশাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞানের নিন্দা আছে?

"ভাবভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ঐক্য-বিবেচনাতেই অশুদ্ধ জ্ঞানসকলকে 'জ্ঞান' বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে 'জ্ঞানে'র নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে না।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। প্রত্যেক্ ও পরাক্ চৈতন্য কাহাকে বলে?

"চৈতন্য দ্বিবিধ—প্রত্যেক্ চৈতন্য ও পরাক্ চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয়, সে-সময় যাহা উদিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরস্থ জ্ঞান; যে-সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড়জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং পরাক্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাক্ চৈতন্যকে 'চিৎ' বলি না, কিন্তু 'চিদাভাস' বলি।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৭। ভগবল্লীলা কি মনুষ্য-জ্ঞানে পরিমেয়?

"মানবের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেই জ্ঞানে পরমেশ্বরের শক্তি ও লীলা পরিমাণ করিতে গেলে নিতান্ত ভ্রমে পড়িতে হয়।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

৮। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরজ্ঞানের প্রভেদ কি?

"ব্রহ্মজ্ঞানটী ঈশ্বরজ্ঞানেরই একটী উপশাখা-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৯। কৈবল্য ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ-মুক্তির অবস্থিতি কোথায়?

'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'—মায়িক জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমা।

—ব্রঃ সং ৫।৩৪

১০। জ্ঞানকাণ্ডীর গতি কিরূপ?

"দ্বিতীয় সঙ্গতিতে (স্বার্থবিনাশরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ করিয়া ফল্গুবৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ত্ব লাভ হইল; পরন্তু কতকগুলি ব্যতিরেক চিন্তা লইয়াই তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইঁহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

১১। জ্ঞান-যোগমার্গে গোলোকে গমন-চেষ্টায় কি বিপৎ আছে?

"কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোকে গমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশদিকে দশটি নৈরাশ্যরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দাম্ভিক লোকগণ পরাহত হন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

১২। সুর ও অসুর কাহারা? তাহাদের উপায় ও উপেয়েতে পার্থক্য আছে কি?

"ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষীগণই অসুর। সাধুত্বে ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্যবিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধুবিদ্বেষ ও গো-বিপ্রহননই সাধন এবং মোক্ষই—সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষের প্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল জ্ঞান-চেষ্টারূপ অসাধু সাধনকে আশ্রয় করেন।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জীবের গর্ভবাস

শ্রীভগবান্ বর্ণিছেন শুন হে মাতঃ।
জীবগণ দৈব-কর্ত্তৃক হয়ে প্রেরিত॥
জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলানুসারে।
দৈবদ্বারা দেহ লাভ করিবার তরে॥
কর্ম্মানুসারে স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়।
পুরুষের রেতঃ কণা করিয়া আশ্রয়॥
ঐ রেতঃ কণা গর্ভ মধ্যে হয়ে পতিত।
একরাত্রে রক্তের সঙ্গে হয় মিশ্রিত॥
পঞ্চ রাত্রিতে বুদ্বুদাকারেতে গঠন।
দশ দিবসে বদরী ফলের মতন॥
তৎপরে পরিণত মাংস পিণ্ডাকার।
পক্ষাদি যোনিতে হয়ে থাকে ডিম্বাকার॥
একমাস মধ্যে জীবের মস্তক হয়।
হস্ত পদাদি দুই মাসেতে সমুদয়॥
তিন মাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম যত।
লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয় ছিদ্র সব প্রকটিত॥
জীবের চারি মাসে সপ্ত ধাতু গঠিত।
পঞ্চ মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতি ব্যথিত॥
ঐ জীব মাতৃ-গর্ভে ছয় মাস যখন।
জরায়ুর দ্বারা আবৃত হয় তখন॥
মাতার দক্ষিণ কুক্ষি ভ্রমণ করয়।
শ্রীকৃষ্ণ ভুলি জীব কত কষ্ট না পায়॥
মাতা অন্নপানাদি যাহা সকল খায়।
তাহা খাইয়া জীব পরিবর্দ্ধিত হয়॥
ইচ্ছা না থাকিলে তবু কর্ম্মবশে রয়।
মল মূত্রের মধ্যে শয়নে বাধ্য হয়॥
গর্ভের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত কৃমি ছিল যত।
সুকুমার দেহ পেয়ে অতি আনন্দিত॥
নিয়ত জীবের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত।
অতিশয় কষ্টেতে মুহুঃ মুহুঃ মূর্চ্ছিত॥
গর্ভ ধারিণী কটু, তিক্ত, লবন যত।
উষ্ণ অম্লাদি রস ভক্ষণ করে কত॥

গর্ভমধ্যে গিয়া লাগে তাহা সমুদয়।
জীবের সর্ব্বাঙ্গেতে বেদনা অতিশয়॥
জরায়ুর দ্বারা ভিতরে হয়ে বেষ্টিত।
নাড়ী হতে আবদ্ধ বাহিরে কত শত॥
পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ করি কত কুঞ্চিত।
অধোভাগে মস্তক স্থাপনে অবস্থিত॥
পিঞ্জরস্থ বদ্ধ পক্ষী যে ভাবেতে রয়।
গর্ভমধ্যে বাস করে কষ্টে অতিশয়॥

কৃষ্ণ-কৃপায় জীবের স্মৃতির উদয়।
ঐ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের পাপ সমুদয়॥
শত শত জন্মের পাপ কর্ম্ম সকল।
স্মরণে গর্ভেতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেবল॥
এই ভাবে মাতৃ-গর্ভে কত কষ্ট হয়।
এরূপ অবস্থায় কি ভাবে সুখ পায়?
জীব সপ্তম মাসে পদার্পণ যখন।
জ্ঞানোদয় হয় গর্ভ-মধ্যেতে তখন॥

প্রসব কারণ বায়ু দ্বারাতে চালিত।
বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় না হয় স্থিত॥
তখন দেহাত্মদর্শী জীব পুনরায়।
গর্ভবাস যন্ত্রনায় ভয়ে অতিশয়॥
সপ্ত ধাতুর দ্বারায় বদ্ধ অবস্থায়।
কৃতাঞ্জলি পুটে জীব ডাকে উভরায়॥
ভগবান্ মাতৃ-গর্ভে করেছে প্রেরণ।
ভয়ে জীব স্তব আরম্ভ করে তখন॥

এইভাবে কষ্টে স্তব করে নারায়ণে।
গর্ভমধ্যে জীব কহিতে থাকে তখনে॥
পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ইচ্ছায় পালনে।
কত মূর্ত্তি প্রকটিত করেন তখনে॥
মোর মত পাপী ব্যক্তি পেয়ে নারায়ণ।
অনুরূপা এই গতি করেছে বিধান॥
ঘোর মাতৃগর্ভ মধ্যে বিপাকে পড়িয়া।
কৃষ্ণ শরণ লইনু গতি না দেখিয়া॥

আমি গর্ভে বদ্ধ হয়ে করি অবস্থান।
মায়া স্বরূপাবৃত ইহাতে প্রমাণ॥
মায়ার আশ্রয়ে পরিণতা দেহাকারে।
নিজ কর্ম্মে বদ্ধ আমি দোষ দিব কারে॥
এই স্থানে অন্তর্যামি রূপে ভগবান্।
মোর সহিত তিনি করেন অবস্থান॥
স্থূল, লিঙ্গ, উপাধি, রহিত নারায়ণ।
দেহ-দেহী অভেদ তিনি শাস্ত্র-প্রমাণ॥
যিনি অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ ভগবান্।
মোর সন্তপ্ত হৃদয়ে করে অবস্থান॥
এ ঘোর বিপদে হরি শরণ্য তোমার।
বারং বার করি আমি তোমা নমস্কার॥
দেহেতে আছি আমি পঞ্চভূত রচিত।
নিত্য স্বরূপ ভুলিয়া দেহেতে জড়িত॥
ব্যষ্টি জীব মধ্যে অন্তর্য্যামি অবস্থান।
অপ্রাকৃত স্বরূপেতে নাহি মায়া তান॥
মায়িক জীবের দেহ-দেহী ভেদ হয়।
ভগবানের সবই অপ্রাকৃত ময়॥
বৈকুণ্ঠ বস্তু হলেন তিনি ভগবান্।
পুরুষ প্রকৃতির নিয়ন্তা নারায়ণ॥
যাঁর মায়াতে জীব পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়া।
কর্ম্মবশে সংসারেতে বেড়ান ঝুলিয়া॥
ঈশ্বরের কৃপা বিনা আর কিবা আছে।
স্ব-স্বরূপে প্রাপ্ত হয়ে যাবে তাঁর কাছে॥
পরমেশ্বর বিনা কেবা আছে আমার।
ত্রৈকালিক জ্ঞান দিয়া ঘুচাও সংসার॥
পরমেশ্বর অংশ হইয়া অন্তর্য্যামি।
পরব্রহ্মরূপে প্রবিষ্ট জগত-স্বামী॥
নিখিল পদার্থের মধ্যে বাস যাঁহার।
তিনি বিনা আর শরণ লইব কাহার?

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৭)

প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতাঃ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥ (ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)

"হে অসুরবালকগণ, ব্রহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদবৃত্ত, বহুশাস্ত্রজ্ঞান, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত, প্রভৃতি ভগবানের প্রীতিজনক সমর্থ হয় না, কিন্তু কেবল অমলভক্তিদ্বারাই তিনি প্রীত হন, অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র।"

'অমল' শব্দে নিষ্কাম ভক্তি। অতএব সকাম ভক্তের ভক্তিও কেবলমাত্র স্বার্থ সাধনোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ভক্তির অনুকরণ স্বরূপ বলিয়া নটরূপে গণ্য হয়। যেরূপ নাটকে নটগণ রামবস্ত্রাদি হইতে ভিন্ন হইয়াও তাঁহাদের অনুকরণ করে এস্থলেও তাদৃশ বলিয়া জানিতে হইবে।

সকামত্ব ঐহিক ও পারত্রিকভেদে দ্বিবিধ। "আমরা স্বর্গ নিখিল-ভূমণ্ডল-আধিপত্য, ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, প্রভৃতি কেবল বস্তুই প্রার্থনা করি না"—নাগপত্নীগণের এই বাক্যে (১০।১৬।৩৭) সর্ব্ববিধ সকামত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রহ্লাদের বাক্যেও—

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥ (ভাঃ ৭।১০।২)

'হে দেব, আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত, অতএব এই সকল বর দ্বারা কামনাকে ভীত, নির্ব্বিণ্ণ এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি।' এই বাক্যে মুমুক্ষু অর্থে কামত্যাগের ইচ্ছা। যেহেতু পরে ভক্ত হইয়াছে—

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ (ভাঃ ৭।১০।৭)

হে বরদশ্রেষ্ঠ, যদি আপনি আমাকে বরদানে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার নিকট আমার এই বর প্রার্থনা—যেন আমার হৃদয়ে কোনরূপ কামের উদয় না হয়।

এইরূপ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের যজ্ঞানুষ্ঠানও কেবল লোক-শিষ্টাচারই জানিতে হইবে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াও তিনি 'একান্ত ভক্তিভাবের সহিত'

এরূপ বাক্যে উক্ত হইয়াছে। ঐহিক নিষ্কামত্ব অর্থে 'জীবিকা এবং প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ রাহিত্য' জানিতে হইবে।

গরুড় পুরাণে শুদ্ধভক্তি-লক্ষণে উক্ত হইয়াছে—"বিষ্ণুং যো ন জীবতি" অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে যিনি জীবিকার উপায়-স্বরূপ করে না।

শ্রীপ্রহ্লাদেরও বাক্য—

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় অপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৬)

হে অন্তর্যামিন্, মৌনব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম-ব্যাখ্যা, নির্জ্জন-বাস, জপ ও সমাধি এই দশটি মোক্ষ সাধন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের বার্ত্তাস্বরূপ হইয়া থাকে। দাম্ভিকগণের কখনও ঐ সকল জীবিকা-স্বরূপ হয়, কখনও হয় না। যেহেতু দম্ভের ফল অনিশ্চিত। অতএব উক্ত হইয়াছে—

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তেস্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ।
(ভাঃ ৬।১৮।৭৪)

যাঁহারা নিষ্কামভাবে ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া পর (মোক্ষ) পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেন না তাঁহারাই স্বার্থকুশলরূপে স্মৃত অর্থাৎ স্বার্থ বিষয়ে পণ্ডিত। অতএব এই ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের শবররূপে উক্ত হইয়াছে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তি যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভগবানে অর্পিত হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন মনে করি।

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ তদীয় নামাদি বিষয়ে জ্ঞাতব্য। পাদসেবন—পরিচর্য্যা। অর্চ্চন অর্থাৎ বিধিক্রমে পূজা। বন্দন—নমস্কার। দাস্য—আমি

তাঁহার দাস, এই অভিমান। সখ্য—বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকামনা। আত্ম-নিবেদন—বিক্রীর গো অশ্বাদির ন্যায় নিজ দেহাদিকে একমাত্র তাঁহার সেবার জন্য ক্রেতৃ-স্বরূপ ভগবানে অর্পণ ; ইহাতে নিজ ভরণপোষণের চিন্তাও করিতে হয় না। প্রাচীনগণ এই উদাহরণ দিয়া থাকেন—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ্ভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথস্ত সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৯)

ভগবদ বিষয়ের শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ, পাদসেবায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী, পূজনে শ্রীপৃথু, বন্দনে শ্রীঅক্রূর, দাসত্বে শ্রীহনুমান, সখ্যে শ্রীঅর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে শ্রীবলি প্রধান ছিলেন। ইঁহাদের এক এক অঙ্গ সাধনেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিলেন।

নবলক্ষণ ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ে সাক্ষাদ্ভাবে অর্থাৎ কর্ম্মসমর্পণাদি-পরম্পরা ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয় ; তন্মধ্যেও বিশেষতঃ যদি তাহা শ্রীবিষ্ণুরই প্রতি অর্পিত হইয়া অর্থাৎ 'ইহা তাঁহারই জন্য' এইরূপ চিন্তিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, পরন্তু ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি কামনায় অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ভক্তির অনুষ্ঠাতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা উত্তম অর্থাৎ সার্থক মনে করি।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—
"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্"। ভক্তি শব্দের অর্থ এই ভগবানের ভজন অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্ম-চিন্তা পরিহার সহকারে তাঁহাতেই 'মন' সমর্পণ, ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য, এস্থলে 'নবলক্ষণা' অর্থে নয়টীর সমষ্টি নহে, যেহেতু পৃথগ্ভাবে এক একটী অঙ্গ দ্বারাই সাধ্য-বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে অন্য অঙ্গের মিশ্রণ কেবলমাত্র লোকের শ্রদ্ধা ও রুচির পার্থক্যবশতঃই দৃষ্ট হয়। নবলক্ষণা শব্দ সামান্য ভক্তিশাস্ত্রেরই নির্দ্দেশ হেতু ভক্তিমাত্রেরই অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। অন্যান্য অঙ্গসমূহকেও এই একটী অন্তর্ভুক্ত করিয়া নবলক্ষণত্ব সিদ্ধ হয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অসুবিধা কোথায়?

অসুবিধা—অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মক-দর্শনে। ঐ দর্শনে চালিত হইলে দেহ ও মন অনাত্ম-প্রতিতীর দাসত্ব করে। তৎকালে দেহ ও মনের যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহা হয় কর্ম্মকাণ্ড, না হয় জ্ঞানকাণ্ড। অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঐ সকল অনাত্মপ্রতীতি হইতে শরণাগত শিষ্যকে উদ্ধার করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। অর্থাৎ তাহার দেহ ও মনকে আত্ম-প্রতীতিতে চালিত করেন। এই অবস্থায় দেহ ও মন সর্ব্বদা সপরিকর শ্রীভগবানের সেবা-কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই করে না। যে পরিমাণে অনাত্ম-প্রতীতির অবসান, সেই পরিমাণে ভজনের সুষ্ঠুতা। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিম্নলিখিত উপদেশ আলোচ্য--

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহ কৃষ্ণ-চরণ ভজয়॥"

মহাপ্রভুর এই উপদেশে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অনাত্ম-প্রতীতিযুক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীগণের ভোগময় জড়ানন্দবিশিষ্ট প্রাকৃত-দেহের ন্যায় আত্মপ্রতীত-বিগ্রহ বৈষ্ণবগণের দেহ কখনই ভোগপর প্রাকৃত নহে। ভক্তদেহ—চিদানন্দময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী ও প্রকৃত্যতীত ভাবময়, তাহাতে সচ্চিদানন্দতত্ত্ব বিরাজিত।

দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতানুভূতি পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত-সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি অপ্রাকৃত-স্বরূপে কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইয়া প্রপন্ন হইলেই কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়ভোগ্য রাজ্যের 'ভোক্তা' বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজ অস্মীতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্য-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্য-সেবক-বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হ'ন। ভক্তের কালোচিত অপ্রাকৃত-দেহদ্বারা অপ্রাকৃতভাব-সেবাকেও প্রাকৃত-বুদ্ধি-দোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃত-কর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে; ইহাই পৌত্তলিকতা। বিষ্ণুর দেহ অপ্রাকৃত; বৈষ্ণবদেহও অপ্রাকৃত।

অপ্রাকৃত-বস্তুকে প্রাকৃত-জ্ঞানই গোখরত্ব। শ্রীবিগ্রহকে কাঠ-পাথর-বুদ্ধি করা যে-প্রকার অপরাধময়, বৈষ্ণব-তনুকে প্রাকৃত জ্ঞানও সেই প্রকারই অপরাধময়।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে শুদ্ধভক্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"মর্ত্ত্যে যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকির্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

এই স্থানে 'ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা' বলিতে যিনি ভোগ ও মোক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ; কাম ও মোক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদনপূর্ব্বক তদীয় ইচ্ছায় কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, তখন তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া ভগবানের সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ-রসলাভে যোগ্য হন।

অনেকে বলেন—মহাশয় দেখিতে পাইলাম, অমুক মিস্ত্রী নিমগাছ হইতে ঠাকুর তৈয়ার করিল, দেখিতে পাইতেছি—বৈষ্ণবগণও আমাদের ন্যায় রোগাদিতে ভুগিতেছেন—তাঁহাদেরও মৃত্যু দেখিতে পাইতেছি—ব্যাধের শরে কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাইতেছি—এক্ষণে শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত, বৈষ্ণবদেহ অপ্রাকৃত, বৈষ্ণবের মৃত্যু নাই, কৃষ্ণের দেহ-দেহিতে ভেদ নাই—এই সকল কি-প্রকারে বিশ্বাস করি? আর কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়াই বা কি-প্রকারে স্বীকার করি?

ঐ সকল প্রশ্নের মূলেও রহিয়াছে অহঙ্কার বিমূঢ়তা—আমি দ্রষ্টা, এই অভিমান; আমি সকলই আমার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিয়া লইতে পারি—মাপিয়া লইতে পারি, ইহাই মায়াবিমূঢ়তা। মায়া বা মাপা-ধর্ম্ম অপাশ্রিত-ভাবে ভগবানের পশ্চাতে থাকে—তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না, সুতরাং ভগবানের স্বরূপ তাহার দর্শনের বিষয় হয় না। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত-গোচর হন না। প্রাকৃতত্বের আবরণ অপসারিত হইলেই অপ্রাকৃত-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত বিচারে আবদ্ধ জনগণকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। "ব্যাধের শরের কাহিনী" শাস্ত্রের মূঢ়-বিমোহন-লীলা। শ্রীভগবৎ-কৃপা অবতীর্ণ না হইলে ভগবৎস্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত হয় না। শ্রীভগবানের নিম্নলিখিত বাণীটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—

"যাবান্ হং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

স্বরাট্ শ্রীভগবান্ পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে কৃপা বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু ভজনপিপাসু জনগণকে অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ কখনও বঞ্চিত করেন না। শ্রীভগবানের কৃপার অধিকারী কে, তৎসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ (গীতা ১০।১০)

ঐ বুদ্ধিযোগই ভগবৎকৃপা। ঐ কৃপার প্রতি উদাসীন হইয়া নিজ কর্ত্তৃত্বচালনে চেষ্টাপর হইলেই মানব অসুবিধায় পতিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে তদীয় কৃপায় দিব্যদর্শন লাভ হইলে স্থাবর-জঙ্গমের বাহ্যরূপ বা বঞ্চনাকর স্বরূপ আর তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে না। মহাভাগবতের দিব্যদর্শনে সর্ব্বত্রই—প্রতি অণু পরমাণুতে ব্রজমণ্ডল ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবার স্ফূর্ত্তি। তাঁহার সেব্যদর্শন ব্যতীত আর অন্য দর্শন নাই ; কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর অন্য কার্য্য নাই।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥" (চঃ চঃ মঃ ৮।২৭২-২৭৩)

দিব্যদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, তরু-গুল্ম-পাদপ-বনাদি সকলেই কৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন।

"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥"
(ভাঃ ১০।৩৫।৯)

অসুবিধায় আত্মম্ভরিতা—"আমার ন্যায় বাহাদুর, আমার ন্যায় কার্য্য-কুশল আর কেহই নাই", এই প্রকার অহঙ্কার। সেবা-সুবিধায় বা অপ্রাকৃত-প্রেমে ঐ অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে, নিরন্তর সেবা-মগ্নতা-সত্ত্বেও "আমি কৃষ্ণের কিছুমাত্র সেবা করিতে পারিলাম না" এই স্বাভাবিক দৈন্য প্রকাশিত।

"প্রেমের স্বভাব, যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ' ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অঃ ২০।২৮)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বৈষ্ণব ও দেবতার দয়া-বৈশিষ্ট্য

বৈষ্ণব ও দেবতা উভয়ই জীবতত্ত্ব। দেবতাগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন আর বৈষ্ণবগণ শুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট। দেবতাগণ ত্রিগুণাধীন সত্ত্বগুণান্তর্গত কিন্তু বৈষ্ণবগণ গুণাতীত, নির্গুণ বস্তু অর্থাৎ মায়ার কোন সংস্পর্শ তাঁহাতে নাই। দেবতাগণ মায়ারচিত চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত স্বর্গলোকের অধিবাসী আর বৈষ্ণবগণ গোলোক-বৈকুণ্ঠবাসী। দেবতাগণ সাধারণতঃ ভোগী; বৈষ্ণবগণ ভোগ বা ত্যাগ না করিয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া নিরতই ভগবৎসেবায় নিয়োজিত। দেবতাগণ মায়াকবলিত, বৈষ্ণবগণ মায়ামুক্ত। উভয়ই স্বরূপতঃ ভগবানের সেবক হইলেও দেবতাগণ ভগবদ্বহির্ম্মুখ জড়সঙ্গী বা মায়াসঙ্গী কিন্তু বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গী। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা ছাড়া—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবিধান ছাড়া বৈষ্ণবের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। **বৈষ্ণবগণ অহরহঃ কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত।** যে-সকল দেবতা সুবুদ্ধিক্রমে ভগবানের সেবা করিবার সৌভাগ্য পান—ভগবৎ-কৃপায় মায়ামুক্ত হইয়া চিন্ময়দেহে সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবাধিকার পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহারা বৈষ্ণব-সেবাফলে তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোকে যাইবার অধিকারী। তবে ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়াই আজ বৈষ্ণব ও দেবতা সম্বন্ধে কিছু দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

বৈষ্ণবগণ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা চিদ্দেহ-বিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহাদের দেহদেহীতে ভেদ নাই, কিন্তু দেবতাগণ স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগে প্রমত্ত। দেব-দেহ নশ্বর, তাঁহাদের দেহ-দেহীতে ভেদ আছে। দেব-দেহ চেতনদেহ বা স্বরূপের দেহ নহে বলিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা-স্মৃতি তাহাতে নাই। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে দেবতাগণও দেব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। দেবতাগণ সাধারণ জীবের নিকট পূজ্য হইলেও বৈষ্ণব দেবতাগণেরও গুরু। সাধারণ জীবগণ পুণ্যাদিফলে দেবতা হইতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে কোন জীবই বৈষ্ণবদাস বা বৈষ্ণব হইতে পারেন না। দেবপদ বৈষ্ণবপদবীর নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকগণ ব্রহ্মাদি পদও প্রার্থনা করেন না; পরন্তু তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

দেবতাগণ ভগবানের নিকট হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধজীবগণের প্রার্থনা পূরণ করেন, তাহাদের ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ এরূপ ধরণের মন্দোদয়-দয়া প্রদর্শন করেন না। পরন্তু হরিবিমুখ বদ্ধজীবগণের নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতঃ নিজেও অনুক্ষণ সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা মঙ্গলময় ভক্তিপথে অবস্থিত থাকেন বলিয়া সকলকেই সেই পথে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহাদের সঙ্গ হইলে আমাদের স্বরূপের বৃত্তি প্রকাশিত হয়; তখন আমরা ভগবৎ-সেবার অসমোর্দ্ধত্ব অল্পবিস্তর বুঝিতে পারি। সেইজন্য শাস্ত্র সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবসেবার কর্ত্তব্যতা ও শ্রেষ্ঠতার কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ ভগবানের যে অত্যন্ত প্রিয় তাহা তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন যথা,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানান্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

[সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না]।

এই জন্যই মহাজন গাহিয়াছেন—'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।'

দেবতাগণ প্রাণিগণের মঙ্গল বিধান করেন। যে-সকল প্রাণী মঙ্গল প্রার্থনা করেন না, দেবতাগণ তাঁহাদিগকে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবগণের আচরণে প্রাণিগণের সুখ-দুঃখ উভয়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধুগণের চরিত্র দেবগণ অপেক্ষাও উন্নত। তাঁহারা কোন প্রকারে ভূতোদ্বেগ প্রদান করেন না অর্থাৎ কোন প্রাণীরই দুঃখের কারণ হন না। 'প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে' ইত্যাদি আচরণ তাঁহাদের চরিত্রেই দেখা যায়।

এই ভগবদ্ধর্ম্মযাজী বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর। জগতের মঙ্গল করাই তাঁহাদের কাজ। তাঁহাদের সকল কার্য্যই মঙ্গলময়।

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান পরঘর॥

হরিভক্ত ব্যতীত, মনুষ্য কি দেবতা সকলেই স্বার্থপর, সকলেই বণিকের ধর্ম্মে অবস্থিত। দেবতাগণ মানবগণ কর্ত্তৃক পূজা পাইলে তাহাদের কিছু সুবিধা করিয়া দেন। আবার পূজার অভাব হইলে বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইহা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ নির্ম্মৎসর হওয়ায়—কুণ্ঠাধর্ম্মে অবস্থিত না হওয়ায় এবং সতত ভগবদ্ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকায় নিজের জন্য কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। পরন্তু তাঁহারা দীনবৎসল অর্থাৎ জীবের অভাব-মোচনকারী, জীবের মঙ্গলবিধানে তৎপর। দেবোপাসকগণের তত্তৎপ্রেয়ঃ-কামনা দাতৃত্ব সত্ত্বপ্রধান দেবগণের আছে। মানবগণ দেবগণকে যেভাবে আরাধনা করে, কর্ম্মাধীন ফলপ্রদানশীল দেবগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুগত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। প্রার্থীর সাধুত্ব-অসাধুত্ব-অনুসারে সুফল ও কুফল লাভ ঘটে। অতএব দেবতাগণের দয়ার যে ইষ্টানিষ্ট উভয়বিধ ফল আছে—তাহাতে যে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গললাভ নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু সাধুগণ সর্ব্বদাই দীনের প্রতি অতিশয় বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুমঙ্গল-বিধায়িনী। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণ সকল অবস্থাতেই সকলের নিত্যমঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কাহাকেও কৃপণ হইতে বলেন না। বৈষ্ণবগণ নিঃশ্রেয়সের পথে ভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল। তাঁহারা প্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃ মনে করেন না বলিয়া লোকের প্রেয়ঃবিধানের পরিবর্ত্তে নিত্য শ্রেয়ের পথে—সেবার পথে আকর্ষণ করেন। অপরের বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা দুঃখ বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইসকল ব্যবহারিক দুঃখও বৈষ্ণবগণের নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দ। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের কাহারও প্রতি দ্বেষ বা হিংসার কারণ না থাকায় সকল অবস্থাতেই তাঁহারা সকলের নিত্যমঙ্গল করিতে সমর্থ—বৈষ্ণবগণই অমন্দোদয়দয়াশীল। পক্ষান্তরে দেবগণের দয়ার মন্দোদয়ের সম্ভাবনারও অবকাশ আছে। কিন্তু বাইশবাজারের প্রহারকারী মহাপরাধী যবনভৃত্যগণের মঙ্গলের জন্য তৎকর্ত্তৃক নির্য্যাতীত পরমবৈষ্ণব ঠাকুর হরিহাসের ভগবানের নিকট প্রার্থনা প্রভৃতি বৈষ্ণবকৃপার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

বৈষ্ণবগণ জীবের পরমবন্ধু, তাঁহাদের সেবাতেই আমাদের মঙ্গল। তাঁহারা এত কৃপালু যে, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের নিকট বিষয়-বিষ

প্রার্থনা করিলে নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণ জীবদিগকে বিষ না দিয়া কৌশলে ভক্তিরস পান করাইবার প্রচেষ্টা করেন। সেইজন্য বৈষ্ণবগণ আমাদের নিত্যোপাস্য ও আমাদের নিত্যগুরু। আমরা বদ্ধজীব; স্বসুখ-বাঞ্ছাই আমাদের প্রবল। দেবতাগণ এই ক্ষণিকসুখপ্রদ। এবং পরিণামে দুঃখপ্রদ স্বসুখ-বাঞ্ছাপূর্ত্তির সহায়ক খাজাঞ্চিরূপে আমাদিগকে ধনজনাদি অনিত্যবস্তু প্রদানপূর্ব্বক আমাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই বিধান করেন। সুতরাং তাঁহাদের দয়া অধিকাংশস্থলেই মন্দোদয়া। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রেরই বৈষ্ণব ও দেবতা এই দুইয়ের বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়া বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। সেইজন্যই বলিতেছি, প্রেয়ঃকামিগণ সাধারণতঃ দেবোপাসক আর শ্রেয়ঃকামী জনগণ বৈষ্ণবসেবালাভে কৃত-কৃতার্থ। বৈষ্ণবগণ অশেষ গুণসম্পন্ন ও নিষ্কলঙ্ক। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-চরিত্র　　সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ　　না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা বৈষ্ণবের মহিমার কথা শুনিতে পাই।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা।
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ॥
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা।
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" (ভাঃ ৫।১৮।১২)

অর্থাৎ, ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিহীন ব্যক্তি অন্যাভিলাষ কর্ম-জ্ঞান যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা কোথায়?

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

মঠ-মন্দির ও লৌকিকতা

যেস্থানে ছাত্রগণ পরমার্থ আলোচনা করেন তাহাই 'মঠ'। 'পরমার্থ'-সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারণা। কর্ম্মীর বিচারে মানবগণের ভোগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই পরমার্থ; এই কার্য্যটীকে ইংরেজী ভাষায় Altruism বলে। জ্ঞানীর বিচারে 'নেতি' 'নেতি'র চরমফল নির্ব্বিশেষ হইয়া যাওয়াই পরমার্থ। যোগীর বিচারে অভ্যাসযোগ, যম-নিয়ম-আসন-ধ্যান-ধারণাদিই পরমার্থ। ভক্তের বিচারে একটু স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—অবমকে পরমের আসনে বসাইলে কোন অসুবিধা হইবে না। অবম কখনই পরম নহে। যাহা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অন্তর্গত, প্রকৃতির গুণত্রয়ের কোনওটী যাহাকে অভিভূত করিতে পারে না এবং যাহা লয়ের অন্তর্গত, এরূপ কিছুই পরমার্থের অন্তর্গত হইতে পারে না। পরম অর্থ—পরম প্রয়োজন তাহাই, যাহা যাবতীয়-হেয়তা-বর্জ্জিত নিত্য-বিলাস-চমৎকারিতারূপে অমৃতসিন্ধু। এই অমৃত প্রাকৃত ভোগীর ধারণার অন্তর্গত নহে। অমৃত—'নাস্তি মৃতমনেন'। অপ্রাকৃত মদনমোহনের আনন্দপ্রদ সেবনকার্য্যই এই অমৃত। অপ্রাকৃত গোলোক-বৈকুণ্ঠে সেব্য—নিত্য, সেবক—নিত্য, সেবা—নিত্য; সুতরাং তথায়ই প্রকৃত অমৃতের অবস্থিতি। 'অমৃত' অর্থে পরম-সেবানন্দ। পুণ্য ক্ষয় হইলে যেস্থান হইতে পতন হয়, সেই স্বর্গরাজ্যে যে অমৃতের কথা শুনা যায়, তাহা গোলোকের অমৃতে-বিকৃত হেয় প্রতিফলন। ভক্তের সেবামৃতের স্থান মুক্তি-ভূমিকায়—দেবী-ধামে নহে। 'পরমার্থ' শব্দের প্রকৃত প্রতীতি একমাত্র ভক্তেরই আছে। সেই প্রতীতি যেস্থানে শিক্ষা দেওয়া হয়—যেস্থানে বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে অধ্যাপনা হয়—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ" **যে-স্থানের শিক্ষার মূল কথা পরমার্থ, তাহাই শিক্ষাগার মঠ।**

'মন্দির'-শব্দটী গৃহ, পুর, নগর, সমুদ্র প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরমার্থের অনুশীলনকারিগণ মন্দির-শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই শ্রীভগবানের আবাসস্থলীই বুঝিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরে আমরা শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতারের দর্শন পাই। ভক্তের হৃদয়ে সতত গোবিন্দের বিশ্রাম বলিয়া ভক্তহৃদয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সর্ব্বসাধারণকে ভগবৎসেবার অধিকার প্রদানের জন্য ভাগবতবর স্বীয় হৃদয়মন্দির বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহাই ভক্তি-মঠের শ্রীমন্দির।

লোক বা জনসাধারণের কার্য্যের ভাব লৌকিকতা। 'লৌকিকতা'-শব্দটী যেস্থানে প্রাণের সহিত কার্য্য নহে, 'না করিলে লোকে কি বলিবে' এই ভয়ে যেন দায়ে পড়িয়াই কার্য্যটী করিতে হয়, বর্ত্তমানে সাধারণতঃ সেই স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শব্দটী ঐ অর্থে ব্যবহার না করিয়া জনসাধারণের কার্য্যের ভাবে ইহার যথার্থ অর্থে ব্যবহার করিব। এই অর্থেও লৌকিকতা শুদ্ধ জীবাত্মার কার্য্য নহে বলিয়া বহির্ম্মুখতার পেষণে বদ্ধজীবকে উহা স্বীকার করিতে হয়।

চীনের যত আক্রোশ মঠ-মন্দিরের উপর। তাহার চিন্তাধারা বিভিন্ন দেশের অনেক খ্যাতনামা কর্ম্মীকেও আক্রমণ করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে আমরা দেখিতে পাইতেছি—তথাকথিত মঠবাসিগণের অপরের উপর নির্ভরতা, ব্যভিচারদোষ, আলস্যপরায়ণতা ও অজ্ঞতা-নিবন্ধন বিষয়টী বুঝাইতে অক্ষমতা। কেহ কেহ বলেন ভারতে পঞ্চাশ লক্ষাধিক সাধু ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া আলস্যে কাল কাটাইতেছে, তাহাও দেশে দারিদ্র্য-সৃষ্টির অন্যতম কারণ। আমরা তাঁহার এই কথাটী একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না। প্রতিযোগিতামূলে মাদক-দ্রব্যের সেবন যেস্থানে সাধুত্বের (?) লক্ষণ হয়, জাড্য বা আলস্যপরায়ণতা যেস্থানে সাধুত্বের (?) কার্য্য হয়, সেস্থানে তাহা ঠিকই বলেন। তবে আত্মস্বরূপ, আত্মদেশ ও আত্ম-কার্য্যের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিয়া ভোগের প্রবলস্রোতে নিক্ষেপপূর্ব্বক কোটি কোটি মানবের যে ভীষণ অনিষ্ট করিবার যত্ন চলিতেছে তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। পরমার্থ ভারতের মহাবাণী—**হরিবিমুখাবস্থায় অবস্থিতিই জাড্যের চরম-সীমা।** নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণ (অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে) মাধুকরী-বৃত্তি স্বীকার করিয়া গৃহস্থগণের নিত্যাকল্যাণ সাধন করেন। তাঁহাদের প্রভাবেই ধ্বংসের গতি হ্রাস পাইতেছে। তাঁহাদিগকে যদি সমাজের অহিতকারী জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে--কলির প্রাবল্য আমাদিগকে ধ্বংসের অগ্নি-গোলায় নিক্ষেপ করিতেছে।

জনসাধারণের কার্য্যের সহিত আমরা এখন মঠ-মন্দিরের কার্য্যের একটু তুলনা করিব। জন-সমাজের লক্ষ্য—শান্তিস্থাপন; তজ্জন্য তাঁহারা নৈতিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রচলন ও বেকার সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন। রোগ, অর্থাভাব ও অনৈতিকতা না থাকিলে মনুষ্য-সমাজ

বেশ সুখের হয়। রোগ-নিবারণ ও নির্ব্বাসনের জন্য চিকিৎসাগারে গবেষণা চলিতেছে। অর্থাভাব দূরীভূত করিবার জন্য কৃষি-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে হয়, তজ্জন্য চেষ্টা হইতেছে। নৈতিক-শিক্ষার প্রতিও মনীষিগণের দৃষ্টি রহিয়াছে। বৈশ্য-নীতিকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমানে রাজনৈতিক-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-নীতির প্রতি দৃষ্টি বর্ত্তমান সমাজগঠনকারিগণের নাই; কতিপয় দেশের চিন্তাস্রোত তাহার ধ্বংসসাধনের জন্য। কর্ম্মবিচারান্তর্গত ব্রাহ্মণতার সহিত পরমার্থেরও কোন সম্পর্ক নাই। তাই বলিয়া ইহজগতে সংরক্ষণ-কার্য্যে ব্রাহ্মণতার সত্ত্বগুণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হইবে না। ব্রাহ্মণতার বিরুদ্ধে অভিযান ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণতার সেবার জন্যই ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বৈশ্যের শস্যাদিও ব্রাহ্মণতার সেবায় নিযুক্ত হইত। পারমার্থিক পরমহংস বা বৈষ্ণবগণের স্থান ছিল সর্ব্বোপরি। কিন্তু কালের বিক্রমে পাশ্চাত্যের তরঙ্গ আসিয়া সুবৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে স্থাপিত বর্ণাশ্রম বিচারকে ওলটপালট করিয়া ফেলিতেছে। এই বিষয়ে আমরা আজ আলোচনা করিব না। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—মঠ-মন্দিরাদির উপর আক্রমণ বা কালাপাহাড়ী বুদ্ধি পরমার্থের বক্ষে অসি বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। মঠ-মন্দিরাদির প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বলিবেন না। নিজেরা বিষয় বুঝিয়া—নিজেরা আদর্শ-স্থানীয় হইয়া ভ্রষ্টাদর্শগণের সংশোধনের জন্য বিপ্লব আনয়ন করিতে পারিলে, ভারতের গৌরব মঠ-মন্দিরাদি সংরক্ষিত হয় এবং তাহাতে দেশে কল্যাণ-সুধাকরের স্নিগ্ধ-রশ্মি অচিরেই ছড়াইয়া পড়িতে পারে। অবশ্য রজোগুণে বা তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকিলে এবিষয়ে আলোচনায় মোটেই প্রবৃত্তি হইবে না।

মঠ-মন্দিরে আলস্য বিরাজ করিবে—মঠবাসিগণ অন্যের গলগ্রহ হইবেন, একথা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। **ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষমতা স্তব্ধ করিয়া দেওয়া মঠের উদ্দেশ্য নহে।** সেবা-প্রাণতা আদর্শ মঠ-সেবকের যাহা আছে, অন্যত্র তাহা কল্পনাও করা যাইতে পারে না। সাংসারিক লোক যখন দেখিতে পান, তাঁহার উপার্জ্জিত ধনে অপরে ভাগ বসাইবে, তখন তাঁহার উদ্যম উৎসাহ তিরোহিত হয়, কিন্তু মঠবাসীর নিজের

দাঁড়ে ছোলার জন্য চেষ্টা নহে বলিয়া তাঁহাদের সেবার উদ্যম কখনও ক্ষীণ হয় না। কিসে সেব্যের সেবা সুষ্ঠুভাবে হইবে তজ্জন্যই তাঁহার নিরন্তর যত্ন। যত সেবা করেন, ততই সেবার অভাববোধ তাঁহার অন্তঃকরণকে অধিকার করে এবং তিনি ততই অধিক উদ্যমের সহিত সেবা করিয়া থাকেন। সেব্যের প্রীতি-বিধানের জন্য যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা যাহাই হউক, সেবকের নিকট তাহা কখনও হীন নহে; পক্ষান্তরে অতি চমৎকার বলিয়া বিবেচিত হয়। মঠ বা গুরুগৃহে ছাত্রগণ যাবতীয় কার্য্য করিয়া গুরুদেবের ভগবৎ-সেবার সহায়তা করিবেন। গোরক্ষণ, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। মঠে ছাত্রগণের শিক্ষার এই সুব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে যে-প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে গুরুভক্তির স্থান অধিকার করিয়াছে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মত্ব। মঠে বা গুরুগৃহে ছাত্রগণ আদর্শ শিক্ষা লাভ করিয়া সমগ্রদেশে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা গলগ্রহ হইবার নহেন। গলগ্রহ অবস্থা প্রশমিত একমাত্র তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব। নৈতিক চরিত্রের কথা যদি ধরি তাহা হইলে দেখা যায়, নৈতিকতা মঠের শিক্ষার বাহিরে নহে। আদর্শ চরিত্র গুরুর আদর্শে উহা আপনিই গঠিত হইয়া উঠে। **আদর্শ চরিত্র না হইলে লক্ষ উপদেশে যে কার্য্য হয় না, আদর্শ-চরিত্রের এককথায় তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ কার্য্য অনায়াসে হইয়া থাকে।**

যাবতীয় শুভের, যাবতীয় সুখশান্তির একমাত্র স্থান শ্রীভগবৎপাদপদ্ম। ঐ শ্রীপাদপদ্মে আনন্দ-সিন্ধুর অবস্থিতি। শ্রীভগবান্—সচ্চিদানন্দবস্তু। মঠ-মন্দিরে সেই সচ্চিদানন্দবস্তুই উপস্থিত হন। তাঁহার পাদপদ্মসেবা ব্যতীত শান্তির সন্ধান আর কোথাও পাওয়া যায় না। অশান্তির নিলয় অহঙ্কার-বিমূঢ়তা; তাহা অপসারিত না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎসেবা আরম্ভই হয় না। শান্তির পর আনন্দ। শ্রীভগবৎসেবায়ই আনন্দ-সিন্ধুর উদয়।

লৌকিকতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, ঈশ্বর-সেবায় আস্থাহীন জনগণ বিশ্বকে শান্তির নিলয় করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত সফলকাম হন নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। মনোধর্ম্মের মরুভূমিতে ভোগ-মরিচিকা শান্তিজলের প্রলোভন দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে জল নাই, অভিজ্ঞতা তাহা সকলকেই শিক্ষা দিতেছে।

মঠ-মন্দির ও লৌকিকতার তুলনামূলক বিচার আমরা দেখিতে পাই—লৌকিকতার যাহা সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, পরমার্থ-মঠ-মন্দিরের শিক্ষায় তাহা আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত মঠবাসিগণ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত আচার্য্যপ্রবরের কৃপায় নিত্যানন্দময় ধামে সচ্চিদানন্দময় বস্তুর নিত্যানন্দ-প্রদত্ত সেবা লাভ করিয়া আনন্দের প্রার্থী না হইয়াও পর-শান্তি ও পরানন্দের হিল্লোলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিরন্তর সন্তরণপূর্ব্বক সেবোন্মেষের চরম সীমা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মঠবাসিগণ মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষা পাইয়াছেন :—

"জন্ম সার্থক করি,' কর পর উপকার"।

পর উপকার, শ্রেষ্ঠ উপকার—শুধু শ্রেষ্ঠ কেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার, যে উপকার লাভ করিলে অপকার আর কখনও নিকটেই আসিতে পারে না, সেই অমন্দোদয় উপকার একমাত্র ভক্তি-মঠের সেবকগণই করিতে পারেন। লৌকিকতার বা সাংসারিক মনীষিগণের অনন্ত চেষ্টায়ও তাহা সম্ভবপর নহে।

—**শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী**, বি-এ,

ভক্তিদেবী ও মায়াদেবী-সংলাপ

(একাঙ্ক নাটিকা)

[ব্যাসপূজা-বাসরে যাইবার কালিন পথি-মধ্যে]

ভক্তি—(নেপথ্যে)

গীত

"চৈতন্যলীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহে মিলে হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥"

মায়া—বাঃ এমন গান তো কখনো শুনি নাই! শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বন্দনা গীতটী সত্যই বড় মধুর।

ভক্তি—(নিকটস্থ হইয়া) কে তুমি এখানে? তোমায় তো চিন্‌তে পার্‌ছি না। তোমার নাম কি?

মায়া—আমার নাম মায়া। আমি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তুমি কে ভাই?...কোথায় থাকো?

ভক্তি—আমার নাম 'ভক্তি'। যেখানে ভগবদুপাসনা হয়, যেখানে সাধু-মহাত্মগণ অবস্থান করেন ও হরিকথা কীর্ত্তিত হয়, আমি সেইখানেই থাকি। তুমি কোথায় থাক ভাই?

মায়া—একমাত্র শুদ্ধভক্তগণের সান্নিধ্য ও মঠ-মন্দিরাদি নির্গুণ স্থান ব্যতীত আমি জগতের সর্ব্বত্রই থাকি। তবে দ্যূত, মদ্যাদি-সেবন, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি, সূণা (জীব-হিংসা), এই চতুর্বিধ স্থান ও পঞ্চম স্থান সুবর্ণ আমার বিশেষ বাসোপযোগী। শুদ্ধবৈষ্ণব-মহাত্মগণ ছাড়া জগতের সকল লোকই আমাতে আকৃষ্ট ও আমায় ভালবাসে।

ভক্তি—তা'হলে শুদ্ধভক্তগণ ও ভগবান্ যেখানে থাকেন, সেখানে তোমার স্থান নেই?

মায়া—ভগবৎ-সম্মুখ্য লাভে একমাত্র তুমিই সমর্থ,—আমার অধিকার নেই। তোমার ও আমার কার্য্যকলাপ পরস্পর বিপরীত। অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গেই তোমার যোগাযোগ...তুমি মহিয়সী, তুমি ধন্যা। যাদের শ্রীভগবানে ভক্তি নাই, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে আপন সুখভোগে মত্ত, আমি তাদের কাছেই থাকি। আমার দুই বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা-বৃত্তিতে আমার অকপট কৃপা; আর অবিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণ-বিমুখ জনকে অপরাধ দণ্ড-দান আমার কর্ত্তব্য। আবার আমার অবিদ্যার দুই বৃত্তি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকা বৃত্তিতে জীবের সম্বন্ধজ্ঞান আবরণ করে থাকি, আর বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে জীব জ্ঞানহারা হয়ে অসুরভাবাপন্ন হয়। বস্তুতঃপক্ষে বিষ্ণুভক্তগণই দৈব, আর যারা বিষ্ণু-বিরোধী তা'রা অসুরস্বভাব, আমি অসুরগণকেই মোহিত করি। আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো তো?

ভক্তি—হ্যাঁ, তোমায় চিনেছি ভাই। তোমার ও আমার মধ্যে অনেক তফাৎ বুঝতে পার্‌ছি। যারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে বহির্ম্মুখ অবস্থায় থাকে তাদেরই তুমি সংসার-দুঃখ দিয়ে থাক। আর যাঁরা তোমাকে পিছনে ফেলে কৃষ্ণ পানে মতি রাখেন ও অনন্যচিত্তে কৃষ্ণভজন করেন তাঁহাদিগকেই আমি ভগবানের নিকট নিয়ে ভগবদ্-দর্শন করাই। আমিই রাগাত্মিকা ও রাগানুগা নামে উক্ত হই। জীব শ্রীহরির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রানুযায়ী যাজন কর্‌তে কর্‌তে ও সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে আমাকে লাভ করে। অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয়ে

অনুশীলন তথা কৃষ্ণসেবা ছাড়া যার অন্য কোন অভিলাষ নেই আমি তাঁরই একান্ত বশ হই। যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধানরহিত হয়ে তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—আমার এই নবলক্ষণা বৃত্তির অনুষ্ঠান করেন; এবং মনুষ্যমাত্রেরই আমার উক্ত অঙ্গসমূহ যাজন বা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

মায়া—জীব কিভাবে তোমাকে পায় তাই বল্লে; কিন্তু কিভাবে তোমাকে হারায়, তা'তো বল্লে না?

ভক্তি—অধিক সঞ্চয়-চেষ্টা, বিষয়োদাম, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, অনিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অন্যজন-সঙ্গ ও নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত—এই ছয় দোষ জীব-চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিলে আমি তথায় থাকি না এবং ভুক্তি-মুক্তিবাসনা হইতে অন্তর্হিতা হই। আর যেখানে কলির স্থান সেখানে আমি যাই না।

মায়া—তা' হলে দেখ্‌ছি তুমি যেখানে থাক না, সেই খানেই আমি অবস্থান করি। বাস্তবিকই দুর্ব্বল জীব মাত্রেই আমাকে অতিক্রম কর্‌তে পারে না। কেবল যাঁরা ভগবৎস্বরূপের শরণাগত ও তোমার আশ্রিত তাঁরাই আমাকে অতিক্রম করিতে পারেন। তা' তুমি এখন কোথায় চল্লেছো ভাই?

ভক্তি—জান না?...আজ যে ব্যাস-পূজা! আমি ব্যাসপূজা-বাসরে যাচ্ছি।

মায়া—কোথায় ব্যাসপূজা হচ্ছে?

ভক্তি—নির্গুণ মঠ-মন্দিরাদিতেই ব্যাস-পূজা হয়। ভূ-ভারতের সেরা তীর্থস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবকুল-চূড়ামুকুটমণি পরমহংসস্বামী আচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঐ অনুষ্ঠানে বহু দেশ দেশান্তর থেকে বিপুল ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান কর্‌তে আস্‌ছেন। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম-শ্রেয়ঃ অবগত হ'বার জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সদ্‌গুরু-প্রসঙ্গে শাস্ত্র বলেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ ও অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং যিনি প্রাকৃত ক্ষোভের বশীভূত নহেন,—তিনিই তো সদ্‌গুরু। এজগতে সদ্‌গুরু দুর্লভ। আজ সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম পূজা। তুমি ঐ শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে যোগ দিতে চাও তো এসো,—নয়ন-মন কৃতার্থ হবে।

মায়া—সে-সৌভাগ্য আমার নেই ভাই। শ্রীগৌর-করুণাশক্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরু-দেব। তাঁর কৃপাতেই, ভগবদ্ দর্শন সম্ভব। সেই অনর্থনাশক শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন ও স্পর্শন কর্‌বার যোগ্যতা আমি কোথা পাব? তুমি তাঁকে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানাবে। আমি এখন চলি।

(প্রস্থান)

ভক্তি—হায়, ঐ মায়ার কুহকে পড়েই জীবের বদ্ধদশা। মঠ-মন্দিরাদিতে মায়ার স্থান নেই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরও অতীত ঐ মঠ-মন্দির। ঐ অপ্রাকৃত নির্গুণ স্থানে অপ্রাকৃত বস্তুই থাকেন ও অপ্রাকৃত তত্ত্বেরই আলোচনা হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বনন্তু সাত্ত্বিকবাসো, গ্রাম রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥"

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনই জীবের কর্ত্তব্য। গৃহব্রত-গণের মতি মায়াতেই নিবিষ্ট ও দেহধর্ম্ম-মনোধর্ম্মবশে তারা জড়ীয় সুখ-ভোগে প্রমত্ত। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকেন ও সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাঁদের কাম্য—সেখানে স্বার্থ ও ভোগাশা বলে কিছু নেই। হা গৌরশক্তি! গৌরপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেব! আপনার আহ্বানে আমি সদাই আপনার পিছু পিছু ফিরি। ওগো ঠাকুর! আপনার কৃপা ব্যতীত জীবের বহির্মুখতা বিদূরিত হয় না। তাই বলি, হে দীনবৎসল! আজ অগণিত ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করুন! প্রভো, প্রসীদ! প্রসীদ!! প্রসীদ!!!

(প্রস্থান)

[যবনিকা]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

অন্যাভিলাষ বনাম সেবা

চতুর্দ্দশ লোকের ভাবধারা, গতি ও প্রগতির সহিত "শ্রীগৌড়ীয়ে"র বৈষম্য স্থাপিত হইলেও প্রকৃত নিত্য সমতাই গৌড়ীয়ের লক্ষ্য। গ্রাম ও শ্রীধাম, কাম ও প্রেম, নামাপরাধ ও নাম, অন্যাভিলাষ ও সেবা—ইহাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই ও অজ্ঞানতার ঘনান্ধকার দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীনবদ্বীপশৈলে "শ্রীগৌড়ীয়" ভাস্কর উদিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী অক্ষরাত্মক বিগ্রহরূপে প্রকাশ করিতেছেন ও নিত্যকাল করিতে থাকিবেন।

'অন্যাভিলাষ' শব্দের অর্থ চিদতিরিক্ত অভিলাষ যাহা চেতনকে, চেতনের স্বতন্ত্রতাকে বুঝিতে দেয় না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, মোক্ষ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষাই অন্যাভিলাষ। এই সব অন্যাভিলাষী ব্যক্তি কাহারা? যাঁহারা কৃষ্ণসেবার সংসারের সন্ধান পান নাই, সেই সকল অন্যাভিলাষী ব্যক্তি নিরীশ্বর ও সেশ্বরনৈতিক হইয়া এই সংসার ভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার পাটোয়ারী বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন,—নীতিপালন বা কর্ত্তব্যপালনই ধর্ম্ম, ইহাই ঈশ্বরের সেবা; সুতরাং সংসারে সুখে বাস করিতে হইলে অর্থাৎ অন্য কথায় বলিতে গেলে—সংসার ভোগ করিতে হইলে সামাজিক নীতিগুলি পালন না করিলে অপরের সহিত বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা সংসারিক ক্ষণিক সুখ-ভোগের বিঘ্নোৎপাদন করে। সুতরাং তাঁহারা কর্ত্তব্য ও নীতিপালনকে সংসারভোগের বাহন করিয়া নিরীশ্বরনৈতিকরূপে সংসারের অবশ্যম্ভাবী শত সহস্র বাধা-বিপত্তিগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় জীবনের লীলা অবসান করেন।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সেশ্বরনৈতিকবেশে সজ্জিত হইয়া, বলিয়া থাকেন—এই সংসার ভগবানই দিয়াছেন। পুত্র, কলত্র, পরিজন, লৌকিক আত্মীয়-স্বজন, দেশ, সমাজ—সকলই পরমেশ্বরের সৃষ্টি। সেই সকল সেবা না করিলে—সেই সকল রক্ষা না করিলে ভগবানের আদেশ উপেক্ষা বা অমান্য করা হয়। তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালিত হয় না—এইরূপ অবান্তর যুক্তি অবতারণ করেন। আবার কেহ কেহ প্রবৃত্তিধর্ম্মের বশীভূত হইয়া বলেন,—"যাঁহারা নিবৃত্তজীবন লাভ করিয়াছেন বা যাঁহারা লৌকিক সংসারে উদাসীন, তাঁহারা ভগবানের অভিলষিত সৃষ্টি রক্ষা কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদনকারী"; সুতরাং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া সংসারধর্ম্মপালনের নামে সংসার ভোগ, ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা বা সংসার প্রবাহরূপ ব্রহ্মা বা দক্ষের কার্য্য-সংরক্ষণরূপ ধর্ম্মপালন করিবার দোহাই দিয়া তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গাদি কার্য্যে লিপ্ত হন।

সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইলে নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে দেখিয়া, ইঁহারা সেই ক্লেশ এড়াইয়া সংসারভোগের আকাশ-কুসুমোদ্যান রচনা করিবার জন্য অনেক প্রকার নীতি অবলম্বন করেন। কেহ কেহ 'জনক' রাজার দোহাই দেন। কিন্তু এই সকল চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভোগ পিপাসাই তাঁহাদের অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছে। সংসার-ভোগব্রতই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সংসারকে চিরকাল বজায় রাখা ইহাদের মূল মন্ত্র; এইজন্য তাঁহারা "সংসারে থাকিয়া কিরূপে 'সেবা' করা যায়"—এইরূপ এক প্রতারণাময়ী কথা দ্বারা আত্মবঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা করিয়া থাকেন। তাই এই সকল লোকের মুখে 'গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য' 'সংসারীর সাধনা' প্রভৃতির অনেক প্রকার অন্যাভিলাষগর্ভ ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কপটতাযুক্ত সংসারভোগপিপাসা থাকিলে কোন দিন মঙ্গল লাভ হয় না। কপটব্যক্তি কখনও সংসারে অনাসক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণে বা কৃষ্ণ-সংসারে যাহাদের আসক্তি নাই, অথচ জনক রাজার দোহাই দিয়া তাঁহাদের অনাসক্তির কৃত্রিম আদর্শ প্রচার করেন, তাঁহারা অত্যন্ত কপট, অন্যাভিলাষী, দুর্দ্দমনীয় ভোগপিপাসায় আক্রান্ত জীব।

"বৈকুণ্ঠপাদমূলোপসর্পণমেব সেবা ইত্যুক্তং মদ্ভাগবতে' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিপতি বা গোলোকাধিপতি কৃষ্ণপাদপদ্মপূজনই সেবা। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ। হরিসেবার নামই ভক্তি। নামসেবা দ্বারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ ও নাম-সেবা পৃথক্ বস্তু নয়। নাম-সেবা কেবলমাত্র সাধন নয়—তাহা সাধ্য। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'। নামের সহিত ফিরে আপনি শ্রীহরি।" শ্রীহরি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি অপরোক্ষ, পরোক্ষ, প্রত্যক্ষের অতীত বস্তু। তাঁর সেবাই মনুষ্য জীবনের মূল মন্ত্র। হরিই আমাদের নিত্য প্রভু ও সেব্য এবং আমরা তাঁর নিত্য সেবক। তাঁর সেবা বা দাসত্বই জীবমাত্রেরই স্বরূপ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যকোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে।

অতএব সর্ব্বোপাধিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধানরহিত হইয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেই সুদুর্লভ মনুষ্য জনম সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে
ব্যাসপূজা

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

নমো নমঃ গুরুদেবের চরণ-কমল।
যাহা হ'তে বিদূরিত হয় হৃদি-মল॥
অতি সাবধানে বন্দি তাঁহার চরণ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ॥

গোষ্ঠীর সহিত বন্দি গৌরাঙ্গ-চরণ।
কৃপাপ্রার্থী হই যেন জনম-জনম॥
মোর প্রাণধন রাধা-মদনমোহন।
সর্ব্বক্ষণ বন্দি আমি তাঁদের চরণ॥
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ।
জন্মে জন্মে হই যেন তাঁ' সবার দাস॥
ব্যাসপূজা, ব্যাসপূজা সর্ব্বত্রই শুনি।
তাহার মহিমা কিন্তু কিছুই না জানি॥
গুরুস্থানে দেখিলাম শুনিলাম যাহা।
ইচ্ছা হয় সে-মাহাত্ম্য বাখানিব ইহা॥
কিন্তু হায়! আমি হই অতি ক্ষুদ্রমতি।
সে-মাহাত্ম্য বর্ণিবার নাহিক শকতি॥
গুরুদেব তুমি যদি কর শক্তি দান।
তবে ত হইবে মোর অভীষ্টপূরণ॥
ব্যাসাভিন্ন গুরুদেব কৃপা কর মোরে।
কাষ্ঠের পুতলি-সম নাচাও আমারে॥

অতি ক্ষুদ্র জীব আমি তত্ত্ব নাহি জানি।
বলিবেন মোর মুখে এইমাত্র জানি॥
কিবা সে পূজার শয্যা অতি মনোহর।
চারিদিকে মাঙ্গলিক দ্রব্য যে প্রচুর॥

মঙ্গল কলস আর আম্রসার যত।
ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি আয়োজন কত॥
তার মধ্যে আছে সব পূজার সাজন।
কোথাও বা আছে সব যজ্ঞ-আয়োজন॥

ছয়টী পঞ্চক তথা হয়েছে সাজন।
মধ্যে মধ্যে হইয়াছে ঘটের স্থাপন॥
কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক।
সনকাদি-পঞ্চক আর শ্রীগুরুপঞ্চক॥
আরও আছে তত্ত্ব-পঞ্চ আসন।
গৌর-নিত্যানন্দাদির যথায় পূজন॥

কৃষ্ণপঞ্চকের কথা বলি শুন এবে।
চতুর্ব্যূহসহ কৃষ্ণ পূজিত এ'ভবে॥
কেন্দ্রস্থলে বসেছেন শ্রীকৃষ্ণ মহান্।
পূর্ব্বে বাসুদেব, আর দক্ষিণে সঙ্কর্ষণ॥

পশ্চিমেতে শোভে কিবা প্রদ্যুম্ন সুমতি।
উত্তরেতে শোভিছেন অনিরুদ্ধ মতি॥
কেন্দ্রস্থলে পূজি এবে শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চকে।
দক্ষিণেতে চলিলেন শ্রীব্যাসপঞ্চকে॥

কৃষ্ণাভিন্ন ব্যাসদেব কেন্দ্রে বিদ্যমান।
পূর্ব্বে শৈল, দক্ষিণেতে শ্রীবৈশম্পায়ণ॥
পশ্চিমে জৈমিনী, আর উত্তরে সুমন্ত।
কত শোভা ধরেছেন নাহি পাই অন্ত॥

পরে চলিলেন সবে উত্তরাভিমুখে।
আচার্য্যপঞ্চক-মধ্যে পূজিতে শ্রীশুকে॥
পূর্ব্বে রামানুজ, আর দক্ষিণে মধ্বাচার্য্য।
পশ্চিমে শ্রীবিষ্ণুস্বামী উত্তরে নিম্বার্কাচার্য্য॥
কৃষ্ণের পশ্চিমে হয় সনকাদি-স্থান।
পরে চলিলেন সেথা করিতে পূজন॥
কেন্দ্রে তথা শোভেছেন সনক প্রধান।
তাঁর পূর্ব্বে রয়েছেন শ্রীসনন্দন॥
দক্ষিণেতে সনাতন হয়েন পূজিত।
পশ্চিমেতে সনৎকুমার সুশোভিত॥
উত্তরেতে বিশ্বক্সেন আছে বিদ্যমান।
একে একে পূজিলেন সবার চরণ॥
তারপর চলিলেন শ্রীগুরুপঞ্চকে।
অবস্থিত হন তাহা কৃষ্ণের পূর্ব্ব দিকে॥
কেন্দ্রে তার অবস্থিত গুরুর আসন।
তাঁর পূর্ব্বে পরমগুরু হন সুশোভন॥
দক্ষিণ পশ্চিমে তার পরাৎপর পরমেষ্ঠি।
উত্তরে পূজিত ব্রহ্ম-বিদ্যাচার্য্য সমষ্টি॥
এইরূপে পূজি' পূজা-পঞ্চকের স্থান।
চলিলেন তত্ত্ব-পঞ্চক বিদ্যমান॥
তথা কেন্দ্রে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গোলোকবিহারি হরি রাধাকৃষ্ণাভিন্ন॥
পূর্ব্বে নিত্যানন্দরায়, দক্ষিণে অদ্বৈত।
পশ্চিমেতে গদাধর উত্তরে শ্রীবাসাদি ভক্ত॥
এ ছয় পঞ্চকে পূজি ষোড়শোপচারে।
তারপর চলিলেন সতত করিবারে॥
যথা বিধি করিলেন বৈষ্ণব-হোম সমাপন।
সকল ভক্ত মিলি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

ব্যাসাত্তিন্ন গুরুদেবে বসায় আসনে।
প্রিয় নর্ম্মভক্ত পূজে ষোড়শ বিধানে॥
পূজান্তে করিলা তাঁর আরতি সুন্দর।
তাহা দেখি' সবাকার বিমুগ্ধ অন্তর॥
অতঃপর একে একে সব ভক্তগণে।
পুষ্পাঞ্জলি প্রদানিলা রাতুল চরণে॥
তারপর ভক্তাভক্ত না করি বিচার।
পুষ্পাঞ্জলি দিলা সবে আনন্দ অন্তর॥
কিবা মনোহর দৃশ্য হেরিনু নয়নে।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি নারী মুঞি প্রকাশি কেমনে॥
এজগতে ব্যাসপূজা প্রচার লাগিয়া।
শঙ্করাচার্য্য সৃজিলেন পদ্ধতি করিয়া॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী ঊষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)।

শ্রী শ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, একত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৯ পৃষ্ঠার পর)

যোগিনী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন.—হে বাসুদেব! আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী-মাহাত্ম্য কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--হে রাজন্! সর্ব্বপাপনাশক ও মুক্তিপ্রদাতা এই উত্তম ব্রতের কথা বলিতেছি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আষাঢ়মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী 'যোগিনী' নামে খ্যাতা। ইহা মহাপাতক নাশিনী। এই একাদশীই ভব-সমুদ্রে পতিত মানবগণের সমুত্তরণের একমাত্র নৌকা স্বরূপা এবং ব্রতপালন-কারীদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে তোমাকে এক পবিত্র পৌরাণিক বার্ত্তা বলিতেছি। অলকা নগরে শিবভক্তিপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার হেমমালী নামে একজন

পুষ্প-চয়নকারী মালী ছিল। সেই মালীর সুবিশালাক্ষী নামে পরমাসুন্দরী ভার্য্যা ছিল। একদিন সরোবর হইতে পুষ্প-চয়ন করিয়া মালী স্বগৃহে আগমন করে এবং অত্যন্ত কামাসক্তিবশতঃ পত্নীর সহিত গৃহে অবস্থান করায় কুবেরালয়ে গমন করিল না। ধনদকুবের প্রত্যহ হেমমালীর নিকট পুষ্প লইয়া মহাদেবের অর্চ্চন করিতেন।

হে রাজন্! হেমমালী মধ্যাহ্নে পত্নী বিশালাক্ষীর সহিত রমণক্রিয়ায় মত্ত থাকায় কুবেরের অর্চ্চনের কাল অতিক্রম হইতে লাগিল। তখন ধনদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া দুরাত্মা হেমমালীর অনুপস্থিতির কারণানুসন্ধানে যক্ষগণকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন।

যক্ষ বলিলেন,—হে নৃপ! হেমমালী গৃহে পত্নীর প্রেমরসে আসক্তিচিত্ত হইয়া রমণক্রীড়ায় রত আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধনদকুবের তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া ভীষণ রুষ্ট হইয়া সত্বর হেমমালীকে আহ্বান করিলে মালী তখন কুবেরের অর্চ্চনের কাল অতীত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া অস্নাত অবস্থায় কুবেরের নিকট আগমন করিল। মালীর দর্শনমাত্র কুবের ক্রোধবশে নয়নদ্বয় রঞ্জিত করিয়া অধরদেশ কম্পিত করিতে করিতে বলিলেন,—রে সুরতাধম, পাপিষ্ঠ দুরাচার, তুই দেবপূজার পুষ্প আনয়নে অবজ্ঞা করিয়াছিস্; সুতরাং সত্বর পত্নীর সহিত স্বর্গ হইতে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া শ্বেত প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ জনিত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কর্।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কুবেরবচনান্তর হেমমালী পত্নীর সহিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ কুষ্ঠরোগ ভোগ করিতে লাগিল। কুষ্ঠের এতই যন্ত্রণা হইত যে, কিবা দিনে কিবা রাত্রিতে কোন সময় সুখ পাইত না। এই ভাবে শীত, গ্রীষ্ম ঋতু প্রভৃতিতে উৎকট যন্ত্রণায় বহুকষ্টে জীবনযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ মালী মহাদেবের অর্চ্চন-পুষ্প সংগ্রহের ফলে শাপগ্রস্থ হইয়াও বৈষ্ণবপ্রবর শিবের স্মরণ করিতে ভুলিত না।

একদিন হেমমালী পত্নীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শৈলরাজ হিমালয়ে উপস্থিত হওয়ায় তপঃশ্রেষ্ঠ মুনি শ্রীমার্কণ্ডের আশ্রম দেখিতে পাইয়া মুনি-সমীপে উপস্থিত হইল। কুষ্ঠরোগপীড়িত ও কম্পিত কলেবর সপত্নীক হেমমালিকে দেখিতে পাইয়া তাহার মঙ্গল নিমিত্ত তাহাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তুমি কাহার দ্বারা এবং কিভাবে এইরূপ বিগর্হিত কুষ্ঠ-রোগগ্রস্থ হইয়াছ?

যক্ষ বলিল—হে মুনিবর! আমি নৃপতি ধনদকুবেরের কিঙ্কর। আমার নাম হেমমালী। আমি প্রত্যহ মানসসরোবর হইতে পদ্ম-চয়ন করিয়া শিব-পূজার জন্য কুবেরের হস্তে পুষ্প অর্পণ করিতাম। কিন্তু একদা পত্নীর সুখ সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত কামাসক্ত থাকায় অজ্ঞানবশত পুষ্প অর্পণের সময় অতীত হওয়ায় কোপযুক্ত কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পত্নীর সহিত সর্ব্বপাপনাশক ভবদীয় চরণসমীপে পতিত হইয়াছি। পরোপকারই সজ্জনগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। হে মুনিবর! আমাকে অত্যন্ত অপরাধী জানিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

কৃপার্দ্র হইয়া মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মালিন্! তোমার মঙ্গলের জন্য শুভফল প্রদাতা এক ব্রতোপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় যোগিনী নামক একাদশীব্রত ভক্তির সহিত পালন কর। এই পুণ্য ব্রত-প্রভাবে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মার্কণ্ডেয় ঋষির এইরূপ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিল। পরে অতীব হর্ষভরে ঋষির আদেশানুসারে নিষ্ঠার সহিত যোগিনীব্রত আচরণ করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগমুক্ত হইয়া সুখে পত্নীর সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিল। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ যোগিনী ব্রতোপবাস-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিলাম। যোগিনীব্রত-পালনকারী অষ্টাশীসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে এই মহাপাপ প্রশমনী এবং মহাপুণ্য-ফলদাত্রী যোগিনী একাদশীর কথা পাঠ এবং শ্রবণ করিবে সে সর্ব্ব-প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

গৌড়ীয়ের বিংশ বর্ষ

আমাদের গৌড়ীয়ের বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু চলিত কথায় বিংশ শতাব্দীর সুনাম ও বদনাম উভয়ই রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর যুগকে কেহ কেহ জ্ঞান বিকাশের যুগ বলিয়া দাবী করেন। এই জ্ঞান যে অজ্ঞান, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা জ্ঞান নহে, পরন্তু অজ্ঞান, তাহাই আজকাল জ্ঞান-নামে চলিতেছে। তজ্জন্য নানাশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে; এমন কি, বেদান্ত-দর্শনেও 'জ্ঞান' শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও বেদান্তের জ্ঞানপর ব্যাখ্যাই আজকাল তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজে আদর লাভ করিতেছে। তাহারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন

নাই যে, বেদান্তদর্শনে 'জ্ঞান' শব্দের উল্লেখ কুত্রাপি নাই। অথচ জ্ঞানপর ব্যাখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলিতেছে। শাণ্ডিল্যঋষি ইহা প্রমাণ করিয়াছেন; শ্রীবেদব্যাস শাণ্ডিল্য ঋষির নাম স্কন্দপুরাণের একাধিক ক্ষেত্রে তারস্বরে জানাইয়াছেন। "বেদান্ত-দর্শন" গ্রন্থখানি ভক্তিশাস্ত্র। উহাকে জ্ঞানশাস্ত্র বলা নিতান্ত অন্যায়। শাণ্ডিল্য বহু প্রাচীন কালের ঋষি। সুতরাং তিনি বেদব্যাসের সমসাময়িক। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যের ১ম অধ্যায়ে বেদব্যাস লিখিয়াছেন--

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্।
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু ব্রজ-সন্দেহহানয়ে ॥১৬॥

অথোটজং বিহায়াশু শাণ্ডিল্যঃ সমুপাগতঃ।
পূজিতো ব্রজনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে ॥১৭॥

উক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই যে, রাজা বিষ্ণুরাত ব্রজনাভ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ দূরীকরণ জন্য নন্দগোপাদির পুরোহিত "ঋষি শাণ্ডিল্যকে" আহ্বান করিলেন। রাজার আহ্বানে "ঋষি শাণ্ডিল্য" পর্ণকুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর ব্রজনাভ তাঁহাকে পূজা করিয়া উপবেশনার্থ উত্তম আসন দান করিলে ঋষি তাহাতে উপবেশন করিলেন।

শাণ্ডিল্য ঋষিও বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্ত্যৈ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ"। (শাঃ সূঃ ১।২।২৬) অর্থাৎ "ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তির জন্যই শ্রুত আছে, জ্ঞানের জন্য নহে। কখনও অনুরাগ ভিন্ন জ্ঞান সম্ভব হয় না। যদি অনুরাগ ভিন্ন জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বহেতু জ্ঞানকাণ্ডকেই উত্তরকাণ্ড বলা হইত। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডই যে উত্তরকাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ; কিন্তু ব্রহ্মকাণ্ডই উত্তরকাণ্ড। উক্ত সূত্রের আচার্য্য স্বপ্নেশ্বরকৃত ভাষ্যেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"ভক্ত্যর্থং ব্রহ্মকাণ্ডং শ্রূয়তে, ন জ্ঞানার্থম্। * * তস্মাজ্ জ্ঞানকাণ্ডমিতি ভ্রমঃ। কিন্তু ব্রহ্মকাণ্ডমেব। অতএব (ব্রহ্মসূত্রে পাঃ ১. সূত্র ১) "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি সূত্রিতম্। তত্তু ভক্ত্যর্থত্বাদ্ভক্তি কাণ্ডমপীতি ॥২৬॥"

শাণ্ডিল্যসূত্রে বেদান্তদর্শনকে 'ভক্তিশাস্ত্র' বলিয়াছেন। 'শাস্ত্র' বলিতে ভক্তিশাস্ত্রকেই বুঝায়। কোন কোন জ্ঞানপন্থী জোরপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের জ্ঞানপর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অথচ বেদান্তদর্শনের মধ্যে 'জ্ঞান' শব্দই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আচার্য্য শঙ্কর জগতে আসুরিক বৃত্তি অন্যায়ভাবে চালাইবার জন্য কয়েকটী শব্দ আহ্বান করিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। বেদান্তদর্শনে 'জ্ঞান' শব্দ এবং জ্ঞানের মূল উপাদান 'নির্ব্বিশেষ' শব্দ কুত্রাপি নাই। এতদ্ব্যতীত 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ', 'নির্গুণ', 'নিঃশক্তিক' শব্দগুলিও বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের কোনস্থলে উল্লেখ করেন নাই।

তথাপি শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে উক্তরূপ শব্দের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উহাকে জবরদস্তি বা গায়ের জোর বলা যাইতে পারে। উক্ত শব্দ কয়টীই আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সার। তাই তিনি বুঝিয়াছিলেন, তত্ত্ববস্তুকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে তাঁহার নাস্তিক্য-দর্শনের কোন কথাই স্থাপিত হইবে না। ইহাকেই বিংশ-শতাব্দীর বিক্রিয়া বলিতে হইবে। বহু পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের সৃষ্ট এই নাস্তিক্য মতবাদ বিংশ-শতাব্দীর অন্তিমকালে ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার আবির্ভাব-কালে বেদান্তের এই বিচার বহুল পরিমাণে নিরস্ত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ভারতে প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' যদি নির্গুণ হয়, তবে তাহাতে দয়ার কোনরূপ লেশমাত্রও নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যাহার মধ্যে দয়া-গুণ নাই, তাহার উপাসনা দ্বারা কি লাভ হইবে? এরূপ উপাসনাদ্বারা নির্দ্দয়তাই—অপরাধই মনুষ্য-স্বভাবকে আক্রমণ করিতে বাধ্য করে।

আমরা তজ্জন্য নিরীশ্বর-চিন্তার বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। নাস্তিক্য-চিন্তা ভারতের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে হেয় ও ঘৃণিত। ভারতবর্ষে এইরূপ নাস্তিক্য চিন্তার বহু ঋষি, আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূখণ্ডকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনদিনই তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রত্যক্ষ জীবনই তাহাদের আদ্যন্ত জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন কাল্পনিক বলিয়া তাঁহারা তাহা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা সত্য, তাহা ধ্বংস হইবার নহে। আজকাল রাষ্ট্রের যে-প্রকার বিধি-বিধান চলিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই দেশ হইতে ধর্ম্মের আলোচনা একপ্রকার উঠিয়া যাইবে। ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নামে বিপক্ষতার আশ্রয় দিব কেন? "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বর্ত্তমান বিশ্বে একমাত্র নিরপেক্ষ পরিদর্শক ও সমালোচক। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোনপ্রকার বিষয়ালোচনা শ্রীপত্রিকা কখনও প্রশ্রয় দেন নাই বা দিবেনও না। আমরা আজকাল বহু ধার্ম্মিক পত্রিকাই দেখিতে পাই, তাহারা আচার্য্য কেশরী জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত বিধি-বিধান হইতে ক্রমশঃ ভিন্নপথে অগ্রসর হইতেছেন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাই ইহার মূল কারণ। শ্রীপত্রিকা এবিষয়ে চিরকাল সাবধান থাকিবেন। "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই নিছক সত্যকথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে গিয়া যদি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাও আঙ্গিলন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছেন ও চলিবেন।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Sri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P, O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e., once in a month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vabanta Baman Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Dedananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia) W. B.
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or share holders holding more than one percent of the total capital. — Paramahansa-Swami Shri Shrimad Bhakti Prajnan Keshab Maharaj Founder-Acharya & Controller, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society.

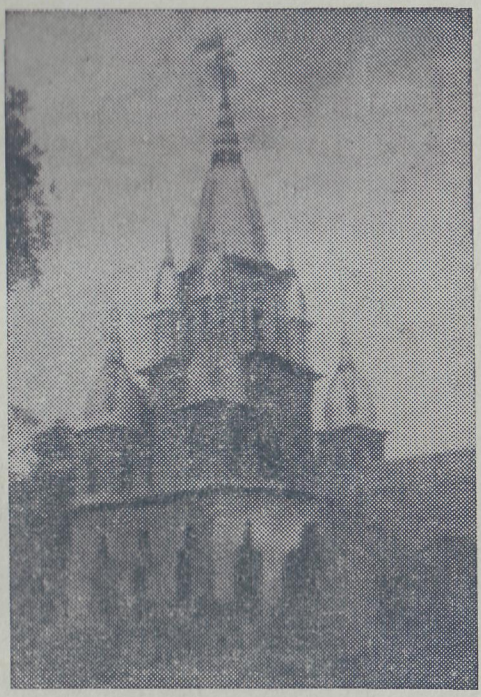
I, Bhakti Vedanta Baman, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

14. 3. 1968. Sd/- BHAKTI VEDANTA BAMAN
Signature of Publisher.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭৪ { ২য় সংখ্যা



নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২০শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৩০ বিষ্ণু, ৪৮২ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৭৪; ইং ১৩।৪।১৯৬৮ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীআনন্দাখ্য-মহাস্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি কৃতম্]

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
তমাল-শ্যামল-রুচিঃ শিখণ্ডকৃত-শেখরঃ॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ (যিনি পরম আনন্দ-স্বরূপ), গোবিন্দ, নন্দনন্দন, তমাল-শ্যামল-রুচি (তমাল-তরুর ন্যায় যাঁহার স্নিগ্ধ-কান্তি), শিখণ্ডকৃতশেখর (ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত)॥ ১॥

পীতকৌশেয়-বসনো মধুরস্মিত-শোভিতঃ।
কন্দর্পকোটি-লাবণ্যো বৃন্দারণ্য-মহোৎসবঃ॥ ২॥

পীত-কৌশেয়-বসন (যিনি পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রে সুশোভিত), মধুরস্মিত-শোভিত (যিনি মধুর ঈষৎহাস্যযুক্ত), কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য (কোটি কন্দর্পের ন্যায় যাঁহার রূপ-লাবণ্য), বৃন্দারণ্য-মহোৎসব (যাঁহার বৃন্দাবনে অতিশয় উৎসব) ॥ ২ ॥

বৈজয়ন্তী-স্ফুরদ্বক্ষাঃ কক্ষাত্ত-লগুড়োত্তমঃ।
কুঞ্জার্পিত-রতির্গুঞ্জাপুঞ্জ-মঞ্জুলকণ্ঠক. ॥ ৩ ॥

বৈজয়ন্তী-স্ফুরদ্বক্ষা (যাঁহার বক্ষঃস্থল বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্পমালায় সুশোভিত), কক্ষাত্ত-লগুড়োত্তম (যিনি পশুপালনার্থ বাহু-পরিমাণ উত্তম যষ্টি কক্ষে ধারণ করিয়াছেন), কুঞ্জার্পিত-রতি (লতা-বেষ্টিত বনের মধ্যস্থানে অবস্থান করিতে যিনি ভালবাসেন), গুঞ্জাপুঞ্জ-মঞ্জুল-কণ্ঠক (গুঞ্জামালায় যাঁহার মনোহর কণ্ঠস্থল সুশোভিত) ॥ ৩ ॥

কর্ণিকারাঢ্যকর্ণ-শ্রীধৃত-স্বর্ণাভবর্ণকঃ।
মুরলী-বাদনপটুর্বল্লবীকুল-বল্লভঃ ॥ ৪ ॥

কর্ণিকারাঢ্য-কর্ণশ্রী (কর্ণিকার কুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত), ধৃতস্বর্ণাভবর্ণক (যিনি স্বর্ণবর্ণ অঙ্গলেপনে অঙ্গলিপ্ত), মুরলীবাদনপটু (যিনি বংশীবাদনে দক্ষ), বল্লবীকুলবল্লভ (যিনি ব্রজরমণিগণের বল্লভ) ॥ ৪ ॥

গান্ধর্ব্বাপ্তি-মহাপর্ব্বা রাধারাধন-পেশলঃ।
ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নাম বিংশতিসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫ ॥

গান্ধর্ব্বাপ্তি-মহাপর্ব্বা (যিনি শ্রীরাধিকার লাভকে মহা উৎসব বলিয়া বোধ করেন) রাধারাধনপেশল (যিনি স্বাধীন-ভর্তৃকা শ্রীরাধিকার বেশভূষা করিতে অতিশয় পটু)।

আনন্দাখ্যং মহাস্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চ যঃ।
স পরং সৌখ্যমাসাদ্য কৃষ্ণপ্রেম-সমন্বিতঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বলোকপ্রিয়ো ভূত্বা সদ্‌গুণাবলি-ভূষিতঃ।
ব্রজরাজ-কুমারস্য সন্নিধর্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের একবিংশতি নাম চিহ্নিত "আনন্দাখ্য" এই মহাস্তব যিনি পাঠ করেন বা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক হইয়া পরমসুখ লাভ করেন এবং নিখিল সদ্‌গুণে ভূষিত ও সকল লোকের প্রিয় হইয়া অন্তে ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবস্থান করেন ॥ ৬–৭ ॥

শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-ভোগ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২৯শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইলাম, তোমার জননী ঠাকুরাণী শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দিরে বাস করিতেছেন। তোমার ভজনোন্নতি শ্রবণ করিয়া আমাদের প্রচুর আনন্দ হইয়াছে—উহাই বিদ্যার সাফল্য। **হরিভজনকারী ব্যতীত আর সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী**—তুমি যে এই কথা বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতে আমাদের প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। **শ্রীধামভোগিগণও শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন**। তাঁহারা জড়পুত্র, কলত্র, কন্যা ও নপ্তৃ প্রভৃতির সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ বংশে যাহাতে সুখভোগ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। অবশ্য তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি—"শ্রীধামভোগ" ও "শ্রীধামবাস"—এই শব্দদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে পার। * * প্রভু * * প্রভৃতি প্রমুখ শ্রীধামবাসী শ্রীমঠবাসী ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীধাম-ভোগ ও শ্রীধাম-সেবার পার্থক্য শ্রীযুক্ত * * বাবু প্রভৃতি ভক্ত্যন্মুখ ব্যক্তিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আমি যত শীঘ্র পারি, তথায় গিয়া শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্য-মন্দিরে শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার কথা আলোচনা করিব। ঐ সভায় শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * * মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীধামভোগি-সম্প্রদায় অবশ্যই জানেন যে, শ্রীধামবাসিগণের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডীর চিত্তবৃত্তির সহিত সমান নহে। **পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর (শ্রীধামবাসী) চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থই জীবনের প্রয়োজন এবং ভোগ্য বা আশ্রিত জনগণের পরমার্থ-লাভের**

ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য। তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ব অভক্ত-পর চিত্তগত বিচার আনয়ন করিয়া **মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দা-বাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।**

আমরা যখন শ্রীধামে বাস করিতে আসি, তখন আশ্বস্ত হই যে, শ্রীধামে থাকিয়া আমরা নিজেরা ও আমাদের পরিজনবর্গ পরমার্থ-পথের পথিক হইবে; অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব্ব হইবে এবং ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব। কিন্তু এমন স্থানে **আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংসারে পড়িয়া আবার পূর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লাভ হইবে।**

ভক্ত গৃহস্থের হৃদয়ভাব ও অভক্তের চিত্তবৃত্তি এক নহে। শ্রীধামবাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যজ্ঞান-লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া **শ্রীধামাপরাধ ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী, পয়ঃপান-ব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে।** ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া বা কুঞ্জর-শুণ্ডের দ্বারা বিশীর্ণ হইয়া ভোগ্য লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে। সুতরাং বাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণ-কারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

শ্রীধাম-ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধামবাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শতসহস্র যোজন দূরে থাকিবে। কেন না, গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।" আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।

গৃহব্রতধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাহাদের প্রয়াস এবং বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হজ্‌মিগুলি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধাম-বাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা

করেন না। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি **হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণ-গৃহধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।**

শ্রীধাম-মায়াপুরের মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের একমাত্র সেব্য গৌরসুন্দর ও গৌরসুন্দরের নিজ-জনগণ। তাঁহাদের প্রতি যাহারা বীতশ্রদ্ধ, তাহাদের ভোগ্য অবিবেচনারূপ আগ্নেয়গিরির শিখার একটা মাপ হওয়া আবশ্যক। সেই তালিকা সংগৃহীত হইলে ভক্তজনসাধারণ তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া সুভোগ্য ভূমিকায় পাঠাইয়া দিতে পারেন। মঠবাসিগণ ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া লইয়া শ্রীধাম-বাসের অভিনেতা ভোগিগণের ব্যয়িত অর্থ পুনঃ প্রদান-কল্পে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন এবং তাহাদিগকে অমরাবতীর নন্দনকাননে পৌঁছাইয়া দিবার গাড়ীভাড়াও দিবেন, সঙ্কল্প করিতেছেন। এই প্রবৃত্তির জঘন্য আদর্শের সম্ভাবনাশঙ্কা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির অভিজ্ঞচিত্তে কএক বৎসর পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তখন আমরা পরলোকগত ম—নাথ ও সী—নাথ এবং বর্ত্তমানে শ—নাথ প্রভৃতি নাথগণের সংসর্গে কিছু কিছু অবগতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু ঐ নাথগণ হইতে আমরা চিরদিনই শতসহস্র যোজন দূরে বাস করিবার অভিলাষ রাখি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সম্প্রদায়)

১। সৎসম্প্রদায়-প্রণালী কি সনাতন,—না অর্ব্বাচীন ?

"সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধু লোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"　　—জৈঃ ধঃ, ১৩শ অঃ

২। কাঁহারা বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন ?

"যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অধ্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পরিয়াছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৩। শ্রীচৈতন্য-দাসগণের গুরু-প্রণালী কি? কাহারা তাঁহাদের প্রধান শত্রু?

"শ্রীব্রহ্ম সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।" —শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৪। কলির গুপ্তচর কাহারা?

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে **গুরুপরম্পরা-সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না**, তাঁহারা **কলির গুপ্তচর**।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৫। ভাবী কালে ভক্তি-তত্ত্বে একমাত্র কোন্ সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকিবে?

"স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।" —শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৬। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কেন?

"সকল সম্প্রদায় বৈষ্ণবের এক মত। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবই জীবকে তত্ত্বতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

৭। সম্প্রদায়-প্রণালী কি জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর?

"সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। * * সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রমবৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্ম প্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকেরই কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া

বাজারের সংস্কার করাই বিধেয় ; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য যিনি বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে আমরা কোনপ্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী' সঃ তোঃ ৪।৪

৮। সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ-মত কোন্ সময় সৃষ্ট হইয়াছে ?

"ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন।" —'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ, ৪।৪

৯। সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অধিক,—না গুণ অধিক ?

"নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী, সঃ তোঃ, ৪।৪

১০। অসাম্প্রদায়িকগণ কি স্বকপোল-কল্পিত অসৎসাম্প্রদায়িক নহে ?

"সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটি মত লইয়া আপনাদিগকে 'অসম্প্রদায়ী' মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।" —'সম্প্রদায়-প্রণালী,' সঃ তোঃ, ৪।৪

১১। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার প্রমাণ কি ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাই প্রথম বৈষ্ণব ; শ্রীমন্মহাদেবও বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামীও বৈষ্ণব। * * যে-সকল ব্যক্তি বিশেষ যশস্বী তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। * * পরে চন্দ্র সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি-ঋষিগণ অনেকেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১২। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিস্ফুটাবস্থার ইতিহাস কি ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম—পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল-সহকারে উহা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম—কলিকা; পরে একটু বিকচিত-ভাবে লক্ষিত; ক্রমশঃ পূর্ণবিকচিতভাব-প্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী-সম্মত ভগবজ্জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নামপ্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।" —'জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১৩। পরমার্থ-তত্ত্ব কিরূপে ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত ও পরিপক্ক হইয়াছে ?

"পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে এ-পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। দেশ-কাল-জনিত মলিনতা যতই উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতী-তীরে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়-দেশে কাবেরী-স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার যৌবন-কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৪। সৎসম্প্রদায়-বিশেষের আনুগত্য কি ভাবে সূচিত হয় ?

"শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন; কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্কর-প্রদত্ত-বিচার-বলে ও ভগবৎ কৃপায় শারীরক-সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করত পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণব-মতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করত স্ব স্ব মতে শারীরক-ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্তু সকলেই শঙ্করের অনুকারক। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতা-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য

রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি-উক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"　　—'উপক্রমণিকা,' কঃ সং

১৫। পরমার্থ-তত্ত্বের উন্নতির পরাকাষ্ঠা কোথায় হইয়াছে?

"সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপেই পরমার্থ-তত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে ভজন না করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়স-লভ্য নহেন।"

—'উপক্রমণিকা,' কঃ সং

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জীবের গর্ভবাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর)

মুঞি বদ্ধজীব—এই পদবী লইয়া।
কর্ম্মফলে ত্রিতাপ-জ্বালায় আছিত পড়িয়া॥
সেই জ্বালা এবে দূর করিবার তরে।
ঘোর বিপদে ভজন করি প্রাণেশ্বরে॥
আমি মূত্র-পূর্ণ কূপ-স্বরূপে পতিত।
মাতৃগর্ভে রক্ত-মল তাহাতে পূর্ণিত॥
জঠরানল সন্তপ্ত জ্বালা সুকঠোর।
ভগবান্ তুমি ছাড়া কে আছে আমার॥
মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইবার।
পরিমিত মাস আমি গণি বার বার॥
ভগবান্ ওহে প্রভু তুমি দয়াময়।
গর্ভেতে নিষ্কৃতি কবে দিবে হে আমায়॥
তোমা সম কৃপাময় এই বিশ্বে নাই।
এমন করুণাসিন্ধু আর কোথা পাই॥

দশমাস বয়সে এ জ্ঞানের বোধন।
দীননাথ ছাড়া কে আছেন দয়াবান্ ॥
মোরে যে উপকার করেছ অমায়ায়।
অঞ্জলি ছাড়া আর কি আছে দয়াময় ॥
আমি সপ্তধাতুর বন্ধনে আছি বাঁধা।
পশ্বাদি জন্তুসকল আছে যত গাধা ॥
তোমারে ডাকিবে—বিবেক তাদের নাই।
তোমার কৃপাতে আমি সেই জ্ঞান পাই ॥
তাহাতে জানিয়াছি তুমি ভোক্তাস্বরূপ।
অন্তরে বাহিরে দেখাও অপরূপ-রূপ ॥
দুঃখের স্থান গর্ভেতে করিতেছি বাস।
বহির্গত হইবার আর নাহি আশ ॥
ইহা অপেক্ষা বাহিরে দুঃখ অতিশয়।
সংসার-কূপ দাঁড়ায়ে অন্ধকারময় ॥
হে প্রভো, তাই ডাকিতেছি আমি সকাতরে।
গর্ভে বহুদুঃখ যেতে ইচ্ছা নাহি করে ॥

যে ব্যক্তি করেন ঐ সংসারে গমন।
আপনার মায়া তারে করে আক্রমণ ॥
পশ্চাতে আচ্ছন্ন জীব মায়ার কবলে।
সংসার-চক্রে ভ্রমিছে পড়ি' মায়ার ছলে ॥
জড়দেহে আমি-আমার বুদ্ধি করিয়া।
অনিত্য স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া ॥

সংসারেতে গিয়া জীব ভ্রমে নিরন্তর।
তোমাকে ডাকিব তার নাহি অবসর ॥
আমি গর্ভমধ্যে থাকি প্রতিজ্ঞা করি।
শ্রীবিষ্ণু-পাদযুগল হৃদয়েতে ধরি ॥
সারথী-রূপিনী বুদ্ধির সাহায্যে আমি।
আত্মাকে মোচন করিব জগৎস্বামী ॥
যতশীঘ্র পারি আমি করিব মোচন।
পুনঃ আর গর্ভবাসে (যেন) না করি গমন ॥
কহিতে লাগিলেন কপিল ভগবান্।
মাতার নিকটে—গর্ভেতে জীবের আখ্যান ॥

এইরূপে যখন বয়স দশমাস ।
স্তব আরম্ভে জীব গর্ভেতে করি' বাস ॥
প্রসবের কারণীভূত বায়ু অমনি ।
অবাঙ্মুখেতে প্রেরণ করায় তখনি ॥
জীব প্রসব-বায়ুতে অধঃক্ষিপ্ত হয় ।
মুহূর্ত্তে অধোমস্তকে বহির্গত হয় ॥
অবশভাবেতে প্রসূত হয় যখন ।
শ্বাসরুদ্ধ স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত তখন ॥
ঐ জীব রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে পতিত ।
বিষ্ঠামধ্যে কৃমির ন্যায় অঙ্গ চালিত ॥
ভিন্নদশা প্রাপ্তিতে বিনষ্ট হয় জ্ঞান ।
পুনঃ পুনঃ সেই জীব করয়ে রোদন ॥
অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শিশু হয় পালিত ।
নাহি জানে শিশু-পালন যাহা উচিত ॥
স্তন্য পানার্থ শিশু করয়ে ক্রন্দন ।
উদরব্যথা বলি নিম্বরস প্রদান ॥
প্রকৃত উদর ব্যথা হয় যখন ।
ঔষধের বদলে শিশুকে দেয় স্তন ॥
ঐ সম্বন্ধে শিশুর নাহিক কোন জ্ঞান ।
সেই সকল বস্তু করয়ে প্রত্যাখ্যান ॥
শিশুর প্রতিপালক শিশুকে লইয়া ।
অপবিত্র পর্য্যঙ্কে রাখেন শোয়াইয়া ॥
স্বেদ জাত কীট করে কত দংশন ।
তাহাতে শিশুর হয় নানা কণ্ডূয়ন ॥
বড় বড় কৃমিকুল যেমন প্রকারে ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিকে ধরে বলাৎকারে ॥
তদ্রূপ দংশ, মশক, মৎকুনাদি যত ।
শিশুর কোমল দেহ পেয়ে দংশে কত ॥
শিশুর গর্ভজাত জ্ঞান বিগত হয় ।
প্রতিকার কিছুই করিতে নাহি পায় ॥　　(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-অংশ) ৩১

অনন্তর সর্ব্ববিধ সাধন হইতে অকিঞ্চনাখ্য ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকারি-বিশেষে তাহার ব্যবস্থা প্রদর্শনার্থ অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইতেছে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈমুখ্য পরিহারের জন্য যে কোনরূপে ভগৎসাম্মুখ্য মাত্রই জীবের কর্ত্তব্যরূপে লব্ধ হয়। উক্ত সাম্মুখ্য তিনপ্রকার—নির্ব্বিশেষ স্বরূপ তদীয় ব্রহ্ম সংজ্ঞক আবির্ভাবের জ্ঞান, সবিশেষ স্বরূপ তদীয় ভগবৎ-সংজ্ঞক আবির্ভাবের ভক্তি এবং এতদুভয়ের দ্বারস্বরূপ কর্ম্মার্পণ।

মনুষ্য যোগ্যতাভেদে এই তিনটীর ব্যবস্থাপনের জন্য সামান্যতঃ মানবের পক্ষে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিই উপায় স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্।
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

যোগ অর্থাৎ উপায়। মৎকর্ত্তৃক—বেদকারণ ভগবৎকর্ত্তৃক। শ্রেয়োবিধান এই পদই শ্রেয়ঃ শব্দদ্বারা যথাক্রমে মুক্তি, ত্রিবর্গ ও প্রেম এই ত্রিবিধ শ্রেয়ঃই জ্ঞাতব্য। জ্ঞানদ্বারা প্রেমরূপ শ্রেয়ঃ লাভ হয়। ইহা দ্বারা ভক্তির কর্ম্মত্বও নিরস্ত হইল। মানবগণের মধ্যে অধিকারিভেদের কারণ উক্ত হইয়াছে—যাঁহারা নির্ব্বিণ্ণ ও কর্ম্মসকলের সন্ন্যাসশীল, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মাদিবিষয়ে অনির্ব্বিণ্ণ কামিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ এবং যিনি যদৃচ্ছাক্রমে মদীয় কথা প্রভৃতিতে জাতশ্রদ্ধ কিন্তু নির্ব্বিণ্ণও নহেন বা অত্যন্ত আসক্তও নহেন তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে যাহারা নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক বিষয় প্রতিষ্ঠা-জন্য সুখে বিরক্তচিত্ত, অতএব তৎসাধনভূত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকলের ত্যাগী এস্থলে দৃঢ়তর মুক্তি কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ। যাহারা কামী—সুখানুরাগী তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই বিহিত। ভক্তিযোগের অধিকার বিষয়ে কর্ম্মযোগাদির

ন্যায় জাত্যাদি নিয়মের অতিক্রম বশতঃ কেবল শ্রদ্ধাই হেতুরূপে অবগত হওয়ায় "যদৃচ্ছাক্রমে" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তদীয় কৃপাজাত কোনরূপ অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হেতু। "যিনি শ্রবণেচ্ছু ও শ্রদ্ধাশীল" ইত্যাদি বচনে ইহাই উক্ত হইয়াছে—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

অনন্তর পশ্চাৎ শ্লোকদ্বয় দ্বারা স্বয়ংই পূর্ব্বোক্ত পদ্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন, —যিনি মদীয় কথায় জাতশ্রদ্ধ এবং সর্ব্বকর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া কামসমূহকে দুঃখাত্মকরূপে অবগত হইয়াছেন অথচ তৎ পরিত্যাগে সমর্থ নহেন তিনি তদনন্তর উক্ত কামসকলের ভোগ এবং দুঃখোদকরূপে (পরিণামদুঃখ-জনকরূপে) তাহাদের নিন্দাসহকারে প্রীত, শ্রদ্ধালু এবং দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমার ভজনা করিবেন।

ততো="তদনন্তর" অর্থাৎ অবগত হইতেছেন ইত্যাদিক্রমে ব্যাখ্যাতা অনাসক্ত নহেন বা বিরক্ত নহেন এইরূপ লক্ষণযুক্তাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আমার ভজনা করিবেন অর্থাৎ আমার অনন্য ভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন, এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে। পরন্তু জ্ঞানমার্গের ন্যায় সম্যগ্ বৈরাগ্য দশায়ই অধিকার হইবে এইরূপ অর্থ নহে।

যেহেতু ভক্তি স্বয়ংই সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়া অন্যের অপেক্ষা করেন না। অতঃপর ইহাই বলিয়াছেন—অতএব মদ্ভক্তিযুক্ত, মদ্গতচিত্ত যে গিগণের সম্বন্ধে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গল জনক হয় না।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
(ভাঃ ১১।২০।৩১)

অতঃপর বলিতেছেন—

যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

অতএব মদ্ভক্তিযুক্ত যোগীর পক্ষে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির অপেক্ষা নাই। যেহেতু কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা দানধর্ম্ম এবং অন্যান্য শ্রেয়স্কর কৃত্য-সমূহদ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় মদ্ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসে তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকেন।

এস্থলে কর্ম্মবিষয়ক বিরক্তির কোনরূপ অপেক্ষা লব্ধ হয় নাই। যেহেতু ভক্তিই সর্ব্বোত্তমা—এই বিশ্বাস হইলে কর্ম্মবিরক্তি আপনা হইতেই হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে নির্ব্বিণ্ণ পদটী অনুবাদ মাত্র। শ্রদ্ধা ব্যতীত বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রবৃত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়া জ্ঞানকর্ম্ম বিষয়ে শ্রদ্ধার অপেক্ষা থাকিলেও ভক্তিসম্বন্ধে শ্রদ্ধা মাত্রই কারণস্বরূপ বলিয়া বিশেষরূপে অঙ্গীকৃত। এস্থলেও জ্ঞানকর্ম্মস্থলের ন্যায় কেবল সম্যক্ প্রবৃত্তির জন্যই শ্রদ্ধার অপেক্ষা জানিতে হইবে। যেহেতু শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যাখ্যা (একান্তিকী) ভক্তি তাদৃশরূপে প্রবৃত্তা হয় না এবং কদাচিৎ কিঞ্চিন্মাত্র প্রবৃত্তা হইলেও তাহা বিনষ্ট হয়। অতএব "নির্ব্বিণ্ণ বা অতিভক্ত নহেন" এই বাক্যের পরেও "অথবা আমরা কথা শ্রবণাদিতে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রদ্ধার উৎপত্তির পরেই কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইয়াছে। কেবল ভক্তি-শ্রদ্ধা ব্যতীতও সিদ্ধ হয়; যেহেতু,—হে ভৃগুবর! শ্রদ্ধা বা হেলার সহিত যদি একবার মাত্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় তবে তাহা মানবমাত্রকেই উদ্ধার করে—এই বাক্যে এবং সাধুজনের সহিত উত্তম সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্য প্রকাশক কথাসমূহের উদয় হয়; তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখপ্রদ; সুতরাং তৎ সেবনে সত্বর অপবর্গ মার্গভূত আমার প্রতি ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়—কপিল দেবের এই বাক্যে শ্রদ্ধার পূর্ব্বেও ভক্তির কপদাভূত্ব শ্রুত হইয়া থাকে। পরন্তু অজামিল মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পুত্রনামোচ্চারণচ্ছলে গৌণভাবে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে হরিনাম উচ্চারণ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শ্রদ্ধা হেতু ভক্তির ফলদান বিষয়ে সুষ্ঠুত্ব মাত্রই শ্রুত হইয়া থাকে।

উক্ত শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় অভিধেয় বস্তুর অবধারণেরই অঙ্গস্বরূপ। যেহেতু অভিধেয় বস্তুবিষয়ক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা, অতএব ইহা অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। দাহাদি কর্ম্ম যেরূপ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোন বিধির অপেক্ষা নাই সেইরূপ ভক্তিরও নিজফল জননে কোন বিধির অপেক্ষা নাই।

যেহেতু ভগবদ্‌বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপতই তাদৃশী শক্তি বর্ত্তমান। অতএব ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করেন না, তজ্জন্যই "শ্রদ্ধা বা হেলার সহিত" এইবাক্যে কোন কোন স্থলে মূঢ়জনেরও সিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হেলা যদিও অপরাধস্বরূপ তথাপি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে এবং পুরুষের দৌরাত্ম্য না থাকিলে ভক্তিদ্বারা বাধিত হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানবলে কুপাণ্ডিত্যযুক্ত, তাহাদের বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হেলা দৌরাত্ম্য-সত্ত্বে ভক্তিকর্ত্তৃক বাধিত হইয়া থাকে। আর্দ্রকাষ্ঠাদিতে বাধিতা অগ্নির ন্যায় মাৎসর্য্য সহকারে নামগ্রহণকারী বেণ নামক ব্যক্তিতে বস্তুশুদ্ধি বাধিত হইয়াছে।

ভক্তকর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে উপহৃত জগমাতও আমার প্রিয়, পরন্তু অভক্ত-প্রদত্ত প্রভূত দ্রব্যও আমার সন্তোষ দানে সমর্থ হয় না; এই ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দে আদরই উক্ত হইয়াছে। উহা ভগবৎসন্তোষরূপ ফল-বিশেষের উৎপত্তিবিষয়ে বিঘ্নজনক অনাদররূপ অপরাধের নিরাসপর জানিতে হইবে।

অতএব কর্ম্মবিষয়ে অর্থশালিত্ব, সামর্থ্য এবং পাণ্ডিত্য যেরূপ কেবলমাত্র অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণ স্বরূপ, পরন্তু কর্ম্মাঙ্গ নহে, তদ্রূপ এস্থলেও শ্রদ্ধা-ভক্তি বিষয়ে অধিকারী পুরুষের বিশেষণ মাত্র; পরন্তু ভক্ত্যঙ্গ স্বরূপ নহে।

ততঃ অর্থাৎ তাদৃশ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আমার ভজন করিবেন, এই বাক্যের দ্বারা কতকাল পর্য্যন্ত বা কোন্ অবস্থা পর্য্যন্ত ভজন করিবেন, তাদৃশ কোন সীমানির্দ্দেশ না থাকায় আত্মারামতাদশায়ও কাহারও কাহারও ভক্তিপ্রবৃত্তি হয় বলিয়া ভক্তির সার্ব্বভৌমত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য

সংসারের দুশ্চিন্তা ছাত্রদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে সুযোগ পায় না বলিয়া সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা-লব্ধ জনগণের বিচারে সংসারে প্রবিষ্ট জনগণ অপেক্ষা ছাত্রদের জীবন সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহারা আরও বিচার করেন যে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার চিন্তাদি করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের জীবন অপেক্ষা নিশ্চিন্ত শিশুদের জীবন আরও সুখকর। যাঁহারা এইপ্রকার চিন্তাধারা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যে গৃহব্রত-ধর্ম্মের ক্লেশে ক্লিষ্ট তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা ছাত্রজীবনে ভোগের চিন্তাস্রোতে

প্রবাহিত না হইয়া ছাত্রজীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্যের সন্ধান পাইতেন এবং তদনুসারে জীবন-যাপন করিতেন, তাহা হইলে জীবন ক্লেশকর বোধ হইত না এবং নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাসও ফেলিতে হইত না। বস্তুতঃপক্ষে ছাত্রজীবন সমগ্র জীবনের মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড যত সবল ও সুগঠিত হয়, ভবিষ্যদ্ জীবনও সেই অনুপাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়। অযত্নে অবহেলায় ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইয়াছে অথচ যৌবনে গৃহস্থজীবনারম্ভের পরে বা প্রৌঢ়াবস্থাদিতে অকস্মাৎ জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে, এইরূপ উদাহরণ কোন যুগেও ২।১টী দেখা গেলেও তাহার সংখ্যা অতি বিরল। ছাত্রজীবন যদি নিত্য কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত হয় তাহা হইলে জীবন-প্রদীপ দিব্য-সেবলোকে উজ্জ্বল থাকিয়া সংসারারণ্যে পথভ্রান্ত অসংখ্য পথিকের ধ্রুবতারা হইতে পারে। তাহাতে যুগপৎ নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধিত হয়।

"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ", এই উক্তি ছাত্রদের নিকট অপরিচিত নহে। কিন্তু "অধ্যয়ন" শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়িজাত-অর্থানুসারে কয়জন এই তপে প্রবৃত্ত তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। 'অয়ন' শব্দের অর্থ পথ। **যে অয়ন আমাদিগকে নিম্ন বা অবর ব্রহ্মাণ্ডে আসক্তি হইতে উদ্ধার করিয়া অধি বা বর বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত 'অধ্যয়ন'।** কর্ম্মের ভোগ-স্পৃহা ও নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞানের লোপকারী জ্ঞানমার্গীয় ত্যাগস্পৃহা—উভয়ই অবরাসক্তির চিহ্ন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও এই জ্ঞান ছাত্রজীবনের আদর্শ অধ্যয়ন হইবার পরিবর্ত্তে ছাত্রদিগকে তদ্বিপরীত নৈরাশ্যপূর্ণ অন্ধকূপে নিক্ষেপ মাত্র। সুতরাং ছাত্রদের সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশ্বপতি বা জগন্নাথের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহা জানাইবার পরিবর্ত্তে অ-'শেষ' বা সঙ্কর্ষণ-কায়ব্যূহ অনন্তদেবের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারী পুরুদুঃখপরিপূর্ণ, অস্ত-ধিষণ, অসৎস্বরূপ বিশ্বের আলোচনাই শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। ইহা নাস্তিকতাপূর্ণ পাশ্চাত্য-স্রোতের বিষময় ফল মাত্র। প্রাচ্য-শিক্ষার শিশুপাঠ্য বেদে বা উপনিষদে প্রবেশাধিকার হইলে ছাত্রগণ ক্রমে নিগমকল্পতরুর যাবতীয়-হেয়তাবর্জ্জিত রসময় অমৃতফল শ্রীমদ্ভাগবত-শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। নিখিল-বেদের শিরোভাগ শ্রীমদ্ভাগবত ছাত্র-জীবনের তথা সমগ্র জীবনের অভিধেয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা অতি সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়া বেদবেদ্য-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট স্থাপনকারী শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

এই উত্তমা ভক্তিতে কৈতবের কোন স্থান নাই। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও কুহক বা কৈতবময়। কুহক বা কৈতবের সংজ্ঞা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি সহজ ভাষায় বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হন অন্তর্দ্ধান॥"

সুতরাং শিক্ষার্থীদের কোমলচিত্তে যে শিক্ষাঙ্কুর প্রদান করিতে হইবে, তাহা যাহাতে কৈতবশূন্য বা চতুর্ব্বর্গের স্পৃহাশূন্য শুদ্ধ ভগবৎসেবাময় হয়, তাহাই আস্তিক শিক্ষাগারের লক্ষ্য। নিরন্তকুহক ভাগবতধর্ম্মের অভাবে তথাকথিত শিক্ষিতগণকেও মৎসরতা কি-প্রকারে দগ্ধ করিতেছে তাহা বিশ্বে দৃষ্টিপাত করিলে কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। মৎসরতার কবলে পতিত হইয়া দুর্ভোগের চিন্তাস্রোতে আক্রান্ত বলিয়া আমরা বিচার করি যে, ভাগবত-ধর্ম্ম পলিতকেশ, গলিতদন্ত, স্খলিত চর্ম্ম বৃদ্ধগণের জন্য—ছাত্রদের জন্য নহে। এই বিচার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ততিগণ যাহাতে নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের নিকট না যাইতে পারে তজ্জন্য বড়ই তৎপর হই। আমাদের কল্যাণকামী শ্রীমদ্ভাগবত জলদগম্ভীরস্বরে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন যে, আমাদের এইপ্রকার কার্য্য সন্তানগণের প্রতি স্নেহ নহে, তৎপরিবর্ত্তে সন্তানহত্যা মাত্র।

ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য কি, তাহা মহাভাগবত নারদের কৃপালব্ধ বালক প্রহ্লাদ তাহার সহাধ্যায়ী অসুরবালকগণকে বলিয়াছেন। তাহাদের গুরুক্রব ষণ্ডামর্ক অসুর জনোচিত নাস্তিকতাই শিক্ষা দিতেছিল। কিন্তু পরদুঃখ-দুঃখী এই গুরুক্রবের অনুপস্থিতিতে সহাধ্যায়িগণের নিকট ভাগবতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনিই প্রথমেই বলিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পরমপুরুষার্থপ্রদ, কিন্তু অনিত্য, সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া ভোগবৃত্তি বা সুখার্থ প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌমার-বয়সেই ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন করিবেন।

প্রহ্লাদ সহপাঠিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে দৈত্যবালকগণ, দুঃখ যে প্রকার যত্ন ব্যতীতই পূর্ব্বাদৃষ্টানুযায়ী আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রকার মনুষ্য এবং পশ্বাদিতে দেহযোগবশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধ-জন্য সুখও অদৃষ্টানুসারে আসিয়া থাকে। অতএব সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা উচিত নহে; কারণ, তাদৃশ প্রয়াসে শুধু আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হয়, ঐ বিষয়ে সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না। সেইজন্য বিবেকী পুরুষ সংসার-দুঃখ-ভয়ে ভীত না হইয়া, যে পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব-শরীর বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতেই সেইকাল পর্য্যন্ত আত্যন্তিক-শ্রেয়-লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

মানবের আয়ুষ্কাল—শতবর্ষ পরিমিত। তন্মধ্যে আবার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আয়ুষ্কাল উহার অর্দ্ধমাত্র অর্থাৎ পঞ্চাশদ্বর্ষ-পরিমিত; ভগবদ্ভজন না করিলে আয়ুঃ অবিদ্যার গাঢ় অন্ধকারে বৃথাই অতিবাহিত হয় মাত্র। অবিদ্যা-শ্রিত ব্যক্তির বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় দশবৎসর এবং কৌমারাবস্থায় ক্রীড়ায় দশবৎসর অতিবাহিত হয়; জীবনের এই বিশ বৎসর যে-প্রকার বিফলে অতিবাহিত হইল, সেই প্রকার দেহ জরাক্রান্ত হওয়ায় লৌকিক-কার্য্যে অসমর্থাবস্থায় আরও বিশ বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয়। অবশিষ্ট দশবৎসরও দুঃখজনক কামে ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যানুসন্ধানশূন্যাবস্থায়ই অতিবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে বহির্ম্মুখতার স্রোত অজিতেন্দ্রিয় ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির সমস্ত আয়ুঃ হরণ করিয়া তাঁহাকে জন্মজন্মান্তরের ত্রিতাপানলে ফেলিয়া রাখে।

প্রহ্লাদ ঐ প্রকারে ক্রমে ক্রমে অজিতাত্মগণের বৃথা আয়ুর্হরণ-চেষ্টা ও তৎপরিণাম, ধন-জন-গৃহাদি জড় বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তির কণ্ডূয়ার কীটের ন্যায় রহিত দ্বারশূন্য ত্রিতাপপ্রদ কর্ম্মগৃহ হইতে বহির্গমনের অসমর্থতা বহির্ম্মুখজীবনে আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারাসক্তি-শৃঙ্খলে বদ্ধতার ক্রম দৃঢ়তা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া সর্ব্বজীবশরণ্য ভগবান্ অচ্যুতের মহিমা-কীর্ত্তন এবং অসুরসঙ্গ বা হরিবিমুখ স্বজনাখ্য দস্যুগণের অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণে শরণ-গ্রহণ এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জীবনের প্রারম্ভে পঠদ্দশার একমাত্র কৃত্য বলিয়া বর্ণন করিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে সহাধ্যায়ি-গণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক

ভগবান্ অধোক্ষজের ইন্দ্রিয়প্রীতিবর্দ্ধন-রহস্য-শিক্ষাই শিক্ষার্থীর প্রকৃষ্ট শিক্ষা। শ্রীগৌরজনগণের মঠ বা শিক্ষালয়সমূহ এই শিক্ষা বিশ্ববাসিগণকে প্রদান করিতেছেন।

খেলাধূলায় বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া সেই সময় মঠে আসিয়া ভগবৎ-সেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে এবং সেবোন্মুখতা-সহকারে আগ্রহযুক্ত হইয়া হরিকথা-শ্রবণ করত তাহা মনে প্রাণে আচরণপূর্ব্বক যাবতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পরমার্থের অনুশীলন করেন, তাহা হইলে বহির্ম্মুখতার স্রোত রুদ্ধ হইয়া বিশ্বসেবানন্দের পূর্ণ সুখময় ধাম হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহ-সূর্য্যের কিরণে আলোকিত ভক্তি-সুধাকরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিতে আলোকিত হইতে পারিলেই ছাত্রজীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধিত হয়। তদ্ব্যতীত অমূল্য মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-মণ্ডিত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই, নচেৎ মায়াকবলিত হইয়া বিকাশোন্মুখ জীবন, স্বরূপকে ভুলে ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া জীবনতরণী ভবসাগরের উত্তাল-তরঙ্গে নিমজ্জিত হইবে। তাই নিষ্কলুষ জীবন থেকেই আচরণ করণীয়।

--শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী বি-এ,

গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল

হাঁসপাতাল অর্থাৎ রোগীগণের রোগ নাশের স্থান। আমিও একজন রোগী। আমি যে কেবল দেহরোগেরোগী তাহা নয় আমি ভবরোগেও রোগী। এত দুভয়বিধ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ-নিরাকরণ কোন্ হাঁসপাতালের আশ্রয়ে হইতে পারে, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাইব। কর্ম্মের বহুমাননকারী কর্ম্মবীরগণের ধারণা গৌড়ীয়মঠ হাঁসপাতালের পক্ষপাতী নয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হাঁসপাতালের পক্ষপাতী কি না তাহা বুঝিবার সামর্থ্য মাদৃশ কর্ম্মজ্ঞানদ্বারা আবৃতচক্ষু ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব; কেন না, শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারা অনাবৃত ভক্তিরাজ্যের হাঁসপাতাল। তাই এবম্বিধ কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তিগণের নিকট প্রবন্ধটীর নামকরণ নূতন বোধ হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে কথাও তাই। প্রাকৃত কর্ম্মবীরগণের ধারণার হাঁসপাতাল আর শ্রীগৌড়ীয়-হাঁসপাতাল এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান।

শ্রীগৌড়ীয়-হাঁসপাতাল নূতন কিছু নয়, নিত্য—শাশ্বত, আর প্রাকৃত কর্ম্ম-বীরের হাঁসপাতালই নূতন ; কেন না, ইহা ছিল না, হইয়াছে, আবার নষ্ট হইয়া যাইবে, শুধু তাহাই নহে, হাঁসপাতালের বাসিন্দা যে-সমস্ত রোগী তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

মায়ার হাঁসপাতালে কি বীভৎস ব্যাপার! গৌড়ীয় হাঁসপাতালের বিপরীত মায়ার হাঁসপাতালের চিত্রসমূহ দর্শন করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ন্যায় হাঁসপাতাল যে মাদৃশ দেহরোগী ও ভবরোগীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাহা অনুভব করা যায়। হাঁসপাতালে দেখা যায় শত শত রোগী শায়িত। কেহ কেহ অন্তিম শয্যায় শায়িত ; তাঁহাদের বিছানার সহিত একটা বিশেষ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাহারও মুখে একবার ভগবানের নাম নাই—আছে কেবল হা হুতাশের ধ্বনি—দীর্ঘনিঃশ্বাস। যথা সময়ে ডাক্তারগণ আসিলেন এবং প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া রোগনির্ণয় করিয়া তাহার ঔষধ, পথ্য বা কাহারও অপারেশনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। একটী রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি রোগ ?' "আজ্ঞে আমার পেঠের যন্ত্রণায় বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছি।" এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ডাক্তারগণকে পিতামাতা বানাইয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমার পিতামাতা, আপনি আমাকে এই দুষ্ট ব্যাধির কবল হইতে উদ্ধার করুন, আমি আপনার শরণাগত।" ডাক্তার মহাশয় বলিলেন, "তুমি রোগমুক্ত হইয়া যাইবে তজ্জন্য চিন্তা করিও না। তবে আমাদের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইবে।" "নিয়মকানুন কি ?" তোমার "আগামীকল্য পেট অপারেশন হইবে। আর পথ্যস্বরূপ দুগ্ধ ব্যতীত তোমাকে অন্য কিছু দেওয়া হইবে না।

এই কথা শুনিবামাত্র তাহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল, অমনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ওঁ্যা আমার পেট কাট্‌তে হবে! ওরে বাবা ; আমার পেট কাট্‌তে দেব না, অন্য কোন রকমে আমাকে ভাল ক'রে দিন। পেট্ ত' কাট্‌বেনই আবার কিছু খেতেও দেবেন না, এরকম চিকিৎসা আমি চাই না।" তখন ডাক্তার বল্‌লেন "তা'তে তুমি হাঁসপাতালে এলে কেন, তুমি ত' হাঁসপাতালের রোগী নও, তুমি ঘরে ফিরে যাও। পেটকাটাটা তোমার মঙ্গলের জন্যই হ'চ্ছে। বাঁচ্‌তে ত' চিরকাল, কিছুদিন না খেয়ে যদি একেবারে সুস্থ হ'য়ে যাও সেটা ভাল, না-খেতে খেতে মরে যাবে সেটা ভাল ?" এই প্রকারের বহু চিত্র

দর্শন করিলাম। দেখিলাম, ডাক্তারের কথামত যাঁহারা চলিতেছেন, তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতেছেন। কিন্তু ঘরে ফিরিলে কি হইবে? শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্"। এক ব্যাধি যায়, আর এক ব্যাধি আসে, রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করিলে রোগ সারে বটে, কিন্তু আমাদের প্রকৃত রোগ কি তাহাই যখন স্থির হইল না, তখন তাহার চিকিৎসা করিবে কে? ভোগান্ধ জীব হাঁসপাতালে আসিয়াও ভোগের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। প্রথমতঃ হাঁসপাতালে আসিয়া মনে করে, এখানেও বেশ সুখ, দিনে চার পাঁচবার খাদ্য, দুগ্ধফেনোভ শয্যায় শয়ন ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান, বড় মজা! আমরা কেবল চাই ভোগ, তাই যেখানে যাই, সেখানে কেবল ভোগেরই অনুসন্ধান করি। রোগ আরোগ্য করিতে গিয়েও সেখানে ভোগের অনুসন্ধানে সর্ব্বক্ষণ প্রবৃত্ত থাকি। এবম্বিধ রোগীর কেবল দেহরোগ আরোগ্য করিলে কি হইবে, আবার রোগ আদিয়া আক্রমণ করিবে। মায়ার হাঁসপাতালের চিকিৎসকগণ একবারও কি বিচার করিয়াছেন, এই রোগের মূল কারণ কি? এই রোগের কারণ একমাত্র সাধুগণ জানেন, অন্য কাহারও জানিবার শক্তি নাই। এই দেহের স্বভাবই এই প্রকার। উহা পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য ও বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক।

সাধুগণ এই দেহরোগ ছাড়া আর একটী রোগের কথা আমাদের জানিয়ে দেন. তাঁহারা বলেন, **কৃষ্ণবিস্মৃতিই তোমার রোগ। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখতা।** যখন জীব কৃষ্ণোন্মুখ থাকে তখন সে নির্ভয়ে বিরাজমান, তখন আর কোনপ্রকার রোগ তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। যখন বিমুখ হয় অর্থাৎ মায়াকে বরণ করে তখনই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও ভোগপ্রবৃত্তি দেখা দেয়। **কৃষ্ণবিমুখতা-হেতু জীবের ভোক্তাভিমানে যে বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তি ইহাই জীবের প্রধান রোগ।** এই রোগের নিরাকরণ একমাত্র গৌড়ীয়-হাঁসপাতালেই হইয়া থাকে। এবম্বিধ রোগীর রোগ সমূলে দূরীভূত করিয়া নিত্যস্বাস্থ্য প্রদান করিবার জন্যই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য-ভাস্কর পরমহংসবামী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ-হাঁসপাতালের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; এবং গৌড়ীয়মঠই যে একমাত্র ভব-রোগীর হাঁসপাতাল, ইহা আচার্য্যপ্রবর একবার এক প্রদর্শনীতে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছিলেন. সে-চিত্রটীও ঠিক উপরিউক্ত অপারেশনে ভীত ব্যক্তির ন্যায়। একটী বালকের ফোঁড়া হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন অপারেশন করিতে,

কিন্তু ছেলেটী কিছুতেই অপারেশন করিতে দিবে না, পিতা-মাতাও অতি প্রিয় পুত্রকে শাস্তি প্রদানের জন্য ফোঁড়াতে পাখার বাতাস করিতেছেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "অপারেশন করিয়া পূজ, রক্ত বাহির না করিয়া দিলে গ্যাংগ্রিণ হইয়া যাইবে।" তিনি বলপূর্ব্বক অপারেশন করিয়া দিলেন, অপারেশনে বালক আরোগ্য লাভ করিয়া আনন্দে বেশ খেলাধূলা করিতেছে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কেমন, ফোড়া না কাটিয়া দিলে তুমি কি-প্রকারে খেলাধূলা করিতে? আপাত একটু কষ্ট বটে, কিন্তু পরে সুখদায়ক।" গৌড়ীয়মঠ হাঁসপাতালও ঠিক সেই প্রকার। আমাদের রোগ নিরাকরণ করিবার জন্য তাঁহাদের সত্য ও সাচ্চা বাণীই আমাদের কর্ণপুটে শ্রবণ ও তদনুযায়ী পালনই একমাত্র কর্ত্তব্য, কিন্তু আপাতসুখান্বেষী ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঙ্গলময়ী বাণীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে কিছুতেই চান না। কেননা, গৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিলে ভোগে বাধা পড়ে। ভোগই যে আমার রোগ; তাই সেই রোগ বিনাশ করিয়া সেবা-প্রদানকারী গৌড়ীয়মঠকে বিষের চক্ষে দর্শন করি। তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"সাচ্চা কহে তো মারে লাঠিয়া ঝুঁটা জগৎ ভুলাই।
গোরস ফিরি গলি ফিরি সুরা বৈঠল বিকাই॥"

সত্যকথার আদর নাই, সত্যকথা শুনলে আমাদের রোগ যায়। আমি চোর, চোরই থাকিব, সাধুগণ আমাকে চোর বলিবেন কেন? সাধুগণের কথার মূল্য যে কত, তাহা বিষয়-মোহে প্রমত্ত ব্যক্তি কি করিয়া বুঝিবে?

মায়ার হাঁসপাতালে যেমন সার্জ্জেন আছে, নার্স আছে, গৌড়ীয়-হাঁস-পাতালেও সেই প্রকার সার্জ্জেন বা নার্স আছে। গৌড়ীয়মঠে যে-সমস্ত সার্জ্জেন আছেন, তাঁহাদের শুভদর্শনমাত্রই বড় বড় রোগ নির্ণয় হয় এবং বিষয়-বাসনারূপ রক্ত-ক্লেদসমূহ দূরে চলিয়া গিয়া আত্মার নিত্যস্বাস্থ্য লাভ হয়।

গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের রোগীর সেবা আর মায়ার হাঁসপাতালের রোগীর সেবা এক নয়। তাঁহারা ঐ প্রকার পাখার বাতাস করেন না তাঁহাদের সেবা দ্বারা জীবের পরা শান্তি লাভ হয়, তাঁহারা যে মহাপ্রসাদরূপ পথ্য ও ঔষধস্বরূপ অমৃতবর্ষী শ্রীভগবন্নাম প্রদান করেন তাহাতে জীবের ত্রিতাপক্লিষ্ট প্রাণ শীতল হয় এবং উহা নিত্যকল্যাণ প্রদান করে। জড়বদ্ধ জীবগণ দেহসেবায় আগ্রহী, ভগবৎ-সেবার বিষয়ে তাঁহারা কিপ্রকারে জানিবেন?

আত্মস্থ ব্যক্তিগণই একমাত্র আত্মার সেবা করেন এবং আত্মার নিত্য স্বাস্থ্য প্রদান করিতে পারেন। গৌড়ীয় হাঁসপাতালে মায়ার গন্ধ নাই, সেখানে মায়া অপ্রাপ্রতভাবে অবস্থান করে। এখন বিচার্য্য, আমি কোন্ হাঁসপাতালে ?

আমি গৌড়ীয়-হাঁসপালালের রোগীর অভিনয় করিয়াছি মাত্র। কিন্তু প্রকৃত গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছি কি ? না, ভর্ত্তি হই নাই। প্রকৃত-পক্ষে ভর্ত্তি হইলে তাঁহাদের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ অনুযায়ী মহাপ্রসাদরূপ পথ্য ও ঔষধরূপ হরিকথা শ্রবণ করিতাম। তাঁহাদের কথা শুনি না, তাঁহারা বলেন, তুমি কুপথ্যস্বরূপ অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, বহির্ম্মুখজন-সঙ্গ, ভক্তিবিনাশকারী কার্য্যসকল হইতে বিরত হও। কিন্তু আমি বিরত হইবার পক্ষপাতী মোটেই নই। আমি ঐ প্রকার মায়ার হাঁসপাতালের রোগীর ন্যায় বলিয়া থাকি, আমি ও-সব করিতে পারিব না। আমার জন্ম-জন্মান্তরের গ্লানি আমার ভিতরেই থাকুক, আর আমাকে স্বাস্থ্য দান করুন্। ইহা কি করিয়া হয় ? ডাক্তারের কথামত অপারেশন করিলে যেমন সুস্থতা লাভ হয়, ঠিক সেইপ্রকার গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের ডাক্তার সাধুবৈষ্ণবগণের মঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করিতে আপাত কষ্ট হয় বটে কিন্তু পরে তাহা সুখদায়ক। আমার ন্যায় বিকারগ্রস্ত অনেকেই বলিয়া থাকেন, গৌড়ীয়মঠের কথা বড় কড়া, কেন তাঁহারা এত কড়া বলিলেন, সাধুগণ মিষ্টভাষী হইবেন। কামলা রোগীর সর্ব্বত্র হলুদবর্ণ দর্শন হয়। সুতরাং সে-কিপ্রকারে শুভ্রবর্ণ দর্শন করিবে ? গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের ভবরোগনিবারক নিখুঁত সত্যকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গৌড়ীয়জনের কৃপাই একমাত্র উপায় ; কিন্তু আমি চাই দেহ-সুখ। অন্তর্দ্দর্শী সাধুগণ কিন্তু তাহা করেন না। তাঁহারা আপাত কষ্ট প্রদান করেন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু চিরতরে রোগমুক্ত করিয়া দেন। আমাদের ভোগের বাধা পড়িলে আমরা সেখান থেকে সড়িয়া যাইতে চাই। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও রোগীসকল শায়িত অবস্থায় চিন্তা করিতে থাকে, সেদিন কবে হইবে যেদিন সে তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের সহিত একটু আলাপ করিয়া কষ্টের লাঘব করিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সে চায় তাহাদের সহিত সর্ব্বক্ষণ আলাপ করিতে কিন্তু পারে না, তাই দুঃখে বুক ফেটে যায় এবং প্রতি পলকে পলকে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয়। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ! যেন সকলে নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট চিরতরে বিদায়

লইতেছে। এই গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের প্রবর্ত্তক বৈকুণ্ঠদূত জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তিনি ভবরোগগ্রস্ত জীবসমূহকে তাঁহার পার্ষদগণ দ্বারা আহ্বান করিতেছেন, 'হে জীবগণ! এই শ্রীগৌড়ীয়মঠে এস, তাহা হইলে তোমাদের আর কষ্ট থাকিবে না, অশোক, অভয়, অমৃত-আধার শ্রীকৃষ্ণ-চরণ লাভ করিয়া চিদ্বলে বলীয়ান্ হইতে পারিবে।' কিন্তু পরমদয়াল শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত বড় দান আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এমনি আমার দুর্দ্দৈব। আমার চিত্ত এত কলুষিত যে আমি সর্ব্বক্ষণ বিষয়বাসনায় প্রমত্ত। আবার জন্ম-মরণশীল দেহ-সেবায়ই আমি সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। তাই বলি, আমি গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে, না মায়ার হাঁসপাতালে? আমি এখনও মায়ার হাঁসপাতালেই। যেদিন গৌড়ীয়-হাঁসপাতালকে আশ্রয় করিতে পারিব সেদিন আমার সব গোলযোগ কাটিয়া যাইবে, আমি রোগমুক্ত হইয়া সহজ স্বাস্থ্যলাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হইব।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

শিক্ষার-স্বরূপ

অজ্ঞাত বিষয় যাহা দ্বারা জানা যায় তাহার নাম শিক্ষা। সংসারে ভ্রমমাণ বদ্ধজীবসমূহ যখন মানব বা তদ্দিতর পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। কোন বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের এক দেশে একটি সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগ হইলে যেমন সেই অগ্নি সেই আধারে ধীরে নিজ মাহাত্ম্য প্রসারিত করিতে থাকে ও অবশেষে সমগ্র কাষ্ঠখণ্ডকে ছাইয়া ফেলে, তদ্রূপ অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত চেতন জীবসমূহ পরিৎ-শক্তির লুপ্তপ্রায় ক্ষীণালোক প্রভাবে ধীরে ধীরে বহির্দ্দেশ হইতে অভিজ্ঞান-সংগ্রহে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর পরমার্থলাভের একমাত্র উপায় দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। নরদেহে অবস্থানকালে যদি কোন মহদ্ভাগ্যের সঙ্গ ও তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎ সেবা-লাভের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা একদিন না একদিন ভগবৎস্মৃতিরূপ অজ্ঞানান্ধকার ও তজ্জনিত ইতরাভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। শাস্ত্রে বলেন,—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৪)

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা অপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো, যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো অথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা-কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যাহারা স্বসুখকার্য্যে তৎপর তাহারা অপরা বিদ্যার অধিকারী, একমাত্র ভগবৎসেবাপরায়ণ জনগণই পর-বিদ্যালাভে সমর্থ। বদ্ধজীব আমরা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি দোষচতুষ্টয় দ্বারা কলুষিতবুদ্ধি বলিয়া শুদ্ধভক্তিরূপ 'পর' বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভে অসমর্থ, তৎফলে বিশ্বনাথ-চিন্তার পরিবর্ত্তে বিশ্বচিন্তায় ভরপুর; সুতরাং মঙ্গলময় শাস্ত্রতাৎপর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। সেইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট যাইবার উপদেশ দিয়াছেন। এই সাধুর নিকট শরণাপন্ন হইয়া যদি আমরা তদাদেশ পালনে যত্নপর হই, তাহা হইলে সেবা-ফলে আমাদের অনর্থ বা ইতর চিন্তা নষ্ট হইলে আমরা সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইতে পারি এবং তখনই সাধুকৃপায় পবিত্রহৃদয়ে ভগবানের শ্যাম-সুন্দরমূর্ত্তি দর্শন হয়।

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥' (মুণ্ডক ১।২।১২)

শিক্ষা দ্বিবিধ উপায়ে লাভ হইতে পারে। সেই দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটি বাচনিক ও অন্যটি আদর্শ জীবন। যেখানে আদর্শ জীবনের অভাব, সেস্থলে কেবল উপদেশ মাত্র লভ্য। বিহঙ্গ উভয়পক্ষের সাহায্যে চলিতে পারে, তাহার একটি পক্ষ ছেদন করিয়া দিলে চলিতে পারে না। তদ্রূপ আদর্শ জীবনের অভাবে কেবল বাচনিক উপদেশে বদ্ধজীব আমরা ইতর

বাসনা পরিত্যাগ করিতে ও শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না ; সেইজন্য সাধুশাস্ত্র আচারময় প্রচারের কথা বলিয়াছেন। জগদ্‌গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ভারতভূমিতে হৈ'ল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্মসার্থক করি' কর পর-উপকার॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)
"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০)

কৃষ্ণবিস্মৃত জীবগণকে ভগবৎসেবায় উন্মুখ করাই জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া বা প্রকৃত পরোপকার। **নিজের মঙ্গল না হইলে অর্থাৎ নিজে ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ না হইলে অপরের মঙ্গল করা যায় না।** সুতরাং অন্ধকে গুরুতে বরণ না করিয়া প্রকৃতসাধুর সঙ্গলাভে যত্নপর হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধুর অনুসন্ধান পাইবামাত্র বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করাই উচিত। কারণ, সাধুর নিকট গমন করিলে ভগবদ্ভক্তিবৃদ্ধিকর অজস্র হরিকথা শ্রবণ করিতে পারা যায়। যখন আমরা সাধুসঙ্গ করি না, তৎকালে অসৎ গ্রাম্যকথা আমাদের শ্রবণ করিতে হয়। এই ইতর গ্রাম্য-কথাগুলি ভেককোলাহল-সদৃশ ভীষণ অমঙ্গলপ্রদ। সুতরাং মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সাধুসঙ্গলাভের জন্য উৎগ্রীব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

জীবমাত্রই ভগবানের সেবক। আমরা অমৃতের সন্তান। সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্য নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

আমরা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। স্বরূপজ্ঞান আমাদের নাই। ভগবানের সেবা নিত্যকৃত্য হইলেও বুঝিতে পারিতেছি না, তাই ভগবৎসেবা ছাড়িয়া ইতরকার্য্যে ব্যস্ত হইতেছি। তৎফলে আমরা কেবল কষ্টই ভোগ করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"
(ভাঃ ১।২।৮)

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে জীব রৌরবে পড়ি' মজে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

বহু দুঃখের পর আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। ইহা অনিত্য হইলেও পরমার্থদ। ভগবদনুসন্ধানই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং এই জন্যই মনুষ্য ও পশুতে ভেদ। হরিভজন ব্যতীত যে মনুষ্যজীবনের আর কোন কর্ত্তব্য নাই, শাস্ত্র একথা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

শিক্ষা দ্বিবিধ—কুশিক্ষা ও সুশিক্ষা,—জাগতিক শিক্ষা ও পরমার্থ-শিক্ষা। পদার্থ-বিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদিতে ভোগেরই সুবিধা হয়—নিজেন্দ্রিয়-তর্পণই হয়। যেহেতু এই সমস্ত শিক্ষার দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই অনুশীলন হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত ইহাকে কুশিক্ষা বলাই সঙ্গত। আর যদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহাকেই সুশিক্ষা, পরমার্থশিক্ষা বা প্রকৃত শিক্ষা বলা হয় এবং তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। গৌরপার্ষদ শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুও বলিয়াছেন, "কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যা নাহি আর।" এই বিদ্যা বা শিক্ষার সাধুসঙ্গই প্রথম পাঠ বা বর্ণপরিচয়, সৎশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন দ্বিতীয় পাঠ, চরিত্রগঠন তৃতীয়পাঠ ও ভগবৎ-সেবাই চতুর্থপাঠ। প্রকৃত সাধুসঙ্গে থাকিয়া নিরন্তর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবেরসেবা করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইলে শুদ্ধসেবালাভে এই শিক্ষার সিদ্ধি হয়। অনর্থনিবৃত্তি ব্যক্তি গুরুকৃপায় ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। ইহাই মানব জীবনের চরম উন্নতির স্থল। এই পরমমঙ্গলময়ী ভগবৎসেবা-শিক্ষাই চরম ও পরম শিক্ষা।

—শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

নিরুত্তর

ষষ্ঠ পত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৭০ পৃষ্ঠার পর) *

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিজয়েতত্তাম্

তাং ১১।১২।৭০

মাননীয় শৈলেন বাবু!

পত্রে আমার নমস্কার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনাকে ১০।৯।৭০, ১২।১০।৭০ এবং ১৫।১১।৭০ তারিখে তিনখানি পত্র দিয়াছিলাম, আশা করি তাহা যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় আলোক-তীর্থের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ১৫শ বর্ষ, পৌষ মাস, ১৩৭০ সাল, ১১শ সংখ্যা, ৪৩০ পৃষ্ঠায় "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" এই শীর্ষক প্রবন্ধে।

---

*[পূর্ব্ব সংখ্যার আলোচনানুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস-রচিত এবং তাহা বোপদেব কৃত নহে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে আলোচনা করা হইল]।

শ্রীমদ্ভাগবত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও বিদ্যমানতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য :—

অনেকের ধারণা এইপ্রকার—শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের রচিত। তদ্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত—**বোপদেবের কাল ১৩০০ শতাব্দী।** দেবগিরির যাদব রাজা মহাদেবের রাজত্বকাল ১২৬০—১২৭১, পরে ১২৭১—১৩০৯ পর্য্যন্ত রাজা রামচন্দ্র রাজত্ব করেন। তাঁহার সমস্ত করণাধিপতি ও মন্ত্রী ছিলেন হেমাদ্রি। হেমাদ্রির প্রসন্নতার জন্য বোপদেব অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। হেমাদ্রি সেইসকল গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন—"যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নববৈদ্যকেঽপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোদ্ভূতঃ। সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবত-তত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য চ ভূগীর্বাণশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকাত্তরাঃ॥" ব্যাকরণের দশ, বৈদ্যকে নয়, তিথি নির্ণয়ের এক, সাহিত্যের তিন ও ভাগবতের তিন পুস্তক—পরমহংসপ্রিয়, হরিলীলা-মৃত ও মুক্তাফল। হরিলীলামৃতের অপর নাম—ভাগবতানুক্রমণিকা। ভাগবত বোপদেবের রচিত হইলে ঐ বর্ণনাতে তাহা থাকিত; কিন্তু হরিলীলামৃতে ভাগবতের সারাংশ বর্ণিত হইয়াছে।

[কেবলাদ্বৈতবাদ, নিরাকারবাদ, স্থাপনের জন্য যে কোন যুক্তি অবলম্বন করুন না কেন তাহাতে ভেদ বা বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। জড়ই হোক আর চেতনই হোক সত্ত্বা বিশিষ্ট যে-কোন বস্তুর সঙ্গে যে-কোন বস্তুর একেবারে ভেদ এবং একেবারে অভেদ কোন বস্তুরই নাই। অতএব ভেদাভেদ নিত্য বর্ত্তমান। চিৎজড় সত্ত্বায় নিরাকার বা নির্ব্বিশিষ্ট কোন সত্ত্বাই নাই। চিৎজড় একটি বস্তু, জড়ের মধ্যে চেতন বা চেতনের মধ্যে জড় কিংবা জীবের মধ্যে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে চেতন আছে এই জ্ঞান, বিচার, দর্শন ভুল বা ভ্রমাত্মক। জ্ঞান, বিবেক, বিচার বিশ্লেষণে যারা চিরশত্রু তারাই ভেদ ব্যতীত কেবলাভেদে আনন্দ

দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধ্ব ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকট হন। তিনি ভাগবত তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ভাগবত টীকার পূর্ব্বে প্রাচীন টীকাকারের নাম পাওয়া যায়—**হনুমান, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতির**। হেমাদ্রির টীকাতে শ্রীধরস্বামীর নাম পাওয়া যায়। শ্রীধর-স্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় চিৎসুখাচার্য্যের চর্চ্চা করিয়াছেন। সুতরাং বোপদেব হইতে প্রাচীন শ্রীধর, আবার তাঁহা হইতেও প্রাচীন চিৎসুখাচার্য্য। ইনি শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের তৃতীয় আচার্য্য। যদি শঙ্করের প্রকট কাল ৭ম। ৮ম শতাব্দী হয় তবে চিৎসুখের প্রকট নবম শতাব্দীতে হইবে। ইঁহার ভাগবতের টীকার চর্চ্চা শ্রীধর, মধ্ব, বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি করিয়াছেন।

ঈশ্বর কৃষ্ণ-বিরচিত সাংখ্য-কারিকার এক টীকা মাঠরাচার্য্য লিখিয়াছেন। ৫৫৭ হইতে ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীন ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। মাঠর বৃত্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক এবং ৮ম অধ্যায়ের ৫২ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ৫০০ শতাব্দীতেও ভাগবতের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে।

অভিনব গুপ্ত (কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ের আচার্য্য) গীতা ১৪ অঃ ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার সময় দশম শতাব্দী।

শঙ্করাচার্য্য বাসুদেব-সহস্র-নামাবলীর টীকাতে দুই স্থানে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম শতকের পঞ্চম নামে লিখিয়াছেন—য আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরঃ ইতি ভাগবতে। ঐ শতকের ৫৫তম নামে পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ভাগবতের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' ও 'চতুর্দ্দশ-মত-বিবেক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—পরমহংসধর্ম্মো ভাগবতে পুরাণে কৃষ্ণেনোদ্ধবায়োপদিষ্টঃ॥

আস্বাদন হয় এইরূপ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু ঐ জ্ঞান ভ্রমাত্মক ও অজ্ঞানপ্রসূত]।

উপরোক্ত বন্ধনীর মধ্যে দার্শনিক বাণিগুলির সম্বন্ধে আপনার দর্শনে ও বিচারে যদি কোন ভুল দেখাবার থাকে তাহা মদীয় ঠিকানায় পত্রের দ্বারা জ্ঞাতব্য করাইতে পারেন। এমনভাবে দেখাইবেন যেন তাহা প্রকৃতই একেবারে অকাট্য, নিখুত চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন হয়।

শঙ্কর-কৃত 'গোবিন্দাষ্টকে'র এক শ্লোকে বলিয়াছেন, মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসন্ত্রাসং ব্যাদিতবক্ত্রালোকিত লোকালোক চতুর্দ্দশ লোকা-নিয়ম্ অর্থাৎ মা যশোদা মৃত্তক্ষণ নিষেধকালে কৃষ্ণমুখচন্দ্রে চতুর্দ্দশ লোকদর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর 'প্রবোধসুধাকর' নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণন করিয়াছেন তাহা ভাগবতের সহিত মিল আছে। যথা—

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবৎ স্তনম্। (ভাগবত)

কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ। অপিবৎ স্তনমিতি সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ (শঙ্করোক্তি)।

আচার্য্য শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ ও পরমগুরু গৌড়পাদ—ইনি পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—জগৃহে পৌরুষং রূপমিতি ভাগবতমুপন্যস্তম্। ইহাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ উত্তর-গীতার টীকা; তাহাতে "তদুক্তং ভাগবতে" লিখিয়া "শ্রেয়ঃ স্তিং" শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকায় শ্রীভাগবতের আশ্রয় লইয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদ ব্যাসশিষ্য শুকদেবের শিষ্য বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ে প্রচারিত, যদিও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের দরবারী কবি এবং মন্ত্রী চন্দবর দাঈ (১১৯১ খ্রীষ্টাব্দের লোক) পৃথ্বীরাজরাসো গ্রন্থে পরীক্ষিতের সর্পদংশন, দশাবতার ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন—

ভাগবত শুনহি যো ইক চিত্ত
তৌ সরাপ ছুট্টয় অক্রম।

বোপদেবকে অনেকে জয়দেবের ভাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের কবি ছিলেন। ১১১৮ শতাব্দীতে তাঁহার অধিকার। আর বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। চন্দবর দাঈ নিজ গ্রন্থে জয়দেবের বর্ণন করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের ৩০ বৎসর পরে কলিযুগারম্ভে শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন। তাহার ২০০ বৎসর পরে

ধর্ম্ম পিপাসু সজ্জনমণ্ডলী ও বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া জেনারেল মিটিংএ উভয় পক্ষ হইতে জাজ্ (যিনি ধর্ম্মাভিজ্ঞ) রেখে ধর্ম্মালোচনায় আপনি রাজী আছেন কি? শ্রীগাড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব বিশেষভাবে ইহাতে রাজী আছেন। আপনি যদি রাজী হন তবে বেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে পত্রের দ্বারা বা সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ করিতে চেষ্টা করুন। আমরা সাধু সুপুরুষ,—ভীরু, কাপুরুষ নহি। আর যাহারা কাপুরুষ, অসুর, দৈত্য, দানব ইত্যাদি তাহারাই সুসূক্ষ্ম জ্ঞান, বিবেক, বিচার বিশ্লেষণে সম্মুখ সমর থেকে পিছিয়ে যায়। এখানে যুক্তি বিচার দর্শনে যিনি যাহা অপেক্ষা বলবান্ হইবেন তাঁহার কথাই গ্রহণীয় হইবে।

সমিতির আচার্য্যদেবের নিজস্ব উক্তি তাহা এই যে,—'মুসলমানরা হিন্দুদের বরাবরই নিন্দা ক'রে। তাহাতে হিন্দুদের আসে যায় কি? পরন্তু মুসলমানরা চিরদিনই ক্ষতিগ্রস্থ।' আপনি বিচারে পরাস্ত হইলে হিন্দু হ'তে রাজী হইবেন কি?

গোকর্ণ ধুন্ধুকারীকে ভাগবত শ্রবণ করান। তাহার ৩০ বৎসরান্তে সনৎ-কুমারাদি দেবর্ষি নারদকে ভাগবত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ—

আকৃষ্ণনির্গমাৎ ত্রিংশদ্বর্ষাধিকগতে কলৌ।
নবমীতো নভস্যে চ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ॥
পরীক্ষিচ্ছ্রবণান্তে চ কলৌ বর্ষশতদ্বয়ে।
শুদ্ধে শুচৌ নবম্যাঞ্চ ধেনুজোঽকথয়ৎ কথাম্॥
তস্মাদপি কলৌ প্রাপ্তে ত্রিংশদ্বর্ষগতে সতি।
উচুর্ব্রজে সিতে পক্ষে নবম্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥
(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ভাগবত-মাহাত্ম্য)

আচার্য্য শঙ্কর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করেন নাই বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ এবং ব্যাস-রচিত নহে বলিয়া যে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয় তাহাও এস্থলে নিরস্ত হইল। তিনি বহু উপনিষদেরও ভাষ্য করেন নাই। তাহা হইলে সেইগুলিও শ্রীশঙ্করের পরে রচিত বলিতে হইবে কি?

পূর্ব্বপক্ষ—

১। ভাগবত মহাভারতের পরে রচিত।

২। মৎস্য-পুরাণে ভাগবত-দান-প্রসঙ্গে "হেমসিংহ-সমন্বিত" কথাটী

আর একটি বিষয় এই যে, আলোক-তীর্থের 'শুদ্ধিপত্র'টি 'অশুদ্ধিপত্র' এই নামকরণ হইলে ভাল হইত। কারণ, শব্দ ও লাইনগুলি মিলাইয়া দেখিলেই অবগত হইতে পারিবেন। আরও অনেক শব্দ শুদ্ধ করিবার দরকার ছিল, তাহা শুদ্ধ করা হয় নাই। তাহার কয়েকটি শব্দ যথা,—৩২৫ পৃষ্ঠায় ৫ম লাইনে কুলটির পরিবর্ত্তে ফুলটি হইবে এইরূপ শুদ্ধিপত্রে রয়েছে, কিন্তু সেইরূপ কোন শব্দই উক্ত পৃষ্ঠায় নাই. ৪১১ পৃষ্ঠায় ১০ লাইনে "হয়ওার," শেষ পৃষ্ঠার নম্বরটি "৪১২" না হইয়া "৫১২" হইয়াছে। "ছ" পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইনে "গবেষকগণ" রয়েছে। ১৮৭ পৃষ্ঠায় "মহু" রয়েছে। ইহা বাদেও আরও অনেক স্থানে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আর অধিক কি? নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। ইতি—

শ্রীধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ
গ্রাম—কুশলপুর,
পোঃ—আটাত্তর, (মেদিনীপুর)।

থাকায় ইহা দেবী ভাগবত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। কেননা সিংহ দেবীরই বাহন।

উত্তর—

বর্ত্তমান ১৮শ পর্ব্ব মহাভারত ব্যাসরচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রথমে শতপর্ব্ব মহাভারত রচিত হয়। পরে তাহা অতি বৃহৎ হইয়াছে বিচার করিয়া নিজ শিষ্য জৈমিনী ও বৈশম্পায়নকে সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করেন। যথা—

এতৎ পর্ব্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
ততস্তু সূতপুত্রেণ রৌমহর্ষণিনা পুরা।
কথিতং নৈমিষারণ্যে পর্ব্বাণ্যষ্টাদশৈব তু॥

অষ্টাদশ পুরাণ অষ্টাদশপর্ব্ব ভারতের পূর্ব্বে রচিত; কিন্তু শতপর্ব্বের পূর্ব্বে নহে। যেখানে ভারতের পূর্ব্বে রচনার উক্তি, তথায় অষ্টাদশ পুরাণের নাম, আর যেখানে পশ্চাৎ, তথায় শতপর্ব্ব মহাভারতকে জানিতে হইবে। পুরাণ ও মহাভারত যখন এক ব্যক্তিরই রচিত তখন তাহাতে পূর্ব্বাপর বিচার ঠিক নহে। বেদান্তে গীতার উল্লেখ এবং গীতায় বেদান্তের উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, আদিপুরাণ, মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইলেও তাহাতে ভারতের চর্চ্চা আছে। জন্মেজয়ের যজ্ঞে মহাভারত শ্রবণ এবং মহাভারতে জন্মেজয়ের কথা বর্ণন, এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং কোন্‌টী আগে বা পরে, তাহা বুঝা কঠিন।

ভাগবত-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-বিচার করিলে দেবী ভাগবত শব্দ কোনরূপেই আসিতে পারে না। —প্রকাশক

শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে

দীনার ভক্ত্যঞ্জলি

পরমা পবিত্রা-মাঘী তৃতীয়া বাসর।
যাহাতে প্রকট হ'ল শ্রীগুরু-প্রবর॥

আহা কি মনোহর শ্রীঅঙ্গের বিকাশ।
শত শত চন্দ্র-কান্তি করেছে প্রকাশ॥

রবি-সম তেজরাশি করিয়া বিস্তার।
মো' হেন পতিত জীবে করিতে নিস্তার॥

ললিত-লাবণ্য রূপ যেন হেম-প্রভা।
গৈরীক আভরণে তায় অপূর্ব্ব শোভা॥

আহা কি সন্ন্যাসী বেশ পরম গম্ভীর।
কারুণিক লোচন দু'টি অতি মনোহর॥

পতিত পাবন তুমি, ওগো দয়াময়!
অধম-তারণ হেতু হইলা উদয়॥

আজ এই শুভদিনে কত ভক্তগণ।
নানাবিধ মাল্যার্ঘ্যে পূজিছে শ্রীচরণ॥

কিন্তু আমি অভাগিনী দরিদ্র পামর।
শ্রীচরণ পূজিবারে কিছু নাহি মোর॥

শুধু আছে প্রভু মম নয়নভরা জল।
এ' নিয়ে পূজিব তব শ্রীপদ-কমল॥

অধমা সেবিকা—
(শ্রীমতী) বীণাপাণি (দেবী)
(নবদ্বীপ)

গৃহব্রত জীবনের লক্ষ্য নহে

মনুপুত্র প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের চরণ-সেবারফলে অনায়াসেই তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত পরম-পুরুষার্থ লাভ করিয়া পরমভাগবত হইয়াছিলেন। তিনি আত্মতত্ত্ব ধ্যানের দ্বারা দিব্যজ্ঞানরূপা দীক্ষা লাভ করিয়া পরে সচ্চিদানন্দ লক্ষণযুক্ত বাস্তব-বস্তু-তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার সঙ্কল্প করেন। সেই সময় তাঁহার পিতা মনু তাঁহাকে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে রাজ্য পালন করিতে বলেন। কিন্তু যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও তচ্চেষ্টাসমূহ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার বাক্য শ্রবণ করেন নাই। লৌকিক বিচারে যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কিছুতেই উচিত নহে, তথাপি রাজ্যাধিকারে অসদ্বস্তুজাত কাম-ক্রোধাদির নিকট স্বীয় পরাভব স্বীকার করিতে হয়, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রথমতঃ পিতৃ-বাক্য পালন করিলেন না। কিন্তু পরে ইন্দ্রাদিদেব-সেবিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আদেশে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে,—অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা কেহই ভগবান্‌কে জানিতে সমর্থ নহেন। সমগ্র জগৎ ভগবানের অধীন। ইহ-জগতের 'কর্ত্তা অহম্' অভিমান-পীড়িত ব্যক্তিগণও নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় মায়ার সত্ত্বরজস্তমো গুণময় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া ইহসংসারে কার্য্যাদি করিতে বাধ্য হয়। আবার ফলভোগেও জীবের স্বতন্ত্রতা দেখা যায় না। যেহেতু জীব কর্ম্মফলানুসারে ভগবদ্দত্ত শরীর লাভ করিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে থাকে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে গমন ক'রয়াও সংসার-বাসনা হইতে নিবৃত্তি হইতে পারে না। আবার ভগবদ্বিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রমও কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। গৃহস্থাশ্রম ষড়্‌রিপু জয় করিবার দুর্গস্বরূপ। ষড়্‌রিপু জিত হইলে গৃহে বা বনে যে-কোন স্থানে অবস্থান করিতে বাধা নাই। প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার আদেশে পিতা মনু হইতে রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্ব-কর্ম্মকন্যা বর্হিষ্মতীর পাণি-গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গর্ভে আগ্নিধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, চবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি নামক দশটী পুত্র এবং ঊর্ষাস্বতী নাম্নী একটী কন্যা লাভ করিয়া বহু সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন। ইহার পরে প্রিয়ব্রতের পুনরায় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল; তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি। ইন্দ্রিয়-বর্গ এতদিন আমাকে অবিদ্যা বিরচিত বিষম বিষয়ান্ধকূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। বিষয়ভোগ যথেষ্ট হইয়াছে, উহাতে আর প্রয়োজন নাই। আমি এই কামিনীর ক্রীড়ামৃগ-তুল্য হইয়া পড়িয়াছি। ধিক্ আমাকে! শত ধিক্ আমার ভোগ-বৃত্তিকে!" পরমপুরুষ ভগবানের কৃপায় তাঁহার স্বরূপজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহার হৃদয়ে বিষয়-তৃষ্ণা ও শ্রীহরির বিহার-চিন্তা উদিত হওয়ায় তিনি অতি সহজেই বিষয়-ত্যাগে সমর্থ হইলেন। তিনি পুনরায় দেবর্ষি শ্রীনারদোপদিষ্ট মার্গের অনুসরণ করিলেন।

ইহ সংসারে জনসাধারণ প্রত্যেকটী ঘটনাকে তাঁহাদের রুচি অনুযায়ী দেখিয়া থাকেন। মাদৃশ গৃহব্রতগণ প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান পাঠ করিয়া ব্রহ্মার উপদেশে গৃহাসক্তিকেই বহুমানন করিবেন। ব্রহ্মার উপদেশের মধ্যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে জিতেন্দ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যেই যে গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা তাহা অতি স্পষ্টভাবে থাকিলেও গৃহব্রতগণ সেইদিকে দিশেষ দৃষ্টিপাত করেন না। কালের প্রভাবে কলির আয়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জড়-ভোগের তাণ্ডব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ভোগ নেশার ভয়াবহ পরিণাম সমগ্র বিশ্বে অসংখ্য ঘটনায় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা সতর্ক হইতেছি না। অনেকে আবার বুক ফুলাইয়া বলেন যে, গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রম আর নাই। কিন্তু যাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী অবস্থা হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা যতির বেশ গ্রহণপূর্ব্বক একান্তভাবে ভগবদ্ভজন আরম্ভ করিতে ভীত, সেই সকল অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সংশোধনাগারই গৃহস্থাশ্রম। আমরা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মসংশোধনের জন্য যত্নবান্ না হইয়া দাগী চোরের ন্যায় গৃহ-কারাগারে বসবাসকেই বহুমানন করিতেছি। আমাদের এই দুর্দ্দশার অবসান কবে হইবে? কবে আমরা প্রিয়ব্রতের পাদপদ্ম অনুসরণপূর্ব্বক আত্ম-গ্লানিতে বিধৌত হইয়া শ্রীহরির শ্রীচরণ-সেবার জন্য একব্রত হইব? কবে আমরা প্রতিক্ষণ অপরের ছিদ্র অন্বেষণ না করিয়া—অন্যান্য আশ্রমের নিষ্কলঙ্ক সাধুগণের চরিত্রে দোষারোপরূপ জঘন্য-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিজের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিব।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া যিনি সংসারের অনন্তপ্রকার ভোগের মধ্যে থাকিয়াও নিস্পৃহভাবে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত ভগবানের ভজন করেন, তিনি ধন্য। সন্ন্যাসী অপেক্ষাও তাঁহার স্থান উচ্চে। **ভগবদ্ভক্ত যে আশ্রমেই অবস্থান করুন না কেন, তাঁহার অবস্থা উচ্চে সন্দেহ নাই। মহাভাগবত কোন বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন।** কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকারী দুই চারিজন মহাভাগ-বতের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া নিজেকে তাদৃশীর সমান আসনে আসীন-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠালাভের যে বাসনা আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে তাহা আমাকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এ-কথাটী আমার স্মরণ থাকা উচিত। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমি গৃহান্ধ-কূপের দুর্ভোগে পতিত, আর মহাভাগবত নিরন্তর গোলোকের অধিবাসী।

ভগবানের সখা অর্জ্জুনের মোহগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও তিনি যে প্রকার মোহগ্রস্থের ন্যায় নানা প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জগতে প্রচারপূর্ব্বক জনসাধারণের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই প্রকার মহাভাগবত প্রিয়ব্রতের সংসারাসক্তিতে পতনের সম্ভাবনা না থাকিলেও তিনি রাজ্যসুখভোগাদি স্বীকার করিয়া এবং অবশেষে পরিতাপ-গ্রস্থ হইয়া আমাদিগকে ভোগানলে আত্মাহুতি প্রদান হইতে সর্ব্বদা সতর্ক

করিয়া রাখিয়াছেন। প্রিয়ব্রতের উদাহরণে আমাদের আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখন আমরা ভগবদ্-ভজনে মতিবিশিষ্ট হইব, তখন বিশ্বের জনগণ নানাভাবে আমাদের ভজনের প্রতি-বন্ধকতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। কেহ উপহাস করিবে, কেহ তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে, আবার কেহ কেহ বা ধার্ম্মিকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া উপদেশ-প্রদানের ছলনায় আমাদিগের চিত্ত গৃহাসক্তির দিকেই আকর্ষণের জন্য যত্নপর হইবে। যাঁহারা কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ নহেন, তাঁহাদের প্রতি কোনও প্রকার শ্রদ্ধা রাখিলে আমাদের ভজনের পথে অগ্রসর হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

"ন জতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

এই সাধারণ নীতি কথাটী স্মরণ রাখিয়া আমরা সর্ব্বদা গৃহাসক্তি হইতে সতর্ক হইব। নিজের অবস্থার কথাই সর্ব্বদা চিন্তা করিব। নিজের দুরবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করিব। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকারী মহাভাগবতের সঙ্গে যেন কখনও আমার নিজের অবস্থাকে এক জ্ঞান না করি। আবার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইয়া যেন গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থানকারী মহাভাগবতকে গৃহব্রতী জ্ঞান করিয়া নিরয়ের পথ পরিষ্কার না করি। সর্ব্বদাই যেন স্মরণ রাখি যে, ভগবানের বীর্য্যবতী কথা আলোচনা ব্যতীত গৃহাসক্তি হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

আমাদের সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রিয়ব্রত নারদের মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার পরেও কি ভাবে সংসারাসক্তিতে পতিত হইয়াছিলেন? এই সন্দেহটী আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। মহারাজ পরীক্ষিতও পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট প্রিয়ব্রতের প্রথমে সম্বন্ধ-জ্ঞান-নিষ্ঠা, তৎপরে বিষয়াসক্তির কথা শ্রবণে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন,—যাঁহার পাদপদ্মের ছায়ায় বিষয়াসক্তি বিদূরিত হইয়া থাকে, সেই ভগবদ্ভক্তগণের আবার কি প্রকারে কর্ম্মবন্ধন ও স্বরূপ বিস্মৃতির মূল-কারণ-বিষয়ে আসক্তি সম্ভব? স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণে অবিচ্ছিন্নমতি কি-প্রকারে হইতে পারে? এ-বিষয়ে আমার বড়ই সংশয়ের উদয় হইয়াছে।" শ্রীল শুকদেব উত্তরে বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম-শোভাযুক্ত পাদপদ্ম মকরন্দ রসে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা মহাভাগবতগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীশ্যামসুন্দরের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার আলোচনাকেই পরম-কল্যাণরূপা পদবী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কিঞ্চিন্মাত্র সংসার-ভোগাদির বিঘ্নের দ্বারা তাহা স্থগিত হয়, কিন্তু মহাভাগবতগণ কখনও সেই মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না।" তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই আবিষ্টচিত্ত। বাহ্য বিঘ্নাদি কখনও তাঁহাদের ভজনের অন্তরায় হইতে পারে না। তাঁহারা বিষয়ীর ন্যায়

থাকিবার লীলাভিনয় করিলেও ইতর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকেই একমাত্র বিষয়বিগ্রহরূপে জানেন। তাঁহারা বিভিন্ন কার্য্যদ্বারা জগদ্বাসীকে বিভিন্ন শিক্ষাই প্রদান করিয়া থাকেন। প্রিয়ব্রতের মহিমা-সম্বন্ধে পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত আছে যে, তিনি যে-সকল কার্য্য করিয়াছেন, এক ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহই তাহা করিতে সমর্থ নহেন। প্রিয়ব্রত অন্ধকার ধ্বংস করিবার জন্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় রথচক্র দ্বারা সাতটী সমুদ্র খনন করিয়াছেন। তিনি প্রাণিগণের জন্য দ্বীপ রচনা করিয়াছেন এবং প্রতি দ্বীপের নদী, পর্ব্বত ও বনাদির দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অনুগতজনবৃন্দই প্রিয়ব্রতের প্রিয়জন ছিলেন। সুতরাং তিনি কর্ম্মজ, যোগজ, স্বর্গজ, মর্ত্ত্যলোকজ যাবতীয় বৈভবকে নরকতুল্য জ্ঞান করিয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁহার পতন হয় নাই। কি অবস্থায় লোকে পতিত হইতে পারে, তাহা এবং পতন হইতে উদ্ধারের উপায় প্রদর্শন করিয়া তিনি পর-হিতৈষিতাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

—শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী
গোলকগঞ্জ (আসাম)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীব্যাসপূজা অথবা শ্রীগুরুপূজা। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবাদ্বারা শ্রীব্যাস-দেবের পূজা গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেবই জগতে প্রকৃত সত্য-দ্রষ্টা, তিনিই জগতের প্রকৃত সভ্যতার প্রতীক; তিনিই কর্ম্ম, জ্ঞানের সন্ধান দানান্তে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্ধান দিয়াছেন। তাহার স্বরূপ কি তাহা মঙ্গলকামী মানবমাত্রেই অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কর্ম্মবাদ, জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ, পরমাণুবাদ, নাস্তিক্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি লইয়া যখন জগতে তোলপার; ছিনালীরূপী মায়া-বিপনীতে যখন মানব জড়সর, সেই সময়ে ভারতের বুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ শ্রীমৎ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। মানব যখন জীব-স্বরূপকে ভুলে মায়ার করালগ্রাসে নিপতিত হইয়া নানা মতবাদ লইয়া ব্যস্ত হইয়া ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই অজ্ঞানতিমিরনাশক তাঁহার বৈচিত্র্যময় বাণীদ্বারা দৈবভাবাপন্ন জীব-গণকে ভগবদুন্মুখ ও আসুরভাবাপন্ন দিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন তাঁহার বাণী-বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক চলন্তিকার মধ্যে যে বৈচিত্রপূর্ণ বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্যাপিও বিশ্ববাসীর মূঢ়-সমাজ তাহা যথার্থরূপে

হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। সেই বেদব্যাসের বাণী-বৈভব প্রচারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অকৃত্রিম সুপ্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। শ্রীব্যাস-দেবের বাণীচ্যুতের সংখ্যা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই নগ্ন সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইয়া কলির তাণ্ডব লীলা ঘনিয়ে আসবে। তাই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসদেবের স্মরণ করিয়া থাকেন।

বিগত বৎসরগুলির স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গত ৪ঠা ফাল্গুন, ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে ৬ই ফাল্গুন, ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী তদধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। সমিতির প্রধানকেন্দ্র ও প্রধান কার্য্যালয় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** উক্ত ৪ঠা ফাল্গুন, মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া, অমল সত্যসংস্থাপক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী অষ্টোত্তর শতশ্রী **শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের** অজ্ঞানতিমির-বিনাশী-শুভ-আবির্ভাব-তিথিবরা উপলক্ষে তাহার পূর্ব্বদিবস হইতেই মঠ-প্রাঙ্গন ও তোরণদ্বার নানা পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃ হইতেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ শ্রীগুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রামগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয় পরমহংস-মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সংগৃহীত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি হইতে 'শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্, শ্রীব্যাসপঞ্চকম্, শ্রীবৈয়াসকি-পঞ্চকম্, শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্ ও শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চকম্ প্রভৃতির পূজা সম্পন্ন করেন। অনন্তর শ্রীবেদান্ত সমিতির আশ্রিত ও আগত ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অঞ্জলি প্রদানান্তে নিবেদিত বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ অভ্যাগত ও আগত জন-সমূহকে বিতরণ করা হয়।

মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে জিরাট কলোনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত যামিনীকান্ত দাস এম-এ, বি-টি, মহাশয়-সঙ্কলিত ও শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর প্রভু কর্ত্তৃক প্রকাশিত **শ্রীগুরু-চরিতামৃত** (পদ্যাকারে) পুস্তকখানি বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ পারায়ণ করেন। *

---

* পাণ্ডুলিপিতে উক্ত পুস্তকখানি পর পর তিন দিন ধরে পারায়ণ করায় তাহা শেষ হইয়াছে, ইহা শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। **—প্রকাশক**

বৈকালে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সভাপতির আসনে সমাসিন করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। এই সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের মহান জীবনের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনান্তে তাঁহার জীবন-বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। পরে আগত বিশিষ্ট অতিথি শ্রীযুত হিরেন্দ্র কুমার গুহঠাকুরতা, এম-এ, (Retd. Director of Public Instruction) মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় মানব-ধর্ম্মজীবনের স্বরূপ ও সৎগুরুর পদাশ্রয় করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি দান করেন এবং অনেক বিশিষ্ট বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দই শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতান্তে শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করেন। অবশেষে বহু ভক্তগণের সংস্কৃত, বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্ত্যঞ্জলি পাঠ করা হয়। তৎপর কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

৫ই ফাল্গুন প্রাতঃ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনান্তে পূর্ব্বে উল্লিখিত "শ্রীগুরু-চরিতামৃত" শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর প্রভু ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দই পারায়ণ করেন। মধ্যাহ্নে ভোগ-আরতি অন্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং বৈকালে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই দিন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ শ্রীব্যাসপূজা-স্বরূপ সম্বন্ধে এক তত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। পরে বিভিন্ন বক্তাগণের বক্তৃতান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্যাস-পূজা অথবা শ্রীগুরুপূজার কি প্রয়োজনীয়তা তৎসম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ বিবৃতি দানান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

৬ই ফাল্গুন, সোমবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী, নিখিল ভুবন মঙ্গলময়ী পরম পবিত্রকারিণী নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমহংসকুল-মুকুটমণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ আচার্য্যকেশরী অষ্টোত্তর-শত শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** শুভ-আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে এই দিনও এক বিশেষ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন প্রাতে শ্রীগুরু-বন্দনান্তে শ্রীল ঠাকুর-রচিত 'দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব' এবং শ্রীল ঠাকুরের কৃপাভিষিক্ত আচার্য্যপ্রবর শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাচার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ রচিত 'প্রভুপাদ-দশকম্' প্রভৃতি গীতি-কীর্ত্তন হইলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে এই দিনও শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি

প্রদান করেন এবং মঠস্থ ও আগত বহু সজ্জনগণও অঞ্জলি প্রদান করেন, পরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা বহু শত ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরহিত্যে শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে বিদ্বজ্জন সমাবৃত এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেস্থিত ভক্তমণ্ডলীর টেলিগ্রামে, পত্রে প্রেরিত 'শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলি' পাঠ করা হয়। পরে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধে অনেকেই বক্তৃতা প্রদান করেন। উপসংহারে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে এক দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, তদনন্তর শ্রীল প্রভুপাদের আরতি সুসম্পন্না হইলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য সমিতির অন্যান্য প্রচার কেন্দ্রসমূহেও শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

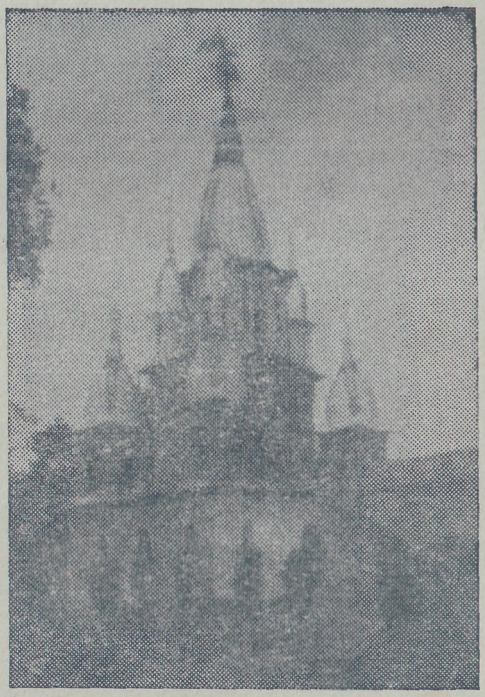
২৪ পরগণায় **গদামথুরা ৫ম খণ্ডে রামনগর আবাদ** গ্রামে শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবীর বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে সমিতির সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ উক্তস্থানে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব উদ্‌যাপিত করার জন্য উপস্থিত হন। তথায়ও পূর্ব্ব-উল্লিখিত কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীব্যাস-পূজার বিরাটভাবে আয়োজন হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বিভিন্ন পঞ্চকাদির পূজা হয় ও পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা হইয়াছিল এবং সেই সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথম দিন শ্রীব্যাসপূজা কি ও শ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের জীবনাদর্শ এবং তাঁহার শিক্ষাবৈশিষ্ট্যের বিষয়-বস্তু নিয়া আলোচিত হইয়াছিল। পর দিবস শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব ও বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার অলৌকিক অবদান প্রভৃতি লইয়া সুগভীর তত্ত্বসমন্বিত দার্শনিক ও সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেন। আরও বহুস্থানে সমিতির প্রদর্শিত পন্থায় শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, স্থানাভাবে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৭৫ { ৩য় সংখ্যা



নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



১০শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২ ত্রিবিক্রম, ৪৮২ গৌরাব্দ | ৩য় সংখ্যা
মঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭৫ ; ইং ১৪।৫।১৯৬৮

সানুবাদ

শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকা-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

শ্রীবৃন্দাবনেশৌ জয়তঃ ॥

তিষ্ঠন্ বৃন্দাটবীকুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ।
বৃন্দাটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষু কৃপাণো জনঃ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে অবস্থিতি করিয়া এই দীন ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনের ঈশ্বরী ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে এই নিবেদন করিতেছে ॥ ১ ।

নবেন্দীবরসন্দোহ-সৌন্দর্য্যাস্কন্দনপ্রভং।
চারুগোরোচনা-গর্ব্বগৌরবগ্রাসি গৌরভাং ॥ ২ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তুমি শ্রীঅরের কান্তিদ্বারা নবীন ইন্দীবর সমূহের সৌন্দর্য্য গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছ। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি অঙ্গকান্তি দ্বারা সুন্দর গোরোচনার কান্তিগর্ব্ব গ্রাস করিতেছ ॥ ২ ॥

শাতকুম্ভকদম্বশ্রীবিড়ম্বিস্ফুরদম্বরং।
হরতাকিংশুকংস্যাং-শূনং-শুকেনবিরাজিতাং ॥ ৩ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তোমার বসন শোভায় স্বর্ণরাশির শ্রী বিড়ম্বিত হইতেছে। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! পলাশ কুসুমের সৌন্দর্য্যহারি অরুণবর্ণ বসনে তুমি সুশোভিতা ॥ ৩ ॥

সর্ব্বকৈশোরবদ্বৃন্দচূড়ারূঢ়হরিন্মণিং।
গোষ্ঠাশেষকিশোরীণাংধম্মিল্লোত্তংসমল্লিকাং ॥ ৪ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তুমি কৈশোরবয়স্ক যাবতীয় ব্রজবালকগণের শিরোভূষণ মরকত মণিস্বরূপ হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমিও যাবতীয় ব্রজরমণিগণের শিরোভূষণ মল্লিকা কুসুম ॥ ৪ ॥

শ্রীশমুখ্যাত্মরূপাণাং রূপাতিশয়িবিগ্রহং।
রমোজ্জ্বলব্রজবধূব্রজবিস্মাপি সৌষ্ঠবাং ॥ ৫ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি যে-সকল তোমার মূর্ত্তি আছে ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধারীরূপই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, হে বৃন্দাবনেশ্বরি! লক্ষ্মী অপেক্ষাও পরমরূপবতী ব্রজরমণিগণ তোমার রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হন ॥ ৫ ॥

সৌরভ্যাহৃতগান্ধর্ব্বং গন্ধোন্মাদিতমাধবাং।
রাধারোধনবংশীকং মহতীমোহিতাচ্যুতাং ॥ ৬ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তোমার শ্রীঅঙ্গের সৌরভে শ্রীরাধিকা আকৃষ্ট হন, হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমিও নিজ অঙ্গের সৌরভে শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, হে কৃষ্ণ! তুমি বংশীদ্বারা শ্রীরাধিকাকে অবরোধন কর। হে শ্রীমতি! তুমি বীণাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিমোহিত কর ॥ ৬ ॥

রাধাধৃতিধনস্তেনলোচনাঞ্চলচাপলং।
দৃগঞ্চলকলাভৃঙ্গীদষ্টকৃষ্ণহৃদম্বুজাং ॥ ৭ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তোমার কটাক্ষরূপ চৌর শ্রীরাধিকার ধৈর্য্যধন অপহরণ করিতেছে, হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তদীয় কটাক্ষরূপ ভ্রমরী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাম্বুজ দংশন করিতেছে ॥ ৭ ॥

রাধাগূঢ়পরীহাসপ্রৌঢ়িনির্বচনীকৃতং।
ব্রজেন্দ্রসুতনর্ম্মোক্তিরোমাঞ্চিততনূলতাং ॥ ৮ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! শ্রীরাধিকার গূঢ়পরিহাস বাক্যে তুমি নিরুত্তর হও, হে শ্রীমতি! তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে রোমাঞ্চিত কলেবর হও ॥ ৮ ॥

দিব্যসদ্‌গুণমাণিক্যশ্রেণীরোহণপর্ব্বতং।
উমাদিরমণীব্যূহস্পৃহণীয়গুণোৎকরাং ॥ ৯ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তুমি সুদিব্যগুণরূপমণি মাণিক্যের রত্ন পর্ব্বত স্বরূপ, হে বৃন্দাবনেশ্বরি! উমা লক্ষ্মী প্রভৃতি তোমার গুণসমূহ বাঞ্ছা করেন ॥ ৯ ॥

ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি।
কাকুভির্বন্দমানোঽয়ং মন্দঃ প্রার্থয়তে জনঃ ॥ ১০ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! এই অজ্ঞ আমি তোমাদিগকে যথাশক্তি স্তব করিয়া কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১০ ॥

যোগ্যতা মে ন কাচিদ্বাং কৃপালাভায় যদ্যপি।
মহাকৃপালুমৌলিত্বাত্তথাপি কুরুতং কৃপাং ॥ ১১ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমাদিগের কৃপালাভ করিতে যদিও আমার কোন যোগ্যতা নাই তথাপি আমাকে কৃপা করিতে হইবে, যেহেতু তোমরা দয়ালুর শিরোমণি ॥ ১১ ॥

অযোগ্যে সাপরাধেঽপি দৃশ্যন্তে কৃপয়াকুলাঃ।
মহাকৃপালবো হন্ত লোকে লোকেশবন্দিতৌ ॥ ১২ ॥

এই জগতে যাঁহারা মহাকৃপালু বলিয়া পরিচিত তাঁহারা অযোগ্য ও অপরাধী জনকে দয়া করিয়া থাকেন, তোমরা সেই সমস্ত মহদয়ালুরও শিরোমণি, সুতরাং আমি অযোগ্য ও অপরাধী হইলেও আমাকে কৃপা করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

ভক্তের্বাং করুণাহেতোর্লেশাভাসোঽপি নাস্তি মে।
মহালীলেশ্বরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতং ॥ ১৩ ॥

দয়ার কারণ যে-ভক্তি সেই ভক্তির লেশ মাত্রও আমাতে নাই, তথাপি আমাকে কৃপা করিতে হইবে, যেহেতু তোমরা পতিত উদ্ধারের নিমিত্ত এই মহালীলা প্রকাশ করিয়াছ ॥ ১৩ ॥

জনে দুষ্টেঽপ্যভক্তেঽপি প্রসীদন্তো বিলোকিতাঃ।
মহালীলা মহেশাশ্চ হা নাথৌ বহবো ভুবি ॥ ১৪ ॥

হা নাথ বৃন্দাবনেশ্বর! হা বৃন্দাবনেশ্বরি!! দেখুন, এই জগতে অনেক দয়াবান্ পুরুষ আছেন, মহালীলাকারী শঙ্কর প্রভৃতি দেবতা আছেন, তাঁহারা অপরাধী ও অভক্ত জনকে দর্শনমাত্রে কৃপা করিয়া থাকেন, আপনারা সকলের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই অপরাধী জনকে কৃপা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

অধমোঽপ্যুত্তমং মত্বা স্বমজ্ঞোঽপি মনীষিণং।
শিষ্টং দুষ্টোঽপ্যয়ং জন্তুর্মন্তব্যধিত যদ্যপি ॥ ১৫ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি অতি অধম হইলেও আমাকে উত্তম জ্ঞান করিয়া, আমি অজ্ঞ হইলেও পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া, আমি দুষ্ট হইলেও শিষ্ট বিবেচনা করিয়া এবং অপরাধী হইলেও নিরপরাধী করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৫ ॥

জড়াশক্তি হরিভজনের প্রতিকূল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইং ৬ই জুন, ১৯২৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ * * হইতে আজ ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী * * ও শ্রী * * উভয়েই আমলাযোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ * * সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ * * মাতুল বাড়ী ও তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা * * যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম, আপনার শ্যালকের বিবাহ-উপলক্ষ্যে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া * * মঠ স্থাপনপূর্ব্বক * * দাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও * * দাসের জননী উভয়েই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

* * কে ও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে, এখন পর্য্যন্তও আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ক ফলের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সে জন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র, * * জননী এবং আপনি পুত্রমোহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে * * * মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনারও ভজন ব্যাঘাত ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস অঙ্গন ও * * বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়া-মোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে। সে-জন্য * * গৃহে থাকিয়া * * গৌরদাসাদির স্নেহে আপাততঃ কাল-যাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র-স্বজনাদির স্নেহ হরি-ভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা আপনি বুঝিতে পারেন না কেন? **গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরি-সেবাময় মঠ পৃথক্ বস্তু।** যখন 'গৃহসেবাকেই' হরিসেবা মনে হইতেছে, তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চির-দিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আশক্তি দ্বারা 'হরি-সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্র-স্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'?—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। **জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরি-বিমুখ সঙ্গকেই হরি-সেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ-হরি-ভজন-স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে।** এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। **পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নীসহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্য কালের জন্য পতিত করায়।** আপনি 'ভক্তি * *' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন? শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহ পাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম-বোধে * * * গিয়া কিছু

দিন মঠাদির কার্য্য চালাইবেন। পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে গৃহ-কথাকে 'হরিভজন' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিভজন-সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন্।

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরিকথা শুনিবার আবশ্যক হইয়া পরিয়াছে। পত্নী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের পরিবর্ত্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহা অপেক্ষা ভাল বুদ্ধি দিন, ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(অসৎসম্প্রদায়)

১। ভারতীয় বেদানুগব্রুব বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ, বিদেশীয় তৎসমকক্ষ আধ্যক্ষিক মতবাদ ও ঈশানুগতিবাদ কি কি?

"অস্মদ্দেশে সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্ত-শাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত-মত-প্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্র-নিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ-মত, চার্ব্বাক-মত ইত্যাদি নানা মত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী ও ইতালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরত্ববাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (সর্ব্বব্রহ্ম Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানাপ্রকার বাদ (Ism) প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থান-পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটি কোন কোন স্থানে কেবল শ্রদ্ধা-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (বা Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত,

সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র-মত অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম (Christianity), মুসলমান-ধর্ম্ম (Mahomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৩

২। কোন্ কোন্ ধর্ম্মকে প্রকৃত-প্রস্তাবে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলা যায় ?

"যে-ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থ-সকল আছে, ভক্তগণ সে-ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করিবেন না; সে-ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছল-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।"　　—চৈঃ শিঃ, ১।১

৩। জড়বাদিগণের ধর্ম্ম কিরূপ ?

"জড়বাদিগণ যে-ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল।"　　—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯।১৩

৪। ভারতীয় ও অপরদেশীয় স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ও তাহাদের স্বরূপ কি ?

"জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদী। স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন—'যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব।' * * * ভারতবর্ষে চার্ব্বাক্ ব্রাহ্মণ, চীনদেশে নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীকদেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এসিয়া-খণ্ডে সর্ডনাপেলাস্ (Sardanapalus) রোমদেশে লুক্রিসিয়স্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেকদেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান্ হলবাক্ (Von Holbach) বলিয়াছেন যে,—নিজ-নিজ সুখ-বর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে 'ধর্ম্ম' বলা যায়। * * * * গ্রীসদেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল্ (Arostotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কণাদ-মতস্থ দোষ-সমূহই এই সকল পণ্ডিতের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করত পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্স দেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (La Mettrie) ইঁহারা নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ-

জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কোঁৎ (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। * * * তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি স্থিরত্ববাদ (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞানদ্বার নাই। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্টি করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন-পূর্ব্বক একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বষয়টি মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium); মানবপ্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্তা (Supreme Being)। হস্তে শিশু, এরূপ একটী স্ত্রী-মূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। * * ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল্ (Mill) জড়বাদকে ভাববাদ-রূপে বিচার করত অবশেষে অনেক বিষয়ে কোঁৎ-এর সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। একপ্রকার নিরীশ্বর সংসারবাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল্ (Mill), লুইস্ (Lewis), পেন্ (Paine), কারলাইল্ (Carlyle) বেন্থাম্ (Bentham), কোম (Combe) প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক্ (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তা-বিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৫-৮

৫। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

"স্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৬। নিঃস্বার্থবাদীর মত কি অপস্বার্থ-রহিত ?

"ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্য-বশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির

স্বার্থের ব্যাঘাত করে। অতএব সামান্য-বুদ্ধি-লোক নিঃস্বার্থ নামটি শুনিবা-মাত্র নিজ-স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটী আদর করে।

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৭। পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের কতটুকু মৌলিক-পাণ্ডিত্য আছে?

"পাশ্চত্ত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে টিণ্ডল্, হাক্সলি, ডারউইন্ প্রভৃতি পণ্ডিত-মধ্যে পরিগণিত। **পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী** করা যায়, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আসুর-প্রবৃত্তি-বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরম্", "অপরস্পরসম্ভূতং" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাব-বাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ - এই সকলযে আসুর-প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইয়াছে।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

৮। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কি কপটতা-রহিত?

"কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি কহিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাকড় বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত' চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে?' ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ্; তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন, —'ওহে, আমার ভুল হইয়াছে; আমি দেখিতেছি,—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়—এরূপ শাস্ত্রে আছে; তোমার কিছুই করিতে হইবে না।' নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৯। সন্দেহবাদের গতি কি?

"সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে; যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে।"　　—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৬

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে
ব্যাসপূজা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৫ পৃষ্ঠার পর

ব্যাসপূজা করে, বেদব্যাসে নাহি মানে।
গুরু 'অনবগতঃ স্যাৎ' (বলে) পূজামাত্র ভাণে॥
(তাই) বৈয়াসকি-সম্প্রদায়কর্ত্তব্য নির্ণিতে।
গৌর পুনঃ প্রবর্ত্তেন শুদ্ধ-পদ্ধতিতে॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা করে—(আজ) শ্রীব্যাসপূজন।
পদ্ধতি-গ্রন্থানুসারে (সব) কর আয়োজন॥
আসিয়া মিলিল সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব-কার্য্য॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য যে বিধিবোধিত॥
দিব্য-গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা॥
শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর'॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি' দিলা তাঁ'র মস্তক উপর॥
তদবধি ব্যাসপূজা প্রতি ঘরে ঘরে।
করিতেন সর্ব্বলোকে আনন্দ-অন্তরে॥
কালবশে লুপ্তপ্রায় হৈল অনুষ্ঠান।
'প্রভুপাদ' করিলেন পুনঃ সংস্থাপন॥
'ব্যাসপূজা-পদ্ধতি' করি অন্বেষণ।
প্রভুপাদ করিলেন ভারত ভ্রমণ॥

বহু খুঁজি পাইলেন শঙ্করাচার্য্য মঠে।
আনন্দিত হয়ে ভাবেন—এই সেই বটে ?
তাহা লয়ে আইলেন নবদ্বীপ ধামে।
যথা রয়েছেন প্রভু ভক্তিবিনোদ নামে ॥
তাঁর কাছে সমর্পিলা এ' পূজা-পদ্ধতি।
তিনি দেখিলেন এতে আছে কিছু ভ্রান্তি ॥
সেই ভুল করিলেন তিনি সংশোধন।
আরও কিছু সুসিদ্ধান্ত করিয়া স্থাপন ॥
নবদ্বীপে মায়াপুরে যোগপীঠ-স্থানে।
ব্যাসপূজা করিলেন আনন্দিত মনে ॥
তদবধি ব্যাসপূজা ধারাবাহি ক্রমে।
গৌড়ীয়-সমাজে পূজে এই মর্ত্ত্যধামে ॥
কোন মঠে করে শুধু অঞ্জলি প্রদান।
কোন মঠে করে সবা সর্ব্ব অনুষ্ঠান ॥
মঠবাসী হন কিবা গৃহবাসী হন।
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণে করে ব্যাসের পূজন ॥
অদ্যাপিহ পূজে আর শঙ্কর-সম্প্রদায়।
সমারোহ করি সেই আষাঢ়ি পূর্ণিমায় ॥
কিন্তু হায় ! নবদ্বীপের গোস্বামী-সমাজ।
ব্যাসপূজা নাহি জানে অতীব আশ্চর্য্য ॥
অহংকারে বসে সবে ব্যাসের আসনে।
ব্যাসপূজা নাহি করে ভ্রান্তির কারণে ॥
ব্যাসপূজা-তত্ত্ব আমি কেমনে বাখানি !
কৃষ্ণাভিন্ন ব্যাস তাঁর মহিমা কি জানি ॥
গুরুতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি নাহি মোর।
শ্রদ্ধাভক্তি বিবর্জ্জিত মুইত পামর ॥
মোর গুরুদেব অতি দয়ালু হৃদয়।
মোহেন পামর প্রতি হইয়া সদয় ॥
যতটুকু শক্তি মোরে করিলেন দান।
তাহাতে বুঝিনু আমি, তিনিত মহান্ ॥

মহানের গুণগাঁথা কেমনে গাঁথিব।
ক্ষুদ্র হয়ে সীমা তার কেমনে পাইব॥
সমুদ্রের ঢেউ যদি গণিবারে পারে।
তাহলেও গুরুতত্ত্ব বুঝিতে না পারে॥
আকাশের তারা কেহ গণিতে অক্ষম।
সেও গুরুতত্ত্ব ভাই বুঝিতে অক্ষম॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব আমার কি কথা।
সমুদ্র পানের শক্তি টুনটুনি যথা॥
কেবল ভরসা মোর শ্রীগুরু চরণ।
গুরুকৃপা বিনা মোর নাহিক রক্ষণ॥
শ্রীগুরু চরণে মোর এইত মিনতি।
জন্মে জন্মে পাই যেন তব পদে স্থিতি॥

—শ্রীমতী উষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)।

সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি *

আজকের আলোচ্য বিষয় সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি। ভক্তি শব্দে সেবা। ভক্তিশব্দে সাধারণতঃ সেবা অর্থ বুঝাইয়া থাকে। তবে আমাদের উদ্দিষ্ট বস্তু সাধারণ সেবার কথা নহে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতি অনেক প্রকার ভক্তির কথা থাকিতে পারে, কিন্তু আজকের আলোচনার বিষয় শ্রীকৃষ্ণভক্তি। তাহাকে সাধন করা যায় না, হাটে-বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রতি জীবের হৃদয়ে সুপ্ত বৃত্তিকে জাগান কার্য্যই সাধন বলিয়া কথিত।

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

প্রতি জীবের হৃদয়ে ভক্তিবৃত্তি আছে, তাহা সকলের কার্য্যকারিণী অবস্থায় থাকে না, যেমন বন্ধ্যানারীর অপত্যস্নেহ দেখা যায় না, কিন্তু দৈবাৎ তাহার

---

* (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিকোৎসবে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণের সারমর্ম্ম)।

সন্তান জন্মিলে তৎপ্রতিস্নেহ জাগিয়া উঠে, তাহার হৃদয়ে তাহা সুপ্ত থাকে বলিয়া তদ্রূপ ভক্তিবৃত্তিরও অবস্থা জানিতে হইবে।

সাধারণত ভোগপ্রবণ জীবের ইন্দ্রিয় সকল ভোগের নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মুখ থাকে। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে নিরন্তর ভোগের চিন্তা, ভোগের চেষ্টাই আমাদের ব্রত—আমাদের ইন্দ্রিয়গণের কৃত্য। যদি কোনদিন সাধু-সঙ্গে ভগবৎ-কথায় রুচি হয়, তখনই আমাদের ভক্তির উন্মেষ দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে মুচুকুন্দ উপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কাহার সংসার মোক্ষের কাল উপস্থিত হয়, তখন তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়, সাধুসঙ্গের অন্য প্রবৃত্তি না থাকিলে অর্থাৎ আত্মমঙ্গলবাঞ্ছা ব্যতীত দেহাদির চিকিৎসা ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ফলাফল জিজ্ঞাসা ইত্যাদিই সাধারণতঃ সাধুর নিকট প্রার্থনীয় হইলে আমরা প্রকৃত সাধুসঙ্গ করিতে যাই না। প্রকৃত সাধু কখনও আমাকে তাদৃশ অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় দেন না; কিন্তু আমার বাস্তব মঙ্গলের উপদেশ করিয়া থাকেন। সাধুমুখে আমাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার কথা শুনিতে শুনিতে আত্মার জাগরণের কাল উপস্থিত হয়। আমরা তখন সাধুর নিকট উপদেশ পাই—আমার ইন্দ্রিয়গণকে ভগবৎসেবার কার্য্যে নিযুক্ত করার জন্য। রাজর্ষি অম্বরীষ যেভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আদর্শস্বরূপ হইলে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তির জাগরণ সহজ হইয়া থাকে।

অম্বরীষ মহারাজের কৃত্য ছিল—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষুশ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনেদৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃ শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

মহারাজ অম্বরীষের মন মুকুন্দপাদপদ্ম চিন্তায় নিযুক্ত থাকিত। পৃথিবীর সম্রাট্ হইলেও সাম্রাজ্য চিন্তা না করিয়া ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশে রাজ্য শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। মনকে নিগ্রহ করা কঠিন, সমস্ত সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য নিগ্রহ করা। সর্বে মনোনিগ্রহ লক্ষণোক্তঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ। কিন্তু তিনি উহা ভগবচ্চিন্তায়ই নিয়োগ করিয়াছিলেন। রসনা গ্রাম্যকথাকীর্ত্তন না করিয়া বৈকুণ্ঠগুণানুকীর্ত্তন করিত। অসৎ কথা কীর্ত্তনের ফল—"জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুপায়গাথা।" যে অসতী জিহ্বা ভগবানের গুণগাথাকীর্ত্তন করে না তাহা ভেকজিহ্বা সম। ভেক যেরূপ কোলাহল দ্বারা তাহার শত্রুকে নিজ অবস্থিতের বিষয় জানাইয়া মৃত্যুকে বরণ করে, তদ্রূপ গ্রাম্যকথা কীর্ত্তনকারী যমদণ্ড্য হয়; ইত্যাদি বর্ত্তমানে রাজর্ষি স্বয়ং নিজহস্তে হরিমন্দির মার্জ্জন করিতেন। তাহার তাৎপর্য্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। এককথায় হরিমন্দির মার্জ্জন অর্থে নিজ-হৃদয়-মন্দির-মার্জ্জন করা—কামকলুষ চিত্তকে সংশোধন করিয়া কৃষ্ণসেবাপ্রবল করা; নতুবা শাবৌ নো কুরতঃ সানর্য্যং হরের্ন সৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা। হস্তে কাঞ্চনকঙ্কণ শোভিত হইলে ভগবৎপূজাদি না করিলে তাহারা মৃতহস্তের তুল্য অপবিত্র। তাঁহার শ্রবণদ্বয় সাধুমুখে ভগবৎকথা শ্রবণে নিযুক্ত থাকিত। শ্রুতে বতোরু ক্রম বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। যাহার কর্ণে ভগবৎ কথা প্রবেশ না করিয়া গ্রাম্যবার্ত্তা গমন করে তাহা বৃথা গর্ত্তস্বরূপ। গ্রাম্যবার্ত্তারূপ ভুজঙ্গ তাহার প্রাণনাশান্তে যথাকালে দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে।

তাঁহার চক্ষুর কার্য্য ছিল ভগবৎ শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করা। তিনি ভগবদ্ভক্তের অঙ্গস্পর্শ করিতেন। অসৎসঙ্গ হইলে অসাধুর সঙ্গে আলাপাদি দ্বারা তাহার পাপ সংক্রমিত হয় কিন্তু সাধুসঙ্গে তাদৃশ কার্য্যে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হয়। নাসিকায় ভোগ্যসুরভি গ্রহণ না করিয়া তিনি ভগবচ্চরণে অর্পিত তুলসীর গন্ধ গ্রহণ করিতেন, রসনায় ভগবৎপ্রসাদের আস্বাদন করিতেন। চরণ দ্বারা শ্রীমন্দিরে বা ভগবত্তীর্থস্থানে গমন করিতেন। চরণ দ্বারা গৃহ পরিক্রমায় সংসারে আসক্তি দৃঢ় হয়। আর ধাম বা মন্দির পরিক্রমায় তাহা শিথিল হয়।

তাঁহার মস্তক শ্রীভগবচ্চরণে বন্দনকার্য্যেই নিয়োজিত ছিল। মস্তককে শরীরের উপর ভারস্বরূপ বলা হয়—ভারঃ পরং পট্টকিরীট পুষ্টং অস্ত্যুত্তমাঙ্গং

ন নমেন্মুকুন্দং। যে মস্তক মুকুন্দপদারবিন্দে নত না হয় তাহা সংসারসাগরে নিমজ্জনের ভার স্বরূপ হইয়া আরও অধিক নিমজ্জিত করে। আর তাঁহার কাম্য কর্ম্ম ছিল ভগবৎসেবা। নিজভোগ্যপর চিন্তা চিত্তে কদাপি উদিত হইত না। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করায় শ্রীভগবান্ বা তদীয় নিজজনের আশ্রয়ে রতিপ্রাপ্তি তাঁহার সহজ হইয়াছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ কীর্ত্তিত গীতাশাস্ত্রে একমাত্র ভক্তির কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ (গীঃ ১৮।৬৪-৬৫)

যদিও অর্জ্জুন শ্রবণে নিযুক্ত আছেন, তথাপি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, —আমার সর্ব্বগুহ্যতম কথা শ্রবণ কর, তুমি আমার প্রিয় এজন্য তোমার হিতার্থে বলিতেছি। শ্রবণকারীকে পুনরায় শ্রবণকার কথা বলা অর্থে আরও মনোযোগ দিবার জন্য জোর দিল কেন? আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর। তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে সে সকল কথা অপরম অর্থাৎ সাধারণ কথা, অপ্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়ে। এখন কি বলিতেছেন— আমাতে চিত্ত দিয়া সৎমনা হও, মদ্ভক্ত হও আমার যাজন কর, আমাকেই নমস্কার কর তাহা হইলে আমাকেই সত্য সত্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। এই বাক্যে অন্য কাহারও সেবা পূজা নমস্কার বা চিন্তনকার্য্য না করিলেও কেবল তাঁহারই তত্তৎকার্য্য করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে ইহাই সূচিত হইল।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিসম্বন্ধে চতুঃষষ্টি অঙ্গের কথা বলিয়াছেন— বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধ ন সার॥ গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্মশিক্ষা পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥ কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবন্নির্ব্বাহপ্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥ ধাত্র্যশ্বত্থ গোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। সেবা নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥ অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব। বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥ হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব। অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥ বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব। প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবন্নতি। অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন। ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন। নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন। জন্মদিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি-ব্রত। 'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

সেবাপরাধ ৩২ প্রকার—যানে আরোহণ ও পাদুকা পরিয়া মন্দিরে গমন, যাত্রামহোৎসবাদির সঙ্গেবাস ভগবদগ্রে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্ট ও অশৌচাবস্থায় প্রণাম করা। একহস্তে প্রণাম, ভগবদগ্রে অন্য দেবতার প্রদক্ষিণ, তদগ্রে পাদপ্রসারণ, শয়ন, ভোজন, মিথ্যাভাষণ, উচ্চভাষণ, কথোপকথন, রোদন, কলহ, কাহারও প্রতিনিগ্রহ বা অনুগ্রহ, লোমকম্বল পরিধান করিয়া সেবাকার্য্য করা, তদন্তে পরনিন্দা বা স্তুতি, অশ্লীল ভাষণ, অধোবায়ুত্যাগ, সামর্থ্য সত্ত্বে গৌণ উপচারে সেবা, অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, কালে কালে উৎপন্ন দ্রব্য নিবেদন না করা, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ রাখিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য নিবেদন, শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাৎপ্রদর্শন, তদগ্রে অন্যকে অভিবাদন, গুরুসমীপে মৌনাবস্থিতে আত্মপ্রশংসা ও দেবনিন্দা।

অন্য মতে—রাজান্ন ভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, অবৈধ উপাসনা, বিনা বাদ্যে মন্দিরে প্রবেশ, স্বদৃষ্ট বস্তু নিবেদন, পূজাকালে মৌনভঙ্গ, পূজা করিতে করিতে মলাদি ত্যাগ জন্য গমন, গন্ধমাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপদান, অযোগ্য পুষ্পদ্বারা পূজা, স্ত্রীসম্ভোগান্তে পূজা, রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া পূজা, শবস্পর্শপূর্ব্বক পূজা, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, মলিন বা অন্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা, মৃত দর্শন করিয়া, শ্মশানে গমন করিয়া, কুসুম ও পিণ্যাক ভক্ষণ করিয়া, তৈল মার্দ্দন করিয়া পূজা, অজীর্ণ অবস্থায় স্পর্শ। ভগবৎশাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের আদর, তদগ্রে তাম্বুল চর্ব্বণ, এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পে পূজা, পীঠে বা ভূমিতে বসিয়া স্নানকালে বামহস্তে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ-পূজা, পর্য্যুষিত বা পতিত পুষ্পে পূজা, পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, পূজা বিষয়ে গর্ব্ব প্রকাশ, তির্য্যক্ পুণ্ড্র ধারণ, অধৌতচরণে মন্দিরে

প্রবেশ, অবৈষ্ণব-পক্কান্ন নিবেদন, ঘর্ম্মাক্ত দেহে পূজা, কপালী দর্শন করিয়া পূজা, নির্ম্মাল্য ভক্ষণ ভগবন্নামে শপথ গ্রহণ।

নামাপরাধ—সাধুনিন্দা, শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান, গুর্ব্বজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, নামে অর্থবাদ বা কল্পিত মনন, নামবলে পাপবুদ্ধি, অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সমতা, শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিকে নামের উপদেশ এবং নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাতে অপ্রবৃত্তি করত অহং মমাদিবিচারে দৃঢ়তা।

প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যানে নববিধা ভক্তির কথা জানা যায়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির মধ্যে কেহ কেহ এক এক অঙ্গের সাধনেই কৃতার্থ হইয়াছেন।

পরীক্ষিৎ শ্রবণে, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, পৃথু মহারাজ পূজনে, অক্রূর প্রণামে, লক্ষ্মীদেবী পাদসেবায়, অর্জ্জুন সখ্যে, হনূমান দাস্যে এবং বলিরাজা আত্মনিবেদনে ভগৎকৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রথমে শ্রদ্ধা অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার দ্বারা সকল কর্ম্ম করা হয়—এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, তৎপরে সাধুসঙ্গে শ্রবণ, গুরুপদাশ্রয়ে ভজনক্রিয়ারত, অতঃপর নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ও প্রেম। ইহা প্রেমভক্তির ক্রম। এই প্রেমভক্তি-ক্রম এ-সম্বন্ধে অধিক আলোচনার সময় আমার নাই বলিয়া এখানেই সমাপ্ত করিলাম অন্য বক্তাগণ তদ্‌বিষয়ে কীর্ত্তন করিবেন।

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
শুভ-আবির্ভাব-তিথিতে
ভক্ত্যর্ঘ্য

"প্রভু সনাতনে　　পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিত্ত সেই সব।
সেই দু'টি কথা,　　ভুল'না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর 'হরিনাম-রব'॥"

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মর্ম্মবাণী উপরিলিখিত পয়ারছন্দে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভক্ত

যিনি, তিনি সহজেই এই মধুর বাণীকে আশ্রয় করিয়া "শ্রীহরিনামে" জীবন-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠবোধ করিবেন না।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলেন—

"দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই আর মাধাই ॥

অন্যত্র নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিতে পাই—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥"

মধুর এই হরিনাম প্রচার করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অন্তিম বাসনাকে চরিতার্থ করিবার মানসে মেদিনীপুরের বালি-খাই-এ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রধান প্রধান পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমক্ষে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব" সম্বন্ধে বক্তৃতা পরিবেশন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের সেই দিনগুলির বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই স্বীকার করিয়াছিলেন যে শুদ্ধ সত্যকথা প্রচারকারী এমন দ্বিতীয় পুরুষ বর্ত্তমান ভারতে দেখা যায় না।

তিনি শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ও বিচারকমণ্ডলীকে বর্ত্তমান ভারতে স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর শাস্ত্র-ব্যাখ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া পারমার্থিক জগতের পরম মঙ্গল সাধন করিলেন। উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিভাষণে বৈষ্ণব-ধর্ম্মই যে জীবের একমাত্র নিত্য ও সনাতন ধর্ম্ম এবং জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম সেই সনাতন ধর্ম্মের যতটা অনুকূল, ততটাই তাহাদের নিত্যের দিকে গতি, নতুবা তাহারা নৈমিত্তিক, ইহা বহু শাস্ত্র প্রমাণ ও সাধারণ যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের প্রচারের মধ্যে 'দৈব-বর্ণাশ্রম' ও 'দীক্ষা-বিধি' সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। উক্ত সভার বক্তৃতাবলীকে অবলম্বন করিয়া কালে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব" নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনন্ত সেবাকার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য ছিল ভারত ও ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন। এই গৌড়ীয় মঠের মাধ্যমেই বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অমল প্রেমবাণী ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে

দিকে দিকে প্রচারক পাঠাইলেন এবং তাঁহাদের কর্ণে শ্রীগৌর ভগবানের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥

পুনরায় ঘোষণা করিলেন—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিলেন—"Back to God and Back to Home in the mission of Goudiya Math." গৌড়ীয়মঠই হইবে শ্রীহরি-কীর্ত্তন মুখরিত কুঞ্জ। শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রচার অভিযানের ন্যায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন ও সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা ভূ-ভারতে বিরল।

শ্রীল প্রভুপাদের সত্য প্রচারের দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সমকালীন অনেক তোষামোদপ্রিয় লোককে বলিতে শুনা যাইত—"প্রভুপাদ যদি আজ লোকপ্রিয়তার দিকে একটুকু তাকাইয়া সত্যের বাণী ঘোষণা করিতে শ্লথ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বর্ত্তমান যুগে এত অধিক সংখ্যায় লোক আর কোন সম্প্রদায়ে আসিত কিনা সন্দেহ।" কেহ কেহ বলেন—"প্রভুপাদ যদি পান, তামাক, চা প্রভৃতি নেশাগুলি গ্রহণ করিতে নিষেধ না করেন, তবে বহু লোককে এখনই প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করাইয়া দিতে পারি।" আবার একদল লোক বলিতেন—"দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন না করিয়া প্রভুপাদ যদি স্মার্ত্ত সমাজের সাধারণ বিচার অনুসরণ করেন, তবে এখনই বাংলার সহস্র সহস্র লোক তাঁহার নিকট আসিতে প্রস্তুত আছেন।" ইত্যাদি বহু প্রকার লোকপ্রিয়তার যাবতীয় পরামর্শ ও প্রলোভনকে পরেশ্বরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিরোধী জ্ঞান করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য-বাণী-অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া ঘোষণা করিলেন—"যদি আমার সহিত একজন লোকও না থাকে, যদি দুনিয়ার সকল লোক, এমন কি, যাঁহারা আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি একে একে সকলে চলিয়া যান, তথাপি আমি আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-ছত্র-তলে দাঁড়াইয়া অকৈতব বাস্তবসত্যের বাণী ইহ জগতে অবস্থানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতে বিরত হইব না। কোন সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী ব্যক্তির কর্ণে যদি কোন দিন বাস্তব-সত্যের কথা প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেইরূপ একটি ব্যক্তির দ্বারাই জগতের পরম উপকার হইবে।"

গৌড়ীয়মঠের প্রচার সাফল্যলক্ষ্য করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগদ্বাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"গৌড়ীয়মঠের প্রচারের জড়জগতের চিন্তাস্রোতে এমন মহাবিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হয়েছে, পারমার্থিকগণ বিচার করিবেন। তাঁহার বক্তৃতাবলীতেও আমরা পাই—"নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝিতে পারিবে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটি লোককে সত্যকথা বোঝান যায় না।"

জগন্মঙ্গলের জন্য তিনি পুনরায় এই মর্ত্ত্যভূমে আসিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তিনি অতীব প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় একস্থানে বলিয়াছেন—যদি আমি এবার "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা" (বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশ্বকোষ) শেষ করিতে না পারি, তাহা হইলে কেবল এই জন্যই আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া এই ব্রত-উদ্‌যাপন করিতে হইবে।"

শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের বহুবিধ লীলার কথা অনন্তকোটি লেখনী ধারণ করিলেও শেষ করা যায় না। "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণসকলি সঞ্চারে" এই বিচার ধরিলে, যেমন কৃষ্ণের অনন্ত মহিমা অনন্তদেব তাঁহার অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তের গুণও অনন্তমুখে শেষ করা যায় না। অতএব শ্রীল প্রভুপাদের আর একটি লীলার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমার প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি।

ভাবী মানবমেধ-যজ্ঞের উপকরণরূপে এতকাল যান্ত্রিকযুগের অবদানগুলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য জড়যান্ত্রিক-যুগকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষার বাহন 'যান্ত্রিক-যুগ' করিয়া ফেলিয়াছেন। যন্ত্রকে হরিনাম মহামন্ত্রের তন্ত্র প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মুদ্রাযন্ত্রকে "বৃহৎ মৃদঙ্গ" বা "বড়-খোল" এবং নিত্য হরিভজন পরায়ণ ত্রিদণ্ডি-যতিগণকে শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত-মৃদঙ্গ বা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'চিদঙ্গ' আখ্যা দিয়াছেন। অর্থাৎ এককথায় শ্রীল প্রভুপাদ জগতের সৃষ্টবস্তুর প্রতিটি উপাদানকে শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূলে নিয়োজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্‌প্রসঙ্গে আর একটি আলোচনা লিখিয়া আমি আমার ক্ষুদ্রতম ভক্তি-অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ অবৈষ্ণব সংখ্যার প্রাচুর্য্য ও অবৈষ্ণবতার বহুল প্রচারক্রমে শুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রকৃতি দেখিতে নাপাইয়া ভারতে সর্ব্বপ্রথম পঞ্জিকা-সংস্কারের ব্যাপারে ও পারমার্থিক পঞ্জিকা প্রণয়নে যত্ন লইলেন এবং কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণের সদাচার সংরক্ষণ ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য শ্রীরূপানুগত্যে 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহার 'সাংখ্য-বাণী'ও এক অমর সৃষ্টি।

তাঁহার বাণীই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি—

কনক-কামিনী　　দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে-সব।
তোমার কনক,　　ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব'॥

*　　*　　*　　*

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা,　　তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

*　　*　　*　　*

প্রাণ আছে তাঁর,　　সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন "কৃষ্ণগাথা" সব॥

*　　*　　*　　*

শ্রীদয়িত দাস,　　কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈস্বরে 'হরিনাম-রব'।

ইতি প্রণতঃ
সেবকাধম—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)
কলিকাতা আরক্ষা প্রধান বেতার কেন্দ্র,
টালীগঞ্জ।

প্রকৃত ভক্ত কে ?

আমরা বদ্ধজীব। ভগবানের সেবা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। আমাদের স্বতন্ত্র্য-ধর্ম্ম আছে। এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে আমরা ভগবদ্‌বিমুখতা লাভ করিয়াছি এবং স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্মাভিমান করিয়া শোক-মোহাদিতে ক্লিষ্ট হইতেছি। এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা যে একেবারেই চেষ্টা করিতেছি না, এমনও নয়; কিন্তু নিজের চেষ্টা-দ্বারা কোন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা ভগবানের সেবক। সুতরাং সেবক-স্বরূপ উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আনন্দবঞ্চিত থাকা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সেবক-স্বরূপ যাঁহাদের জাগিয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা আত্মস্থিত হইয়া ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে; নতুবা অন্যান্য উপায়গুলি মুক্তির দ্বার ত' নাই, উপরন্তু তাহা অর্গলস্বরূপ বা বন্ধন মাত্র।

সাধু বা ভক্তসঙ্গ করিলে আমাদের মঙ্গলের পথ কণ্টকশূন্য হইতে পারে। কিন্তু কে প্রকৃত বা উত্তমভক্ত একথা না জানায় আমরা অনেক সময়ে অসুবিধায় পড়ি—সাধুসঙ্গ করিয়াও আমার কিছুই হইল না বা হইতেছে না, এইরূপ হতাশ উক্তি প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের দুঃখ জানাই। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা—যাঁহারা ভগবানের সেবা (?) করেন, তাঁহারাই ভক্ত। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

(আদিপুরাণ-বচন)

[হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নহেন; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহাদিগকেই উত্তম ভক্ত বলিয়া জানি]।

আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, যাঁহারা ভগবৎ-প্রিয়, ভগবানের হৃদয়ের ধন, ভক্তগণকে বাদ দিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের আনুগত্য বা সেবা ছাড়িয়া যিনি স্বতন্ত্রভাবে ভগবানের সেবা করিবার অভিনয় করেন, তিনি লোকচক্ষে ভক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তিনি ভক্ত নহেন—পরন্তু দাম্ভিক। ভক্তগণ ভগবানের প্রাণ, তাঁহাদের সেবা বা সন্তোষবিধান

করিতে পারিলেই ভগবানের সন্তোষ বিধান করা হয়। সেইজন্য ভগবান্ নিজ পূজা হইতে ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তগণ ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, জগতের সকল জীবকে এবং সকল বস্তুকে ভগবানের সেবায় লাগাইবার জন্য ব্যস্ত ; আর ভগবান্ নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভক্তগণের মহিমা প্রচার করিবার জন্য ভক্তগুণ-কীর্ত্তনে অনন্তমুখ এবং জগজ্জীবগণ যাহাতে সেই ভক্তগণের আনুগত্যময় জীবনযাপনে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে তজ্জন্যই তাঁহার নানাভাবে শিক্ষাপ্রদান।

আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় ভগবানের সাক্ষাৎকার পাই না ; এমন কি, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চিনিতে পারি না, চেষ্টাও করি না। কিন্তু ভক্তগণ ভক্তিচক্ষু দ্বারা সতত ভগবান্‌কে দর্শন করেন ও তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকেন। ভগবানের কিসে সুখ হয় তাহা ভগবদ্ভক্তগণই জানেন। ভক্ত ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বা প্রেমের সন্ধান জানেন না। সেইজন্যই শাস্ত্র মহৎপদরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য অর্থাৎ নিজে নিজে ভগবৎ-সেবা করিবার ধৃষ্টতা ত্যাগ করতঃ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহার উপদেশানুসারে সেবা-শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমনি হতভাগ্য যে, সাধুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি না থাকিলে শুদ্ধ-ভক্তসেবা করিবার সদিচ্ছা আমাদের হৃদয়ে জাগে না। অল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির পক্ষে গুরু-বৈষ্ণবসেবা দুর্ল্লভ। কিন্তু যদি আমাদের নিষ্কপটতা বা সদিচ্ছা থাকে তবে ভগবৎ-কৃপায় উহা অনেক সময় সুলভ হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমরা সেইরূপ সুবর্ণসুযোগ পাইয়াও নিজের দোষেই তাহা হইতে বঞ্চিত হই। শুদ্ধভক্তসেবার সুদুর্ল্লভত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥"

(ভাঃ ৩।৭।২০)

[কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর (অথবা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠের) প্রাপ্তির পথস্বরূপ মহৎব্যক্তিগণের সেবা অল্পসুকৃতিমান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ল্লভ। এই ভক্ত জনসমাজেই ভূতভাবন ভগবান্ নিত্য কীর্ত্তিত হন]।

গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিই ভগবৎপ্রীতি। গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি যাঁহার হইয়াছে,

তাঁহারই ভগবৎপ্রীতি হইয়াছে নতুবা অন্যের ইহা সম্ভব নহে। ভগবৎসঙ্গি-গণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য না হইলে ভগবৎ-সঙ্গ সুদূরপরাহত। ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ের ধন। ভক্তগণ যদি কৃপা করিয়া ভগবান্‌কে দেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে পাইতে পারি বা তাঁহার সেবাধিকার লাভ হয়। কৃষ্ণ, ভক্তেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবানে বা ভগবৎ-সেবায় অধিকার নাই। ভক্তগণই কৃষ্ণের নিজের লোক। লীলাপর কৃষ্ণ ভক্তের পতি, পুত্র, সখা ও প্রভুরূপে নিত্য বিরাজমান ইঁহারা কৃষ্ণের লীলা-সাথী ও কৃষ্ণসেবা-প্রদানের একমাত্র মালিক। কৃষ্ণ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র এবং অজিত পুরুষ হইয়াও ভক্তের প্রেমবশ্য। সুতরাং ভক্তানুগত্যে ভজনই যে ভজন এবং ভক্ত-সেবাই যে ভগবৎসেবা, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

ভক্তগণ ভোক্তা নহেন। তাঁহারা আমাদের উপাস্য-পরাকাষ্ঠা হইলেও আমাদের প্রদত্ত কোন সেবাই তাঁহারা ভোক্তারূপে গ্রহণ করেন না, সবই ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নিজে নিজে কোন জিনিষ ভগবান্‌কে দিলে তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছিতেও পারে; কিন্তু উহা ভক্তের নিকট দিলে ভগবান্ তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। কারণ তাহার নিজজনের আর্ত্তি তিনি উপেক্ষা করেন না।

মায়াবদ্ধ জীব আমরা নিত্যা বৃত্তি ভক্তিতে ক্রমশঃ অবস্থিত হইলে ভগবৎ-কৃপাক্রমে বললাভ করিয়া ভগবৎস্বরূপ ও সেবকস্বরূপ বুঝিতে পারি। ইহাই নিত্যা বৃত্তির উন্মেষ বা ভগবৎকৃপা। ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত নিত্যবৃত্তি ভক্তির উন্মেষের সম্ভাবনা নাই। ভক্তসঙ্গক্রমে আত্মার নির্ম্মলতা ও নিত্য-সেবা-বৃত্তির উন্মেষ না হইলে উপাস্য-উপাসক বিষয়ক যাবতীয় কুতর্ক বা সন্দেহ নিরস্ত হয় না। সেইজন্য শাস্ত্র ভক্তের সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং ভগবানও ভক্তের ভক্তই যে প্রকৃত ভক্ত, একথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

—শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী

চিদ্বিজ্ঞান-রহস্য

সম্প্রতি মায়িক প্রপঞ্চে জড়বিজ্ঞান এবং চিজ্জড়সমন্বয় বিজ্ঞান বা মিশ্র-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের তুমুল আন্দোলন সমুপস্থিত। এই বিজ্ঞান বিপ্লব-যুগে জড়-বিজ্ঞান ও নৈতিকবিজ্ঞান নামক সহোদরদ্বয় স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধি-মানসে পুরাণ-বর্ণিত সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় ভ্রাতৃস্নেহে জলাঞ্জলি-প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং উহাদের সহস্র সহস্র সন্তানগণ সগরকুমারগণের ন্যায় অগ্নিবংশজ কপিলের সমীপে আত্মবিনাশ-সাধনের নিমিত্ত অভিযান করিতেছে। আবার সাম্য-বাদের প্রচারক চিজ্জড়-সমন্বয়বিজ্ঞানরূপ এক অভিনব বিপ্লব আনয়ন করতঃ বিশ্বমানব-মেধাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। একটু নিরপেক্ষভাবে অনু-সন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, চিদ্বিজ্ঞান-রহস্যের দুর্ভিক্ষবশতঃ উপরিউক্ত বিজ্ঞানবিপ্লবরূপ সংক্রামক মহামারী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করতঃ জলাতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। সদ্‌গুরু-সমীপে চিদ্বিজ্ঞান-রহস্য-শ্রবণে জীব অশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইলেই মায়িক বিজ্ঞানসমূহের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হয়। প্রাকৃত জগতে যে চিদচিৎমিশ্র বিজ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা লভ্য হয়, তাহা অক্ষজ-বিজ্ঞান নামে অভিহিত। বাহ্য চিন্মাত্র-জ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য না হইলেও উহা অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া তটস্থ নামে পরিচিত। বিশেষতঃ পরম গোপনীয় চিদ্বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া তাহা অধোক্ষজ বিজ্ঞান নামে চিরপ্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। ফলতঃ বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা বিচার করিলে জানা যায়, নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণলভ্য অনুভূতি চিদ্বিজ্ঞান-সমন্বিত নহে। পরন্তু কেবলজ্ঞানও চিদ্বিজ্ঞান-সমন্বিত না হইলে নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্রবাদে পরিণত হইয়া থাকে। চিদ্বিজ্ঞানের অভাবে জীবের ও মায়ার স্বরূপজ্ঞানের অভাব বিদ্যমান থাকায় প্রত্যক্ষানুমান-প্রমাণদ্বয় বহুমানিত হয়। কিন্তু তদন্তরালে অব্যক্তভাবে স্বরূপশক্তির বিলাসবৈচিত্র্য-সমন্বিত চিদ্বিজ্ঞান-রহস্য নিত্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া অবস্থিত আছে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিসম্পন্ন হইয়া জীব যখন তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু-সমীপে অভিগমন করে তখন আচার্য্যদেব সেই জীবকে সেবোন্মুখ দেখিয়া তাহার নিকট উপরিউক্ত চিদ্বিজ্ঞান-রহস্য-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে পদ্মযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বহু গবেষণা করিয়াও যখন চিদ্বিজ্ঞান-রহস্যলাভে অসমর্থ হইলেন তখন তিনি সচ্চিদানন্দময় ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া ভগবৎ-প্রীতিরূপ সেবা ও তদ্‌বিষয়ক বিজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তৎফলে ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মাকে দর্শন দান করতঃ বলিয়াছিলেন—,

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" (ভাঃ ২।৯।৩০)

[শ্রীভগবান্ কহিলেন,—'হে ব্রহ্মন্! পরম গোপনীয় চিদ্বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্যযুক্ত প্রেমভক্তি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তদঙ্গভূত সাধনভক্তিসমূহ বিশেষ প্রকারে উপদেশ করিতেছি, গ্রহণ কর।]

ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ উপরিউক্ত শ্রীমুখ-বাণীদ্বারা স্বীয় জ্ঞানের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব ও পরম-চমৎকারময় স্বয়ংরূপপ্রকাশত্ব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। জীবমায়া ও গুণমায়ার অভাবে সাধারণ নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞান ভগবত্তা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া পরম গোপনীয় বলিয়া আখ্যাত হয় না। কিন্তু অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু চিদ্বিজ্ঞানের সংযোগে স্বীয় স্বরূপশক্তির সহিত নিত্যলীলা-প্রকটনকারী বলিয়া তিনি ও তদীয় জ্ঞান সর্ব্বদাই রহস্যময়। রহস্যবিযুক্ত হইয়া ভগবজ্-জ্ঞানের অসম্যক্ ও আংশিক দর্শনে অদ্বয়জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতীতির অনুভূতি লভ্য হইয়া থাকে। রহস্যের অঙ্গীভূত সামগ্রীসমূহ ও তদানুসঙ্গিক বিষয়গুলি জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্যযুক্ত পূর্ণতার সম্পূর্ণতা-সাধনে অযোগ্য নহে। চিদ্বিজ্ঞানা-ভাবে অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকে অঙ্গ ও রহস্য হইতে বিচ্যুত করিয়া যে কদর্য্যভেদে উপস্থিত হয় সেই দৌরাত্ম্য উপশমের জন্যই অক্ষজ বিচারে ভক্তিহীন জনগণের নিকট নির্ব্বিশেষবাদের অবতারণা। শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানহীন রসস্য-বর্জ্জিত দুর্ব্বিবেকীর কাল্পনিক জ্ঞানরূপ মন্দ ধারণা অপনোদনকল্পে ব্রহ্মাকে চিদ্বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুভব প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রোতৃরূপে ব্রহ্মা ভগবৎকথিত সবিজ্ঞান-সরহস্য অদ্বয়জ্ঞান এবং তদঙ্গসমূহ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রবণ ও কীর্ত্তনপ্রভাবে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে অভিধেয়াঙ্গ-সাধনেই রহস্য-সহিত চিদ্বিজ্ঞানময় অদ্বয়জ্ঞানবস্তু উদিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব তর্কপন্থাশ্রয়ে স্বীয় চিন্ময়স্বরূপসম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহ লাভ করিতে পারে না বলিয়া শ্রীভগবান্ শ্রৌতপন্থার বহুমানন করতঃ তাহাই গ্রহণের নিমিত্ত জীবকুলকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই তর্কপন্থা দ্বারা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়বিশিষ্ট অবিদ্যাগ্রস্ত জীব অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সন্ধান লইতে পারে না; তত্ত্ব-বিজ্ঞানের সন্ধান লইতে পারে না। তত্ত্ববিজ্ঞানের অভাবে চেতনরহিত অজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া যাহাদের ভ্রান্তি হয়, তাহারা ভগবানের আকার, রূপ, নিত্যলীলা ও নিত্যগুণাবলীর উপলব্ধি করিতে একেবারেই অসমর্থ। অণুচিৎ জীব

চিদ্বিজ্ঞানে অবস্থিত হইবার সৌভাগ্য না পাইলে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যেই পতিত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় নিপতিত বদ্ধজীব ভগবতনুগ্রহপ্রাপ্ত হইলেই সেই বিজ্ঞান-রহস্যসংযুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তজ্জন্যই কঠোপনিষদ্ জীমূতমন্ত্রে ঘোষণা করিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

এই পরমাত্মা বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা উপলব্ধিভূত হন না। যখন জীবাত্মা সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখনই তাঁহার নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশতনু প্রকটিত করিয়া থাকেন।

—শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী

জীবের গর্ভবাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫১ পৃষ্ঠার পর)

সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা পায়।
ব্যথা পাইয়া শিশু ক্রন্দনে উভরায়॥
এইরূপে পঞ্চবর্ষ বয়ক্রম হয়।
পূর্ব্বোক্ত কষ্টসমূহ ভোগ ক'রে যায়॥
পরে শিশু পৌগণ্ড অবস্থাতে যখন।
অধ্যয়নাদি কত দুঃখ পায় তখন॥
যৌবন-কাল আসি যখন উপনীত।
অভিলষিত বস্তু লাভে ব্যস্ত হয় কত॥
বস্তু লাভ করিতে যখন নাহি পায়।
অজ্ঞান বশতঃ ক্রোধে প্রদীপ্ত হয়॥
অনিত্য বস্তুতে দুঃখ হয় ঘোরতর।
বুঝিতে না পারিয়া শোকেতে জর জর॥
জীবের শরীর বৃদ্ধি হয়ে থাকে যত।
দেহাত্মাভিমান বর্দ্ধিত হয়েন তত॥
তখন কামী জীবের কামের অপূরণ।
ক্রোধ উৎপত্তি তাহার মূল কারণ॥

তাহার দ্বারা কামী অভিভূত আপন।
ধ্বংশের জন্য কামীর নিকটে গমন ॥
অন্য কামিগণের নিকটবর্ত্তী হয়ে।
বিরোধ আরম্ভ করে তখনই গিয়ে ॥
পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত পেয়ে দেহখানি।
মূঢ় দুর্ভাগা জীব পুনঃ পুনঃ তখনি ॥
সেই জীব 'আমি আমার' করিতে থাকে।
পড়িয়া কর্ম্মদ্বারায় অবিদ্যা বিপাকে ॥

কর্ম্ম দ্বারা জীবের হয় দৃঢ় বন্ধন।
হেতুভূত হইয়া ক্লেশ করে প্রদান ॥
আবার দেহের নিমিত্তই কর্ম্ম করে।
কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়ে সংসারেতে ফিরে ॥
অপথে থাকিয়া জীব এ সংসারেতে।
উদর ও উপস্থ বেগ চরিতার্থেতে ॥
মূঢ় হয়ে তাদের পথেতে চালিত।
পূর্ব্বের ন্যায় নরকে আবার পতিত ॥

অসৎ সঙ্গেতে জীবের নষ্ট সকল।
সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি যত বল ॥
শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম সমুদয়।
অসৎ সঙ্গেতে জীবের ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥
ঐ সকল অশান্ত মূঢ় মানব যত।
ক্রীড়া মৃগের ন্যায় কামিনী-বশীভূত ॥
শুচি ও পবিত্রতা যাঁহার মধ্যে হয়।
অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ কভু উচিত নয় ॥

স্ত্রী ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গে জীবের মোহ অতি।
যাহাদের সংসর্গে আর নাহি কভু গতি ॥
স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনিই মোহিত।
নিজ-দুহিতা-দর্শনে হয়েন ধাবিত ॥
ব্রহ্মার কার্য্য দেখি কন্যা ভীতা অতি।
মৃগীরূপ ধারিণী হয়ে ছুটে দ্রুত গতি ॥
রূপ লাবণ্যে ব্রহ্মা মোহিত অতিশয়।
মৃগ রূপেতে নির্লজ্জ মত পাছু ধায় ॥

কামিনীর রূপে ব্রহ্মার মোহ যদি হয়।
ব্রহ্মার সৃষ্ট মরিচ্যাদি ঋষি সমুদায়॥
মরিচ্যাদি সৃষ্ট কশ্যপাদি কব কত॥
কশ্যপাদি সৃষ্ট দেব মনুষ্যাদি যত॥
মানব স্ত্রী ও স্ত্রী-সঙ্গিগণের সহিত।
এমন কে আছে না হয় অবিচলিত॥
নারায়ণ ছাড়া কোন ঋষি পুরুষ নাই।
প্রমদারূপিণী মায়াতে অব্যাহতি পাই॥

মাতাকে কহিলেন কপিল ভগবান্।
আমার, স্ত্রীরূপিনী মায়া করুন দর্শন॥
প্রমদা রূপিনী মায়ার প্রভাব কত।
ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীর হয় পদানত॥
ভোগের পরপারে যার ইচ্ছায় গমন।
তাঁহারা যোষিৎসঙ্গ না করে কখন॥
মুক্তিকামী ব্যক্তির অরি, কামিনীগণ।
শুনিতে পাই বর্ণিয়াছেন ভক্ত যোগিগণ॥

দেবনির্ম্মিতা স্ত্রী রূপিণী মায়া এমন।
সেবা-ছলেতে পুরুষের নিকটে গমন॥
তৃণাচ্ছাদিত কূপ করি অবলোকন।
বুদ্ধিমান পুরুষ নাহি যায় কখন॥
জীব স্ত্রী-সঙ্গ করি অন্তকাল যখন।
স্ত্রী-চিন্তায় স্ত্রী জন্ম লাভ হয় তখন॥
ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের মৃত্যুর কারণ।
তদ্রূপ পতি, পুত্রাদি করিয়া বরণ॥

মায়া আপাতত মিষ্টবলি প্রতীয়মান।
স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত জীব যদি হন বুদ্ধিমান॥
উহা দৈব প্রেরিত নিজে মনে করিয়া।
মৃত্যু স্বরূপ বলিয়া যাইবেন সরিয়া॥
পুরুষ উপাধিরূপ লিঙ্গ শরীর লয়ে।
এক লোক হইতে অন্য লোকেতে গিয়ে॥
নিরন্তর কর্ম্মফল ভোগ করিয়া যায়।
তথাপি আবার কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয়॥

জীব লিঙ্গ উপাধিরূপ দেহ পাইয়া।
ভূতাদি বিকার রূপ স্থূল দেহ লইয়া॥
এই উভয়েই নিরোধ হয় যখন।
কার্য্য যোগ্য অভাবে মৃত্যু নাম তখন॥
বস্তু সব দর্শনেতে চক্ষুর্গোলকদ্বয়।
যখন জীবের অসামর্থ হইয়া যায়॥
স্থূল শরীরে দ্রব্য দর্শনে অসমর্থ।
জীবের মৃত্যু নামেতে হয় অভিহিত॥
যখন স্থূল শরীরে অহং বুদ্ধি হয়।
দ্রব্যোপলব্ধিতে জীব জন্ম বলি কয়॥
জীবের স্বরূপে জন্ম, মৃত্যু নাহি হয়।
তখন ভয়, শোক, সকলি চলে যায়॥
বুদ্ধিমান ব্যক্তি করিয়া এই বিচার।
অসৎ সঙ্গ হইতে হবে সদাচার॥
মুক্ত সঙ্গে পুরুষ করিয়া স্থির মন।
আসক্তি ত্যাগেতে যেন করে বিচরণ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কৃষ্ণানুশীলনই পরম মঙ্গল

কৃষ্ণই সকল মঙ্গলের আলয় বা আকর। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কুত্রাপি পরম মঙ্গল নাই। এই মঙ্গলময় কৃষ্ণ সেব্য। ইঁহার সেবা করিলে—ইঁহার নিরন্তর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইলেই জীবের সর্ব্ব শুভোদয়ের সম্ভাবনা, আর তচ্চরণ বিস্মৃতিই অমঙ্গলপ্রসূত। আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের নিত্য সেবা করাই আমাদের স্বরূপ-লক্ষণ। তাই সেবাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই পরম বাঞ্ছনীয়, একমাত্র শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয়, স্পর্শনীয় কৃষ্ণটী যদি আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, ভ্রমণে ভোজনে, জাগরণে, শয়নে-সপোণে, তীর্থভ্রমণে, প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, সদসৎ-কার্য্যকালে আমাদের স্মৃতি-পথে না থাকেন—অহর্নিশ কৃষ্ণালাপ, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কৃষ্ণচিন্তন বা কৃষ্ণপ্রীতিবিধানমুখে যদি আমাদের কার্য্য সম্পন্ন না হয়, আমাদের সমস্ত কার্য্য যদি কৃষ্ণের জন্য না হয় বা আমাদের সদসৎ কার্য্যের ফল যদি কৃষ্ণকে না দিয়া নিজে ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা একায়ন পথ—বৈকুণ্ঠপথ—মঙ্গলের পথ, সেবাপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া

অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইব। **মঙ্গলময় কৃষ্ণ এক** এবং তাঁহার মঙ্গলময় দেশে যাইবার রাস্তাও একটি। সেই অদ্বিতীয় শ্রৌতপথে উদাসীনতা আসিলে বা তাঁহাতে শ্রদ্ধোদয়ের অভাব হইলে আমরা এই অমঙ্গলময় সংসারে আবদ্ধ থাকিব, জলহীন মহান্ধকূপসদৃশ গৃহে আসক্ত হইয়া যাইব এবং কৃষ্ণবিমুখ অসৎ জগদ্বাসীর সঙ্গক্রমে সেবা-শোভামণ্ডিত মঙ্গলময় কৃষ্ণের নিত্য বসতিস্থল শ্রীকুঞ্জকুটীর-বাসের পিপাসা আমাদের জাগিবে না, শ্রীকুঞ্জ-কুটিরবাসিগণের—কুঞ্জবিহারী নিত্য সঙ্গী ব্রজবাসিগণের দেবদুর্ল্লভ সঙ্গ আমাদের ভাল লাগিবে না এবং এই জগদ্বন্ধুগণকে আমার একমাত্র আশ্রয়, বন্ধু বা আত্মীয় বলিয়া বরণের সৌভাগ্য পাইব না—মঙ্গললাভ হইবে না—কৃষ্ণের কৃপা আমরা পাইব না।

কৃষ্ণের জীব আমরা কৃষ্ণভজন না করি, কৃষ্ণের জিনিষ কৃষ্ণের ভোগে না দিয়া নিজে ভোগ করি—অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের মহা-মহোৎসব পরিত্যাগ করিয়া যদি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই, কুটুম্বভরণে বা সন্তানসন্ততির মিলন-মহোৎসবের আবাহন করিয়া নিজানন্দে দিন কাটাই তাহা হইলে আমরা চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইব না কি? এইরূপে সেবা হীনতা প্রদর্শিত হইলে মায়াদেবী সুযোগ পাইয়া আমাদিগকে ভোগ বা ত্যাগরূপ নাগপাশে বন্ধন করিবেন না কি? সকলের একমাত্র মূল, শান্তির একমাত্র আকর, মঙ্গলের একমাত্র প্রস্রবণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সকল কাজ করা উচিত। ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সকল চেষ্টা করা—আকাশ-পাতাল আলোড়ন করা—প্রবল উৎসাহের সহিত ভগবানের সেবা আরম্ভ করা—গুরুভক্তিকেই জীবন স্বরূপ করা, তাহা ছাড়িয়া জীবন ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এইরূপ সতী ও একাগ্র ধারণা হৃদয়ে পোষণ করাই মঙ্গলকামী আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এইরূপ সেবা-পরায়ণ বা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা হইতে হইলে হরিজনগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তদুচ্ছিষ্টভোজী হইতে হইবে; তাঁহাদের সহিত "দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি, গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি, ভোঙ্‌ক্তে ভোজয়তে" এই ষড়্‌বিধ সঙ্গ করিতেই হইবে, গুরুসেবায় সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক সোৎসাহে ধীরচিত্তে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে অমঙ্গল-পথগামী, অভক্তিপথে বিচরণকারী অথচ ভক্তিপথানুসন্ধিৎসু আমাদিগকে কৃষ্ণভক্তগণ মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিবেন, একায়ন পথের

সন্ধান দিবেন, মঙ্গলালোক বা সেবালোকে মঙ্গলের পথ ধরিবার সুযোগ দিবেন। অমঙ্গলালয় এজগৎ হইতে অবসর না পাইলে—গীতায় কৃষ্ণের "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" এই বাণী আমাদের কর্ণগোচর না হইলে বা তাহাতে আস্থা-স্থাপনের ভাগ্যোদয় না হইলে শ্রদ্ধাহীন মলিনচিত্ত আমাদের মঙ্গলের আর উপায় কোথায়? গৌরের বাণী—অমঙ্গলবিধ্বংসিনী ও মঙ্গল-প্রসবিনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদের আশ্রয় না হইলে আমাদের মঙ্গলের আর রাস্তা কোথায়?

নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি মঙ্গল-জননী। এই কৃষ্ণের কথা সতত হৃদয়ে জাগিলেই আমাদের মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন বা ধর্ম্মাচরণের দ্বারা আমাদের কৃষ্ণসাক্ষাৎকাররূপ পূর্ণমঙ্গল বা নিজকে কৃষ্ণভোগ্যবুদ্ধি হইবে না। এই জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ তারস্বরে সততই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—একমাত্র পারমহংস্য ধর্ম্মে অবস্থিত অর্থাৎ অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়-আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত—অনুকূল কৃষ্ণের অনুশীলন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের—শ্রীগুরু-কৃষ্ণের গুর্ব্বানুগত্যময়ী সেবা ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই—নাই—নাই।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ কৈতব বা ছলনা। ইহা কৃষ্ণদাস জীবের বাঞ্ছনীয় নহে। কৃষ্ণবিস্মৃত ধার্ম্মিকের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থীর পক্ষে অর্থ, কামুকের পক্ষে কাম, এবং মুমুক্ষুর পক্ষে মোক্ষবাঞ্ছা স্পৃহণীয় হইলেও ইহা আত্মার ধর্ম্ম না হওয়ায় আত্মমঙ্গলপর না হইয়া স্বেন্দ্রিয়-তর্পণপর বিধায় উহা ভক্তগণের নিকট বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাজ্য। এই চারিটী পথ এবং জগতে যে আরও অসংখ্য পথ আছে সেগুলি সবই অভক্তির পথ, অমঙ্গলের পথ; আর মঙ্গলের পথ একটি—যাহা ভক্তিপথ, কৃষ্ণসেবাপথ—গুরুপ্রদর্শিত পথ। কৃষ্ণের পূর্ণ শরণ গ্রহণ ব্যতীত—গুরু-পক্ষ অবলম্বন ব্যতীত—সদ্‌গুরুর আনুগত্য ব্যতীত আর মঙ্গলের উপায় নাই। এই সাধুগুরু-আনুগত্যই মঙ্গলময় কৃষ্ণাশ্রয়-গ্রহণের অদ্বিতীয় পন্থা। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত যে মঙ্গলের আর অন্য কোন উপায় নাই—ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া শ্রীমৎ ব্যাসদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়নপূর্ব্বক তাঁহাতে এ-সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহ-ভয়াপহা॥ (ভাঃ ১।৭।৬-৭)

—শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী

মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় শ্রীগুরু-শংসন ও অঞ্জলি প্রদান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজার প্রথম দিবসে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-তিথিপূজায় মাদৃশ অধমের ভক্ত্যর্ঘ্য দিবার বাসনা ছিল। কিন্তু পূজার ডালি ভক্তিতে ভরপূর না হওয়ায় মায়ার প্রভাবে "ভজনের প্রতিবন্ধক" বস্তুসামগ্রীর আধিক্যবশতঃ ভক্ত-সমক্ষে নিজকে উপস্থিত করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছি না।

"যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।"

—এই মহাজনবাণী হৃদয়ে সম্বল করিয়া জীবের বদ্ধদশা হইতে মুক্তদশায় শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের যোগ্যতার পাথেয় যে "সদ্‌গুরুপাদপদ্মে ভক্তি" তাহার কিঞ্চিৎ দিক্‌দর্শন করিয়া পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের পাদসরোজে শুভ মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় ভক্ত্যঞ্জলি প্রদান করিতে যত্ন লইতেছি।

শৈশবে-যৌবনে, জড়সুখ সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজ কর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ॥

বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া কলিযুগে মানব-জন্ম লাভ করিলাম। প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিলাম, প্রভু! আমি দাস; তোমার সেবা করাই আমার কর্ত্তব্য। "তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন, সংসারে না আছে আর॥" এখন অবিদ্যার কোলে লালিত-পালিত হইয়া কৃষ্ণ-সেবাসুখ ভুলিয়া সংসার পাতিলাম। "ভোগবশে যৌবনে ঘর পাতি বসিলু। বৃদ্ধাকল আওল, সব সুখ ভাগল, পীড়াবশে হইনু কাতর।" এখন পঞ্চরোগে পীড়িত হইয়া অতীতের কথা ভাবি,—

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন-পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি॥

হায়! হায়! এক্ষণে উপায়? শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমদাস জীবের মলিন দশা দেখিয়া আক্ষেপে গাহিলেন,—

"মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।"

বিষয়-বিষ পান করিলাম। এই মুহূর্ত্তে জীবন ওষ্ঠাগত। নানা দুশ্চিন্তা আসিয়া মৃত্যু যাতনাকে কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে। নিজের ভালমন্দ বিচারের সুযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি। ভ্রমজালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবাসুখ হইতে পরাঙ্মুখ হইলাম। ভগবদ্দাসী মায়া, অপরাধী জানিয়া নিজের কারাগারে আকর্ষণ করিতেছেন। এমতাবস্থায় দয়ার সাগর বৈষ্ণব ঠাকুর করুণা পরবশ হইয়া দ্বারে আসিয়া তারস্বরে কীর্ত্তন করিলেন,—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥"

সেই পুরাণ-শিরোমণি শ্রীভাগবত (১১।৯।২৯) বলেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অতি দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

সেই চরম কল্যাণ লাভ কি করিয়া সম্ভব, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। সাধারণতঃ জীব বিপ্রলিপ্সা, প্রমাদ, করণাপাটব ও ভ্রম এই চারিটি দোষযুক্ত। সেই হেতু, তাহার শুদ্ধভাবে কোন তত্ত্ব নিরূপণ করিবার সামর্থ থাকে না। অতএব নিজের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য শাস্ত্রের আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়ঃ। শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (৪।৩৪)

(হে অর্জ্জুন!) তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন।

জীব জ্ঞান লাভের জন্য "ভগবন্, কুতোঽয়ং মে সংসারঃ, কথং নিবর্ত্তিষ্যতে" ইত্যাদি পরিপ্রশ্ন দ্বারা সেই শ্রেয়ঃপথের অনুসন্ধান করিবেন। শ্রীল সনাতন প্রভুও জীবের দুঃখদশা দেখিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

এক্ষণে, শ্রেয়ঃকথা শুনিবার জন্য কাণ তৈয়ার করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—**"আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্য কথাই আমি শ্রবণ করিব।"** যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও "শ্রৌতবাণীই" শ্রবণ করিব।

শ্রুতি বলেন—সেই ভগবদ্‌বস্তু প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়-মনোবাক্যে গমন করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন ক রয়া বলেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (১১।৩।২১)

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলেন—"আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগই হরিসেবায় রত হইব না। যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতাম।" শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥"

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মানব এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, কোন শ্রেয়ঃকথা শ্রবণ করিবার স্পৃহাও মনে উদয় হয় না। জড়বিজ্ঞানের সৃষ্ট থিয়েটার, চলচ্চিত্র, বায়োস্কোপ, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতির মাধ্যমে আপন আপন প্রাকৃত হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া অমূল্য মানব জীবন হেলায় কাটাইয়া অবসর বিনোদন করিতেছেন। কারণ শ্রেয়ঃকথা ও কার্য্য সকল সময়েই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর।

আমাদের ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্মালোচনাই একমাত্র শ্রেয়ঃ কিন্তু মায়া-মোহিত হইয়া নিজেকে অপটু জ্ঞান করি। অথচ শাস্ত্র, জীবের স্বরূপকে অপ্রাকৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং এই অপ্রাকৃতদেহেই অপ্রাকৃত রসময়মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের যোগ্য। বাস্তবে এই নৃদেহ অপটু নহে। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।১৭) বলেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

এই নৃদেহটি সকল ফলের মূল; আদ্য, সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। ইহা পটুতর নৌকা। **গুরুই ইহার কর্ণধার**। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া একবার যখন পটুতর নৌকাখানি লাভ করিয়াছি, তখন কাণ্ডারী শ্রীগুরু পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেই এভব-সংসার-সিন্ধু পার হইবার কোন অসুবিধাই হইবে না। সদ্‌গুরু-কৃপাবলেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে। বেদ ইহা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব অশোক, অভয়, অমৃত পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ হইবে, এই আশা

মনে পোষণ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তিপূর্ব্বক এই শুভদিনে, শুভতিথিতে সমাগত ভক্তসঙ্গে ক্ষণকাল পরমানন্দ লাভ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি, —

"কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' ল'ব করিয়া মিনতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া মোর কতদিনে হবে।
জীবের দুর্গতি দেখি' লোতক পড়িবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥"

সেবকাধম—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)
আরক্ষ-প্রধান সেতার কেন্দ্র, কলিকাতা।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। যে-শুভ তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নববর্ষের প্রবেশ উৎসবে নিমগ্না থাকেন সেই পরম আনন্দদায়িনী তিথিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিবৎসর ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নববিধা ভক্তির পীঠ-স্থান শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত ভুবন-মঙ্গলময়ী শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পঞ্চদিবস পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্‌যোগে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার শুভারম্ভ। ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারীর আবির্ভাব-তিথিকে আহ্বান জানাইবার উদ্দেশ্যে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত ধারাকে অনুসরণ করিয়া সপ্তাহব্যাপী নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের পূর্ণযাজনদ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সমগ্র বিশ্বকে শ্রীহরিকথায় মুখরিত করাইবার অভূতপূর্ব্ব প্রয়াস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই বৃহৎ মহা-মহোৎসবের আয়োজন।

এই বৎসর ২৪শে গোবিন্দ ৪৮১ গৌরাব্দ, ২৫শে ফাল্গুন ১৩৭৪, ৯ই মার্চ্চ ১৯৬৮, শনিবার হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব আরম্ভ হইয়া ১লা বিষ্ণু, ৪৮২ গৌরাব্দ, ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী মহামহোৎসব পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই উৎসব কালে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন্ত-মৃদঙ্গ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ সপ্তাহব্যাপী পরিক্রমা-মুখে বিভিন্ন দিবসে তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন। পথ-অতিক্রম সময়ে নিরত শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনে দিগন্তের আকাশ বাতাসও মুখরিত হইয়াছিল। পরিক্রমাকারিগণ অনাবিল আনন্দের আতিশর্য্যে পথক্লান্তির কথা ভুলিয়া মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া অক্লান্ত-স্রোতস্বিনী যেভাবে

সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইবার প্রয়াসে দ্রুতগামিনী হয় তদ্রূপ তাঁহারাও ধামের কৃপালাভের জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়া গন্তব্য-স্থানে প্রধাবিত হইয়াছিলেন।

পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে প্রথম দিবস-প্রাতে সুরধুনী-স্পর্শনান্তে **আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** শ্রীধাম-মায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া **কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের** অন্তর্গত শ্রীনৃসিংহদেব-পল্লীতে উপনীত হন। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ সেবান্তে **স্মরণাখ্য শ্রীমধ্যদ্বীপ** হইয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। দ্বিতীয় দিবস **পাদসেবনাখ্য শ্রীকোলদ্বীপ** ও **অর্চ্চনাখ্য শ্রীঋতুদ্বীপ** কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৃতীয় দিবস **বন্দনাখ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপস্থ** বিদ্যানগরে উপনীত হইয়া তথায় শ্রীএকাদশীর পারণপূর্ব্বক **দাস্যাখ্য শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপস্থ** মামগাছিতে পৌছায়া মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চতুর্থ দিবসে **সখ্যাখ্য শ্রীরুদ্রদ্বীপ** ও **শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ** পরিক্রমা হয়। পঞ্চম দিবসে **আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীধাম মায়াপুরে** শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ, জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন, শ্রীমুরারি গুপ্তের পাঠ, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমান্তে শ্রীজয়দেবের পাটে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রসাদ গ্রহণান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উল্লিখিত পঞ্চম দিবসে শ্রীগৌর-লীলাস্থল শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হয় এবং শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-দিবসে প্রাতঃকাল হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ সঙ্কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় মহতী সভার অধিবেশন হয় ও প্রায় প্রত্যহ খড়গপুরস্থ শ্রীগৌরবাণী-বিনোদ-আশ্রমাচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অতিশয় অসুস্থলীলাভিনয় করায় তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত-বাণী ও সাক্ষাদ্ উপদেশ নির্দ্দেশ হইতে সমাগত সজ্জনমণ্ডলী বঞ্চিত হন। আসাম প্রদেশস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠাচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজও এক একদিন সভাপতিরূপে বৃত হন। সমিতির অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ, বিভিন্ন বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং বিশিষ্ট অতিথি নবদ্বীপস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুত অশুতোষ সিদ্ধান্ত মহাশয় প্রভৃতি ভাষণ দান করেন।

প্রত্যহ দুইবেলা মহাপ্রসাদ, বাসস্থান ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থাও ছিল। নৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও মায়াপুর-জয়দেবের পাট প্রভৃতিস্থানে মধ্যাহ্নে

মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল এবং আহূত মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ১লা চৈত্র অর্থাৎ শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পর দিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীমাতার আন্দোৎসব উপলক্ষে সকাল ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত আহূত, অনাহূত সকল শ্রেণীর জনগণ অকাতরে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে প্রায় লক্ষাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি সমিতির এই মহান্ উদ্দেশ্যে মঠবাসী সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী এবং অনেক গার্হস্থ্য ভক্তবৃন্দের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম আদর্শস্থানীয়।

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

শিলং-শহরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপুল প্রচার

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** মূলকেন্দ্র **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ** হইতে সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভু-আচরিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে কয়েক ব্রহ্মচারীসহ সমভিব্যাহারে গত ২৫শে মার্চ্চ যাত্রা করিয়া ২৯শে মার্চ্চ আসামের রাজধানী শিলং শহরে উপস্থিত হন। তথায় স্থানীয় জেল-রোডস্থ পূজামণ্ডপে আয়োজিত বিরাট ধর্ম্মসভায় তিনি ১।৫।৬৮ হইতে ৩।৫।৬৮ তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্র তথা মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন-মুখে বিপুলভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের বাণী প্রচার করেন। স্বামিজীর প্রচারে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া শিলংবাসিগণ স্থানীয় লাবানস্থ শ্রীহরি-সভায় শ্রীহরিকথা পরিবেশন করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। স্বামিজী তত্রস্থ সজ্জনগণের আগ্রহে উক্ত সভায় দুইদিন যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহ ওজস্বিনী ভাষায় নির্ভীককণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অনন্তর স্বামিজী মহারাজ স্থানীয় ওকল্যাণ্ডে, পাথর মুখরা ও লাইমুখরা তথা কেঞ্চেস ট্রেস প্রভৃতি সহরের বিভিন্নস্থানে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় প্রচুরপরিমাণে শ্রীশ্রীগৌরবাণী প্রচার করেন।

এবম্প্রকার বিপুলভাবে প্রচারের দ্বারা স্বামিজী শিলংনিবাসী শ্রদ্ধালু জনগণকে **'জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তথা শ্রীকৃষ্ণোপাসনার দ্বারাই জীব-মাত্রই যে প্রকৃতপ্রস্তাবে সুখশান্তিলাভ করিতে পারে"** ইহা

সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছেন। তৎপরে সিদলীর মাননীয়া রাণী মঞ্জুলাদেবীর সাদর আহ্বানে লাইমুখরাস্থিত তদীয় "সিদলী-হাউসে" স্বামীজী মহারাজ ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলা, শ্রীগুরুতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

শ্রীল স্বামিজী মহারাজ, ইং ১৪।৪।৬৮, ১লা বৈশাখ রবিবার, জি, এস, রোডস্থ মাননীয় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দে মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলাকথা বরিষণপূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দের বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করেন। স্বামিজী মহারাজের পঞ্চদশ দিবসব্যাপী বিরাট প্রচারে শিলংবাসিগণ বিশেষ সন্তুষ্ঠ হইয়া আরও কিছুদিন উক্ত সহরে শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

— শ্রীশ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৭।৫।৬৮

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী **২৫শে শ্রাবণ ১৩৭৫, ইং ১০ই আগষ্ট ১৯৬৮, শনিবার** দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** কতিপয় সেবক **শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থদর্শনের** জন্য যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা উক্তদিবসে **হাওড়া ৬নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময়** রওনা হইবেন, অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। পরপৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া), ঠিকানায় **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৫।

— নিঃ **সভ্যবৃন্দ,**
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতয়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫৫৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এ্যলুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু **লজেন্স ও তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন **দশ/বার সেরের** অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ।২ সেরের বেশী মাল হইলে প্রতিসেরে ৩৲ হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০৲ টাকা আগামী ৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই তারিখের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত নবদ্বীপের ঠিকানায় **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিকট জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১৫০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে বেলা ১টা হইতে ৫টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে ৬নং প্লাট্‌ফর্ম্মে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন ; পাণ্ডা বিদায় সতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া পৃথক্‌ভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৩½ ফুট × ৫ ফুট রাবার ক্লথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ২৭।২৮ দিন লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, **দেবপ্রয়াগ,** রুদ্রপ্রয়াগ, **গুপ্তকাশী,** রামপুর, **ত্রিযুগীনারায়ণ,** শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা-গণেশ, **গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ**। তথা হইতে অবতরানান্তে পুনরায় **রুদ্রপ্রয়াগ** ; পথে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, পিপলকুঠি হইয়া **যোশীমঠ** দর্শনান্তে পথিমধ্যে বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী হইয়া **শ্রীশ্রীবদ্রী-নারায়ণ** পৌছাইবেন ; তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন-সমাপনান্তে বাসযোগে-হৃষীকেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—দৈবানুরোধে যাত্রারদিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ { ৪র্থ সংখ্যা



নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২০শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৪ বামন, ৪৮২ গৌরাব্দ | ৪র্থ সংখ্যা
শুক্রবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ ; ইং ১৪।৬।১৯৬৮

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকা-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

তথাপ্যস্মিন কদাচিদ্বামধীশৌ নামজল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দনিস্তার-নামাভাসৌ প্রসীদতম্ ॥১৬॥

পাপিগণ নামাভাসেও যদি তোমাদিগের নাম কীর্ত্তন করে তাহা হইলেও তোমরা তাহাদিগের নিস্তার কর। অতএব আমি যদি কখন তোমাদিগের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি, সেই পুণ্যবলে আমার প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও ॥১৬॥

যদক্ষম্যং নু যুবয়োঃ সকৃদ্ভক্তিলবাদপি।
তদাগঃ ক্বাপি নাস্ত্যেব কৃত্বাশাং প্রার্থয়ে ততঃ ॥১৭॥

অপরাধিগণ তোমাদিগের প্রতি একবার কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তি প্রকাশ করিলেই তাহাদিগের অপরাধ আর থাকে না, অতএব সেই ভরসা করিয়া আমি কৃপা প্রার্থনা করিতেছি॥ ১৭ ॥

হন্ত ক্লীবোঽপি জীবোঽয়ং নীতঃ কষ্টেন ধৃষ্টতাম্।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নাথৌ প্রসাদঃ কোঽপ্যুদঞ্চতু ॥১৮॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি সাধনবলবিহীন এবং এই সংসারে বারম্বার ক্লেশভোগ করিয়া অসহ্য হইয়া তোমাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৮ ॥

এষ পাপী রুদন্নুচ্চৈরাদায় রদনৈস্তৃণম্।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতম্ ॥১৯॥

অতি পাপাত্মা আমি দন্তে তৃণ করিয়া হা নাথ! হা কৃষ্ণ! হা বৃন্দাবনেশ্বরি! এইরূপ শব্দে উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছি; অতএব অতিশয় কাতর এই জনের প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও ॥ ১৯ ॥

হাহা রাবমসৌ কুর্ব্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ।
এতাং মে শৃণুতং কাকুং কাকুং শৃণুতমীশ্বরৌ ॥২০॥

হা নাথ! বৃন্দাবনেশ্বর! হা বৃন্দাবনেশ্বরি! এই দুর্ভাগা আমি হাহাকার করিয়া তোমাদিগের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি; অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমার কাকুবাক্যের প্রতি একবার কর্ণপাত কর ॥ ২০ ॥

যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হাহা কাকুভিরাকুলঃ।
প্রসীদতমযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ করুণার্ণবৌ ॥২১॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমরা উভয়েই করুণার সমুদ্র। আমি অযোগ্য ও অধম হইলেও ব্যাকুল হইয়া ফুৎকার করত কাকুবাক্যে তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২১ ॥

ক্রোশতার্ত্তিস্বরৈরাস্যে ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমসৌ জনঃ।
কুরুতং কুরুতং নাথৌ করুণাকণিকামপি ॥২২॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! আমি মুখে অঙ্গুষ্ঠ অর্পণ করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছি, অতএব আমার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ কর ॥ ২২ ॥

বাচেঽহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতিমন্দধীঃ।
কিরতং করুণস্বান্তৌ করুণোর্ম্মিচ্ছটামপি ॥২৩॥

হে দয়ার্দ্রচিত্ত! হে দয়ার্দ্রহৃদয়ে! রাধিকে! এই শ্রীবৃন্দাবনে অতি মন্দবুদ্ধি আমি রোদন করিতে করিতে অতিশয় দীন বাক্যে তোমাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার প্রতি করুণাতরঙ্গের ছটা বিতরণ কর ॥২৩॥

মধুরাঃ সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্ব্বত্র চেতসঃ।
তেভ্যোঽপি প্রেমমধুরং প্রসাদীকুরুতং নিজম্ ॥২৪॥

হে নাথ! কৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! রাধিকে! তোমাদের গোলোকাদি নিত্যধামে সালোক্যাদি যে-সকল মধুরভাব আছে, ঐ সকল ভাব অপেক্ষা তোমাদের প্রেম-ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও চিত্তপ্রীতিকর; অতএব সেই নিজপ্রেম আমাকে বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর ॥ ২৪ ॥

সেবামেবাদ্য বাং দেবাবীহে কিঞ্চন নাপরম্।
প্রসাদাভিমুখৌ হন্ত ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি ॥২৫॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! অদ্য আমি আর কিছু প্রার্থনা করিনা কেবল তোমাদের সেবা প্রার্থনা করিতেছি; অতএব আমার প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

নার্থিতং পরমেবেদমনাথ জনবৎসলৌ।
স্বং সাক্ষাদ্দাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে ॥২৬॥

হে অনাথ জনবৎসল! শ্রীকৃষ্ণ! হে অনাথ জনপালিকে রাধিকে! সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমাদের দাস্যভাব প্রদান করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৬ ॥

অঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য দীনোঽয়ং ভিক্ষতে জনঃ।
অস্য সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাদ্যতাম্ ॥২৭॥

এই দীনহীন আমি মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই ভিক্ষা করিতেছি যে, তোমরা আমার প্রতি একবার দয়া প্রকাশ করিয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ কর ॥ ২৭ ॥

অমলো বাং পরিমলঃ কদা পরিমিলন্ বনে।
অনর্ঘ্যেণ প্রমোদেন ঘ্রাণং মে ঘূর্ণয়িষ্যতি ॥২৮॥

আহা! তোমরা কবে শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জে উভয়ে মিলিত হইবে এবং তোমাদের শ্রীঅঙ্গের গন্ধ অতুল আনন্দদান করিয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বিচলিত করিবে? ॥ ২৮ ॥

রঞ্জয়িষ্যতি কর্ণৌ মে হংসগুঞ্জিতগঞ্জনম্।
মঞ্জুলং কিং নু যুবয়োর্মঞ্জীরকলসিঞ্জিতম্ ॥২৯॥

তোমাদের হংসনিনাদনিন্দী অতি মনোহর নূপুরের মধুরধ্বনি আমার কর্ণযুগলকে কবে পরিতৃপ্ত করিবে? ॥ ২৯ ॥

ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট ও তৎপ্রতিবন্ধক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৮ই চৈত্র, ১৩৩২
১লা এপ্রিল, ১৯২৬

বিহিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

'অতিবাড়ী' নামক একটি রূপকবিরাজী অপসম্প্রদায়ের দূষিত বীজ কালক্রমে আপনাদের মধ্যে যে সঞ্চারিত হইবে এবং আপনাদের হৃদয়তরু-কোটরকে ভক্তিদংশক সর্পাদি হিংস্রজন্তুর আবাসস্থলী করিয়া ফেলিবে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে সন্ধ্যাকালে "ভক্তিভবনে" সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আমার নিকট সুস্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগা আমি, সে-সময় তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম—"তাহারা আপনার অনুগতাভিমানী। কোন দিনই আপনার হরিসেবার আদর্শের প্রতিকূলে প্রকাশ্যে দল বাঁধিবে না; বাঁধিতে গেলে আমি তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিব।" আপনারা মনে দুঃখ পাইবেন বলিয়া আমার ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথা একাল পর্য্যন্ত আপনাদিগকে বলি নাই। প্রতীপ * * * প্রভৃতির দ্বারা আপনারা সে-সকল কার্য্য পূর্ব্বেই আরম্ভ করাইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের অপ্রাকৃত মনোঽভীষ্ট-সাধনের বাধা আপনারা একাল পর্য্যন্ত পদে-পদেই দিয়া আসিতেছেন; সুতরাং আপনাদের ন্যায় অপসম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধভক্তির বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ কোন দিনই নাই, আমি চিরদিনই তারস্বরে ইহা বলিয়া আসিতেছি। আপনারা সেই কথা না শুনিয়া বিপথগামী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের মনোঽভীষ্টের কতিপয় নিজ-কথা তাঁহারই ভাষায় আমি নিম্নে লিখিতেছি,—

১। জাগতিক আভিজাত্য-গৌরব-বাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভিজাত্য লাভ করিতে না পারিয়া, প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—এরূপ বলিয়া থাকেন; ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকারস্বরূপ **বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য**—যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা বলিয়া জানিবে।

২। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি **ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা** সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা দলন করিও।

৩। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা** যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। **মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার** (নির্জ্জন ভজন নহে) **দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।** তুমি **নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।**

৪। আমি না থাকা-কালে তোমার * * * বড় আদরের শ্রীমায়াপুরের সেবা। তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা তোমার প্রতি আমার বিশেষ আদেশ। বনমানুষ, * * মানুষ প্রভৃতির কোন দিন ভক্তি হইতে পারে না; কখনও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে না, অথচ তাহাদিগকে এ কথা জানিতে বা জানাইয়া দিবে না।

৫। "শ্রীমদ্ভাগবত", "ষট্‌সন্দর্ভ", "বেদান্তদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তি তাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল। সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। **শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন** করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।

৬। নিজ-ভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসংগ্রহ বা অর্থসংগ্রহের জন্য কোন দিন যত্ন করিও না; কেবল ভগবৎসেবার জন্যই ঐ সকল সংগ্রহ করিবে; **অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না।**

আজ এই পর্য্যন্ত। আমি বৈষ্ণব-সেবার জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া আপনার পত্রের বাকী উত্তর ক্রমশঃ দিব।

আপনার দুঃখে দুঃখী

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(যোগ-ব্রতাদি)

১। যোগ কি একটি অখণ্ড সোপান নহে ?

"যোগ 'এক' বই দুই নয়। 'যোগ—একটী সোপানময় মার্গবিশেষ, * * * নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগ'রূপ তৃতীয় ক্রম হয়; তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে 'ভক্তিযোগ রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম—'যোগ'।"

—গীঃ রঃ রঃ ভঃ ৬।৪৭

২। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ কখন গৌণ-ফলদানে সমর্থ ?

"কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও তত্তৎপন্থার অবান্তর প্রকার-সমূহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবারই শক্তি-মাত্র নাই। চরমে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ থাকিলেই তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণ-ফল প্রদান করে।" —চৈঃ শিঃ ১।৬

৩। কোন্ কোন্ শাস্ত্রে হঠযোগ বর্ণিত আছে ?"

"শাক্ত ও শৈব-তন্ত্রসকলে এবং ঐসকল তন্ত্র হইতে হঠযোগদীপিকা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে।" —প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৪। রাজযোগ ও হঠযোগের প্রভেদ কি ?

"দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে-যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম—'রাজযোগ' এবং তান্ত্রিক-পণ্ডিতেরা যে-যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম—'হঠযোগ'।" —প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৫। যোগমার্গে ভয় ও ভক্তিমার্গে অভয় কেন ?

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রক্রিয়া-ক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল শান্তি পর্য্যন্ত না গিয়া অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিত-রূপে লব্ধ হয়।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

৬। হঠযোগে বিপত্তি কোথায় ?

"এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্য-জনক কার্য্য করিতে পারে ; তাহা ফল দর্শনে বিশ্বাস করা যায়। * * * মুদ্রা-সাধনে এত প্রকার শক্তির উদয় হয় যে, সাধক আর অগ্রসর হইতে পারে না।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৭। জীবন হইতে বৈকুণ্ঠরাগ-চেষ্টাকে পৃথক্ করিলে সাধকের কি দশা হয় ?

"ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও কার্য্যসকল যদিও রাগোদয় ফলের উদ্দেশে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বহুজনকর্ত্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। তজ্জন্যই যোগীরা প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগ লাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-সাধনই উৎকৃষ্ট। দেখুন, সাধন-মাত্রই কর্ম্মবিশেষ। মনুষ্য-জীবনে যে-সকল কর্ম্ম আবশ্যক, তাহাতে রাগের কার্য্য হউক এবং পরমার্থের জন্য কার্য্য-সকল কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক,—যাঁহাদের এরূপ চেষ্টা, তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠ-রাগের উদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন ? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক্ রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয়রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ-চিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৮। রাজযোগের অঙ্গ কি কি ?

"সমাধিই রাজযোগের মূল-অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা ;—এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৯। রাজযোগে সমাধি-অবস্থা কিরূপ ?

"রাজযোগে সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয়, সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে। সেই বিষয়টি বাক্যের দ্বারা বলা যায় না।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

১০। তাপসদিগের প্রক্রিয়া কিরূপ ? কত প্রকার যোগ প্রচলিত আছে ?

"তাপসেরা অনেক কষ্ট-সহকারে কর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক-পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা, নিদিধ্যাসন ও বৈদিক যোগাদি—তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ী যোগ ও গোরক্ষণাথী যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

১১। যোগ ও ভক্তিমার্গে প্রভেদ কি ?

"যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধির নিবৃত্তি-পূর্ব্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি-নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেক কাল যায় এবং স্থূল-বিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ব্বেই কোন-না-কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি—প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র, যে-স্থলে সকল-কার্য্যই চরম-ফলের অনুশীলন, যে-স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই—ফল এবং ফলই—সাধন।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১২। যোগ-বিভূতি-লাভে কি ফল হয় ?

"যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে, সেও ঔপাধিক ফল-মাত্র, তাহাতে চরম ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখনও কখনও বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে-পদে ব্যাঘাত আছে। আদৌ যম-নিয়মের সাধনকালে ধার্ম্মিকতারূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্রফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ-ফল-সাধনে প্রবৃত্ত হন না।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৩। কখন ইন্দ্রিয়-চেষ্টা খর্ব্ব হয় ?

"পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ ; তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্ব হইয়া পড়ে।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৪। ব্রতোপবাসাদির তাৎপর্য্য কি ?

"প্রাতঃস্নান, পরিক্রম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকুপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয় ; তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে আহার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও উপবাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করাই শ্রেয়োরূপে নির্দ্দিষ্ট।" —চৈঃ শিঃ ২।২

১৫। মাসব্রতের মূল উদ্দেশ্য কি ?

"চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টী জয়ন্তীব্রতই মাসব্রত ; কেবল পরমার্থ-চেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য।" —চৈঃ শিঃ ২।২

১৬। বৈরাগ্যোৎপাদনের ক্রম কি ?

"চাতুর্ম্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগ্যের অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন-ভোজনাদি সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করত শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণমাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-প্রভুপাদস্য

শ্রীচরণকমলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ

বিষয়-দূষিতাশয়ং সুপুনাতিবৈ দেবো যঃ।
শ্রুতিপুটে কথামৃতং যেন প্রকাশিতং ময়ি॥
তচ্চরণসরোরুহং ব্রজতি যস্তদন্তিকম্।
স এব মে গুরুর্দেবং নমামি সদাযুতম্॥
প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ো দুর্ব্বোধং করুণার্ণবম্।
তমশ্ছন্নদৃশামুন্মীলকং ভবন্তলাশ্রয়ে॥
কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূজকং ভগবতোঽমলং যশঃ।
ভুবি যঃ সংতনোতিজতং শ্রীগুরুমহং ভজে॥
প্রসন্নত্বং সদাভক্ত বরাভয়প্রদায়ক।
ভগবদ্ভক্তিদাতাশ্চ দীনতারণ॥
মায়য়া জালকে দেব! মাং পতিতং সমুদ্ধর।
তব পাদসরোজস্থ ধূলীব তু বিজিন্তয়॥
সাধ্য-সাধনয়োরঙ্গং সঙ্গদোষেণ দূষিতম্।
শিক্ষয়া শোধয়ত্বং মাং দেবদেব জগদ্গুরো॥
চিত্তমরু স্রজং পুষ্পং সাদরং সুমনোহরম্।
উপহারং গৃহাণ শ্রীকেশব ত্বং প্রসীদমে॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উর্দ্ধমন্থিনঃ
শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয় মঠতঃ।

✓তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় *

সমবেত সজ্জনমণ্ডলী অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টী বড়ই সুন্দর। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় জানা আমাদের প্রয়োজন কিনা তাহাই প্রথমে আলোচনা করা দরকার। মায়াবদ্ধ জীব সংসারে ভোগবুদ্ধিতে ভ্রমণ করে। ভোগ কি করিয়া সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাই তাহাদের প্রয়োজন। কিন্তু ভোগ করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তথাপি ভোগের তৃপ্তি বা

---

* আসামের তেজপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে ঝাড়গ্রামস্থ (মেদিনীপুর) শ্রীগৌর-সারস্বত মঠাচার্য্য প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতা। —বিশেষ সংবাদদাতা

তাহাতে শান্তি নাই; তখন নিতান্ত ভাগ্যবান্ জীবেরই এই কথাটা স্মৃতিপথে আসে—ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ। কালো ন জাতো বয়মেব জাত।

অর্থাৎ আমরা ভোগ সকলকে ভোগ করিয়া তৃপ্ত হই না। কারণ তাহারাই আমাদিগকে গ্রাস করিয়া আছে। আমাদের ভোগপিপাসা ত জীর্ণ হয় না। কিন্তু আমরাই জীর্ণ হইতেছি, আর কাল ত অনাদি তার বিরাম নাই অথচ সদ্বুদ্ধির উদয় হইতেছে না। যদি কোনপ্রকার সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ হয় তাহা হইলেই সেটা সম্ভব হইতে পারে। সাধুসঙ্গে যদি প্রকৃত বিবেক উদিত হয় তখন আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা আলোচনা করিবার সুবুদ্ধি পাই—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপঃশান্তি।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি
স্তামায়তঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

হে যদুপতে! আমি কামাদিরিপুগণের কত না দুষ্ট আদেশ পালন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাদের ত আমার প্রতি করুণার উদয় হয় না। আমরাও লজ্জা নাই যেহেতু আমি তাহাদের সেবা ছাড়িতে পারি না। অতএব শান্তির সমীপে যাইতেও কোন সুযোগ হয় না। বর্ত্তমানে সাধুকৃপায় আমার সদ্বুদ্ধিলাভ হওয়ায় শ্রীচরণ-প্রান্তে শরণ গ্রহণের জন্য আসিয়াছি, আপনি আমাকে আপনার দাস্যে নিযুক্ত করুন।

এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান লাভের কতকগুলি প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুখে আশে পাশে হাটে ঘাটে সর্ব্বত্র আমাদিগকে তাহাদের দলে টানিতেছে। আবহাওয়া যেরূপ চলে তাহাকে এড়াইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন। দুষ্পরা মায়া-জাল সকলকেই তাহার ক্রোড়ে আবদ্ধ রাখিতে চায়। বড় বড় মনীষিও সেই মায়ার চক্রান্তে ঘুরিয়া বেড়ায়; কেহ ভগবৎ পাদপদ্মে শরণাগত হইতে চায় না। সেই সকল প্রতিবন্ধক মূর্ত্তিমান হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের পরিচয় কিছু দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া একে একে তাহাদিগকে উল্লেখ করিতেছি। সর্ব্বাগ্রে চার্ব্বাক নামে একজন ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির শিষ্য আমাদিগকে চারু বাক্যে মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মত—

"সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার করার জন্য লোকপ্রবৃদ্ধি দেখা যায়। তাহা উপায় ব্যতীত সম্ভব নহে। তাঁহার মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা; দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণাভাব হেতু তাহার পৃথক্ সত্তা দেখা যায় না। কারণ তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ একমাত্রই প্রমাণ। আত্মা ত প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না সুতরাং দেহই আত্মা আর অঙ্গালিঙ্গন জনিত সুখই পুরুষার্থ। দুঃখ মিশ্রিত সুখ ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যায় না, অতএব অবর্জ্জনীয়তা-প্রাপ্ত দুঃখ পরিহারের সহিত সুখ মাত্র ভোগ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে সুখেই জীবন যাপন করিবে। দেহ ভস্মীভূত হইলে যখন আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তখন পাপপুণ্যাদির বিচারে প্রয়োজন নাই। ঋণ করিয়াও ঘৃত ভক্ষণ করিবে। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদির কোন আবশ্যক নাই। কারণ মৃতশরীরে ভোজন করে না, যদি তাহাই হইত তবে কোন ব্যক্তি বিদেশ গমন করিলে বাড়ীতে বসিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিলেই ত সে আহার পাইতে পারে, অতএব জীবিত দেহের সুখবিধানই একমাত্র কর্ত্তব্য।" কোন সময়ে শুক্রাচার্য্য তপস্যায় গমন করিলে চার্ব্বাক শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণ করিয়া অসুর সমাজে এই মতবাদ প্রচার করেন, তাহাতে তাহারা ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্যাপিও বহু ব্যক্তির এই বিষয়ে হৃদয়ে শিকড় গজাইয়া বসিয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ কপিল নামক সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করার জন্য কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন—"এই জগৎ পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাত্মক—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীব। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়েরই বিকারে জগৎ সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে; ইহারই উপাদান কারণ। এই গুণাত্মিকা প্রকৃতি ও আত্মা নিত্য। তিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। যুক্তি এই—যদি ঈশ্বর থাকেন তবে হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত, দুএর একটা হইবেন। বদ্ধ হইলে সৃষ্টাদি শক্তি তাঁহাতে সম্ভাব হয় না, আর মুক্ত হইলে সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা থাকিবে না। অতএব তিনি থাকিলে নিমিত্তই থাকেন। সুতরাং প্রকৃতি হইতেই সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপার সংঘটিত হয়। প্রকৃতি দুঃখের অবিবেক হইতেই ত্রিতাপাদি দুঃখ প্রাপ্তি হয় এবং তদ্‌বিজ্ঞানে ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ হইলে পুরুষ প্রকৃতির অধিকার হইতে নিবৃত্ত হয়—তাহাতেই তাহার আনন্দ লাভ। যে-প্রকার ভারবাহীর ভার সরিয়া গেলে সুখী হয় তদ্রূপ।"

পতঞ্জলির মত—"প্রকৃতি পুরুষের বিবেকাভ্যাসে বৈরাগ্যোদয়ে যম-নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান ও সমাধিদ্বারা প্রকৃতিমুক্ত হইলেই জীবের আনন্দোদয় হইয়া থাকে। বাহ্যবস্তু সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা চিত্তে প্রতিভাত হয়। জীব চিত্তের দ্রষ্টা, চিত্তদ্বারা তিনি বাহ্যবস্তুর জ্ঞাতা হন। কেবল বাহ্যবস্তু চিত্তের সমক্ষে আসিলে ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা চিত্ত তাহার অবয়ব গ্রহণ করিয়া ধারণ করে। চিত্তের এই প্রকার জ্ঞানাংশকে প্রত্যয় বলে। এই প্রত্যয় হইতে ভোগের উদয় হয়। বুদ্ধি মন ও অহঙ্কার একত্রীভূত হইলে "চিত্ত" আখ্যা হয়। চিত্তের বুদ্ধ্যংশ সত্ত্বগুণাত্মক, তাহাই রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধিসহকারে অহঙ্কারাখ্য অভিমান ও বাহ্য বিষয় গ্রহণোন্মুখ মনরূপে পরিণত হয়। নির্ম্মল চিত্তকে সত্ত্ব স্বরূপ বলা হয়। সাধক যত্নসহকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ও অহংবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। কেবল সংস্কারাত্মক প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্ত হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এই সংস্কারাত্মক প্রকৃতিকেও বর্জ্জন করিয়া নির্গুণ পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে কৈবল্যাবস্থা হয়। এই অবস্থাকে চিত্তের বিনাশাবস্থা বলে কিন্তু বস্তুতঃ চিত্তের বিনাশ সম্যক্‌প্রকারে হয় না, সূক্ষ্মদেহের নাশে তাহা সম্ভব। দৃশ্যবস্তুর অভাবকেই বিনাশ বলা হয়। এ সমস্ত সাধনের প্রারম্ভে যমনিয়ম আসন প্রাণায়ামাদি সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

কণাদ বৈশেষিক দর্শণের প্রণেতা। তিনি তণ্ডুক-কণা ভক্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ছিল কণাদ। ইহাঁর মত—জাগতিক সমস্ত বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব দ্বারা গঠিত। তাহাকে পরমাণু বলে। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি 'বিশেষ'। ইহাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্ম্ম আছে, যাদ্দ্বারা ইহাদের পরস্পর পার্থক্য সংস্থাপিত হয়। কণাদের বিচারে যাহাদ্বারা অভ্যুদয় লাভ হয় এবং নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টী দ্রব্য; ইহাদের দুই প্রকার শ্রেণীভেদ—পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ অনিত্যদ্রব্য এবং বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, মন, আত্মা—নিত্য দ্রব্য। অনিত্য তিনটীর অবিভাজ্য অংশের নাম পরমাণু। তাহা নিত্য তাহাকে দ্রব্য না বলিয়া 'বিশেষ' বলা হয়।

বস্তু দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। অবয়ববিশিষ্ট বস্তুসকল অনিত্য; কারণ ইহাদের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। যাহাদের অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয়

না, তাহারা নিত্য দেহেন্দ্রিয়াদি বিলক্ষণ বিভু আত্মা এই নয়টী বিশেষ-গুণের আশ্রয়। দ্রব্যগুণ কর্ম্মসামন্য বিশেষ সমবায়ের সামর্থ্য ও বৈধর্ম্ম্য হেতু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় নয়টী বৈশেষিক গুণের প্রাগভাবাসহ-বৃত্তিধ্বংস হইলে আনন্দ প্রাপ্তি হয়।

গৌতম ঋষি ন্যায় দর্শনের প্রণেতা তাঁহার মতে—"প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, ব্যাতি ও নিগ্রহস্থান—এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ হয়। জন্ম হইলেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। মিথ্যাজ্ঞান হইতে সংসার-চক্র পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। পদার্থ সকলের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়। তৎসঙ্গে রাগ দ্বেষ অভিনিবেশাদিও দূর হইতে থাকে, রাগ দ্বেষাদি দূর হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনাশ এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মাদির ও নিবৃত্তি হয়। তন্মূলক দুঃখের ও হানি হয়। দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশকেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ বলে।"

জৈমিনী ঋষির প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন। তাঁহার মতে—"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ভেদে বেদ তিনভাগে বিভক্ত। যে অংশে যজ্ঞাদি বিষয় বিবৃত তাহা কর্ম্মকাণ্ড। বৈদিক ক্রিয়াসকলের অপূর্ব্ব নামফল উৎপাদন সামর্থ্য আছে। বৈদিক বিধিগ্রণোদিত কর্ম্মের পুত্রকলত্রাদি ঐহিক সম্পদ প্রদানের ক্ষমতাও আছে, কিন্তু দেহান্তে স্বর্গফলপ্রদানই ইহাদের বিশেষ ক্ষমতা। বেদনা লক্ষণ অর্থই ধর্ম্ম, যে-সকল বৈদিক শব্দে কার্য্যে প্রেরণা বুঝায় সেইসকল বিধি-জ্ঞাপক শব্দদ্বারা পরিলক্ষিত যে কর্ম্ম, অথচ যাহা কর্ত্তার অভ্যুদয় ও সুখোৎপত্তিসাধক এবং অপর জীবের দুঃখোৎপাদক নহে তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। পরলোকে স্বর্গাদি সুখোৎপাদক এবং ইহলোকে পুত্র কলত্রা ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপক বৈদিক যজ্ঞ, দান ও হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। কর্ম্মে নিয়োজক বেদবাক্যই অভ্যুদয়ের হেতু।"

ভগবান্ বেদব্যাস এই সকল দর্শনের মতবাদগুলি অল্পবিস্তর খণ্ডন করিয়া উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। বেদান্তের প্রথম সূত্রে--অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ইহার ভাষ্য-ভূমিকায় বলিতেছেন,—

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মবিতান্ ব্রাহ্মণে নির্ব্বেদমায়াৎ। নাস্ত্যকৃতঃ

কৃতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। অর্থাৎ বিপুল সুখস্বরূপ শ্রীহরিই সুখের মূল। তদ্ব্যতীত অন্য বস্তুতে সুখ নাই। কর্ম্মপ্রাপক লোক সকলে সুখভাব উপলব্ধ হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমিৎপাণি হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর নিকট গমন করিবেন। কর্ম্মের দ্বারা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় না। দুঃখপ্রদ অত্যায়াসলব্ধ অনিত্য ফল কর্ম্মাদি সাধক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিষয়ের জিজ্ঞাসাই কর্ত্তব্য। তাহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান। তাহা কিরূপে সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ সাধুগণের নিকট প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তগণই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা শাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের উপদেশ করেন, তাহা ছাড়া আর তত্ত্বজ্ঞানের অন্য হেতু বা উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে এই উপদেশই আছে। আর অধিক সময় না থাকায় আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করিলাম।

স্বজনবিয়োগও ভগবানের কৃপা

পাঠকমহোদয়গণ, প্রবন্ধের যে শিরোনামাটী আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছি তদ্দর্শনে আপনারা মনে যে কি-প্রকার খুসী হইবেন তাহা আপনারাই জানেন। হয়ত অনেকের মনে এরূপ একটা ভাবেরও উদয় হইতে পারে যে, তাঁহারা খুব খুসী হইয়া শতমুখীর (ঝাঁটার) সদ্ব্যবহার দ্বারা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন।

আপনারা বৈষ্ণব, কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনাদিগের পাদত্রাণবাহী হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় যদি আপনাদের নিকট হইতে সম্মার্জ্জনী প্রহার দ্বারা অভ্যর্থিত হইতে পারি তাহা হইলে তাহাও আমার জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফল বলিয়াই ধারণা করিব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বহু বার শ্রবণ করিবার সুযোগ হইয়াছে যে, যদি প্রত্যহ বৈষ্ণবের নিকট হইতে সম্মার্জ্জনী প্রহার শিরে ধারণের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত অনর্থ বিদূরিত হইয়া চিরকল্যাণের পথে চলিবার সুযোগ পাইতে পারি। তাই সেই প্রকার শতমুখী-প্রহার-দ্বারা অভ্যর্থিত হইবার বাসনায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের শিরোনামাটী উপরিউক্তভাবে লিখিত হইয়াছে।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, উপযুক্ত শিরোনামা-লিখিত বিষয়টী কতদূর যুক্তিযুক্ত বা শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত। 'স্বজন' বলিতে আমরা এই প্রাপঞ্চিক জগতে প্রাকৃত সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। 'স্ব' বলিতে নিজকে বুঝিয়া রাখিয়াছি। আবার বিবর্ত্তবুদ্ধিগ্রস্ত ও মায়া-কবলিত বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব আমি "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান" এই বিচারে অনাত্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া শ্ব-শৃগালভক্ষ্য অনিত্য ধ্বংসশীল স্থূলদেহটীকে আমার নিজস্ব বলিয়া অর্থাৎ 'স্ব' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছি। সেই বিচারে স্থূল দেহের সহিত সম্পর্কিত যে কেহ আছে অর্থাৎ এই প্রাকৃত-রক্তমাংস-সম্বন্ধিত পিতামাতা, বনিতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি এবং তৎসম্পর্কীয় জনগণকেই স্বজন-বিচারে গ্রহণ করিয়া লইয়াছি।

এই জগতে থাকাকালে যেমন নিজ দেহরক্ষা ও পুষ্টির জন্য সারাজীবন ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি ও তদ্ব্যপদেশে কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভূরি ভূরি পাপপুণ্যের বোঝা শিরে ধারণ করিয়া ভারাক্রান্ত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেছি, তদ্রূপ এই দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনগণের সেবা অর্থাৎ তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়তোষণ কার্য্য ও দেহরক্ষণ-কার্য্য সম্পাদন করিতে গিয়াও ঠিক এইরূপই ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এইরূপ নিজদেহ ও ঐরূপ আত্মীয়স্বজনগণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বরূপবিভ্রম-বশতঃ একবারও চিন্তা করিবার অবসর হইতেছে না যে,—

"গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
এদেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী-প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায়, নাহি ভাবি অনিত্য এ'সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা বাল্যাবধি যেরূপ সংসারের আবহাওয়ায় লালিত-পালিত, পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া থাকি তাহাতে আমাদিগের নিজ এবং আত্মীয়স্বজনগণের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার কোনদিনই কোনপ্রকার সুযোগ অদৃষ্টে ঘটে না। তাই আমরা আমাদের আশেপাশে যেরূপ অবলোকন করি সেইভাবেই শিক্ষিত ও গঠিত হইয়া থাকি। জাগতিক

শিক্ষাদাতাগণ বাল্যে আমাদিগকে "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", স্বর্গের সুখভোগই অথবা স্বর্গবাসে অপ্সরাবৃন্দের সহিত বিহারই যে আমাদিগের মনুষ্যজীবনের কাম্য বস্তু তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। তজ্জন্য আমরা পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণকে একটা প্রীতিচক্ষে ও আত্মীয়ভাবে দেখিয়া থাকি এবং ঐরূপ স্বজনগণের বিয়োগে যৎপরনাস্তি মর্ম্মাহত হই, এমন কি কেহ কেহ পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার বিয়োগে সাময়িক শ্মশান-বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু সেরূপ শ্মশান-বৈরাগ্য ভগবৎ-সম্বন্ধিত ও ভগবৎসম্বন্ধ-ভিত্তিমূলে অধিষ্ঠিত না হওয়ায় কালের স্রোতে অত্যল্পকাল মধ্যেই বায়ুতে বিলীন হইয়া "পুনর্মূষিকো ভবঃ" এই বিচারে পুনর্ব্বার যে তিমিরে সেই তিমিরেই প্রবেশ লাভ ঘটে।

প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বা সাধুসঙ্গের অভাবই ইহার মূল কারণ। পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতিবশে আমাদের সহসা সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে না। ভগবদ্-বহির্ম্মুখতার জন্য আমরা এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারে আসিতে বাধ্য হই কাহারও কাহারও ভাগ্যবশে জননী-জঠরে বিষম বন্ধন-দশায় ভগবদ্দর্শন লাভ ক্ষণিকের জন্য ঘটিলেও এই প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ মাত্র আমাদিগকে মোহজালে আবদ্ধ হইতে হয়। সেই সময় হইতে পিতামাতা প্রভৃতি যাঁহারা আমার সেবাশুশ্রূষা ও ইন্দ্রিয়তোষণকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই স্বজন বলিয়া মনে করিয়া থাকি। তাই মহাজনগণের উপদেশ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে,—

আদরের ছেলে স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল॥
ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদিন জ্ঞান উপজিল
পাঠ পড়ি অহরহঃ॥
বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন করি একমনে
ভুলিনু তোমারে হরি॥

তাই আজ আমাদের এই সকল স্বজনগণ ইহসংসারে আমাদের কাম্য-বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহাদিগের কোন একটির বিয়োগে আমরা পৃথিবী অন্ধকার দেখিয়া থাকি। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, দ্বাত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৭ পৃষ্ঠার পর)

শয়নী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী-মাহাত্ম্য কৃপাপরবশে বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! মহাপুণ্যা, স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদায়িনী সর্ব্বপাপবিনাশিনী একাদশীব্রতের কথা বলিতেছি। **আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশী 'শয়নী' নামে** প্রসিদ্ধা। এই শয়নী ব্রতপালনে সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়। এমন কি, নাম-শ্রবণমাত্রেই বাজপেয় ফললাভের সৌভাগ্য ঘটে। ব্রতকথা শ্রবণকারী ব্যক্তি ও ভক্তিপরায়ণ নর বৈষ্ণব পদবাচ্য হইয়া থাকে।

আষাঢ়ে পরমেশ্বর বামনদেব পূজিত হন। পরমাদরে জাগতিক সর্ব্ব-লোক তাঁহার আরাধনায় মনোনিবেশ করে। রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পূর্ণ চারিমাস আপনি নিদ্রিত থাকেন, ইহার কারণ কি? দানবীর বলিকেই বা কেন আশ্রয় করেন, এ বিষয়ে আমি মহা সংশয়াপন্ন হইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! কৃপাপূর্ব্বক এ অজ্ঞের সংশয় ছিন্ন করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! যাহার শ্রবণমাত্রে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয় হয়, সেই সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী কথা শ্রবণে অবহিত হউন। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে দানবরাজ বলি সিংহাসনাধিরূঢ় থাকিয়াও বিধিবৎ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা অতুলনীয় দানে বিখ্যাত ছিলেন। যদিও নৃপ ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তবুও তাঁহার অন্তরে অদ্বিতীয় দাতৃত্বের গর্ব্ব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। দর্পহারী আমি জীবের সকল গর্ব্ব চূর্ণ করি। তাই শাস্ত্রে বলেন,—'অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ। অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্॥' অতএব পঞ্চম অবতারে বামনরূপে সত্যাশ্রয়ী বলিকে বাক্‌ছলে তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছি।

একদা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ ভূমিমাত্র প্রার্থনা করি। প্রার্থনা পূরণার্থে নৃপ সংকল্পোদক প্রদানে উদ্যত হইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ঐ কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করেন। আমি যে স্বয়ং নারায়ণ তাহা বিশেষভাবে

বুঝাইয়া ঐ দান হইতে বিরত হইবার জন্য নিষেধ করেন। কিন্তু সত্যবাদী ভক্তিপরায়ণ নরপতি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিলেন। হে রাজন্! আমি তখন কীদৃক্ রূপধারণ করিয়াছিলাম, তাহা সাবধানে শ্রবণ করুন। ভূর্লোকে চরণযুগল, ভুবর্লোকে জানুদ্বয়, স্বর্লোকে কটি, মহর্লোকে উদর, জনলোকে হৃদয়, তপোলোকে কণ্ঠ, সত্যলোকে মুখ ও তদূর্দ্ধে মস্তক স্থাপন করি। করধৃত বলির পৃষ্ঠে অর্দ্ধপদ ন্যস্ত হয়। হে রাজন্! রসাতলবাসী দানববৃন্দ তদবধি আমার পূজায় মনোনিবেশ করিল। আষাঢ়া শুক্লপক্ষে কামিকা হরিবাসরে একমূর্ত্তিরূপে বলিকে আশ্রয় করি ও ক্ষীরসমুদ্রমধ্যে শেষপৃষ্ঠে দ্বিতীয় মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকি। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ঈদৃশ নিদ্রাসুখ অনুভব করি।

এইরূপে মর্ত্ত্যবাসী যাঁহারা শঙ্খচক্রগদাধরকে রাত্রি জাগরণের সহিত ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে অর্চ্চন করেন এবং দৃঢ়ভাবে ব্রত পালন করেন, তাঁহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হন। এমন কি, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদের পুণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিতে অক্ষম। যিনি এই সর্ব্বপাপহর ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়ক উত্তমব্রত নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপন করেন, তিনি স্বপচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও আমার অতীব প্রিয়। যাহারা চাতুর্ম্মাস্যে দীপদান, পলাশপত্রে ভোজন, ভূমিতলে শয়ন করেন, তাহারা আমার বল্লভ। হে রাজন্! শ্রাবণে শাক-বর্জ্জন, ভাদ্রে দধি ও আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষবর্জ্জন একান্ত বিধেয়। শয়নী-বোধিনী মধ্যে যে কৃষ্ণৈকাদশী, উহাই গৃহস্থের পক্ষে অধিক ফলদায়িনী। এই ব্রত পালন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে আষাঢ়ৈকাদশী-মাহাত্ম্যে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—**পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী,** ব্যাকরণতীর্থ

নীলাচলে শ্রীরূপ গোস্বামী

উপক্রমণিকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট প্রচারকবর শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ প্রমুখ ষড়্‌গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ অন্যতম। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে প্রচারকার্য্য করিতেন। তথায় ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটয়িষ্যতি॥"

শ্রীরূপের জনক কুমারদেব কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা রাজবংশীয়। কুমারদেবের কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাওয়ার স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করিতে তাঁহারা বাধ্য হন। কুমারদেব তদানীন্তন বর্ত্তমান যশোহর জেলার ফতেয়াবাদ নামক পরগণায় বাস করিতেন। তাঁহার আরও সন্তানাদি ছিল। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং ইঁহাদের অনুজ শ্রীঅনুপম তিনজনে রাজকর্ম্ম করিতেন। সেই উপলক্ষে তাঁহারা রামকেলি নামক গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং কনিষ্ঠ শ্রীঅনুপম তিনজনেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। অনুপমের পুত্র—শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীরূপের বাদশাহ প্রদত্ত নাম ছিল 'দবিরখাস'।

মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিবার পর চতুর্থ বৎসরে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে শ্রীশচীদেবী এবং গৌড়ীয়-ভক্তগণকে দর্শনদান-মানসে গৌড়ে আসেন। আসিবার কালে পথে রামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের সহিত তাঁহার মিলন হয়। সে বৎসর মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর নির্দ্দেশরক্ষাক্রমে বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রাখেন। ইহার পর দ্বিতীয় বৎসর মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড-পথে একক বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী লোক দ্বারা এই খবর জানিলেন। অনুপমকে সঙ্গে লইয়া গৌড় হইতে অগ্রসর হইলেন এবং প্রয়াগে মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন। শ্রীগৌরহরি তথায় দশদিন থাকিয়া শ্রীরূপকে শিক্ষাদান ও শক্তি সঞ্চার করিয়া মথুরায় পাঠান।

গৌড় হইয়া নীলাচলে আগমন

মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীঅনুপমের সহিত বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলেন। গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। ইহাতে শ্রীরূপগোস্বামী গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত আসিতে পারিলেন না, কিছু বিলম্বে পুরীধামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সত্যভামার স্বপ্ন

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। বৃন্দাবনে থাকাকালে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার নান্দী-শ্লোক মঙ্গলাচরণাদি লিখেন। তখন ব্রজলীলা এবং দ্বারকা-লীলা একই পুস্তকে লিখিবেন বলিয়া মনস্থ করেন এবং সেই অনুসারে

মঙ্গলাচরণাদি রচনা করেন। পুরীধামে আসিবার পথে সত্যভামাপুর গ্রামে তিনি স্বপ্নযোগে সত্যভামা দেবীর দর্শন পান। দেবী গোস্বামিপাদকে তাঁহার জন্য পৃথক্ নাটক লিখিতে আদেশ দিলেন। গোস্বামিবর তদনুসারে পৃথক্ করিয়া দুইখানি নাটক লিখিবেন মনস্থ করিলেন।

পুরীতে সিদ্ধবকুলে—ঠাকুর হরিদাস-সকাশে

শ্রীরূপ প্রভু পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট রহিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্ব্বে মুসলমান রাজার নিকট কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বদাই দৈন্যভরে আপনাকে "নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী" ইত্যাদি বলিতেন এবং নিজেকে অপবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। এই নিমিত্ত মন্দিরের সীমানায়ও কখনও যাইতেন না। ঠাকুর হরিদাসও মর্য্যাদালঙ্ঘন ভয়ে মন্দিরে যাইতেন না। তাঁহার বাসস্থান বর্ত্তমান সিদ্ধবকুলমঠ। উহা মন্দির হইতে কিছু দূরে। শ্রীরূপগোস্বামী সেজন্য ঠাকুর হরিদাসের নিকট অবস্থান করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের উপল-ভোগ দর্শনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ একবার করিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিতেন। সেদিন রূপ-গোস্বামীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অন্তর্যামী প্রভু ঠাকুর হরিদাসকে রূপের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন-গোস্বামী রাজপথে এবং শ্রীরূপগোস্বামী গঙ্গাপথে যাতায়াত করায় কাহারো সহিত কাহারো সাক্ষাৎকার হয় নাই। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি প্রভৃতি সংবাদ মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরূপ জানাইলেন।

নাটক-রচনা-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর আদেশ

একে একে মহাপ্রভু সকল গৌড়ীয় এবং উড়িষ্যাবাসী ভক্তের সহিত শ্রীরূপের পরিচয় করাইলেন; সকলেই গোস্বামিপাদের সুমধুর বিনীত ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি আচার্য্যগণকে শ্রীরূপের প্রতি কৃপা প্রকাশ করাইবার নিমিত্ত সঙ্গে আনিতেন। এই সময় একদিন প্রসঙ্গ-চ্ছলে মহাপ্রভু বলিলেন, "ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান না। তাঁহাকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না।" পূর্ব্বে সত্যভামা দেবীর আদেশ এবং মহাপ্রভুর এই ইঙ্গিত পাওয়াতে শ্রীরূপগোস্বামী সাতিশয় আহ্লাদিত-চিত্তে দুই নাটক আরম্ভ করিলেন।

মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রকাশ

রথ গুণ্ডিচামন্দিরে গমনকালে মহাপ্রভু একদিন সাহিত্যদর্পণে বর্ণিত "যঃ কৌমার-হরঃ" শ্লোক পাঠ করেন।

মহাপ্রভু কেন এই শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীস্বরূপ-দামোদরই কেবল মাত্র জানিতেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই শ্লোক শুনিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী অনুরূপ একটী শ্লোক লিখিলেন। তাল-পত্রে লিখিয়া চালে গুজিয়া রাখিয়া সমুদ্র-স্নানে গিয়াছেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু স্বরূপ-গোস্বামীকে লইয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিলেন এবং সেই শ্লোক দেখিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীরাধিকা বহুদিন বিপ্রলম্ভময়ী সেবা করিবার পর কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ দর্শন পাইয়া নিজ সখীকে বলিতেছেন,—"আমি আমার অতীব প্রিয় কৃষ্ণের সহিত সেই ভাবেই মিলিত হইয়াছি তবুও কৃষ্ণ অধরস্থিত মুরলীর পঞ্চম তানে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দী-পুলিনস্থ বনই আমার হৃদয় বাঞ্ছা করিতেছে।"

শ্রীনীলাচলকে কুরুক্ষেত্র এবং গুণ্ডিচা-মন্দির বা শ্রীসুন্দরাচলকে ব্রজভূমি বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করেন। রাধাভাবেভাবিত মহাপ্রভু নীলাচলে কৃষ্ণসহ মিলন তাদৃশ সুখকর বলিয়া মনে করিতেছেন না। ব্রজভূমির সে-সহজ ভাব এখানে নাই। এখানে হাতী, ঘোড়া, রাজবেশ প্রভৃতি দেখিয়া চিত্ত সঙ্কুচিত হইতেছে সেজন্য কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ দিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের অতি-প্রিয় যমুনা-তটস্থ কুঞ্জে লইবার অভিপ্রায় করিতেছেন। স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্ব শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন। সেই মনোভাবই রূপগোস্বামী স্পষ্ট করিয়া দিলেন।

মহাপ্রভু শ্লোক দেখিয়া অতীব হর্ষভরে শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলিলেন, "আমার মনের কথা রূপ কি করিয়া জানিতে পারিল"? শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কহিলেন, 'আপনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন, আপনার কৃপা ব্যতীত এই শ্লোকের স্ফুরণ হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তখন গৌড়ীয়গুরু শ্রীরূপ গোস্বামীকে রসশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের প্রতি আদেশ দিলেন।

শ্রীনামের মাহাত্ম্য

চাতুর্ম্মাস্য-শেষে গৌড়ীয়ভক্তগণ সকলে বিদায় লইলেন এবং মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীরূপ নীলাচলে রহিলেন। একদিন রূপগোস্বামী নাটক লিখিতেছেন, এমন সময় মহাপ্রভু সেখানে আসিলেন। কি লিখিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিয়াই একখানা তালপাতা তাহা হইতে লইলেন। মুক্তাপাঁতির ন্যায় অক্ষর দেখিয়া মহাপ্রভু উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই পত্রে লিখিত শ্লোক দর্শন করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণ-ক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

কৃষ্ণনাম কত অমৃতের সহিত উৎপন্ন হইয়াছেন জানি না। যখন জিহ্বাতে নৃত্য করেন তখন বহু জিহ্বা পাইবার আসক্তি জন্মায়। যখন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হন, তখন অর্ব্বুদ কর্ণের স্পৃহা হয় এবং যখন চিত্তপ্রাঙ্গনে সঙ্গিনীরূপে উদিতা হন তখন সকল ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করেন। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামের এ প্রকার বর্ণন শ্রবণে আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম, রামানন্দ এবং স্বরূপগোস্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। পথে রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌমের নিকট পঞ্চমুখে শ্রীরূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর এবং রূপগোস্বামী তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বারান্দার উপর বসাইলেন এবং নিজেরা নীচে বসিলেন। মহাপ্রভু তখন প্রথম যে শ্লোক দেখিয়াছিলেন রূপ-গোস্বামীকে তাহা পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীরূপ প্রভু মহাপ্রভুর সম্মুখে পাঠ করিতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী নিজেই পত্রটী লইয়া "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোক শ্রবণ করিয়া সর্ব্বভৌম এবং রায় রামানন্দ দুই জনে শ্রীরূপের প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার উল্লেখ করিলেন। মহাপ্রভু তখন নাটকের শ্লোক পড়িতে বলিলেন। বারম্বার বলিবার পর শ্রীরূপ সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীনামের এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব-মহিমা-বর্ণন-শ্রবণে সকলেরই যুগপৎ আনন্দ এবং হর্ষোদ্রেক হইল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকালাচাঁদদাস ব্রহ্মচারী

হরিভজনকারী সধর্ম্ম-ত্যাগেও নিষ্পাপ

হরিভজন করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছেন, হরিসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যাঁহারা সর্ব্বদা চেতন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিতেছেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা ভগবানের নিকট সুপরিচিত ভগবৎ-সঙ্গিগণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন—অভিগমন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অপরে এই কথাটী বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কৃষ্ণ-সেবেতর ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে একথাটী অল্পবিস্তর সত্য বলিয়া মনে হইলেও ইহা সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে, তবে গুরুকৃপায় যাঁহাদের এবিষয়ে ঔদাসীন্য আসিয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা অসমর্থতা বা দুর্ব্বলতা-বশতঃ সেই সেই ধর্ম্মত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভোগ না করিয়া পারিতেছেন না, শ্রীগুরুপাদপদ্মে গমনকারী সেই ভাগ্যবান্ জনগণ এসকল কথা অল্পবিস্তর ধরিতে সমর্থ হইবেন।

হরির নিত্যভৃত্য জীবগণের হরির ভজন ছাড়া, হরির সেবা ছাড়া, হরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার তাঁবেদারী করা ছাড়া—ভৃত্যের প্রভু-ইন্দ্রিয়-তোষণ ছাড়া অন্য কোন কার্য্য নাই বা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণভজন ব্যতীত আমার অন্য কোন কর্ত্তব্য আছে, কৃষ্ণ ব্যতীত আমার অন্য কোন বন্ধু বা আত্মীয় আছে, এরূপ ধারণাই বদ্ধতা বা অধর্ম্ম। এই কৃষ্ণভজন ব্যতীত আমরা যে কোন কর্ম্মই করি না কেন, সবই যে অধর্ম্ম বা পাপ তাহা আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতেই জানিতে পারি—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥" (পদ্মপুরাণ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি আশ্রমী যদি কৃষ্ণভজন না করিয়া—কৃষ্ণের সঙ্গে সতত সেব্য-সেবকভাবে অন্বিত না থাকিয়া ইতরাভিমানে ব্যস্ত হয়,—স্ব-স্ব বর্ণ-ধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্ম লইয়াই জীবন কাটায়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সেবা বা মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুবর্গের সেবাকেই একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া পরম কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবায় উদাসীন হয়, তাহা হইলে তাহারা যত বড়ই যোগী, যত বড়ই জ্ঞানী, যত বড়ই পুণ্যবান্, যত বড়ই তপস্বী, যত বড়ই কর্ম্মী হউক না কেন তাহাদিগকে জীবনান্তে নরকে গমন করিতেই হইবে। তাই ভগবৎপার্ষদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

এই মহাজনবাক্যের দ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে, নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহান্ধকূপে থাকিয়া হরিভজন না করিলে, সর্ব্বদাই ভোগতৎপর পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম-দেহ মনের আনুগত্য ছাড়িয়া মহৎপাদপদ্মের আশ্রয় না লইলে—নরকগতি পরিবর্ত্তন করিয়া বৈকুণ্ঠমুখী না হইলে জীবের আর শান্তি বা উদ্ধার নাই। সেইজন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তৎসেবাধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্যই আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাঃ শুচ।"

হরিভজন-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, হরির অচিন্ত্যশক্তিবিষয়ে সন্দিহান ব্যক্তি-দিগের ধারণা—"বৃদ্ধ পিতামাতা বা শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যাকে ভরণ-পোষণ না করিলে পাপ হয়। সুতরাং ইহাদিগকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম করিতে যাওয়া—ভগবদ্ভজন করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র।" কিন্তু এতাদৃশী কথা ভগবৎকৃপাবঞ্চিত, স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্ত স্বৈণ ব্যক্তি-গণই বলিয়া নিজের অজ্ঞতা, হরিবিমুখতা বা বিষয়াসক্তিরই পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও ভাগ্যবান্, তাঁহারা জড়বিষয়ে আসক্ত দুঃখনিপীড়িত অসৎ ব্যক্তিগণের এই সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া অজ্ঞমনোবৃত্তিশোধক ও প্রোজ্ঝিত-কৈতবধর্ম্মপ্রচারক, কৃষ্ণসেবাকর্ষী শ্রীমদ্-ভাগবতের পূর্ণানুগত হইয়া সানন্দে কীর্ত্তন করেন,—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

[হে রাজন্, যিনি অহংভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরমশরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূত, স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হন না।]

যিনি সাধুসঙ্গে গুরুসেবাফলে এই শ্লোকার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনি ভগবৎসেবালাভে বা ভগবৎসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ না হইলেও তাঁহার হৃদয়ে সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা থাকায় এবং ঐ আকাঙ্ক্ষাপূরণের—বিজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায় সদ্গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিয়াছেন বলিয়া

তাঁহার অভিযান—গুরুকৃপালোকে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বা উপলব্ধি একদিন না একদিন হইবেই হইবে। এই ভগবৎসেবাভিলাষী মানবগণ সর্ব্বোত্তম। তাঁহাদের এই সদভিলাষ কৃপাময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পূরণ করিবেনই করিবেন। যিনি বাস্তবিকই ভগবানের নিকট কৃপা চাহিতেছেন, যতই তিনি দুর্ব্বল হউন না কেন, তিনি কখনই কৃষ্ণসেবালাভে বা কৃষ্ণসাক্ষাৎকারলাভে বঞ্চিত হইতে পারেন না। তবে যাঁহারা কৃপা চাহেন না এবং কৃপালাভের জন্য অভিযানের প্রাগবস্থা অভিগমন করেন না, তাঁহাদের কথা আমরা বলিতেছি না। এইরূপ সেবাবাঞ্ছা যাঁহাদের নাই সেই ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাংসারিক উন্নতির প্রয়াসী হইয়া ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন না। যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মকেই বা সাংসারিক উন্নতিকেই একমাত্র উন্নতি জানিয়া ভগবৎ-সেবায় বিমুখ হন, তাঁহারাই নানাপ্রকার কুবিচার-চালিত হইয়া নানা ঋণপাশে আবদ্ধ হন। এতাদৃশ **মায়াবদ্ধ জীবের ঋণ-শোধ ত হয়ই না; বরং বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভগবৎ-সেবাই এই জন্মজন্মন্তরের ঋণ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।** সুতরাং হরিবিমুখের —মুখর জগতের দুর্গতির বিষয়, ইহা আর কি বলিব? কিন্তু যাঁহারা এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা বা কুবিচারের হস্ত হইতে—দু'দিনের কর্ত্তব্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভূতঋণ, স্বজনঋণ, পিতৃমাতৃ-ঋণ-ভার হইতে চিরবিমুক্ত হইয়া ঐসকল ঋণ-পরিশোধের জন্য পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতারূপ কৈঙ্কর্য্যস্বীকারে ইচ্ছুক হন না—অনিত্য-কৈঙ্কর্য্যে আত্মহারা না হইয়া নিজকে কৃষ্ণকিঙ্কর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব মনে করেন। আমরা যদি সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎ সেবাপর না হই—গীতোক্ত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই ভগবদাদেশ পালন না করি, সাক্ষাৎ কৃষ্ণপাদপদ্ম শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন না করি, গুরুর কিঙ্কর থাকিয়া আজীবন যাপন না করি, পাল্যগণের প্রতি প্রভুত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে বরণ না করি, তাহা হইলে বদ্ধজীব আমরা এই ঋণ-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। পাপপুণ্য-চণ্ডালিনী আমাদের সঙ্গ ছাড়িবে না—উচ্চ বর্ণী বা উচ্চ আশ্রমী হইয়াও কৃষ্ণভজন হীনতাবশতঃ আমরা পশুতুল্যই থাকিব।

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥"

"যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"
"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥" (অত্রিবাক্য)

অনেকে বলেন—"হরিভজন হইলে স্বধর্ম্মত্যাগে কোন পাপ নাই, একথা সত্য; সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিগমন করিয়া—গুরুগৃহে সাধুসঙ্গে বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াও যদি কাহারও বৈকুণ্ঠাভিযান না হয় অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার—ভগদনুভব—ভগবৎ-সেবা লাভ না হয় তাহা হইলে স্বরূপের পূর্ণোদ্বোধন বা হরি-ভজনের অভাব হেতু তাঁহাকে কি পিতা-মাতা-স্ত্রীপুত্রাদির সেবা না করার জন্য অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করা হেতু পাপভাগী হইতে হইবে না?" ন্যায় ও অন্যায় কাহাকে বলে, এই জ্ঞান না থাকার দরুণই আমাদের মলিন হৃদয়ে এইরূপ কুতর্কের উদয় হয়। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুপক্ষাবলম্বিগণ বলেন, ভগবৎস্মৃতি বা ভগবৎ-সেবাই ন্যায় বা বিধি। এই ভগবৎসেবা বিস্মৃত হওয়াই মহাপাপ বলিয়া কৃষ্ণবিমুখাবস্থায় আমরা যে-কোন কার্য্যই করি না কেন, সবই পাপ-পর্য্যায়ে গণিত। সুতরাং ভগবৎসেবা ছাড়িয়া অন্য কোন কার্য্য করিতেই হইবে না—জাগতিক পাপপুণ্যময় অন্যায় কার্য্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে না, একথা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন না কি? এ জগতের অতিঅল্প সংখ্যক কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর বাদবাকী শতকরা শত জনই পাপী—ভোগী—অসৎ। এ জগতের সঙ্গে—অসজ্জনসঙ্গে গৃহবাস নরকমুখী হইয়া বসিয়া থাকামাত্র। এসব কথা বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। নচেৎ সর্ব্বনাশ! নরকমুখ ছাড়িয়া—নরকাভিযান ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠাভিযান করিতে হইবে অথবা অন্ততঃ বৈকুণ্ঠাভিযান করিবার জন্য উন্মুখী হইয়া বৈকুণ্ঠাভিযান-কারিগণের সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপ সদভিলাষ থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন ব্যক্তি আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াও—কৃষ্ণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অভিগমন করিয়াও পতিত হন, অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন পাইবার পূর্ব্বেই এজগৎ ত্যাগের জন্য কৃষ্ণাদেশ পান, তাহা হইলে তাঁহার আর অধিক দুর্গতি কি হইল? তাঁহার ক্ষতি ত' হইলই না—নরকে যাইতে ত' হইলই না, উপরন্তু তিনি বৈকুণ্ঠমুখী হইয়া ভক্তিপথে

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই রহিলেন। হৃদয়ে সেবাবাঞ্ছা লইয়া তিনি এ জগৎ ত্যাগ করিলেন বলিয়া পরজন্মে তাঁহার সুবিধাই হইবে, অর্থাৎ পরজন্মে তিনি নিশ্চয়ই ভক্তিপথ লাভ করিবেন। গুরুদেবকে যিনি নিজের ভারটা দিয়াছেন, এতাদৃশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির আবার ভয় কোথায়? পাপপুণ্যের জন্য আর সে দায়ী কিসের? এইরূপ অবস্থা হইলে জীবের কোনও অসুবিধা কোন কালেও হয় না, একথা জ্ঞাপনপূর্ব্বক আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য শ্রীমদ্-ভাগবত বলিয়াছেন,—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥
(ভাঃ ১।৫।১৭)

[নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি কেহ ভজন হইতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট অথবা পরলোকগত হয় তথাপি কর্ম্মে অনধিকার হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যে হেতু যে কোন অবস্থায় এমনকি নীচ যোনিতেও থাকুন না কেন সেই ভক্তিরসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।]

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

কবি ও কাব্য

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্য দ্বিবিধ—গ্রাম্যকাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্য। যাঁহারা চেতনধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া—ভগবৎ-সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সতত সেই সেবারস পান করেন, সেই ভগবদ্ভক্তগণই অপ্রাকৃত কবি। নিজে সেবারস আস্বাদন এবং লেখনীদ্বারে জগতের সকলকেই সেই সেবারস পান করাইবার জন্যই তাঁহাদের প্রচেষ্টা। চিৎ-স্বরূপ ভগবান্, জীব ও বৈকুণ্ঠ যেমন নিত্য, রসও তদ্রূপ নিত্য। সেইজন্য উপনিষদ্ বলেন,—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" পরম-বস্তু রসস্বরূপ; জীব তাহাকে লাভ করিয়া লব্ধানন্দী হইয়া থাকেন। এই রস সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে স্থায়ী পাঁচটী এবং গৌণ সাতটী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য রস এবং হাস্য, করুণ, বীর, বীভৎস, অদ্ভুত,

রৌদ্র ও ভয়ানক এই সাতটী গৌণরস আগন্তুক হইয়া মুখ্য রসের পুষ্টিসাধন করে। এই রস নিত্য অখণ্ড, অনাদি অনন্ত। চিদ্‌বস্তু যেখানে আছে সেইখানেই এই রসের নিত্য অবস্থান। জীব-বিশেষে এই রসের উদয় মাত্র সম্ভব। মহাজনগণ বলেন যে, ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ আবিষ্কারই রসোদয় এবং এই চিন্ময় রসরসিকগণই অপ্রাকৃত কবি।

এই আনন্দস্বরূপ চিন্ময় রসের কথা যেখানে আবৃত, ভগবদ্‌বিস্মৃতিবশতঃ সেবারসের কথা যেখানে বিস্মৃতির অতল জলধিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেইখানেই এই চিন্ময়রসের হেয় বিকৃত প্রতিফলন জড়রসের অভ্যুদয়। এই জড়রস অনিত্য। চিৎ-রসের বিষয় ও আশ্রয়—ভগবান্ ও শুদ্ধজীব আর জড়রসের বিষয় ও আশ্রয় জড়দেহগত সৌন্দর্য্য ও জড়লিঙ্গময় চিত্ত। চিন্ময় রসের স্বরূপ আনন্দ আর জড়রসের স্বরূপ সুখ ও দুঃখ। প্রকৃতির অন্তর্গত রস-সমূহ এই জড়কাব্যের উপাদান। ইহাতে প্রাকৃত নশ্বর অনুপাদেয় নায়ক-নায়িকা অবলম্বনরূপে অচিৎ উদ্দীপনার দ্বারা রসের উদ্ভাবনা করে। ইহা নিতান্ত বিরল ও কাব্যনামের অযোগ্য। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাদৃশ কুকবি বা কুরসিক নহেন; তাঁহারা অপ্রাকৃত রসাত্মক কাব্যময়-কাব্যে সুপণ্ডিত। তাদৃশ কাব্যের নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল কাব্য নির্ম্মিত হয়, তাহা বৈষ্ণবমাত্রেরই আস্বাদনীয় বিষয়।

আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া কৃষ্ণের জড়রস বা জড়কাব্যে আমাদের রুচি পরিলক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য আমরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রসের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণকে বাদ দিয়া সাধারণতঃ মরণশীল মানবকেই এই সকল রসের বিষয় মনে করতঃ সাধারণ নায়ক-নায়িকার কথা লইয়াই কাব্যের ছটায় জগৎকে মোহিত করিতে চেষ্টা করি। চিন্ময় রসে ভগবান্ ও তদ্ভক্তের যে শুদ্ধভাব আছে, সেই সকল ভাব মনুষ্যে আরোপ করিয়া আমরা রসকে বিকৃত করিয়া ফেলি এবং তদ্ধেতু জাগতিক জড়ীয় সম্বন্ধগুলি—পতি-পত্নী-সম্বন্ধ, পিতাপুত্র-সম্বন্ধ, সখায় সখায় সম্বন্ধ এবং প্রভুভৃত্য-সম্বন্ধ আনন্দের পরিবর্ত্তে সুখদুঃখরূপ বিষই উদ্গীরণ করিয়া থাকে এবং সেই বিষের জ্বালায় আমরা কেবল জর্জ্জরিত হই। আমরা জড়বিষয়ে এত আসক্ত যে আমরা এই জড়ের হেয়তা উপলব্ধি করিতে ত' পারিই না অধিকন্তু বিষ্ঠার কৃমির ন্যায় উহাকে পরম উপাদেয় বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করি। **জড়কবির কবিত্বের এমনি দৌড়! দুঃখই এই কবিত্বের বিষময় ফল।**

গ্রাম্য কবি সতত গ্রাম্য কথায় ব্যস্ত, আর অপ্রাকৃত কবি সতত ভগবৎ-কীর্ত্তনে তৎপর। একজন বহির্ম্মুখ আর একজন অন্তর্ম্মুখ; একজন ভক্ত আর একজন অভক্ত; একজন স্ত্রীসঙ্গী আর একজন কাষ্ণসঙ্গী; একজন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল হইয়া বাসনার অপূর্ত্তিতে বিষণ্ণচিত্ত আর একজন অখিলচেষ্ট হইয়া প্রফুল্লানন; একজন কৃষ্ণেতর-কথারূপ গরল উদ্গীরণ করিতেছে আর একজন কৃষ্ণকথামৃত-বর্ষণমুখে অমৃতের সন্ধান দিয়া জীবকে অমৃত হইবার সুযোগ দিতেছেন; একজন সংসার-মুখী আর অন্যজন বৈকুণ্ঠমুখী; একজন ভেকের ন্যায় কালসর্পকে আহ্বানকারী ও ভয়বিহ্বলচিত্ত আর অন্যজন মৃত্যু-জয়ী ও নির্ভয়; একজন অসাধু অপরজন সাধু।

জড়কাব্য অমঙ্গলপ্রদ ও অত্যন্ত হেয় বলিয়া আচার্য্যপ্রবর শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
"যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরোধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥"

গ্রাম্য কবির স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত কথায় সাধুগণ উদাসীন। এমন কি জড়-কবির মনঃকল্পিত ভগবদালাপও সাধুর অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাবশতঃ তাহার হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকায় জড়বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ সতত ভগবৎ-সেবা মগ্ন বলিয়া তাঁহাদের সকল কথাই ভগবৎ-প্রীতি-উৎপাদক ও সজ্জনহৃদয়কর্ষী। গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ দাস, রায় রামানন্দ প্রভৃতি অপ্রাকৃত কবিগণের লেখনী তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইঁহাদের কবিত্বে সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; তবে অভাব-গ্রস্ত জড়কবিগণের কাব্যরসামোদী পাঠক অসৎসঙ্গক্রমে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। পরম ভাগবত বিরিঞ্চি, বাল্মিকী, বেদব্যাস প্রভৃতি হরিরস বর্ণন করিয়া মহাকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং মহা-ভারত, রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যাদি এখনও সজ্জনগণের আনন্দবিধান করিতেছেন। এই মহাজনগণের অনুগত যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই কবি বলিয়া খ্যাত। এই প্রকৃত কবিগণকে সমাজে স্থান না দিয়া যদি হতভাগ্য আমরা অসাধু জড়কবিগণকে উচ্চাসন প্রদান করি তাহা হইলে সাধুগণ

তাহা অনুমোদন না করিয়া দুঃখিতই হইবেন। শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি অপ্রাকৃত কবিগণকে যাঁহারা অনাদর করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের আশা নাই। সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ না করিলে প্রকৃত কবি হওয়া যায় না, কাব্যের একমাত্র উপাস্য ভগবানের সেবা করিবার সৌভাগ্য হয় না, বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না।

আজকাল জড়কাব্যের আলোচনা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভগবদ্‌বিমুখতার ইহাই চরম ফল। তৎফলে দিন দিন এজগতে নানা দুঃখ-কষ্টের চিত্র দেখা দিতেছে। এজগতে কবির অভাব নাই কিন্তু তাঁহারদের একজনও প্রকৃত পণ্ডিত হইতে চাহেন না, ইহাই আমাদের দুঃখ। সকলেই কবি হউন—কাব্যরসরসিক হউন্, কৃষ্ণকীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করুন্, ঘরে ঘরে কৃষ্ণকথা আলোচিত হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

—শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি-এ

তাৎপর্য্য

আমরা শাস্ত্রে দুইজন ঋষভদেবের কথা শুনিতে পাই। একজন শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত দ্বাবিংশ অবতারের অন্যতম অষ্টম অবতার। ইনি প্রশান্তদিগকে পারমহংস্য পন্থা উপদেশ করিবার জন্য জগতে উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি এবং জননীর নাম মেরুদেবী। ঋষভদেব ভগবদাবেশাবতারের অন্যতমরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ঋষভদেব চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতারের মধ্যে নবম। ইনি দক্ষ-সাবর্ণ্য-মন্বন্তরের আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া 'ঋষভ' নামে অভিহিত হইবেন এবং তৎকালে 'অদ্ভুত' নামক ইন্দ্রকে সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী লোকত্রয় ভোগ করাইবেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ১৩।২০ শ্লোকে বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।১৩) ও (৫।৩য়-৬ষ্ঠ) অধ্যায়ে বর্ণিত লীলাবতার বা প্রাভবাবস্থ অবতার ঋষভদেবের লীলার কথা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ঋষভদেব অখিল লোকপালগণেরও শিরোভূষণ ছিলেন। তিনি অবধূতাচরিত্র নানাবিধ বেষ, ভাষা প্রভৃতি অবলম্বন করিতেন বলিয়া তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব কেহই বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার লীলাবলী

দেখিয়া তাঁহার (বিষ্ণুর) চরণে পাছে কেহ অপরাধ করে, এই আশঙ্কায় আমরা এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

"ভগবান্ ঋষভদেব যখন লোক-সকলকে যোগসাধনের সাক্ষাৎ প্রতিপক্ষরূপে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদের প্রতীকাররূপ কর্ম্মকেও অতিশয় নিন্দিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন তখন তিনি 'আজগর' নামক ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক একস্থানে শয়ন করিয়াই আহার, পান ও মলমূত্র পরিত্যাগ এবং পরিত্যক্ত বিষ্ঠাদিতে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার শরীরের বিভিন্ন স্থান বিষ্ঠা-লিপ্ত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে কোনও বীভৎস ভাব প্রকাশ পাইবার আশঙ্কা ছিল না। কারণ ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। ঋষভদেবের সেই পুরীষ-সৌরভে সুরভিত হইয়া বায়ু চতুর্দ্দিকে দশ যোজন পর্য্যন্ত স্থান সুবাসিত করিয়াছিল। ঋষভদেব কখনও বা শয়ন করিয়াই গো, মৃগ ও বায়সতুল্য আচরণ করিয়া পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন। তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদা দক্ষিণ কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুটকাচলের সমীপবর্ত্তী উপবনে উপস্থিত হইলেন। * * অবশেষে বায়ুবেগে সেই কাননস্থ বংশদণ্ড-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষজনিত ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত (তেন সহ) সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিল"—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবান্ ঋষভদেবের এই সকল কথা আমরা বুঝিতে না পারিয়া পাছে অসুবিধায় পতিত হই তজ্জন্য শ্রীমন্মধ্যাচার্য্য সেই সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে (৫।৬।৮) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"জ্ঞানানন্দাত্মকো দেহো ঋষভস্য মহাত্মনঃ।
তাদৃশেনৈব মনসা ক্রমংস্তু কুটকাচলে॥
দাবাগ্নিমনুবিশ্যাথ তত্রস্থঃ প্রাদহজ্জগৎ।
এবমগ্নেরভিব্যক্তস্তস্থৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥"

আচার্য্যপাদপদ্মের এই সিদ্ধান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঋষভদেবের দেহ প্রাকৃত নহে, সচ্চিদানন্দময়, তিনি কুটকাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন। 'প্রকট' শব্দের দ্বারা তিনি আশ্রিত জগতের অবিদ্যা দহন করিয়াছিলেন, ইহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীমধ্বমুনি শ্রীঋষভদেবের নির্গুণতা, জগন্মঙ্গল-

করত্ব অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার দেহ যে নশ্বর নহে পরন্তু নিত্য ও অপ্রাকৃত, ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য।

ঋষভদেব যখন ভগবান্ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দময়, তখন তাহাতে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পাছে কেহ এরূপ প্রশ্ন করে, তজ্জন্য বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তৎকৃত সিদ্ধান্তরত্নে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—ঋষভদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞ-ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনামাত্র; কেন না তাঁহার চিন্ময়দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব। "ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যং" অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্য-শরীর অবিতর্ক্য'—এই উক্তিদ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশেষতঃ তৎ-সেবক সিদ্ধজীবেরই যখন হেয়াংশের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন ঋষভদেবের ত' কথাই নাই।

ঋষভদেব নিজ পুরীষাদি হেয়বস্তু সকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারীদিগের হেয়তা আপনোদনের জন্যই বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মোপদেষ্টা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান্ ঋষভদেব যে অধর্ম্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, (ভাঃ ৫।৬।৯) ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক দেশের রাজা অর্হৎ কলিযুগে অধর্ম্মমার্গ অর্থাৎ বেদবহির্ভূত চিহ্নধারী জৈনাদি পাষণ্ডসম্প্রদায়-পদ্ধতি সমর্থন করিল। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়াদ্বারা তৎ-রূপের অন্যরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য-দোষও ঘটিতেছে না; কেন না, শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ শুদ্ধ-চিন্ময় অথচ তটস্থ-স্বভাব জীবকে তাহার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারফলে তৎকৃত কর্ম্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

"তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল"—এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যেন মনে না করি যে তাঁহার চিন্ময় দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল 'তেন সহ' অর্থাৎ ঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিল। ইহার দ্বারা দাবানলই কেবল বন দগ্ধ করে নাই পরন্তু ঋষভদেবও দগ্ধ করিয়াছিলেন—ইহাই লক্ষিতব্য বিষয়। দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল আর ঋষভদেব বনবাসীদিগের অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন—ইহাই সিদ্ধান্ত।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভ আবির্ভাব-তিথিতে

দীনার আর্ত্তি-অঞ্জলি

মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি শুভ হয়।
তাকে করি' আশ্রয় অবতীর্ণ ধরায়॥
গোলোকের ধন তুমি আচার্য্য-রতন।
পতিত উদ্ধারিতে তব শুভ আগমন॥

সেই হ'তে তিথি হইল শুভদায়িনী।
তোমার পরশে হইল পরম পাবনী
গুরুদেব, তব শুভ আবির্ভাব-দিনে।
নানা উপহারে পূজা করে ভক্তগণে॥

আজিকার শুভদিনে কি যে করি আমি।
শ্রীচরণে অঞ্জলি দিব শক্তি দাও তুমি॥
তোমার শুদ্ধ দাস ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণে।
পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিবে আনন্দিত-মনে॥

তোমার কৃপায় শুদ্ধ হঞাছে যার মন।
সেই ভাগ্যবান করিবে তোমার অর্চ্চন॥
কত স্থান হ'তে ভক্ত আসিয়া মিলিল।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সবে ধন্য হইল॥

নিত্যকাল আরাধ্য গুরুদেব তুমি।
কি দিয়ে পূজিব তোমা দীনহীন আমি॥
আসিয়াছি আজি প্রভু তোমার চরণে।
জানাতে বেদনা সব অকপট মনে॥

রিক্তহস্তে আসিয়াছি পূজিতে চরণ।
ভক্তিহীন হৃদি মোর নাহি উপায়ন॥
অপরূপ সাজে আজ সবে পরিপাটী।
শ্রীব্যাসের চরণে পড়ে ভূমে লুটি'॥

গৃহী যতি ব্রহ্মচারী যত ভক্তগণ।
করিতেছে আজ তব গুণ-সংকীর্ত্তন ॥
হরিনাম মাত্র হয় কলিযুগ-ধর্ম্ম।
জানালে সবারে এই সব শাস্ত্রমর্ম্ম ॥

তবপ্রভুর মনোভীষ্ট করিতে প্রচার।
'দেবানন্দ মঠ' স্থাপিলে পতিত উদ্ধার ॥
তথায় করেছ বৃহৎ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ।
মন্দির-অভ্যন্তরে দিব্য সিংহাসন ॥

প্রথম প্রবেশে দেখি অপরূপ মূর্ত্তি।
তব-ভীষ্ট দেব শ্রীল ঠাকুর সরস্বতী ॥
মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র-রাধা-বিনোদবিহারী।
প্রেমে মত্ত বসিয়াছেন ভক্ত-দুঃখহারী ॥

তারপর লক্ষ্মীসহ বরাহ নারায়ণ।
বিরাজিছেন ভক্তবৎসল অদ্ভুত দর্শন ॥
এই স্থানে বাসুদেব বিপ্র তারে আরাধিল।
প্রসন্ন হইয়া কোলদেব ভক্তে দেখা দিল ॥

এবে তোমার সেবায় পুনঃ প্রকট হইল।
তব কৃপায় দর্শন-সৌভাগ্য মিলিল ॥
সরস্বতী-হৃদয়ের ধন তুমি গৌর-নিজজন।
জানিনা অযোগ্যা আমি তোমার অর্চ্চন ॥

তব মহিমার সীমা না জানি অধমা।
পতিতের ত্রাতা প্রভু কর মোরে ক্ষমা ॥

—(শ্রীমতী) গিরিবালাদেবী
মনোখালি (যশোহর)

প্রচার-প্রসঙ্গ

২৪ পরগণায় ভক্তিবেদান্ত-বাণী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ২৪ পরগণার কাশীনগরস্থ শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী প্রভুর একান্ত প্রার্থনীয় পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও তৎসহ চারিমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী চক্রতীর্থ-স্নান-মেলা উপলক্ষে গত ১৪ই চৈত্র, ২৮শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার তাঁহার বাসভবনে বিশেষভাবে আহূত হন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় মহাজন-কীর্ত্তনাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পাঠমুখে গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা হয়।

১৫ই চৈত্র ব্রহ্মমুহূর্ত্তেই সমিতির সেবকবৃন্দ ও স্থানীয় অনেক ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনমুখে উষঃকীর্ত্তন সহযোগে নগরকীর্ত্তনান্তে চক্রতীর্থ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে তথাকার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত স্বামীজী মহারাজ আবেগপূর্ণ-ভাবে এক তত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন এবং তথায় স্নানান্তে কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীপাদ সনাতন প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৈকালে মাইকযোগে একটি বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ সভাপতিরূপে সমাসিন হন। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছত্রভোগের সেবাইত জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের** কৃপাভিষিক্ত পণ্ডিত শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বরানন্দ দাসাধিকারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য শ্রীহরি-ভজনই যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ করণীয় তাহা দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় এক ভাষণ দান করে শোতৃমণ্ডলীকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করেন। অনন্তর আরও অনেকে ভাষণ দানের পর সভাপতি মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য ও জগৎকে তাঁহার অমূল্য অবদান সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন। পরিশেষে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। এই ভাবে পর পর তিন দিন ধরিয়া শ্রীপাদ সনাতন প্রভুর সমস্ত অর্থানুকূল্যে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং প্রত্যহ শত শত ব্যক্তিই মহাপ্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলন। এবম্প্রকার শ্রীপাদ সনাতন প্রভুর সেবা-যত্ন সমাজে আদর্শনীয়। তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অশেষ কৃপা লাভ করুণ সমিতি ইহাই কামনা করেন।

গিলারছাটের ভদ্রপাড়াস্থ শ্রীযুত অদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী (ওরফে শ্রীঅদ্বৈত হালদার) মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে উক্ত মহারাজ সদলবলে ১৮ই

চৈত্র, ১লা এপ্রিল, সোমবার তাঁহার গৃহে উপনিত হন। সেখানে পর পর দুইদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা হয়। প্রথম দিন শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব এবং তাঁহার ভজনই যে জীবকে চিন্ময়ানন্দে নিমজ্জিত করিতে পারে সে-বিষয়ে দার্শনিকপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন এবং পরদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং অবতারী পুরুষ সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। সেখান থেকে রায়দীঘির ২৫ নং লাটের বিভিন্ন স্থানে প্রচারান্তে শ্রীযুত দ্বিজোত্তম দাসাধিকারী প্রভুর ছোট ভগ্নি সুধাবলা দেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যোগারিয়া গ্রামস্থ শ্রীযুত পিতাম্বর দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনে ২৪শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল, রবিবারে উপনিত হন।

শ্রীল গোপালভট্ট দাস গোস্বামী কৃত সৎক্রিয়াসার দীপিকানুসারে শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বরানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর পৌরহিত্যে উক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকলাপ ও বিচারধারা দর্শনে আগন্তুক জনগণ শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে জানিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হন এবং এই সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজকে বিশদরূপে বক্তৃতা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যায় এক জনসভার আয়োজন হয়। এই সভায় উক্ত মহারাজ বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও স্মার্ত্তদিগের শ্রাদ্ধের মধ্যে চিন্তাধারার যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে সে-সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের কতগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্মার্ত্তগণ মৃতকে ভূত বা প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এই ভাবিয়া শ্রাদ্ধে দগ্ধদ্রব্য বা মাংসাদি অর্পণ করেন। কিন্তু যদি সেই মৃত, ভূত বা প্রেত যোনি প্রাপ্ত না হইয়া দেবলোকে অথবা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধে অপরাধ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। কারণ দেবতা বা ভক্তগণকে প্রেত বলে সম্বোধন করা অত্যন্ত অপরাধজনক; দ্বিতীয়তঃ প্রেতের ভক্ষোপযুক্ত দ্রব্য তাঁহারা কখনই গ্রহণ করিবেন না। তাহা হইলে দেখা যায় সেই শ্রাদ্ধে অনর্থ অর্থব্যয় তো বটেই পরন্তু অনন্ত অপরাধফলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার নরক গমনের পথই প্রশস্ত হয়।

কিন্তু বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধের বিধান দেখিলে দেখা যায়, 'মৃত' যে-কোন যোনি বা যে-কোন অবস্থাই প্রাপ্ত হউক না কেন তাঁহাকে এমন বস্তু উৎসর্গ করা হয় যাহা যে-কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয়। কারণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানে

অর্পিত বা নিবেদিত মহাপ্রসাদকে শ্রাদ্ধে অর্পণ করেন। মৃত যদি দেবলোক বা তদুর্দ্ধে গতি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেই মহাপ্রসাদ পরম আগ্রহে গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন আর যদি মৃত অধঃগতি অর্থাৎ ভূত-প্রেত এমনকি নরকগতি প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলেও সেই মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলে উন্নত গতিই লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই প্রকার বিভিন্ন পার্থক্য দেখাইয়া বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য লোক সমক্ষে তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করায় শোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হন।

এবম্প্রকার প্রচারান্তে তথা থেকে পদ্মপুকুরস্থ শ্রীযুত পাচুগোপাল ঘোষ মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে তাঁহার বাটিতে সদলবলে উপস্থিত হন। তথায় দুইদিন পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতান্তে পঞ্চগ্রামস্থ শ্রীযুত সাধুচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনে সদলবলে স্বামিজী মহারাজ আহূত হইয়া পর পর তিন দিন পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা প্রচার করেন। অনন্তর তাঁহারা সদলবলে মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী

শিলচর ও আগরতলায় প্রচার

শিলং শহরে বিপুলভাবে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ সদলবলে গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে আসামস্থ কাছাড় জেলার সদর শিলচর শহরে পদার্পণ করিয়া সেখানেও প্রবল উৎসাহের সহিত শ্রীহরিভক্তি প্রচারে রত হন। ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল, সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ যথাক্রমে স্থানীয় শ্রীহরিসভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাত্মক 'শ্রীসনাতনশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত এবং তৎপ্রদর্শিত প্রেমভক্তির কথা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করেন। অনন্তর উক্ত মহারাজ ২২।২৪ এপ্রিল তারিখে যথাক্রমে অম্বিকাপট্টিস্থ শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র দত্ত এবং শ্রীরাধামাধব রোডস্থ পরলোকগত মাধব চন্দ্র পালের গৃহ-প্রাঙ্গনে আয়োজিত শ্রীভাগবত-সভায় শ্রীমদ্ভাগবত

পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তসমূহ সুষ্ঠুরূপে পরিবেশন করেন।

পরে শ্রীমৎ স্বামীজী ২৫শে হইতে ২৮শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যথাক্রমে আর, এম, এস, কোয়াটারস্থ শ্রীযুত কালিকুমার দে, শ্রীরাধামাধব রোডস্থ শ্রীযুত নেপাল চন্দ্র রায়, শ্রীযুত হরিদাস রায় ও অম্বিকাপট্টিস্থ শ্রীযুত মনোরঞ্জন দেব মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া 'অনন্যশ্রদ্ধাজনিত অহৈতুকী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়' ইহা শ্রোতৃবৃন্দকে সুন্দররূপে বক্তৃতামুখে বোধগম্য করাইয়া দেন।

প্রায় পঞ্চদশ দিবসব্যাপী শিলচর শহরে প্রচুর পরিমাণে শুদ্ধাভক্তির বাণী প্রচার করিয়া গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে সদলবলে উক্ত মহারাজজী ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে উপস্থিত হন এবং ঐদিন সন্ধ্যায় বনমালিপুরস্থ মাননীয় শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনমুখে ভাষণদান করেন। ২রা হইতে ৪ঠা মে পর্য্যন্ত যথাক্রমে স্থানীয় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে বিশাল জনসমাবেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা এবং ৫ই মে তারিখে ছায়াচিত্রে শ্রীপ্রহ্লাদলীলা প্রদর্শনমুখে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত-প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষাসমূহ মধুর ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া সাধারণের পরমার্থ পিপাসা বৃদ্ধি করেন। অনন্তর ৬ই মে তারিখে স্থানীয় সজ্জনগণের প্রবল আগ্রহে মেলার মাঠস্থ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জীউর শ্রীনাট্যমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনমুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা ও লীলাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নির্ভীককণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রসম্বলিত দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। পরে ৭ই ও ৮ই মে যথাক্রমে বি, কে, রোডস্থ শ্রীযুত ক্ষীরোদমোহন রায় ও মন্ত্রীরোডস্থ শ্রীযুত পলাশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের গৃহে এবং ৯ই হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত পুনঃ বনমালিপুরস্থ মাননীয় শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দে মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীহরি-কথা আলোচনা করেন।

আগরতলা শহরে এবম্প্রকারে ত্রয়োদশ দিবসব্যাপী বিপুলভাবে শ্রীহরি-কথাকীর্ত্তনান্তে ১৩ই মে তারিখে তথা হইতে ১২৫ মাইল দূরবর্ত্তী ধর্ম্মনগর শহরে উপস্থিত হইয়া প্রচারকার্য্যাদি করিতেছেন।

উপরোক্ত শ্রীভাগবত-সভা ও ধর্ম্মসভাসমূহের আদি ও অন্তে প্রত্যহই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গীত হইত। বলা বাহুল্য উক্ত সভাগুলিতে বহুল জনসমাবেশ হওয়ায় মাইক্রোফোনের সহায়তা লইতে হইয়াছিল।

—শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী

শ্রীধাম নবদ্বীপে

অভূতপূর্ব্ব বিরাট রথযাত্রা-মহোৎসব

[নবনির্ম্মিত রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী শুভবিজয়]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ ; ইং ২৪।৫।৬৮

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে** আগামী ১১ই আষাঢ় ১৩৭৫, ইং ২৫শে জুন ১৯৬৮, মঙ্গলবার হইতে ২৩শে আষাঢ় ১৩৭৫, ইং ৭ই জুলাই ১৯৬৮, রবিবার **পর্য্যন্ত** ত্রয়োদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-**সংকীর্ত্তন,** ইষ্টগোষ্ঠী, **শ্রীবিগ্রহগণের** সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক **প্রভৃতি বিবিধ** ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান **হইবে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান **করিলে** সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই **মহদনুষ্ঠানে** যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-**সেবোন্মুখী** সুকৃতি অর্জ্জিতা হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ **উৎসব**-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশ প্রার্থী
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান** বেশখ গোস্বামী মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

SHRI GAUDIYA PATRIKA-PRESS, NABADWIP.

নবদ্বীপে রথযাত্রার সেবা-পঞ্জী *

১। **১১ই আষাঢ়,** ২৫শে জুন, মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১৩ই আষাঢ়,** ২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৪ আষাঢ়,** ২৮শে জুন, শুক্রবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে **শ্রীদেবানন্দ** গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **১৫ই আষাঢ়,** ২৯শে জুন, শনিবার হইতে **১৭ই আষাঢ়,** ১লা জুলাই সোমবার **পর্য্যন্ত** দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **১৮ই আষাঢ়,** ২রা জুলাই, মঙ্গলবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ **৫টা** হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **১৯শে আষাঢ়,** ৩রা জুলাই, বুধবার হইতে **২১শে আষাঢ়,** ৫ই জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **২২শে আষাঢ়,** ৬ই জুলাই, শনিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

৮। **২৩শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই, রবিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-মহোৎসব সমাপ্তি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

---

* দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৭৫ { ৫ম সংখ্যা



নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২০শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৬ শ্রীধর, ৪৮২ গৌরাব্দ | ৫ম সংখ্যা
মঙ্গলবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ইং ১৬।৭।১৯৬৮

সানুবাদং
শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকা-স্তোত্রম্
[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

সৌভাগ্যাঙ্ক-রথাঙ্গাদি-লক্ষিতানি পদানি বাং।
কদা বৃন্দাবনে পশ্যন্নন্দিষ্যাম্যয়ং জনঃ ॥৩০॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে সৌভাগ্যসূচক চক্রাদিচিহ্নে চিহ্নিত তোমাদের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া কবে আমি আনন্দিত হইব ? ॥৩০॥

সর্ব্বসৌন্দর্য্য-মর্য্যাদানীরাজ্যপদনীরজৌ।
কিমপূর্ব্বাণি পর্ব্বাণি হা মমাক্ষ্ণোর্বিধাস্যথ ॥৩১॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীমতি রাধিকে ! জগতে যত সৌন্দর্য্য আছে উহারা তোমাদের পাদপদ্ম নীরাজন করিতেছে, অতএব এবম্বিধ পাদপদ্ম দর্শন দিয়া তোমরা আমার নয়ন-যুগলের অপূর্ব্ব উৎসব কবে বিধান করিবে ? ॥৩১॥

সুচিরাশাফলাভোগ-পদাম্ভোজ বিলোকনৌ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য ভবেতমিহ কিং ভবে ॥৩২॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! রাধিকে! তোমাদের পাদপদ্ম দর্শন করিলে জীবের চিরবৃত্তি আশাফল পরিপূর্ণ হয়, অতএব এই জন্মে তোমরা আমার কি নয়নগোচর হইবে? ॥৩২॥

কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জ-কন্দরে সুন্দরোদয়ৌ।
খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্যে সুরতৌ নাতিদূরতঃ ॥৩৩॥

হে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ! হে দয়াময়ি শ্রীরাধিকে! বৃন্দাবনের নিকুঞ্জস্থানে ও গোবর্দ্ধনগুহায় তোমরা স্বচ্ছন্দরূপে বিহার করিতেছ, ঐ সময়ে নিকটস্থ হইয়া তোমাদের যুগলরূপ কবে দর্শন করিব? ॥৩৩॥

গুর্ব্বায়ত্ততয়া ক্বাপি দুর্ল্লভান্যোন্যবীক্ষণৌ।
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা ॥৩৪॥

তোমরা গুরুজনের নিকট অবস্থিতি করিলে ঐ সময়ে তোমাদের পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ হয়, অতএব সেই সময়ে পরস্পরের সন্দেহ বাক্যরূপ অমৃতদান করিয়া আমি কবে তোমাদিগকে আনন্দিত করিব? ॥৩৪॥

গবেষয়ন্তাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে।
সঙ্গময্য যুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকম্ ॥৩৫॥

বৃন্দাবনমধ্যে তোমরা বিরহব্যগ্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অন্বেষণ করিবে, ঐ সময়ে আমি তোমাদিগকে মিলন করাইয়া দিয়া তোমাদের নিকট হইতে হার পদকাদিরূপ পারিতোষিক কবে প্রাপ্ত হইব? ॥৩৫॥

পণীকৃতমিথোহার-লুণ্ঠনব্যগ্রহস্তয়োঃ।
কলিং দ্যূতে বিলোকিষ্যে কদা বাং জিতকাশিনোঃ ॥৩৬॥

কণ্ঠস্থিত মণিহার পণ রাখিয়া তোমাদিগের দ্যূতক্রীড়াদি আরম্ভ হইলে ঐ দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়াছি বলিয়া তোমরা পরস্পর কলহ করিবে, এবং মণিময় হার লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে, শ্রীবৃন্দাবনবিপিনে কবে তোমাদিগের ঐরূপ অপ্রাকৃতলীলা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব? ॥৩৬॥

কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ।
পাদসম্বাহনং হন্ত জনোঽয়ং রচয়িষ্যতি ॥৩৭॥

কণ্ঠস্থ হার পণ রাখিয়া তোমাদের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়াছি বলিয়া তোমরা পরস্পর কলহ করিবে এবং হার লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে, শ্রীবৃন্দাবনে তোমাদের এইরূপ ভাব আমি কবে দর্শন করিব ? ॥৩৭॥

কন্দর্পকলহোদ্ঘট্টক্রটিতানাং লতাগৃহে।
কদা গুম্ফায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ ॥৩৮॥

লতাগৃহে কন্দর্পকলহে তোমাদের কণ্ঠভূষণ হার ক্রটীত হইলে উহা পুনরায় গাঁথিবার নিমিত্ত তোমরা কবে আমাকে নিযুক্ত করিবে ? ॥৩৮॥

কেলিকল্লোলবিশ্রস্তান্ হন্ত বৃন্দাবনেশ্বরৌ।
কর্হি কর্হি পতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্ ॥৩৯॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরী! কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের কেশপাশ আলুলায়িত হইলে পুনর্ব্বার ঐ কেশজাল বন্ধন ও ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা ভূষিত করিয়া কবে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে ? ॥৩৯॥

কন্দর্পকেলিপাণ্ডিত্য-খণ্ডিতাকল্পয়োরহং।
কদা বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলম্ ॥৪০॥

কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের পরস্পরের বেশভূষা বিগলিত হইলে তিলকশূন্য ললাটে পুনর্ব্বার তিলক দিয়া কবে আমি তোমাদিগকে বিভূষিত করিব ?॥৪০॥

দেবোরস্তে বনস্রগ্ভির্দৃশৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি ॥৪১॥

হে দেব! নিকুঞ্জবনে তোমার বনমালাশূন্য হৃদয়ে বনমালা পরাইয়া, হে দেবি! তোমার কজ্জলশূন্য নয়নে কজ্জল পরাইয়া কবে তোমাদিগকে বিভূষিত করিব ? ॥৪১॥

জাম্বুনদাভ-তাম্বুলীপর্ণান্যবদলয্য বাং।
বদনাম্বুজয়োরেষ নিধাস্যতি জনঃ কদা ॥৪২॥

স্বর্ণবর্ণ তাম্বুলপত্র শিরাশূন্য করিয়া (শির ফেলিয়া) খদিরচূর্ণাদি উপকরণে সজ্জিত করত উহা তোমাদের বদনপদ্মে কবে আমি অর্পণ করিব ? ॥৪২॥

ক্বাসৌ দুষ্কৃতকর্ম্মাহং ক্ব বামভ্যর্থনেদৃশী।
কিম্বা কম্বা ন যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী ॥৪৩॥

এই পাপাসক্ত আমি কোথায় এবং আমার এই সকল অসম্ভাবনীয় প্রার্থনাই বা কোথায়? বস্তুতঃ আমার পক্ষে এ সকল অযোগ্য প্রার্থনা হইলেও তোমাদের রূপমাধুরী ও লীলামাধুরী ব্যক্তিমাত্রকেই উন্মাদিত করে; সুতরাং উন্মত্ত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি ॥৪৩॥

যয়া বৃন্দাবনে জন্তুরনর্হোঽপ্যেষ বাস্যতে।
তয়ৈব কৃপয়া নাথৌ সিদ্ধিং কুরুতমীপ্সিতাম্ ॥৪৪॥

হে নাথ বৃন্দাবনেশ্বর! হে দেবি শ্রীরাধিকে! আমি যাহার দ্বারা এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছি, সেই ভবদীয় কৃপাই আমার অভীষ্টসিদ্ধি করুন ॥৪৪॥

কার্পণ্যপঞ্জিকামেতাং সদা বৃন্দাটবীনটৌ।
গিরৈব জল্পতোঽপ্যস্য জন্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতম্ ॥৪৫॥

॥*॥ ইতি কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥*॥

হে বৃন্দাবনবিহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! অয়ি বৃন্দাবনবিহারিণি শ্রীরাধিকে! এই কার্পণ্যপঞ্জিকা-নামকস্তোত্র আমি বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা অনুশীলন করিতেছি, অতএব প্রার্থনা এই, যেন আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয় ॥৪৫॥

॥ ইতি কার্পণ্যপঞ্জিকা সমাপ্তা ॥

উজ্জ্বল রস ও গৌরনাগরী মত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র
(ত্রিচি) মাদ্রাজ
৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

মথুরা হইতে ২৪শে কার্ত্তিক তারিখে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পরবর্ত্তিকালের ভ্রমণবৃত্তান্ত আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এই কয়েকদিন শ্রীমান্ রামবিনোদের বিরহে নিতান্ত কাতর থাকায় পত্র দিতে পারি নাই। তাঁহার সহসা শ্রীব্রজধামে অভিযান হইবে জানিতে না পারায় ভ্রমণ স্থগিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু উড়ুপীক্ষেত্র দর্শন করিবার আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই

নাই বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কয়েকটী স্থান দর্শন করিলাম। অনেকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করিবার ও দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বলিয়া মাদৃশ গৌরবিমুখজনের তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। আর্য্যাবর্ত্তে স্থানে স্থানে ভ্রমণে শারীরিক অসুস্থতা এবং শ্রীরামবিনোদের আমাদিগের বর্ত্তমান ভূমিকা হইতে মহাপ্রয়াণ আরও কিছুদিবস ভ্রমণের অন্তরায়রূপে উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, এক্ষণে স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বপত্রে মথুরায় উপস্থিতির কথা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এখন সংক্ষেপে জানাইতেছি।

আমি ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার দিবস পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে যাই। পূর্ব্বদিবস 'শ্রীরাধারমণ ঘেরা'র অন্তর্গত শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে শ্রীল বন মহারাজের এবং শ্রীল তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। আমি ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়দাসকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীগৌড়দাস তাঁহার কুঞ্জের সকল ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করি। বৈকালে শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও সমাগত অনেকগুলি গৌড়ীয় ভদ্রলোক আমাকে কিছু হরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের জন্য কিছু বলিয়াছিলাম।

আমার সেদিনের বক্তব্য-বিষয়ের সার এই যে, মর্য্যাদাপথে যে বৈধ-উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বপর। জড়প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনায় পূজ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত-মাধুর্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি, সাধ্য-অনুভব এবং সাধ্য-অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তারতম্য-বিচারে উপেক্ষণীয় নহে। তদুপলক্ষে আমি কতিপয় বিচার অবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপপ্রতীতি বৈধ-পরতত্ত্ব-নির্দ্দেশকারী ব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্ত-গণের বাহ্যজগতের গুণত্রয়সম্বন্ধ পরতত্ত্ববিচারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও

শুদ্ধভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্ব-সহ স্বয়ংরূপের সর্ব্বদা নিত্যবৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব-বৈভব প্রকটিত, তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগপথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতানিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্বকারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তি স্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎ পরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাঁহারা পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভবপ্রকাশরূপ বিচারে আবদ্ধ করেন।

শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রস-সমুদ্রের অমৃতবিন্দু-পানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রী ও তদনুগত শ্রী-সম্প্রদায়ের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সৌন্দর্য্য-দর্শনে অধিকার নাই।

এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্ত্তমানকালে নদীয়া-নাগরীসম্প্রদায় কৃষ্ণবৈভবপ্রকাশ বিগ্রহের অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনাদিগকে 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি কল্পিত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জড়রসে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরী-দল গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্য-রসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে স্থাপনপূর্ব্বক আপনা-দিগকে কল্পিত জড়রস হইতে অতিক্রান্তজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-ছলনায় গৌরহরির বৈভবপ্রকাশপর কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণসেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জ্বলতার অভাবমাত্র লক্ষিত হয়।

অনুজ্জ্বল মধুর রস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত; সুতরাং উহা দাসরসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতি-পত্নীগত রসকে 'মধুর রস' বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃতপ্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহস্র যোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুর-প্রতিমরসকে 'বিশুদ্ধদাস রস' বলিয়াই জানেন। দাস্যরসে, দাসের হৃদয়ে গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিশ্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিগ্রহাভিন্ন ঔদার্য্য-লীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যচিদানন্দ-স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে

তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈধহৃদয় ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বা 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থ পাঠে যে মধুর-রসপর্য্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাব মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শ্রীগৌরানুরাগ, শ্রীসত্যভামার বা শ্রীকমলার দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বল রসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর রস জাতীয়। সুতরাং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয় বিচারই উজ্জ্বল রস। কিন্তু রুচিপ্রধানপথে অনুন্নত অনুজ্জ্বল দাস-রসে মধুর-রস-ভ্রান্তি 'মধুর রস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীসনাতনগোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' ও শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'র আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় আলঙ্কারিকের বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত হইতে পারে ও গৌরনাগরী-ভাবের দৌরাত্ম্য অশাস্ত্রীয় বলিয়া বুঝা যায়।

আমার সে দিবস অনেকগুলি কথা বলিবার ছিল কিন্তু বৈধবিচারে শ্রীমূর্ত্তির সেবনকাল উপস্থিত হওয়ায় আমি ঐগুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ পাই নাই।

বক্তৃতায় বিষয়টী দুর্বোধ্য হইল বলিয়া গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় ধন্যবাদমুখে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন।

ঐ সকল কথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও আমি তৎপর-দিবস শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইতে পারি নাই। কোন সময়ে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমরা সেই রজনীতে শ্রীরাধারমণ ঘেরায় বাস করিয়া প্রাতে ভক্তবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরিদাস মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া টঙ্গায় শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভজনক্রিয়া)

১। ভজন-নৈপুণ্য কি ?

"সাধন-যোগেনাচার্য্য-প্রসাদেন চ তূর্ণং তদপনয়নমেব ভজননৈপুণ্যম্ ॥" অর্থাৎ "সাধনযোগে এবং আচার্য্য-প্রসাদে শীঘ্র (সেই) অনর্থ চারিটী দূর করাই ভজন-নৈপুণ্য।" —আঃ সূঃ ৭।৫

২। ভজন-ক্রিয়া কি কি ?

"সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্তনিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে।" —প্রেঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

৩। কাঁহার আশ্রয় ঘটিলে ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ?

"মহাভাগবতের আশ্রয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ—ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ১০, সঃ তোঃ ৭।৩

৪। সদ্‌গুরুকরণ-ব্যাপারে কুলগুরু গ্রহণের অপেক্ষা আছে কি না ?

"গুরুবরণের পূর্ব্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই।" —'গুর্ব্বজ্ঞা' হঃ চিঃ

৫। বৈষ্ণবসেবায় উপেয়-বুদ্ধি কি ?

"বৈষ্ণবসেবায় 'উপায়-বুদ্ধি' পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 'উপেয়-বুদ্ধি' সর্ব্বদা করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায়—এরূপ বুদ্ধিকে 'উপায় বুদ্ধি' বলে। অন্য বহু সুকৃতির ফলেই বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়—এই বুদ্ধিকেই 'উপেয় বুদ্ধি' বলে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ১২, সঃ তোঃ ৭।৩

৬। ভজন-প্রয়াসীর নিদ্রাভঙ্গের সময় হইতে কর্ত্তব্য কি ?

"নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া গুরুপরম্পরা-প্রথানুসারে ভগবৎ-ভাগবতের নাম উচ্চারণ করিবে।"　　—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ১৬, সঃ তোঃ ৭।৩

৭। ভজন-প্রয়াসীর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কি ?

"প্রতিদিন এক ঘটিকা গুরুর সদ্‌গুণ-সকল বিশ্বাস-পূর্ব্বক বর্ণন করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ', ৪৪, সঃ তোঃ ৭।৪

৮। গুরু ও বৈষ্ণবে কিরূপ সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে হইবে ?

"স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করতঃ তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ৪, সঃ তোঃ ৭।৩

৯। বৈষ্ণবের তিরস্কার কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ?

"যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ৫৩, সঃ তোঃ ৭।৬

১০। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি ও আচরণ কিরূপ হইবে ?

"ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য এবং সংসারের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন।"

—'শ্রীঅর্থ-পঞ্চক', সঃ তোঃ ৭।৩

১১। অনর্থ দূর করিবার কৌশল কি ? ব্রজভজনের রহস্য কি ?

"কৃষ্ণ যে-সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, স্বীয় চৈত্যরাজ্যে সেই সকলের উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্য ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থ দূর করেন। আর যে সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর করিবে,—ইহাই ব্রজ-ভজনের রহস্য।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১২। ভজনের ক্রম কি ?

"ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয়॥
সাধুসঙ্গ ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজনশিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্র-দীক্ষা॥

ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয়॥

নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ॥

রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায়॥

নামাসক্তি ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয়॥"

—ভঃ রঃ, 'প্রথম যাম-সাধন'

১৩। ক্রমপথ পরিত্যাগ করিলে কি অনর্থ উপস্থিত হয়?

"অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তি অভাবে॥

সাবধানে ক্রম ধর' যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি' শুদ্ধ বুদ্ধি পাও॥"

—ভাঃ রঃ, 'প্রথম যাম-সাধন'

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব-বাসরে স্তব-কুসুমাঞ্জলি

ব্যাসাভিন্ন গুরুদেব, তব পদে রাখি মোর নতি।
তোমার আবির্ভাব-ক্ষণ,—মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি
এসেছ ভুবন-মাঝে আজি; তাই তব পূজা লাগি'
আয়োজন করে কত ভক্তজনে সারা বিশ্ব-ব্যাপি'।
ধর্ম নাম—বলি' যবে হাঁক ছাড়ে পাষণ্ডীর দলে,
মহাপাপ-পঙ্কে মজি' সারা, বিশ্ব যায় রসাতলে;
সেইক্ষণে চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মের প্রাবল্য নিরখি'
উদ্ধারিতে আর্ত্তজনে এলে হেথা গোলোক তেয়াগি'।
কত লীলা প্রকাশিলে ধরনীর কোলে দিনে দিনে।
ভকত চিনিল তোমা'; জহুরী কি চিনে না রতনে?

গৌর-গুণ-গাথা ভক্তি-রস-সার করিয়া প্রচার
ঘুচালে ধর্ম্মের গ্লানি, এ জগতে বাঁচালে আবার।
আনিলে সে' নিত্যধাম হ'তে শুদ্ধ ভক্তি ভাগীরথী
সমস্যা-জরিত বিশ্বে বদ্ধ জীবে উদ্ধারের লাগি'।
শ্রীগৌড়ীয়গণের হইলে আশ্রয়। তব কৃপা-বলে
মায়া মুক্ত হ'য়ে জীবে লভে সেই গোবিন্দ-চরণ।
কত উপদেশ দানি' জীব-হিত করিছ সাধন ;
প্রচারিছ হরিনাম এ জগতে করিতে নিস্তার,
বিশ্ব আজি উল্লসিত হেরি' তব বৈভব অপার।
প্রভো ! তুমি ঘুচাইছ জগতের অজ্ঞান-আঁধার,
তব পদাশ্রয় লভি' গেথে জীবে ভক্তি-সার।
কত জীবে উদ্ধারিলে ওগো নাথ করুণা-সাগর,
রহিল পড়িয়া শুধু ভক্তিহীন এ দীন পামর !
মো-সম পাতকীজনে কবে প্রভু করিবে গো দয়া ?
কবে অপরাধ ক্ষমি' উদ্ধারিবে দাস্য-যোগ দিয়া ?
শরণ লইনু তব, আর কভু যাইব না ছাড়ি'
তব পাদপদ্ম-সেবা দিও মোরে যুগ যুগ ধরি'।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল (কবিভূষণ)

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩২)

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। (ভাঃ ১১।২০।৯)

শ্রীভগবানের উক্তি,—যতদিন কর্ম্মবিষয়ে বৈরাগ্য অথবা মৎকথা-শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, ততদিন কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবে। কর্ম্ম অর্থে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল।

শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তু উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥ (পাদ্ম)

শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সে-ই আজ্ঞাচ্ছেদী আমার বিদ্বেষী। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি আমার ভক্তরূপে পরিচিত হইলেও বৈষ্ণব নহে। এই বচনোক্ত দোষও এস্থলে সম্ভব হয় না। যেহেতু আজ্ঞা পালনই হইয়াছে। পরন্তু নির্ব্বেদ ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে যদিও কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেও আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। এবিষয়ে—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ॥

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ অবগত হইয়াই আমার আদিষ্ট ধর্ম্মসকল ত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনি পরম সাধু। এস্থলে ভক্তির দৃঢ়তা-নিবন্ধন অধিকার নিবৃত্তিহেতু স্বধর্ম্মসকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিবৃত্তাধিকার-বিষয়ে শ্রীকরভাজনের উক্তি—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)

যিনি কৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, পিতৃগণ, মনুষ্য বা অন্য প্রাণীর ভৃত্য নহেন বা তাঁহাদের নিকট ঋণীও নহেন। অতএব ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার কৃত্য নাই। এস্থলে দেবতাদিগের ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য বিচার জ্ঞাতব্য। গরুড় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

অয়ং দেবো মুনির্বিপ্র এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
ইত্যাখ্যা জায়তে তাবৎ যাবন্নার্চ্চয়তে হরিম্॥

এই দেবতা, মুনি, ব্রহ্মা বা বৃহস্পতি আমার বন্দনীয়—মানবের এইরূপ জ্ঞান ততদিনই হইয়া থাকে, যতদিন তাহারা শ্রীহরির অর্চ্চন না করে। সুতরাং বিরুদ্ধ কর্ম্মাচরণের জন্য তাহার কোন প্রায়শ্চিত্তাদি কৃত্যও নাই। যেহেতু ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না। যদিও দৈবাৎ কোন বিরুদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতি দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা পরবর্ত্তিশ্লোকে বলা হইতেছে—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪২)

স্বীয় পাদমূল-ভজনরত অন্যভাবত্যক্ত প্রিয় ভক্তের যদি কথঞ্চিৎ বিরুদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হয় তবে তদীয় হৃদয়স্থিত শ্রীহরি সে সমস্তই দূরীভূত করেন। ত্যক্তান্যভাব অর্থে যিনি অন্যদেবতার ভক্তিবিশিষ্ট নহেন। তচ্ছলে শরণাপত্তি ও শ্রদ্ধা উভয়ের একার্থত্ব লব্ধ হইতেছে। যেহেতু শ্রদ্ধা অর্থে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশ্বাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুরও উক্তি—

শ্রদ্ধা-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

শাস্ত্রে অশরণাগত ব্যক্তির ভয় ও শরণাগতের অভয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবতাগণের তৃপ্তি সম্পাদন উদ্দেশ্যেও তাঁহাদের পৃথক্ পূজা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু (ভাঃ ৪।৩১।১৪) বলিয়াছেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেরূপ বৃক্ষের মূল সেচনের দ্বারা শাখা-পল্লবাদি সকলেরই পরিতৃপ্তি হয়, প্রাণে আহার দিলে সকল ইন্দ্রিয়েরই আহার হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীঅচ্যুতের পূজায় সকল দেবতাদি সকল প্রাণীরই অর্চ্চন হইয়া যায়।

কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির ভক্তি বিঘ্নদ্বারা স্থগিত হইলেও কর্ম্মত্যাগহেতু অনুতাপের কারণ নাই। কারণ শ্রীভাগবতের উক্তি—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ (১।৫।১৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অপক্ক দশায়ই ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগহেতু অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন ব্যতীত কেবল স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য ভগবানের উক্তি—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং

সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" হে অর্জ্জুন, তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক (কৃষ্ণচন্দ্র) আমারই শরণাগত হও। (তাহাতে যদি পাপ হয় মনে কর তবে) আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি কোন প্রকার শোচনা করিও না—এই উক্তির সহিত দেব-ঋষি-পিতৃ-ভূতাদির কিঙ্কর নহেন এই পূর্ব্বোক্ত উক্তির তুল্যার্থ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব ভক্তির প্রারম্ভেই স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গৌতমীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—

ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥

যাঁহারা সতত অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করেন, তাঁহাদের জপ, অর্চ্চন, ধ্যান বা কোনরূপ বিধিনিয়ম বর্ত্তমান নাই। ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবানের সর্ব্বগুহ্যতম উক্তি— মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর—এই বাক্যেও অনন্যভক্তির কথা উপদিষ্ট হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে রাজর্ষি ভরতের সম্বন্ধে উক্তি—

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্।
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্পি॥

সেই রাজা কেবলমাত্র হে যজ্ঞেশ, হে অচ্যুত, হে গোবিন্দ, হে মাধব, হে অনন্ত, হে কেশব, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, হে হৃষীকেশ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতেন, পরন্তু স্বপ্নেও অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করিতেন না। এস্থলে তাঁহার অন্য বচনোচ্চারণের অবকাশাভাবে অন্যবচনময় কর্ম্মান্তরের ত্যাগই হইয়াছিল। পদ্মপুরাণেও উক্তি আছে —

সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥

সর্ব্বধর্ম্মরহিত, কেবলমাত্র বিষ্ণু-নামোচ্চারণকারী ব্যক্তি অনায়াসে যে গতি লাভ করেন, অন্য সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না। অতএব অন্য মতেও মনুষ্যের অনন্যভক্তিতে অধিকার ও কর্ম্মাদির অনধিকার সমর্থিত হইয়াছে। পরন্তু শ্রদ্ধার অস্তিত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাই বিচারিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯।২২)

যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমি সেই নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করি। বিশেষতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শাস্ত্রে ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াসকলের ঐহিক ব্যবহারিক প্রভাব শ্রবণেও তাহাতে অবিশ্বাসযুক্ত হন না। অতএব তাঁহার তদ্‌বিষয়ে প্রাকৃত দ্রব্যাদির তুল্যজ্ঞানে দোষানুসন্ধানমূলে কখনও অপ্রবৃত্তিও হয় না। উক্ত বস্তুসমূহের বাস্তবিকই তাদৃশ প্রভাব বর্ত্তমান। যথা—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্॥

শ্রীহরির শুভপাদোদক অকালমৃত্যু নিবারণ, সর্ব্বব্যাধিবিনাশ ও সর্ব্বদুঃখপ্রশমন করেন। কেহ কেহ তাহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও নিজের অপরাধদোষে সম্প্রতি ফলাভাব দর্শনে বিরতই হইয়া থাকে।

"যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

অর্থাৎ যিনি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করেন, তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুদ্ধ হইয়া থাকেন। এই বাক্যে শ্রদ্ধাবান হইয়াও ভক্তগণ পুনরায় যে স্নানাদির আচরণ করেন তাহা কেবল শ্রীনারদ ব্যাসাদি সজ্জনগণের প্রবর্ত্তিত আচারের গৌরব রক্ষার্থই জানিতে হইবে; অন্যথা তল্লঙ্ঘনেও অপরাধ হয়। যেহেতু লোকের কদাচার প্রভৃতির নিবারণার্থই তাঁহারা ঐসকল নিয়ম বিধান করিয়াছেন। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয় দশায়ই সর্ব্বসিদ্ধি-লাভার্থীর ন্যায় তদ্‌বিষয়ের অনুবৃত্তি চেষ্টাই হইয়া থাকে। সিদ্ধি-শব্দে এস্থলে অন্তঃকরণস্থিত কামাদি দোষনাশক শ্রীহরিবিষয়ক পরমানন্দস্ফূর্ত্তি জানিতে হইবে। উক্ত স্বার্থসাধনের অনুক্ষণ চেষ্টায় দম্ভ-প্রতিষ্ঠাদিযুক্ত চেষ্টালেশও হয় না। সুতরাং জ্ঞানতঃ মহাজনাবজ্ঞাদিরূপ অপরাধও উপস্থিত হয় না। অতএব শ্রীমহাদেবের প্রতি চিত্রকেতুর যে অপরাধ ঘটিয়াছিল, তাহাতে মহাদেবের কৌশলে আত্মগোপন করায়ই ভাগবতচরিত্রবিষয়ে চিত্রকেতুর অজ্ঞানই কারণ হইয়াছিল। যদিও শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধকর্ম্মাদিহেতু বিষয়-সম্বন্ধের অভ্যাস হয়, তথাপি বিষয় সম্বন্ধকালেও তাহাকে বাধাপ্রদান করত দৈন্যরূপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ভাঃ ১১।২০।২৮ উক্তিতে—"জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ

গর্হয়ন্" এবং "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ" অর্থাৎ উক্ত কামসমূহের উপভোগ করেন অথচ পরিণাম দুঃখজনকত্বহেতু নিন্দাও করেন এবং আমার ভক্ত যদিও বাধিত হন ইত্যাদি স্থলে ইহাই উক্ত হইয়াছে। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্"—যদিও সুদুরাচার ব্যক্তি আমাকে অনন্য ভাবে ভজন করে,—ইত্যাদি বচনোক্ত ব্যক্তির অনন্যভাগীর লক্ষণদ্বারা যে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাহা "যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করে" ইত্যাদি বাক্যোক্ত শ্রদ্ধার ন্যায় লোকাচার-পরম্পরাপ্রাপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহা শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্যজ্ঞান হইতে উৎপন্ন নহে। কারণ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সুদুরাচারতা সম্ভবপর হয় না। যেহেতু—

পরপত্নী-পরদ্রব্য-পরহিংসাসু যো মতিম্।
না করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

"পরপত্নী, পরদ্রব্য বা পরহিংসায় যাহার মতি হয় না, কেশব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন" এই বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। "অপি চেৎ সুদুরাচার" শ্লোকে "অপি" শব্দ দ্বারা দুরাচারতার হেয়ত্বই প্রকাশিত। বিশেষতঃ তাহা হইলে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি" তাদৃশ ব্যক্তি সত্বরই ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্যশান্তি লাভ করেন—এই পরবর্ত্তিবচনও সঙ্গত হয় না। কিন্তু নামবলে পাপবুদ্ধিরূপ অপরাধ হয়। অতএব উক্ত শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় ভক্তি-বিষয়ে অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণরূপে গ্রাহ্য নহে, কিন্তু তাদৃশ শ্রদ্ধাদ্বারাও ভক্তি সত্ত্বগুণের হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে প্রবৃত্ত হন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরমগতি লাভ করিতে পারেন না।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

এই গীতাবাক্যোক্ত দেবতান্তর পূজার ন্যায় নিরর্থক হয় না—এইরূপ প্রশংসার্থই শ্রদ্ধা-শব্দের গ্রহণ জানিতে হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এই শ্রদ্ধার পূর্ণত্বাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—

কিং সত্যমনৃতঞ্চেহ বিচারঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
বিচারেঽপি কৃতে রাজন্ সত্যপরিবর্জ্জনম্।
সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাৎ তদা শ্রদ্ধা মহাকলা॥

কোন্ বস্তু সত্য এবং কোন্ বস্তু মিথ্যা এইরূপ বিচারের পর অসত্য পরিবর্জ্জন সিদ্ধ হইলে মহাফলদায়িনী শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করে। অতএব শ্রদ্ধার উৎপত্তিলক্ষণসকল উপরিউক্তভাবে বর্ত্তমান থাকায় সম্প্রতি "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" যে ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হয় ইত্যাদি এবং "মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" আমার কথা শ্রবণাদিতে যতদিন শ্রদ্ধা না জন্মে ইত্যাদি বিধান হইতেছে। এইরূপে অধিকারী ও অনধিকারীর বিষয় বর্ণনের জন্যই শ্রীভগবান্ ও নারদের এইরূপ বাক্য ব্যবস্থিত রহিয়াছে। যথা শ্রীভগবানের বাক্য—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ (গীতা)

বিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। এবিষয়ে নারদবাক্য—

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতরেতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥

হে ব্যাসদেব, আপনি শ্রীহরির কীর্ত্তিবাহুল্য বর্ণন ব্যতীত শ্রীমহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর ও প্রত্যুত বিরুদ্ধই হইয়াছে। স্বভাবতঃ কাম্য-কর্ম্মাদিতেই মানুষের অনুরাগ বর্ত্তমান। এ অবস্থায় আপনি তাদৃশ নিন্দনীয় কাম্য-কর্ম্মাদিকে ধর্ম্মরূপে নির্ণয় করায় অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। যেহেতু তাহারা আপনার বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া কাম্যকর্ম্মকেই মুখ্যধর্ম্মরূপে স্থির করিবে। অতঃপর তদ্বিষয়ের নিষেধ-বচন গ্রাহ্য হইবে না।

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥"

(ভাঃ ৬।৯।৪৭)

যিনি স্বয়ং নিঃশ্রেয়স (পরম মঙ্গল) অবগত আছেন তিনি কখনও অজ্ঞগণকে প্রবৃত্তিমার্গে উপদেশ করেন না। রোগী বাঞ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য তাহাকে কখনও কুপথ্য প্রদান করেন না।

এস্থলে অধিকার বিষয়ে শ্রদ্ধাই হেতু এবং সেই শ্রদ্ধা অজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব; তথাপি কোনরূপ প্রাচীন সংস্কার বিচার দ্বারা তাহার অধিকার নির্ণয়পূর্ব্বক উপদেশ প্রদানে কোন দোষ নাই। অন্যথা শ্রদ্ধাহীনের প্রতি উপদেশ প্রদানে উপদেশকেরই নামাপরাধ দোষ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

স্বজনবিয়োগও ভগবানের কৃপা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬ পৃষ্ঠার পর)

স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে আমরা বিচার করিয়াছি যে, আমাদের এই সকল স্বজনগণ আমাদিগকে মঙ্গলবিধান করিতে পারে, এমনকি ইহারা না থাকিলে বোধ হয় এই সংসারে জীবন ধারণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। আবার ঐ প্রকারের বিচারবশে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, অহো! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তান-যুক্তা ভার্য্যা এবং আমার পুত্রগণ আমার অবর্ত্তমানে আমা ব্যতীত দীন, দুঃখিত ও অনাথ হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে? অর্থাৎ আমিই যেন তাহাদিগের রক্ষক ও পালক এইরূপ অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অবিবেকী হইয়া এবং গৃহবাসনায় এইরূপ ভাবে বিক্ষিপ্তচিত্ত অতৃপ্ত হইয়া আত্মীয়স্বজনগণের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুর পরে অন্ধতামিস্র নরকের দিকে অর্থাৎ অধম যোনিতে প্রবেশ করিতেছি। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে আমার আত্মীয়স্বজনগণের ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই রক্ষক ও পালক তাহা কোন দিন ভাবিবার অবসর পাই নাই। এরূপ স্বজনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকায় ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত স্নেহের দ্বারা আমরা এরূপই আচ্ছন্ন হইয়া আছি যে, মায়া-প্রদত্ত সেই স্নেহশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ খুঁজিয়া পাই না। এমন কি সেই স্বজনবিয়োগে বুক ফাটিয়া যায়। সাধুজনগণের সঙ্গ ও কৃপা লাভ হইলে আমরা শ্রীনারদের মত বুঝিতে পারিব যে, এইসকল স্নেহবন্ধন বা মায়াপাশ হইতে মুক্ত হওয়াই মঙ্গলের লক্ষণ। কিন্তু ঐরূপ **স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইবার পক্ষে ভগবৎকৃপাই একমাত্র সম্বল।** ভগবৎকৃপা লাভ হইলে অনায়াসেই এরূপ সুযোগ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীনারদের ঐতিহ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মে কোন দাসীগর্ভসম্ভূত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানিতে পারা যায়, তিনি বলিয়াছেন, 'আমার মাতা এক অবলা স্ত্রীজাতি, স্বভাবতঃ বুদ্ধিহীনা ও পরাধীনা দাসী, তাহাতে আবার আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র, সুতরাং আমি ছাড়া তাহার অন্য কেহ নাই। তাই তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। আমি মাতার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া কবে তাঁহার স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইব এইরূপ প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একদিন রাত্রিকালে আমার মাতাকে এক কাল-প্রেরিত সর্প পদাহত হইয়া পথিমধ্যে দংশন করিল।

তাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তৎকালে তাঁহার মৃত্যুকে ভগবানের কৃপা মনে করিয়া ভগবদ্ভজন উদ্দেশ্যে আমি স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম। এতদ্ব্যতীত অভিশাপগ্রস্ত শূকরযোনিপ্রাপ্ত স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবের দৃষ্টান্তেও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শূকররূপী ইন্দ্রের স্বজন-বিয়োগই যে তাঁহার পক্ষে স্বরূপোদ্বোধন-বিষয়ে ভগবৎকৃপার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপতঃ বিচারে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শূকরী ও শূকরগণ-বিনাশে শূকররূপী ইন্দ্রের বহু ক্লেশ দেখা গেলেও, ঐ প্রকার শূকর-শূকরীতে অত্যাসক্ত ইন্দ্রের পক্ষে তাহাই যে পূর্ণমাত্রায় ভগবৎ-কৃপা, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রকার স্বজনগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া ও তাহাদিগের মায়ায় পূর্ণভাবে মুগ্ধ থাকিয়া আমাদিগের নিত্য মঙ্গলের পথ যে ভগবদ্ভজন তদ্বিষয়ে কোন চেষ্টাই আমাদিগের জাগে না। সংসারে আমি বা আমার ঐরূপ স্বজনগণ যখন ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হই বা হয় বা তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বিয়োগ হয়, তখন ভগবানকে নিষ্ঠুর বলিয়া গালি দিয়া থাকি। আমাদিগের ভগবদ্বহির্ম্মুখতার জন্য আমাদিগকে শাসন করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য ও কৃষ্ণ-ভক্তির পথে লইয়া যাইবার জন্য ভগবন্মায়া তাঁহার ব্যতিরেক কৃপা প্রকাশে এই সংসারে ত্রিতাপ-জ্বালা প্রদান করিয়া থাকেন। এবং যাহাতে প্রকৃত আসক্তি ও মমতার বস্তু শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে সম্যক্ প্রকারে আসক্তি জন্মে তজ্জন্য আমাদিগের সৌভাগ্য উদয় হইলে, এই জাগতিক আসক্তি বা মমতা-স্পদের বস্তুগুলিকে ক্রমশঃ অপসারিত করিয়া থাকেন। তাহাতে আমা-দিগের বাহ্য দৃষ্টিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও ঐরূপ স্বজনবিয়োগই যে ব্যতিরেক-ভাবে আমাদিগের প্রতি ভগবৎ-কৃপারই প্রকৃত দৃষ্টান্ত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বজন-স্নেহ বা মমতাই আমাদিগের ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ। ঐ সকল কণ্টক অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃতপক্ষে 'স্ব' বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝিতে পারি না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা আদিগুরু শ্রীব্রহ্মার বাক্যে জানিতে পারি—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণোভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

শ্রীভগবান্ নিজমুখেও বলিয়াছেন,— 'যস্যাহম্ অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ'—অর্থাৎ আমি যাহাকে কৃপা করি তাহার যাবতীয় ধনই সত্বর হরণ করিয়া থাকি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

নীলাচলে শ্রীরূপ গোস্বামী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

রায়রামানন্দ-কর্ত্তৃক বিদগ্ধমাধব-বিচার

রায় রামানন্দ গ্রন্থের বিষয় জানিতে চাহিলে—শ্রীরূপ লজ্জাবশতঃ উত্তর-দানে অশক্য হইবেন আশঙ্কায় শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু তাঁহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া উত্তর দিলেন যে, ইনি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে নাটক লিখিতে-ছেন। পূর্ব্বে ব্রজলীলা এবং পুরলীলা একই নাটকে লিখিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু এখন মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া পৃথক্ করিয়া রচনা করিতেছেন। একখানির নাম 'বিদগ্ধমাধব' এবং অপরখানি 'ললিতমাধব'। গ্রন্থাদির বিবরণ শুনিয়া গৌড়ীয়ের শিক্ষাগুরু শ্রীরামানন্দ 'বিদগ্ধমাধবের' নান্দীশ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা-মহিমা দ্বারা নান্দীশ্লোক লিখিত হইয়াছে। "সংসার-মার্গ-ভ্রমণকারী তাপদগ্ধ জীবকুল অমৃতদ্রবসংযুক্ত হরিলীলা শ্রবণদ্বারা শীতল হউন; এই অমৃত চন্দ্র-সুধার মদোন্মত্ততা দমন করেন এবং ব্রজবধূগণের প্রণয়কর্পূরদ্বারা বিশেষ প্রকারে সুরভিত"। শ্রীরামানন্দ ইষ্টদেবের বর্ণনা শুনিতে চাহিলেন, মহাপ্রভুর আদেশে গোস্বামিবর জগজ্জীবের প্রতি আশীর্ব্বাণী পাঠ করিলেন। অনর্পিতচর উজ্জ্বলরস দান করিবার নিমিত্ত করুণাপরবশ হইয়া যিনি কলিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন সেই সুবর্ণচ্ছটা দ্বারা দীপ্তকান্তি শ্রীগৌরহরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। মহাপ্রভু অন্তরে প্রশংসা করিলেও মুখে অতিস্তুতি হইয়াছে বলিয়া তিরস্কার করিলেন।

রায় রামানন্দ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন্ আমুখ অর্থাৎ কোন্ প্রস্তাবনায় অভিনেতা পাত্রের রঙ্গস্থলে প্রবেশ হইয়াছে? শ্রীরূপ উত্তর দিলেন, "কালস্যামে-প্রবর্ত্তক নাম"। সূত্রধার যে কাল-স্থানের সম্বন্ধে উক্তি করেন, সেই স্থান-কাল অবলম্বন করিয়া পাত্র রণস্থলে প্রবেশ করিলে তাহাকে প্রবর্ত্তক প্রস্তাবনা বলে। পাঁচপ্রকার প্রস্তাবনার মধ্যে ইহা একপ্রকার। তাহার পর প্ররোচনার বিষয় জিজ্ঞাসিত হইল। দেশ-কাল-পাত্রাদির প্রশংসা দ্বারা নাটকের প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার চেষ্টার নাম প্ররোচনা। শ্রীরামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উক্ত প্রণালীর মধ্যে তুমি কোন্‌টি গ্রহণ করিয়াছ? গৌরৈকনিষ্ঠ, গৌরপ্রেমপ্রদাতা শ্রীরূপ

গোস্বামী কহিলেন, "মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছাই আমার নাটকের প্ররোচনা। মহাপ্রভুর কর্ণরসায়ন হওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম। যেখানে মহাপ্রভুর শ্রবণাপেক্ষা নাই, জাগতিক নীতিতে সাহিত্য বলিলেও সুধীগণ তাহাকে রাহিত্য আখ্যা দিয়া থাকেন। **শ্রীভগবানের আনন্দবিধানরহিত কাব্য, গীত প্রভৃতি কখনই সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না।**

ক্রমে ক্রমে প্রেমোৎপত্তি প্রকরণ, পূর্ব্বরাগ, বিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীরামানন্দ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপ নাটকের শ্লোকোদ্ধার-পূর্ব্বক তাহার যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া রায় অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে "গ্রন্থ অমৃততুল্য" বলিয়া প্রশংসা করিলেন। সদৈন্যে শ্রীরূপগোস্বামী উত্তর দিলেন, 'আপনি কৃষ্ণজ্ঞানের ভাস্করস্বরূপ, আপনার তুলনায় আমি ক্ষুদ্র জোনাকী পোকার ন্যায়। আপনার নিকট আমার কিছু কীর্ত্তন করিতে যাওয়া কেবল ধৃষ্টতা মাত্র।

ললিতমাধব-বিচার

রায়ের আদেশে শ্রীললিত-মাধবের নান্দীশ্লোক পড়িলেন। মঙ্গলাচরণে মুকুন্দের যশোগান শুনাইলেন। পরে স্বাভীষ্ট-দেবতার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন।

"যিনি ধরণীতলে উদিত হইয়া নিজ প্রণয়রসসুধা বিতরণ করিতেছেন, তমোরাশি দূর করিতেছেন এবং জগন্মানস বশ করিতেছেন সেই দ্বিজরাজাধি-রাজ শচীনন্দনাখ্যচন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।" মহাপ্রভু শুনিয়া শ্রীরূপকে স্নেহপূর্ণ ভৎর্সনা করিলেন যে, ইহা কৃষ্ণ-কথামৃতসিন্ধুর মধ্যে ক্ষারবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রীরামানন্দ বলিলেন—"অমৃতপূর্ণ কাব্যের মধ্যে শ্রীরূপ এই শ্লোকদ্বারা কর্পূর মিশ্রিত করিয়াছেন।" পূর্ব্বনাটকের ন্যায় প্রস্তাবনাদি-প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ বলিলেন, ইহাতে উদ্ঘাত্যক প্রস্তাবনা এবং বীথী অঙ্গ গৃহীত হইয়াছে। কোন একটী অস্ফুটার্থ শব্দ বুঝিবার নিমিত্ত যখন অন্য একটী পদ যোজনা করা হয়, তখন তাহাকে উদ্ঘাত্যক কহে। বীথী নামক অঙ্গে একটী মাত্র অঙ্ক থাকে। নায়ক কল্পনাপূর্ব্বক আকাশবাণী দ্বারা বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তির আশ্রয়ে রসাদির সূচনা করেন। নাটকের পরবর্ত্তী অংশের ঘটনাবলীর ইঙ্গিত ইহার মুখবন্ধাদিতে নিহিত থাকে। সূত্র যাহা বলেন সাধারণতঃ তাহার অর্থ

শ্রোতৃবৃন্দের নিকট অস্ফুট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পাত্র অন্যশব্দ যোজনা করিয়া তাহার অর্থ স্ফুট করান এবং প্রবেশ করিয়া সূত্রকারের কথিত বিষয় আশ্রয় করিয়াই আপনার উক্তি এবং প্রত্যুক্তির সমাবেশ করেন। ইহার পর নাটকের শ্লোকোদ্ধার করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় অন্যান্য ব্যাখ্যা শুনাইলেন। রায় শুনিয়া অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

'হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' বাণীর সার্থকতা

মহাপ্রভুর স্বীয় পরম স্নেহকৃপা-ভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপাশীর্ব্বাদ নিমিত্ত অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীরূপ দোলযাত্রা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়া পরে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা করেন। অপ্রাকৃত রসশাস্ত্র শ্রীনীলাচলে শ্রীরূপ-লেখনী হইতে আবির্ভূত হইয়া 'হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' শাস্ত্রবাণী সার্থক করিয়াছেন।

—শ্রীকালাচাঁদদাস ব্রহ্মচারী

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

একটী মাত্র অন্ত যাঁহার, তিনি ঐকান্তিক। যাঁহার লক্ষ্য স্থির হয় নাই, যিনি একান্ত না হইয়া নানাবিষয়ে ধাবিত, তিনি ব্যভিচারী। ঐকান্তিকতার অভাবেই ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তখনই ভয়াদি জীবকে আক্রমণ করে। ঐকান্তিকগণ একলক্ষ্য হওয়ায় শান্ত আর ব্যভিচারী ব্যক্তি চঞ্চল মনোরথাবলম্বনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তচিত্ত বলিয়া অশান্ত। সেই জন্য ভগবান্ শ্রীগীতায় ঐকান্তিক হইবার উপদেশ দিয়াছেন,—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যসায়িনাম্॥"

হে অর্জ্জুন, একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া —ঐকান্তিক হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। কারণ, লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া দুই বা বহু হইলে দুই নৌকায় পা দেওয়ার ন্যায় বিপদ্ উপস্থিত হয়। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। বাস্তববস্তু-বিষয়ে ঐকান্তিকতার অভাবেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার আর ঐকান্তিকতার সদ্ব্যবহার। এই ব্যভিচার অমঙ্গলজনক ও দোষাকর হইলেও

লক্ষ্যভ্রষ্ট জীব তাহাকেই বহুমানন করিয়া থাকে; ইহাই অজ্ঞ বদ্ধজীবের স্বভাব। এই ব্যভিচাররত অসৎ ব্যক্তিগণ বহু লোকের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারে না। দুষ্টমনের বশীভূত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তর-গ্রহণের জন্য তাহারা কেবল কষ্টই পায়। ঐকান্তিকগণ সৎ আর ব্যভিচারী ব্যক্তি অসৎ। একজন আত্মধর্ম্মে অবস্থিত আর একজন দেহ-মনোধর্ম্মে আসক্ত। একজন ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আর অন্য জন ভগবৎসম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া অনিত্যবিষয়ে সম্বন্ধস্থাপনের জন্য ব্যস্ত এবং তৎফলে শোক-মোহাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্লিষ্ট ও মর্ম্মাহত। একজন বৈকুণ্ঠাভিমুখী—অন্তর্ম্মুখী বা কৃষ্ণমুখী আর অপর ব্যক্তি তদ্বিপরীত জড়জগতে বিচরণ-উন্মুখ—ভোগ-ত্যাগোন্মুখ, নিজ বাস্তবদেহ-স্মরণশূন্য। একজন কৃষ্ণ-সেবক, আর একজন জগদ্‌ভোগী; একজন সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আর একজন পাপ অবলম্বনে অস্থিরচিত্ত; একজন শান্তিময় ভগবানের সুখবিধানে ব্যস্ত আর একজন শান্তিময়কে ছাড়িয়া অন্যত্র নিজসুখ-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র বা ভরপুর।

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু কিন্তু ঐকান্তিকতার অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ তদ্রূপ ঐকান্তিক ব্যক্তি বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়াকে যাঁহারা উদারতা বলেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। কারণ, উপাস্য বস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব এবং বিরোধের স্বভাব হইতেই এই বহ্বীশ্বরের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভয়াবহ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

আমরা ভগবানের সেবক এবং ভগবানের সেবাই আমাদের কৃত্য—এই স্বরূপজ্ঞানের অস্ফূর্ত্তিজনিত সেবাবৈমুখ্য জীবের হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় জীব ভগবান্ ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। তখনই মায়া-সংস্পর্শ হেতু বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি জীবকে গ্রাস করতঃ ঐকান্তিকতার হস্ত হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে।

উপাস্যবস্তুকে বহু জ্ঞান হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুজ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়—একথা বিস্মৃতি-হেতু যাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচারকামনা-ক্রমে স্ব-স্ব বাসনানুসারে নিজ নিজ কামপুষ্টির জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্রাদি দেবোপাসনায় রত হন, তাঁহারাই বহুঈশ্বরবাদী ও ব্যভিচারী। ভগবত্তত্ত্ববিমুখতাক্রমেই বাহ্যবিচার ও বাহ্যজ্ঞান পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়। গুরুবৈষ্ণবকৃপায় তদানুগত্যক্রমে বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম হইতে পারেন। তখনই তাঁহার প্রেয়ঃ শ্রেয়ে পর্য্যবসিত হয়—তখন তিনি গুরুদেবতাত্ম হইয়া তাঁহার স্বার্থগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার সুযোগ পান। সেকালে বাসনাবশে তাঁহার বিভিন্ন উপাসনা আর থাকে না। ব্যভিচারী সম্প্রদায় এসকল কথা বুঝিতে না পারিয়া এই যুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না। ব্যভিচারী দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত; তাঁহারা ভগবান্‌কে ব্যক্তিগত Personal করিতে ব্যস্ত। জড়ার্থকামী ব্যভিচারী দল ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহাদেরই ন্যায় জড়স্বার্থের দাস মনে করে বলিয়া পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর ও পরমমঙ্গলপ্রসবিনী ঐকান্তিকতা বিনাশ করিবার দুরাশা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায়। তাহারা কৃষ্ণদাস্যে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপর দেখিতে পায়, উহা তাহাদিগের ন্যায় হেয় স্বার্থপরতা নহে। পঞ্চোপাসকগণ এসকল কথা বুঝিতে না পারিয়া মনে করে যে, জগৎ পঞ্চাইতী শাসনে শাসিত হওয়াই উচিত; ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ব্যভিচার আনয়ন করিব। কিন্তু তাহাদের এই মনঃকল্পিত ধারণা ভ্রমাত্মক। তাহাদের সৌভাগ্য হইলে—সাধুসঙ্গের সুযোগ হইলে—ঐকান্তিকের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হইতে পারিলে তাহারাও একদিন এই সকল কথা বুঝিতে পারিবে এবং ভক্তিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐকান্তিক হইবে।

ঐকান্তিকগণ জগতের কোন লোকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্রৌতগুরুপ্রদর্শিত শ্রৌতপথকেই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখেন। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকে থাকুক কিন্তু ঐকান্তিক ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু, ইঁহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের

কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবাপরায়ণ আবার তিনি নিজ উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ জ্ঞান করেন। গুরুকৃপা হইলে আমরা ঐকান্তিকের একনিষ্ঠার কথা বুঝিতে সমর্থ হইব। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া আমাদিগকে উদ্বেগ দিবে।

কৃষ্ণসেবা বিমুখতারই অপর নাম—কাম বা ব্যভিচার। সুতরাং পূর্ণ-বস্তুর সেবা করা—তচ্চরণে ঐকান্তিক হওয়াই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য বদ্ধজীব আমরা শতকরা শতজনই এই ব্যভিচার-রোগে আক্রান্ত। নির্ম্মৎসর ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবকের সেবাই এই রোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ। ইহ-জগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেম-বিরোধী কাম বা ব্যভিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতাই আমা-দিগকে জড়কাম বা ব্যভিচার হইতে নিরস্ত করিয়া ভগবৎপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণসেবায় যে প্রাকৃত কাম-বিনাশক ও একমাত্র তৎপ্রতিষেধক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও দিগ্বিজয়ী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপ নগরে অধ্যাপক-লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন কাশ্মীর-দেশবাসী কেশবভট্ট নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাভূত করিবার জন্য শিষ্যবৃন্দ ও নানাপ্রকার সাজসজ্জার সহিত তথায় আগমন করেন। সর্ব্বদেশজয়ী সেই কেশব-কাশ্মিরীর নিকট কোন অধ্যাপকই ভয়ে অগ্রসর হন নাই। একদিন তিনি পূর্ণিমাতিথিতে গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে শিষ্যগণ-বেষ্টিত শ্রীবিশ্বম্ভরের সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পরের পরিচয় হইলে পর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলেন। সেই দিগ্বিজয়ী একদণ্ডমধ্যে ঝটিকাবেগে শতশ্লোক রচনা করিয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। বর্ণনা শেষ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তন্মধ্য হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার দোষগুণ বিচার করিতে বলেন। শ্লোক এই—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।

দ্বিতীয়-লক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥"

কেশবমিশ্রের ধারণা, তাহার শ্লোকে গুণ ব্যতীত দোষ বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। তাই তিনি মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ শ্লোক সম্বন্ধে বিচার করিয়া তাহাতে পঞ্চ দোষ ও পঞ্চগুণ প্রদর্শন করিয়াছেন; পঞ্চদোষ—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" এই শ্লোকে দুইস্থানে 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষ, আবার তিনস্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে। ১ম—অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষের স্থল—'মহত্ত্বমিদম্'। এস্থলে 'ইদম্' পদটী অনুবাদ বা উদ্দেশ্য, আর 'মহত্ত্বম্' পদটী বিধেয়। অগ্রে উদ্দেশ্য ও পশ্চাতে বিধেয় পদ ব্যবহার করিবারই বিধি আছে, কিন্তু এস্থলে বিধেয়ের পর উদ্দেশ্যপদ ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত দোষটী ঘটিল। ২য়—'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব'—এস্থলে 'লক্ষ্মী' পদটী উদ্দেশ্য, 'দ্বিতীয়' শব্দটী বিধেয়। উদ্দেশ্যটী অগ্রে না লিখিয়া বিধেয়পদের সহিত সমাস করায় অর্থের হানি ঘটিল। ৩য়—বিরুদ্ধ-"মতিকৃদ্-দোষ'—ইহার স্থল 'ভবানীভর্ত্তুঃ'। 'ভাবানী'-শব্দে—মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্ত্তা' শব্দে ভবানীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা—এইরূপ বিরুদ্ধ-মতির উদয় হয়। ৪র্থ—পুনরুক্তিদোষ। ইহার স্থল—'বিভবত্যদ্ভুতগুণা'। 'বিভবতি'-ক্রিয়ায় বাক্য শেষ হইল, সেস্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়াতে পুনরুক্তি-দোষ হইল। ৫ম—'ভগ্নক্রমদোষ'। এই শ্লোকের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ—এই তিনপাদে 'ত' কার, 'ব' কার ও 'ভ' কারের অনুপ্রাস আছে, ২য় পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই 'ভগ্নক্রম'-দোষ।

পঞ্চগুণ—(১ম) তিনপাদে যে অনুপ্রাস আছে, তাহা শব্দালঙ্কার'। (২য়) "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, পুনরুক্তিবদাভাসরূপ শব্দালঙ্কার হয়। 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী'কে এক বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই। 'শ্রীযুতলক্ষ্মী'—এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে তাহাতে পুনরুক্ত্যাভাস হয় না, উহা শব্দালঙ্কারবিশেষ। (৩য়) 'লক্ষ্মীরিব'—এই প্রয়োগে উপমালঙ্কাররূপ অর্থালঙ্কার। (৪র্থ) 'শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা'—এই প্রয়োগে দ্রষ্টব্য এই যে, জল হইতেই কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি—এইরূপ বিরুদ্ধ কথা হইতে বিরোধালঙ্কার উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায়

দ্বিতীয়-লক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥"

কেশবমিশ্রের ধারণা, তাহার শ্লোকে গুণ ব্যতীত দোষ বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। তাই তিনি মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ শ্লোক সম্বন্ধে বিচার করিয়া তাহাতে পঞ্চ দোষ ও পঞ্চগুণ প্রদর্শন করিয়াছেন; পঞ্চদোষ—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" এই শ্লোকে দুইস্থানে 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষ, আবার তিনস্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে। ১ম—অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষের স্থল—'মহত্ত্বমিদম্'। এস্থলে 'ইদম্' পদটী অনুবাদ বা উদ্দেশ্য, আর 'মহত্ত্বম্' পদটী বিধেয়। অগ্রে উদ্দেশ্য ও পশ্চাতে বিধেয় পদ ব্যবহার করিবারই বিধি আছে, কিন্তু এস্থলে বিধেয়ের পর উদ্দেশ্যপদ ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত দোষটী ঘটিল। ২য়—'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব'—এস্থলে 'লক্ষ্মী' পদটী উদ্দেশ্য, 'দ্বিতীয়' শব্দটী বিধেয়। উদ্দেশ্যটী অগ্রে না লিখিয়া বিধেয়পদের সহিত সমাস করায় অর্থের হানি ঘটিল। ৩য়—বিরুদ্ধ-মতিকৃদ্-দোষ"—ইহার স্থল 'ভবানীভর্ত্তুঃ'। 'ভাবানী'-শব্দে—মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্ত্তা' শব্দে ভবানীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা—এইরূপ বিরুদ্ধ-মতির উদয় হয়। ৪র্থ—পুনরুক্তিদোষ। ইহার স্থল—'বিভবত্যদ্ভুতগুণা'। 'বিভবতি'-ক্রিয়ায় বাক্য শেষ হইল, সেস্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়াতে পুনরুক্তি-দোষ হইল। ৫ম—'ভগ্নক্রমদোষ'। এই শ্লোকের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ—এই তিনপাদে 'ত' কার, 'ব' কার ও 'ভ' কারের অনুপ্রাস আছে, ২য় পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই 'ভগ্নক্রম'-দোষ।

পঞ্চগুণ—(১ম) তিনপাদে যে অনুপ্রাস আছে, তাহা শব্দালঙ্কার'। (২য়) "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, পুনরুক্তিবদাভাসরূপ শব্দালঙ্কার হয়। 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী'কে এক বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই। 'শ্রীযুতলক্ষ্মী'—এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে তাহাতে পুনরুক্ত্যাভাস হয় না, উহা শব্দালঙ্কারবিশেষ। (৩য়) 'লক্ষ্মীরিব'—এই প্রয়োগে উপমালঙ্কাররূপ অর্থালঙ্কার। (৪র্থ) 'শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা'—এই প্রয়োগে দ্রষ্টব্য এই যে, জল হইতেই কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি—এইরূপ বিরুদ্ধ কথা হইতে বিরোধালঙ্কার উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায়

ইহাতে বিরোধমাত্র নাই, কেবল 'বিরোধাভাস' আছে, তাহাই অলঙ্কার। (৫ম) গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুকে সাধন করিতেছে যে বাক্যে অর্থাৎ বিষ্ণু-পাদোৎপত্তি-বাক্যে, সেই বাক্যই 'অনুমান' অলঙ্কার। বসনভূষণ বিভূষিত সুন্দর দেহে একমাত্র শ্বেতকুষ্ঠ যেমন তাহার যাবতীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, তেমন দিগ্বিজয়ীর সুন্দর কবিতায় দোষ থাকাতে সকলই ব্যর্থ হইল। দিগ্বিজয়ী শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণাধ্যাপণছল-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইলেন। যিনি সরস্বতীর বরপুত্র, তিনি কেন শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইলেন, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে' যাঁ'সবার ছায়া॥
তাঁহারা পায়েন মোহ, যাঁর বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
বেদকর্ত্তা শেষও মোহ পায় যাঁর স্থানে।
কোন্ চিত্র,—দিগ্বিজয়ী মোহ বা তাহানে॥"

ভগবদ্ধামে অবস্থিতা যোগমায়ার কায়ব্যূহ লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রভৃতি দেবিগণ নিত্যকাল ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ এবং নিষ্কপট সেবকের শুদ্ধভক্তি প্রদায়িনী। কিন্তু তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ দণ্ড্য অপরাধী জীবের নিকট মহামায়ার সঙ্গিনীরূপে প্রকটিতা এবং তদ্ভোগকামী জীবের বুদ্ধিতে মোহোৎপাদনান্তে তাহাদিগকে সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করিয়া অধিকতর ক্লেশ প্রদান করায় জীবশোধনকারিণী। এজন্যই শুদ্ধভক্তগণ শুদ্ধা সরস্বতীর আরাধক।

দিগ্বিজয়ী তরুণ অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হইয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিলেন এবং সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে তন্দ্রাগ্রস্ত হইলে নিশাভাগে ইষ্টদেবী সরস্বতী স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিখিল-বিদ্যাপতি স্বয়ং ভগবান্। তিনি কলিজীবের উদ্ধারের জন্য বিপ্ররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে পারি না। অতএব তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ বলিয়া দুঃখিত হইও না। বিদ্যাগর্ব্ব পরিহার করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।"

সরস্বতীর আদেশমত সেই বিপ্র পর দিবস উষঃকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই বিপ্রের দীনতা ও শরণাগতি-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক উপদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

'দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি'॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়'॥
মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
'সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥'

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।১৭৩-১৭৯)

চৌদ্দভুবনগুরু শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া দিগ্বিজয়ী কেশবভট্ট বিদ্যাগর্ব্ব পরিহার করিয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। দিগ্বিজয়ীর পরিণতি সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দরের রঙ্গ॥
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।১৯০-১৯১)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

নিরুত্তর*

সপ্তম পত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ২য়-সংখ্যা, ৭২-র পৃষ্ঠার পর)

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহো বিজয়েততাম্

গ্রাম—কুশলপুর
পো:—আটাত্তর
মেদিনীপুর (প: ব:)
তাং ১৮।২।৭১

আলোক-তীর্থ গ্রন্থের প্রকাশক, মাননীয় বঙ্কিমবাবু!

পত্রে আমার নমস্কার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

আপনার প্রকাশিত ও শৈলেনবাবুর রচিত আলোক-তীর্থ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আপনার নিকট পত্র পাঠাইতেছি। আপনার লিখিত প্রকাশকের নিবেদন (ছ) পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে "পরিশেষে জানাই ..... কোনদিন রুদ্ধ হতে পারে না" এই পর্য্যন্ত কয়েকটি লাইনের মধ্যে আপনি জানাইয়াছেন যে, আপনি সত্যের পূজারী আলোক-তীর্থের মধ্যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং ঐ আলোক সাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। আর এই গ্রন্থে মিথ্যার মুখোস খুলে দিয়েছেন। বেদ-উপনিষদের প্রমাণ দিয়া অবতারবেশী ধূর্ত্তদের এবং ভণ্ডগুরু ও সম্প্রদায়ীদিগকে সাধারণের নিকট চিনিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা এই আলোর প্রদীপ্ত প্রদীপ শিখা নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাঁদের সে-অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে—এ বিশ্বাস আপনার রয়েছে। সত্য তাহার আপন মহিমায় পথ করে নেবে, বাহিরের বাধা ঘরের বিরোধ তাহার পথ আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেও সত্যের অগ্রগতি কোনদিন রুদ্ধ হতে পারে না।

---

*শৈলেনবাবুকে পর পর কয়েকখানি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও যখন কোন প্রতিত্তোর পাওয়া যাইতেছিল না তখন এই পত্রখানি Registered যোগে প্রকাশকের নিকট তাঁহাদের প্রকাশিত ঠিকানায় পত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই পত্রেরও কোন প্রতিত্তোর আসে নাই। বহু দিন অপেক্ষা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে পত্রগুলি পত্রিকা মারফৎ প্রকাশ করিতে আবেদন করায় **'নিরুত্তর'** শিরোনামায় বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল।

—পত্র প্রেরক

আলোক-তীর্থ গ্রন্থখানি বাস্তব সত্যের বিপরীত অবিরোধী চিদাভাসে প্রভাবিত হইয়া শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহময় অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হইয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণকে যথার্থ সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে আলোকের বিপরীত অন্ধকার গর্ত্তের দিকে লইয়া নির্ম্মল সত্যের বর্ত্ম আবদ্ধ করিয়াছে। ঐ গ্রন্থে মিথ্যার মুখোস খোলার পরিবর্ত্তে বেদ-উপনিষদের প্রমাণ দিয়া মিথ্যা বা তথাকথিত সত্যকে বরণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুর বিপরীত মুসলমান সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক মিথ্যাই জয়যুক্ত হউক, এই অভিজ্ঞতা লইয়া স্বীয় ও বহু সুধীজনগণের আত্মসত্তাকে 'তম'পথে পরিচালিত করিবার প্রয়াসে চরমে বাস্তবসত্যের অবিরোধী এবং দর্শনে বিরোধী পূজ্য, পূজক, পূজা এই ত্রিপুটি বিনাশে সাধিত হইয়া কেবলাকত্বজ্ঞানের চরমে নির্ব্বিকল্প সমাধি বা জড়বৎ করিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাদের গ্রন্থের উদ্দিষ্ট ও উপদিষ্ট বিচারে আমাদের সাধ্য ও সাধিত তত্ত্ববস্তুটি Negative Powerএর প্রচারিত ও সাধিত তত্ত্ববস্তু হইলেও সবিশেষ চৈতন্য ঘনানন্দাস্বাদনে আমাদের সাধ্য সাধিত তত্ত্ববস্তুই Posetive Powerএর তত্ত্ববস্তু। উহা অবরোহপথে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাতেই অবগত হওয়া যায়।

প্রকৃত সত্য স্বতঃপ্রকাশ, স্বরাট ও স্বীয়শক্তিতে নিত্যপ্রকাশ। উক্ত প্রকাশ অন্য কোন শক্তির দ্বারা আবরিত হয় না, অসত্য 'কার্য্য' ও 'কারণ' সত্তা স্বীয় প্রকাশের অক্ষমতাহেতু তাহার বিপরীত অবিরোধী চৈতন্যসত্তাকে আবরিত করিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম; বরং সেই সত্তা উহাকে প্রকাশ করে ও ক্রিয়া করায়। চিজ্জড়ের 'কারণ' সত্তায় মিথ্যার অভাব। আবার জড়ের কার্য্য সত্তাই অনিত্য সত্তা, কারণ সত্তাই নিত্য সত্তা; চৈতন্যের নিত্য আকার সত্তার দ্বারাই প্রকৃতি বা জড়ের কারণ হইতে কার্য্য সত্তার প্রকাশ পায়।

আপনার প্রকাশিত আলোক-তীর্থের প্রদীপ্ত প্রদীপ-শিখাকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মাসিক পত্রিকায় **"অন্ধকার-গর্ত্ত"** ও মদীয় ১৫।১১।৭০ তারিখের পত্রে তীব্র **'বিষবৃক্ষ'** আখ্যা দিয়া উক্ত শিখাকে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে এই পত্রের পরের দিকে কিছু লিখিতেছি।

Negative Powerএর Agentদের হাতে হয় তো তাঁকে অর্থাৎ আলোক-তীর্থ গ্রন্থ রচয়িতাকে ও তাঁহার দলভুক্ত জনমণ্ডলীকে লাঞ্ছিত হতে হবে;

এই আলোর প্রদীপ্ত প্রদীপ-শিখাকে যাঁরা নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাঁহাদের সে-অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এ-বিশ্বাস আপনার রয়েছে, একথা আপনি বলেছেন,—আপনার এই কথার প্রতিকূলে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁদের সে-অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে, একথা আপনি কোন্ যুক্তি-বিচার বা দর্শনে বল্‌তে পারেন? আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ যে, সকলের অধিকার এবং যুক্তি-বিচার, দর্শন ও সিদ্ধান্তকে জ্ঞাত হ'তে পেরেছেন? যাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ কেবলাভেদ ইত্যাদি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়, অবরোহ পথে ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত সবিশেষ শ্রীচৈতন্যঘনানন্দাস্বাদন তত্ত্বধী সম্পন্ন পুরুষগণ নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞানধৃতাবস্থিত অদৈব অসুরগণকে যুক্তি-বিচার দর্শনের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে আলোচনায় মৌলিকতত্ত্ব বস্তু সাকার এই সিদ্ধান্ত সহজে স্থাপন করিতে পারে। যাহা 'কারণে' নাস্তি তাহা কার্য্যে অস্তি হ'তে পারে না। কায়াতে আকার ও বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই ছায়াতে তাহার প্রতিভাত হইলেও ছায়ার আকার সৃজনের কর্ত্তৃকারণ সূত্রে কায়ার আকারেরই অবস্থান। আবার তর্কস্থলে ছায়া ও কায়া, জড় ও চেতন বিরোধ না হইলেও প্রতিদ্বন্দী এবং নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত অন্বয় ব্যতিরেকভাবে অবস্থান। ছায়াকে স্থূলভাবে ধরা না গেলেও আলোর গমনাগমন প্রতিভাসের জন্য ছায়া বড়, ছোট, ক্ষুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কায়ার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না।

সত্য তাহার আপন মহিমায় পথ করে নেবে, বাহিরের বাধা ঘরের বিরোধ তাহার পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। যাহা অজ, অজড়, সচ্চিদানন্দ স্বশক্তিতে সর্ব্বত্র প্রকাশ রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত সত্য। তাহার বিপরীত জড় অজ হইয়াও কার্য্যে অনিত্যাবস্থান এবং স্বীয় শক্তিপ্রকাশের অক্ষমতাহেতু সত্যের স্বশক্তিতে সর্ব্বত্র প্রকাশের পথ আদৌ আবদ্ধ করিতে পারে না—আবদ্ধ হয় না। উক্ত অক্ষমতার জন্য প্রকৃত সত্যের অপাশ্রিত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সবিশেষ চৈতন্যঘনদ্রষ্টা উহা দর্শন করেন। প্রকৃত সত্য যদি স্বশক্তিতে সর্ব্বত্র প্রকাশ থাকেন, তবে তাহাকে বাহিরের বাধা ঘরের বিরোধ সরিয়ে তাহার মহিমা প্রকাশ করিবার পথ করে নিতে হয় না। অতএব যিনি বলেন বাহিরের বাধা ঘরের বিরোধ মাঝে মাঝে সত্যের পথ রোধ করবে বা করিবার চেষ্টা করবে তাঁহার ঐ উক্তি ভ্রান্ত এবং তাঁহার দর্শন ও বিচার ভ্রান্ত। সত্যের অগ্রগতি কোনদিন রুদ্ধ হতে পারে না,

এই উক্তি ভ্রান্ত, কারণ প্রকৃত সত্য সর্ব্বত্রই নিত্যপ্রকাশমান তত্ত্ব, অতএব তাহার অগ্রগতি বা বিপরীত গতি এই জ্ঞানও ভ্রান্তিযুক্ত।

আলোক-তীর্থের প্রতিবাদের কয়েকটি বক্তব্য :—

শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে একখানি পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার নাম "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা", নিয়ামক ও প্রতিষ্ঠাতার নাম, পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুপাদ। উক্ত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আপনি পাঠ করিয়াছেন কি না জানি না। উক্ত পত্রিকায় আলোক-তীর্থকে "অন্ধকার-গর্ত্ত" এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উহা নিরীহ ধর্ম্মরাষ্ট্রের ধ্বংস বিধানের জন্য মিলিটারী বিধানে ও জঙ্গী প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে। কর্ণেলগোলা হইতে অসৎযুক্তির বারুদে দুর্গন্ধময় বিষাক্ত গোলার বিস্ফোরণ হইয়াছে। সন্তধাম 'কবীর' সাহেবের ধারায় আবিষ্কৃত বর্ত্তমান সনাতন ধর্ম্মজগতে হিন্দু লাঞ্ছনার একটি প্রধান দুর্গ। ঘোষাল মহাশয়ের আলোক-তীর্থের প্রত্যেক পাতায় পাতায় অসংখ্য ভুল, বিচার-বিভ্রাট, যুক্তি বিরুদ্ধ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আলোক-তীর্থ নহে "অন্ধকার-গর্ত্ত" প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল কথা ব্যতীত আরও বহু বিরুদ্ধ কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাগুলি পাঠ করিলে যাবতীয় বক্তব্য অবগত হইতে পারিবেন। ঐ পত্রিকাগুলি শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের নামে পাঠান হইয়াছে।

আমি আলোক-তীর্থ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রতিবাদের কতকগুলি কথা লিখিয়া শৈলেন বাবুকে পর পর দুইখানি পত্র দেওয়ায় তিনি আমাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ঐ পত্রের বক্তব্যে তিনি মদীয় প্রথম পত্রের ছোট হস্তাক্ষরের দরুণ ঐ পত্রকে অপ্রাকৃত পত্র বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। আর শেষের দিকে প্রতিবাদীকে বলেছেন, তাহাকে কাপুরুষের মত পেছন হইতে আক্রমণ করা হইয়াছে। উক্ত পত্রের সাধুজনোচিত বিস্তারিত উত্তর "ইনল্যাণ্ড লেটারের" মধ্যে পাঠাইয়াছি। এবং পরপর প্রায় মাসাধিক অন্তর আরও দুইখানি পত্র 'পোষ্টকার্ডে' ও একখানি 'ইনল্যাণ্ড লেটারে'র মধ্যে পাঠাইয়াছি। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তিনি একটিরও উত্তর দেন নাই। আপনি প্রয়োজন বিধায় ঐ পত্রগুলি পাঠ করিলে মদীয় বক্তব্য ও মন্তব্য বিশেষভাবে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপে কয়েকখানি মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" (শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া) এই ঠিকানা হইতে শরৎচন্দ্র রায়, B. E. College, Quater No 245, P.o. Botanical Garden, Howrah. এই ঠিকানায় ডাক মারফৎ পাঠান হইয়াছে। মনে হয় শৈলেন বাবুই উক্ত মারফৎ পত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, কারণ শৈলেন বাবু আমাকে যে একখানি পত্র দিয়াছিলেন আর প্রতিবাদ পত্রিকাগুলি লইবার জন্য শরৎচন্দ্র রায় নামিত একখানি পত্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে দিয়াছিলেন; উক্ত পত্র দুইখানির ভাষা ও অক্ষর নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করিলে তাহা একই লোকের লেখা অর্থাৎ শৈলেন বাবুর হাতের লেখা প্রতিপন্ন হইবে।

বিশেষতঃ শৈলেন বাবুর সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিত ও শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী লইয়া জেনারেল মিটিংএ উভয় পক্ষ হইতে জাজম্যান রেখে সদসৎ নির্দ্ধারিণী ধর্ম্ম আলোচনায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদীয় আনুগত্যে আমরা বিশেষভাবে রাজী আছি। আপনি ও শৈলেনবাবু এবং আপনাদের গোষ্ঠীভুক্ত লোকসকল যদি বিচারে রাজি হন তবে সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে পত্রের দ্বারা বা সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করুন। উক্ত আলোচনায় যুক্তি, বিচার, দর্শনে যিনি যাহা অপেক্ষা বলবান্ হইবেন তাঁহার পথ ও মত গ্রহণীয় হইবে।

মদীয় পত্রখানি পাইয়া আপনার মন্তব্য বিস্তারিত পত্রে অবগত করাইতে চেষ্টা করিবেন। ইচ্ছা করিলে এই পত্রখানি শৈলেন বাবুকে পাঠ করাইয়া উভয়ের মন্তব্যে আমাকে পত্রোত্তর দিতে পারেন। আর অধিক কি, উল্লেখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করিবেন। ইতি —

শ্রীধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ

পুনশ্চ :—

আমার প্রথম প্রতিবাদস্বরূপে ১০।৯।৭০ তারিখে ইনল্যাণ্ড লেটারের পত্রের পর ঘোষাল মহাশয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত (শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক) বামন মহারাজের নিকট সপত্রিকা লওয়া সম্পর্কে একখানি পোষ্টকার্ডে পত্র দিয়াছিলেন। তাহার অনুরূপ লিপি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীহরি শরণং

Sarat Chandra Ray
B. E. College. Quater No 245
P.o. Botanical Garden
Dist. Howrah.
3. 2. 64.

পরম পূজ্যপাদেষু—

আপনাদের গৌড়ীয়-পত্রিকার সুনাম শুনিয়াছি। শুনিয়াছি এই পত্রিকাটি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বর্ম্মস্বরূপে কাজ করিতেছেন। 'আলোক-তীর্থ' নামক যে গ্রন্থটি বর্ত্তমানে শিক্ষিত সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লইয়া এই কলেজের বহু অধ্যাপক ভাগবত, পুরাণ, বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিকে আলোচনা প্রসঙ্গে আক্রমণ করেন।

জনৈক বন্ধুর মুখে শুনিলাম আপনাদের গৌড়ীয়-পত্রিকায় ঐ আলোক-তীর্থের যুক্তিগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদি দয়া করিয়া ঐ ঐ সংখ্যার যে-কোনও একটি অন্ততঃ পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে উচ্চশিক্ষিত নাস্তিকদের ভ্রম অপনোদনে বিশেষ চেষ্টা করিব। আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধ সব সংখ্যা যদি পাঠাইয়া দেন তাহা আপনাদের মহানুভবতা। পত্রিকাগুলি দেখিয়া আমি ত গ্রাহক হইবই। অন্যান্য অনেককেই গ্রাহক করিবার চেষ্টা করিব। পত্রিকা পাইবার আশায় রহিলাম। প্রণাম,

প্রণতঃ—
শ্রীশরৎচন্দ্র রায়

শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাই ব্রজের পথ-যাত্রা

শ্রীমদ্ভাগবতে দুইটী পৃথক প্রসঙ্গের কথা দেখিতে পাওয়া যায়—একটী জড় জগতের কথা ও অপরটী জগতের অধিপতির বা চরম সত্য-বস্তুর কথা।

মায়িক জগতের সহিত সম্পর্কিত জীবগণ প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত, কিন্তু এই ধর্ম্ম জীবের স্বরূপ-সত্তার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। উক্ত স্বরূপে জীব নিত্যকাল সত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছে। তিনি সাকার চিদানন্দ সনাতন বস্তু; তাঁহার সহিত জীব প্রেমসেবা-সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ-যুক্ত। মায়িক জগতের সহিত জীবের সম্বন্ধ আপাতঃ-প্রতীত ও অনিত্য।

জীব জড়জ্ঞানের বিনাশী ক্ষয়িষ্ণু বিষয় সমূহদ্বারা মুগ্ধ হইয়া যাইবার যোগ্য। মায়ার সহিত সাক্ষাৎসংস্পর্শক্রমে উৎপন্ন এই যোগ্যতা বা বৃত্তিই জীবের হৃদয়ে ছায়াকেই বাস্তববস্তু বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করায়। ছায়াকে কায়া বলিয়া এইরূপ ভ্রান্ত জ্ঞানই বিবর্ত্তের সৃষ্টি করে। মায়িক জ্ঞানের অপসরণ-ফলে জীবের সত্যবস্তু-সম্বন্ধে ধারণা প্রবল হইয়া ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে। জড়জগতে জড়জ্ঞানের যথার্থ সত্তা আছে; পরন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে এইরূপ মায়িক জ্ঞানের কোন অধিষ্টান নাই। জড়জগতের আবহাওয়া খণ্ডজ্ঞান, অনিত্যতা ও নিরানন্দ—এই ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট। গুণত্রয়ের প্রাধান্যই মায়িক জগতের বিশিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। এই গুণত্রয় কখনও নিত্য-সত্তা, যথার্থ জ্ঞান ও অসীম আনন্দের আধার হইতে পারে না। সুরিগণ ও মায়াবদ্ধ জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের উন্নত পদবী অপর গুণ-দুইটীর মিশ্রণে দূষিত হইবার যোগ্য। জড়-জগৎ-সুলভ বহুতত্ত্বের প্রভুত্ব-ধর্ম্মই এই বিজাতীয় ভেদ বা অসঙ্গতির কারণ। সেবা-বৃত্তির সহিত জ্ঞান-স্বরূপের সমীপে অভিগমন করিলেই জীব প্রাকৃত জগতের ভ্রান্ত জ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারে, ইহা ছাড়া উপায়ন্তর নাই। কেবল ভগবৎস্মরণদ্বারাই জীবের বিস্মৃতির গতি রুদ্ধ হইতে পারে; অন্যথা খণ্ডিত আপাতঃ-জ্ঞান বহু বিভিন্ন ভেদ-জ্ঞান সৃষ্টি করিয়া বাস্তব সত্যবস্তুর যথার্থ অনুভূতিতে বাধা প্রদান করে।

অনাবৃত জ্ঞানের বিষয় পরম সত্যবস্তু; তাহা কখনও পূর্ণ জ্ঞান, নিত্য-সত্তা ও অসীম আনন্দের সম্পর্কচ্যুত হইবার যোগ্য নহেন। আপাতঃজ্ঞানের বিষয়গুলি সর্ব্ববিধ অসুবিধার দ্বারা আক্রান্ত। যথার্থ জ্ঞানের ভ্রান্তিবশতঃ যে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা হইতেই অনিত্য বস্তুর অনুশীলন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। মায়া এইরূপে দুরাকাঙ্ক্ষা পরিচালিত জীবগণকে অদ্বয়জ্ঞানের সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার প্রলোভনে মোহিত করিয়া সত্যপথ হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত করে এবং অবশেষে নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থায় পাতিত করে। সুতরাং এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ পুরুষোত্তম-তত্ত্বের সম্বন্ধে মনে নানাবিধ সংশয় উত্থাপিত করিয়া বহুতত্ত্বের বৃথা সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান জীবের পক্ষে প্রশংসনীয় নহে।

সত্য বস্তুকে ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিবার প্রয়াসে, তাঁহার স্বতন্ত্রতাকে আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি ও আধ্যক্ষিকতাই জীবকে তাহার নিত্যস্বরূপের পরমবৃত্তি

হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। এইরূপেই সে কামক্রোধাদি দৈহিক-পিপাসায় আত্ম-নিয়োগ করে এবং ভ্রান্তিবশতঃ ইহাদিগকেই তাহার বান্ধব ও প্রভু মনে করিয়া, ইহাদের নির্দ্দেশ-পালনকেই তাহার স্বার্থগতি বলিয়া মনে করে। খণ্ডকালের অভিজ্ঞতা জীবকে অনিত্য সংসারে ভ্রমণ করাইয়া কর্ম্মপাশে আবদ্ধ করে। এইরূপে জীব ক্ষুদ্র তৃণ-জীবন হইতে জড়জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত কখনও উচ্চ, কখনও নীচ অবস্থায় ভ্রমণ করে। ভাল ও মন্দের জ্ঞান জীবের হৃদয়ে অনাত্মবোধ জন্মাইয়া, তাহাকে কর্ম্ম-স্রোতের ক্রীড়নকরূপে পরিণত করে। এইরূপে সেই জীব উচ্চ ও নীচ অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

জড়জগতে অবস্থিত জীব গুণত্রয় দ্বারা তাড়িত হইয়া, তাহার বয়স ও রুচি অনুযায়ী কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করাকেই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করে। ভগবদ্ধামের বিস্মৃতি এবং বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মকে বহুমানন করিবার ফলেই ত্রিবিধ তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণ এবং ঐ শ্রুত হরিপ্রসঙ্গ অবিমিশ্রভাবে পুনঃ-কীর্ত্তন-দ্বারাই জীবের নিত্য-স্বরূপের স্মৃতি পুনঃ জাগ্রত হয়। হরিকথার বিমুখতাই জীবের ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানের অনুসরন করাই একান্ত আবশ্যক। পরমার্থ-তত্ত্বের অনুশীলনে আগ্রহের অভাব বশতঃ ঐ তত্ত্বের কীর্ত্তন-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতার অভাব হয়। ভগবৎবিষয়ে বিমুখতা—তত্ত্ববস্তুসম্বন্ধে বিস্মৃতি ও অজ্ঞতা জন্মাইয়া জীবের হৃদয়ে অজ্ঞানতাকেই জ্ঞান বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করায়। পরমার্থতত্ত্বের অনুশীলনকারী মহাজনগণ ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত জীবগণকে তাঁহাদের অনুশীলন-ব্যাপারে সহ-যোগিতা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। স্বরূপ সম্বন্ধে এই বিস্মৃত আধ্যক্ষিক জ্ঞানিসম্প্রদায়ের মনে অসত্যকে সত্য বলিয়া এবং সত্যকে অসত্য বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করায়। অধোক্ষজ তত্ত্বের কীর্ত্তনকারী মহাজনগণের সঙ্গ এবং সেবাক্রমেই জীবের নিত্য মঙ্গল উদিত হয়। বদ্ধজীবগণের যথার্থ কল্যাণকারী আচার্য্যগণ তাহাদের নিকট শ্রেয়ঃপন্থার কথাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও সম্পূর্ণ বিপরীতফলপ্রসূ ইন্দ্রিয়তর্পণ-রূপ প্রেয়ঃ-পন্থার বহুমানন করেন না। এইরূপে সাধুগণের মঙ্গলময় সঙ্গ-প্রভাবেই জীবের ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতির অবসান সম্ভব। আধ্যক্ষিক-চিন্তা-স্রোতের বিফলতার সম্যক্ উপলব্ধির দ্বারাই পার্থিব-প্রভুত্ব-প্রিয়তার অবসান হয়।

প্রভুত্ব-প্রিয়তাবশতঃই জীবের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপ প্রবৃত্তিকে কখনও জীবের স্বরূপধর্ম্মের সহিত সমজ্ঞান করিতে হইবে না।

অবিমিশ্র জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুখের সহিত সমান নহে। যাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণের পথ অনুসন্ধান করে, তাহারা দৈহিক ক্ষণিক আনন্দই পাইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা যথার্থ কল্যাণ চায়, তাহারা হরিসেবার পথই অবলম্বন করেন। শ্রেয়ঃপন্থিগণের সেবা ও সঙ্গপ্রভাবেই জড়ানন্দস্পৃহা ধ্বংস হয়। অনিত্য জড়ভোগী সম্প্রদায়ের ব্যর্থ অভিজ্ঞতার বহুমানন ফলেই জড়জগতের উন্নতি করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবের ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতির এইরূপ স্পৃহা, প্রভুত্বপ্রিয়তা ও অজ্ঞানসাগরে নিমজ্জন ঘটে কেন? শাস্ত্রকার বলেন—শ্রেয়ঃপন্থিগণের সঙ্গ-ক্রমেই নিতান্ত মুষ্টিমেয় কতিপয় ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে নিত্যধামের প্রতি রুচি জাগ্রত হয়। এই সত্যেরই প্রমাণরূপে উক্ত অবস্থার সংস্থান লক্ষ্য করা যায়। নিত্য কল্যাণপথে সুপ্রতিষ্ঠিত সাধুগণ তাঁহাদের স্বরূপস্থ স্বাভাবিক অনুকম্পাবশতঃ হরিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তনদ্বারা শ্রেয়ঃপথবিমুখ জীবগণকে সেবার পথে পরিচালিত করিতে নিজেদের সঙ্গ দান করিয়া থাকেন। হরিকীর্ত্তনশ্রবণ-দ্বারাই সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের প্রবৃত্তি প্রবল হয়। পরতত্ত্বে আকৃষ্ট জীব ভগল্লীলাস্থল ব্রজের পথে যাত্রা করিবার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে বুবুক্ষা ও মুমুক্ষারূপী পূতনা প্রভৃতি রিপুগণ সেবোন্মুখী জীবগণকে পরিত্যাগ করে।

প্রাকৃত পদার্থসমূহের প্রতি বৈরাগ্যের ফলে কাম ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি রিপুগণ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে নির্ব্বাসিত হয়। জীবগণ অবিমিশ্র চিন্ময় ভূমিকায় প্রবোধিত হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ প্রেমস্বরূপকে তাহাদের অখিল রসের বিষয়রূপে দর্শন করে এবং নিজেদের স্বরূপকেও তাঁহার প্রতি সেবাবিশিষ্ট বলিয়া জানে। ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। জীব নিজেকে ভগবানের সেবার উপকরণরূপে জানিয়া, তাঁহার সহিত প্রেমসম্বন্ধে সংযুক্ত হয়।

—শ্রীপ্রদ্যুম্নদাস ব্রহ্মচারী
বাসুগাঁও (আসাম)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে
অভূতপূর্ব্ব বিরাট রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত শাখামঠ চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বার্ষিক মহোৎসব স্বল্পাকারে অনুষ্ঠিত হইলেও এবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে (কেন্দ্রীয় মঠে) নবকলেবরে অভিনব বেশে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেব আবির্ভূত হয়েন। ১৭ই বামন, ১৩ই আষাঢ়, নবদ্বীপ সহরের ফাসিতলা ঘাটস্থিত শ্রীযুত গোপীনাথ ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে **গুণ্ডিচা-মন্দির**-মার্জ্জনাদি কার্য্য সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তথায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ তাঁহার সুললিত কণ্ঠে মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জলভাষায় গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা-রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ভাষা নৈপুণ্য ও সরলাভিব্যক্তি শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

তৎপর দিবস প্রাতঃ সাড়ে আট ঘটিকা নানাবর্ণের রঞ্জিত গৈরিক পতাকা সুশোভিত নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট রথের ত্রিতল প্রকোষ্ঠাস্থিত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুন্দরাচলের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে কি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। মঠতোরণ দ্বার অতিক্রম করিতে না করিতে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সমাবেশ। "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—এই শাস্ত্রবাক্যের ভরসায় বুক বাঁধিয়া সকলেই রথরজ্জু সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পথের উভয় পার্শ্বস্থ জনতার "জয় জগন্নাথদেব কি জয়"—ধ্বনি জলদমন্দ্রে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনি করিয়া তুলিল। শ্রীনবদ্বীপ ধাম তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমধাম বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। ধীরে মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে হইতে শ্রীজগন্নাথদেব অবশেষে গুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হইলেন।

ভগবানের নিজ মন্দির হইতে গুণ্ডিচামন্দিরে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্ব্বার নিজ মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয়কার্য্য একই উৎসব বলিয়া পুরাণে পণ্ডিতগণ ভগবানের রথযাত্রাকে নবদিনাত্মিকা যাত্রা বলিয়া থাকেন। অতএব বিধিবদ্ধকাল পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাসের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমঠে পুনর্যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে ২২শে বামন, ১৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, **হেরাপঞ্চমী** দিবসে লক্ষ্মীরগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে নীলাচলে আনিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হয়েন। পরে ২৬শে বামন, ২২শে আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ণে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ত্রিদণ্ডিপাদগণের, ব্রহ্মচারীবৃন্দের ও অনেক ভক্তবৃন্দের নর্ত্তন-কীর্ত্তনোল্লাসে মগ্ন হইয়া সানন্দে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে বহুস্থানে অনেক ভক্তবৃন্দ শ্রীবিগ্রহকে ফলমূলাদি অর্পণ করেন। গুণ্ডিচাবাসে প্রত্যহ সকাল অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইত।

উক্ত গুণ্ডিচালয়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উৎকলে আবির্ভাবের কারণ এবং তৎ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জলভাষায় সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করিয়া সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করেন। এই দিবস কয়েকের মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ পর পর শ্রীগৌর-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-লীলা ছায়াচিত্রযোগে হরিকথা ও লীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

২৭শে বামন, ২৩শে আষাঢ় রবিবার, বহু সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ লাভে কৃতকৃতার্থ হন। স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এই কয় দিবস শ্রীমঠের উৎসবে ও ধর্ম্মসভায় যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

হুগলী জেলান্তর্গত শ্রীরামপুর নিবাসী দানবীর শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী ও ভক্তিমতী ভূরিদাত্রী তৎপত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথনির্ম্মাণ-ব্যয়ভার বহন করেন ও উৎসবের আংশিক অর্থানুকূল করেন। তাঁহাদের ঈদৃশী সেবাপরায়ণতা সত্য সত্যই আদর্শ স্থানীয়। আমরা শ্রীভগ-বানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তাঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক এবং জগদ্বাসী এতাদৃশ আদর্শে অনুপ্রাণিত হউন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, শ্রীধাম মায়াপুরস্থ **শ্রীচৈতন্য মঠ** হইতে প্রকাশিত **'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'**র নির্দ্ধারিত ১৩ই আষাঢ় (অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা পরিবর্ত্তিত করিয়া **শ্রীহরিভক্তিবিলাসের** তিথি-নির্দ্দেশিত দিবসে অর্থাৎ **শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি**-কর্ত্তৃক প্রকাশিত **শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'য়** নিরূপিত ১৪ই আষাঢ় শুক্রবার দিবসেই শ্রীচৈতন্য মঠে রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার উক্ত ভ্রম স্বীকৃতি যথাযথই মহানুভবতার পরিচয় এবং তজ্জন্য আমরা সাতিশয় আনন্দিত। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা পূর্ব্বেও তাঁহাদের এইরূপ ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে অনুরূপ কুসিদ্ধান্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সংশোধনে স্বীকৃত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তি-ধর্ম্মের অপভ্রংশতার দ্বার রুদ্ধ করে শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর স্বার্থকতা আনয়ন করনান্তর প্রকৃত মঙ্গল-পথ প্রদর্শন করাইতে দ্বিধাবোধ না করিয়া জগতের ভ্রান্তি চিন্তাস্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

—নিজস্ব

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব পালিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ উৎসবের কিছু দিন পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহ করেন। ২৬ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, সন্ধ্যায় অধিবাস সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ স্কন্দপুরাণ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা প্রসঙ্গ আবৃত্তি করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠধ্বনি ও মনোরম প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা ও পাঠ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

২৭ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পুরুষসূক্তমন্ত্র সহকারে ১০৮ কলসের জলে অভিষিক্ত করা হয়। তদনন্তর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চন ও মধ্যাহ্ন-ভোগরাগের পর সমাগত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় পাঠমুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সুযুক্তি তত্ত্বপূর্ণ এক অভিভাষণ দান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ হরিহর দাস ব্রহ্মচারী (ব্যাকরণ-তীর্থ) প্রভুও তথায় সমুপস্থিত থাকিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। এই উৎসবে শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দয়ালহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গৌরহরি ব্রহ্মচারী প্রভুগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বলাবাহুল্য সমিতির প্রত্যেক প্রচারকেন্দ্রেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী।

সংগ্রহ করুন! সংগ্রহ করুন!!

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকৃত

মায়াবাদের জীবনী

বা

বৈষ্ণব-বিজয়

প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভিক্ষা—৩·০০ মাত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৭৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা



নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২০শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৮ হৃষীকেশ, ৪৮২ গৌরাব্দ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৫; ইং ১৬।৮।১৯৬৮

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি কৃতম্]

মনঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥

যমলার্জ্জুনভঞ্জনমাশ্রিতরঞ্জনমহিগঞ্জনঘনলাস্যভরং
পশুপালপুরন্দরমভিসৃতকন্দরমতিসুন্দরমরবিন্দকরং।
বরগোপবধূজনবিরচিতপূজনমুরুকূজনমবেণুধরং
স্মরনর্ম্মবিচক্ষণমখিলবিলক্ষণতুলক্ষণমতিদক্ষতরং ॥১॥

যিনি যমলার্জ্জুনভঞ্জন ও আশ্রিতজনরঞ্জন এবং কালিয়সর্পের গঞ্জনকারী, যিনি কালিয়সর্পের ফণার উপরে সুন্দর নৃত্য করিয়াছেন, যিনি পশু পালন-কার্য্যে সুদক্ষ, গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের গুহায় যিনি অভিসার করেন, যিনি অতি-সুন্দর ও পদ্মহস্ত, ব্রজবনিতাগণ স্বীয়-যৌবনাদি সমর্পণে যাঁহার পূজা করি-

করিতেছেন, যিনি মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বংশীধারণ করিয়াছেন, যিনি কন্দর্প-কেলিবিষয়ে সুপণ্ডিত, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন যাঁহার কলেবর এবং যিনি সকল কার্য্যেই অতিশয় দক্ষ ॥১॥

প্রণতাশনিপঞ্জরমম্বরপিঞ্জরমরিকুঞ্জরহরিমিন্দুমুখং
গোমণ্ডলরক্ষিণমনুকৃতপক্ষিণমতিদক্ষিণমমিতাত্মসুখং।
গুরুগৈরিকমণ্ডিতমনুনয়পণ্ডিতমবখণ্ডিতপুরুহূতমখং।
ব্রজকমলবিরোচনমলিকসুরোচনগোরোচনমতিতাম্রনখং ॥২॥

যিনি প্রণতজনগণের অশনিপঞ্জর অর্থাৎ অভয়স্থান, যাঁহার বসন পীতবর্ণ, যিনি শত্রুরূপ মাতঙ্গসমূহের সিংহ, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার বদনমণ্ডল, যিনি গাভীগণের পালনকর্ত্তা, যিনি কৌতুকবশতঃ শুকসারসাদির কণ্ঠধ্বনির অনুকরণ করেন, যিনি অতিশয় সরল, যাঁহার লীলানন্দ অপরিমিত, যিনি সুন্দর গৈরিক ধাতুদ্বারা মণ্ডিত, যিনি প্রণয়কোপপরায়ণা শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীমতী-রাধারাণী প্রভৃতি প্রণয়িনীগণের মানভঙ্গে সুপণ্ডিত, যিনি ইন্দ্রের যজ্ঞ খণ্ডন করিয়াছেন, যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ কমলের প্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ, যাঁহার ললাটে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রভাবে গোরোচনা বিরাজ করিতেছে, যাঁহার হস্তপদাদির নখসমূহ সুন্দর তাম্রবর্ণ ॥২॥

উন্মদরতিনামকশাণিতশায়কবিনিধায়কচলচিল্লিলতং
উদ্ধতসঙ্কোচনমম্বুজলোচনমঘমোচনমমরালিনতং।
নিখিলাধিকগৌরবমুজ্জ্বলসৌরভমতিগৌরভপণ্ডুপীযুরতং
কোমলপদপল্লবমভ্রমুল্লভরুচিদুর্ল্লভসবিলাসগতং ॥৩॥

মদমত্ত কন্দর্পের শাণিত শায়কের ন্যায় ভ্রূলতায় যিনি বিরাজিত, যিনি দুর্ব্বৃত্তদানবগণের বিক্রমনাশক, যিনি অম্বুজলোচন ও অশেষ পাপনাশন, সমুদয় দেবগণ যাঁহাকে পূজা করেন, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা যিনি গৌরবশালী ও উজ্জ্বলসৌরভ বিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বদা গৌরবর্ণা ব্রজরমণীগণে পরিবৃত, যাঁহার পদপল্লব অতিসুকোমল, ঐরাবত হস্তির গমন অপেক্ষা যাঁহার সুন্দরগতি ॥৩॥

ভুজমূর্দ্ধ্নি বিশঙ্কটমধিগতশঙ্কটনতকঙ্কটমটবীষুচলং
নবনীপকরম্বিতবনরোলম্বিতমবলম্বিতকলকণ্ঠকলং।
দুর্জ্জনতৃণপাবকমনুচরশাবকনিকরাবকমরুণোষ্ঠদলং
নিজবিক্রমচর্চ্চিত ভুজগুরুগর্ব্বিত গন্ধর্ব্বিত দনুজাদিবলং ॥৪॥

যিনি বিশালস্কন্ধ, ভক্তগণ সঙ্কটাপন্ন হইলে তাহাদিগকে পালন করেন, যিনি অরণ্যভ্রমণে সমুৎসুক, যিনি অভিনব কদম্বকুসুমাকীর্ণ বনের ভ্রমরস্বরূপ, কোকিলের ন্যায় যাঁহার কণ্ঠধ্বনি, যিনি দুর্জ্জনরূপ তৃণরাশির অনলস্বরূপ, যিনি অনুচর গোপবালকদিগকে দাবাগ্নি প্রভৃতি নিখিল ভয় হইতে রক্ষা করেন, যাঁহার ওষ্ঠাধর সুন্দর অরুণবর্ণ, যিনি নিজশক্তিদ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত বিশালবাহু দানবদিগকে বিনাশ করেন ॥৪॥

শ্রুতিরত্নবিভূষণরুচিজিতপূষণমলিদূষণনয়নান্তগতিং
যমুনাতটতল্পিতপুষ্পমনল্পিতমদজল্পিত দয়িতাপ্তরতিং।
বন্দে মহিবন্দিত নন্দমমন্দিত কুলমন্ধিতখলকংসমতিং
ত্বামিহ দামোদর হলধরসোদর হর নোদর মনুবন্ধরতিং ॥৫

॥*॥　ইতি শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্ ॥

হে দামোদর ! তোমার কর্ণযুগলে সুশোভিত রত্নপ্রভার সূর্য্যের শোভা পরাভূত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নয়নোপান্তস্থিত কজ্জল শোভাদ্বারা ভ্রমরশোভা তিরস্কার করিয়াছ, তুমি যমুনাতীরে পুষ্পশয্যায় শয়ান, তুমি প্রেমোন্মত্ত মধুরভাষিণী প্রেয়সীগণের সহিত আনন্দকর, তুমি পিতা বলিয়া নন্দমহারাজকে বন্দনা কর, তুমি গোপবংশ উজ্জ্বল করিয়াছ, তুমি ভক্তগণের প্রতি অনুরাগযুক্ত, অতএব হে হলধরসহোদর! আমরা তোমাকে বন্দনা করি, আমাদিগের সংসার ভয় দূর কর ॥৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক সমাপ্ত।

সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৯ কেশব, গৌরাব্দ ৪৪০

পণ্ডিতবর

শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ

রাধারমণ-ঘেরা, শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যোচিতসম্ভাষণমেতৎ—

মহারাজ, গতকল্য আমি ও কতিপয় ভক্ত ভারতভ্রমণান্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পর্য্যটনের ক্লান্তি বিগত হইতে কিছু সময়সাপেক্ষ।

আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা শ্রীজয়পুরে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া আজমীড়, চিতোর, মৌলি হইয়া নাথদ্বারে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও তথাকার বল্লভ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া খাণ্ডোয়া, নাসিক হইয়া বোম্বাই নগরে বল্লভকুলাচার্য্যের সহিত বহু শাস্ত্রীয় আলাপের পর শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌরাগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য যতিরাজের সমাধিক্ষেত্র পাণ্ডুরঙ্গপুরম্ ও ভীমা নদী দর্শনান্তর মঙ্গোলী, পণ্ডা, তদ্রী, গোকর্ণ, নবগয়া হইয়া শ্রীমাধ্বক্ষেত্র-উড়ুপী দর্শন করিলাম।

আপনার ইচ্ছামত শ্রীমধ্বমুনির একখানি চিত্র এবং শ্রীউড়ুপীকৃষ্ণের একখানি চিত্র এই পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।

অষ্টমঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্বিষয়ে যে সকল উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে, * তাহার নকল এই পত্রের সহিত দিলাম, দয়া করিয়া পাঠ করিবেন।

আধুনিক যে সখীভেকি-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ কল্পিতপথ অষ্টমঠাধিপগণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্ত্তমান এবং তাঁহারা কৌপীনবহির্বাসযুক্ত।

কৃষ্ণপুর মঠাধিপতি বর্ত্তমান সময়ে মন্থনদণ্ডযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবকরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আমার কিছু আলাপ হইল। তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলেও কর্ম্মকাণ্ড বিধিবশেই উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান, স্বহস্তে দেড়শত গো-সেবা করেন। উড়ুপী নগরের একটী চিত্রও আনিয়াছি। পুনরায় শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে গিয়াছিলাম, তথায় আলোয়ারগণের এবং আচার্য্যগণের অষ্টাদশটী শ্রীমূর্ত্তি শিবিকার উপরে শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীরঙ্গনাথদেবের সহিত শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমণ্ডপে যাইতে দেখিলাম। কতিপয় ত্রিদণ্ডী যতির সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বিষয়ের ধর্ম্ম সেবা-প্রবৃত্তি বুঝিতে দেয় না, সেবাকে 'বিষয়' জ্ঞান করায়; ইহাই অবৈষ্ণব-ভোগীর স্বভাব। ভক্তগণ সম্ভোগবাদের প্রতিপক্ষ।

যাহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে ভজনাদি করিতে পারেন, আপনি তৎপক্ষে একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর একমাত্র কেন্দ্র। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত শাখাবিশেষের স্থান নহে। যেখানে শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণে ভক্তি-বিরোধী ব্যবহার ও কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহার পরিমার্জ্জনকার্য প্রত্যেক স্বরূপাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য; তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ প্রকৃত গৌরসেবার উদ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের শরণাগত। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভক্তগণ সম্প্রতি সংখ্যায় তিনকোটী ভারতবাসী; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধভক্ত নহেন, বিদ্ধভক্ত হইলেও তাঁহারা সকলেই গৌরদাস।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় আমার নিকট তাঁহার রচিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক একখানি সামাজিক ঐতিহ্য গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন। সময়মত আমার তাহা দেখিবার ইচ্ছা থাকিল।

আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনে অভিযানকালে আপনি যে কৃপাদৃষ্টি সিঞ্চন করিয়া অস্মদীয় গুরুবর্গকে সাদরসম্ভাষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

পতিতপাবনদাসস্য অকিঞ্চনস্য,
ভাবৎকস্য
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বত্যভিধস্য

প্রশ্নোত্তর

(অনর্থ-নিবৃত্তি)

১। অনর্থ কি ?

"সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ।

—কৃঃ সং ৯।১৫

২। অনর্থ কয় প্রকার ও কি কি ?

অনর্থ চারি প্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম, অসতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য।"

—'দশমূল-দির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩। চারি প্রকার অনর্থের স্বরূপ কি ? কিরূপে অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হয় ?

"আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস'—ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব

দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ। জড়বস্তুতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎবিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলি; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। আর অপরাধ—দশবিধ; * * হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারি প্রকার অনর্থ—অবিদ্যা-বদ্ধ-জীবের নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়।'

—জৈঃ ধঃ, ১৭শ অঃ

৪। ক্ষুদ্র অনর্থ কি বৃহৎ নামসূর্য্যকে বা চেতনকে ঢাকিতে পারে?

"বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায় নামসূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে; বস্তুতঃ বদ্ধজীবের চক্ষুকেই ঢাকে; নামসূর্য্য বৃহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না।"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৫। কেন জীবের ভগবদ্বহির্মুখতা হয় না?

"যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ না হইয়া পড়ে, ততদিন কোন-ক্রমে তাহাদের ভগবদ্বহির্মুখতা উদয় হয় না।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

৬। কতকাল পর্য্যন্ত বিষয়তৃষ্ণা থাকে?

"যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্বে শুদ্ধরতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না; অবসর পাইলেই বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গুলি ধাবমান হয়।"

'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৭। হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকিলে কি ক্ষতি হয়?

"হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতঃ ভজনে উৎসাহ-প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

৮। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে কি কি অনর্থের উদয় হয়?

"আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদি দ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ,

প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যের দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য-সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়।"　　—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৯। অসত্তৃষ্ণা কি?

"জড়দেহের দ্বারা বিষয়-পিপাসাই অসত্তৃষ্ণা; স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়।　　—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

১০। স্বতন্ত্র বিচার দ্বারা কি হরিভজন হয় না?

"নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদিত হইবে না।"　　—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

১১। অনর্থফলে কি কি উৎপাত সৃষ্টি হয়?

"অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটীনাটী, বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়; তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়; তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়।"　　—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

১২। "প্রেম-সম্বন্ধহীন দীর্ঘজীবন ও সুস্থদেহ কি শ্লাঘ্য নহে?

"যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে সে দীর্ঘ জীবন ও রোগ-শূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়।"　　—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৩। পূতনা কোন্ আদর্শের প্রতীক?

"পূতনা—ভুক্তি-মুক্তির শিক্ষক কপট-গুরু। ভুক্তি-মুক্তিপ্রিয় কপট সাধু-গণও পূতনা-তত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নবউদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।"　　—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৪। শকট-ভঞ্জন-লীলার শিক্ষাদ্বারা সাধক কোন্ অনর্থ দূর করিবেন?

"শকটাসুর-বধ প্রাক্তন ও আধুনিক অসৎসংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব; বালকৃষ্ণভাব শকট ভঞ্জন-পূর্ব্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।"
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৫। তৃণাবর্ত্ত কোন্ কোন্ অনর্থের আদর্শ?

"তৃণাবর্ত্ত-বধ—বৃথা পণ্ডিতাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক শুষ্কযুক্তি বা শুষ্ক

ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয় লোকসঙ্গই তৃণাবর্ত্ত; হৈতুক পাষণ্ডমতসমূহ ইহাতে থাকে। বালকৃষ্ণভাব সাধকের দৈন্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্ত্তকে মারিয়া ভজনের কণ্টক দূর করেন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৬। যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলায় সাধকের পক্ষে কোন্ অনর্থ দূর করিবার শিক্ষা আছে?

"যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন—শ্রী-মদ হইতে আভিজাত্য-দোষে যে অভিমান হয়, তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসব-সেবাদি জন্য মত্ততা উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য এবং নির্দ্দয়তা-প্রযুক্ত ভূতহিংসা ও নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করত সে দোষ দূর করিয়া থাকেন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৭। বৎসাসুর কোন্ অনর্থের প্রতীক?

"বৎসাসুর নাশ—বালবুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধি-বশবর্ত্তিতা হয়, তাহাই বৎসাসুর নামক অনর্থ। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা দূর করেন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৮। বকাসুরের স্বরূপ কি?

"বকাসুর বধ—কুটীনাটী, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যা ব্যবহারই বকাসুর। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি হয় না।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৯। অঘাসুর কোন্ অনর্থের প্রতীক?

"অঘাসুর বধ—ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধি-দূরীকরণ। ইহা একটি নামাপরাধ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২০। ব্রহ্মমোহটী কোন্ অনর্থের সূচক?

"ব্রহ্মমোহ—কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২১। ধেনুকাসুর কোন্ অনর্থের আদর্শ?

"ধেনুকবধ—স্থূলবুদ্ধি, সজ্ঞানাভাব, মূঢ়তা-জনিত তিক্তান্ধতা বা স্বরূপ-জ্ঞান-বিরোধ, উহার দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২২। কালীয়নাগ কোন্ অনর্থের প্রতীক?

"কালীয়দমন—অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা ও জীবে দয়া-শূন্যতা, ইহার দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৩। দাবাগ্নি কোন্ অনর্থের সূচক?

"দাবাগ্নিনাশ—পরস্পর বাদ, সম্প্রদায়-বিদ্বেষ, অন্য দেবাদির বিদ্বেষ ও যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষ-মাত্রেই দাবাল, উহার দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

শ্রীবিগ্রহ-আরাধনে মণ্ডল করণে।
অর্চ্চন-বন্দনে আর মন্দির মার্জ্জনে ॥
আপনে নিযুক্ত হৈয়া ভক্তে নিয়োজয়।
জীব উদ্ধারিতে যেঁহ করুণ-হৃদয় ॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুই কর ॥৩॥

চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ অন্ন।
শ্রীহরিরে নিবেদন করেন যে-জন ॥
চতুর্ব্বিধ শ্রীমহাপ্রসাদ ভক্তগণে।
ভুঞ্জাইয়া আনন্দিত যেই মহাজনে ॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুই কর ॥৪॥

শ্রীরাধিকামাধবের অপার-মহিমা।
নামরূপ গুণলীলার নাহি আছে সীমা ॥
সে-সব আস্বাদ লাগি রসিকসত্তম।
লোভযুক্ত চিত্ত যেঁহ তাহাতে মগন ॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুই কর ॥৫॥

নিকুঞ্জ-বিলাসী রাধামাধবযুগলে।
মিলন করাতে সদা হইয়া তৎপরে ॥
যে যে যুক্তি সখিগণ করেন চিন্তন।
সে-সব যুক্তিতে যেঁহ অতি বিচক্ষণ ॥
রাধামাধবের তাই প্রিয় অতিশয়।
গোলোক হইতে যাঁর ধরায় উদয় ॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুই কর ॥৬॥

যাঁরে সাক্ষাৎ হরি বলি বলে শাস্ত্রগণ।
সেইরূপে ভক্তগণ করেন চিন্তন॥
কৃষ্ণপ্রিয় রূপে কিন্তু সদা বিদ্যমান।
জগৎকে কৃষ্ণভোগ্য জানেন যে-জন॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুই কর॥৭॥

যাঁর কৃপা হইলে কৃষ্ণকৃপা সে মিলয়।
যাঁর কৃপা নৈলে কোথাও গতি নাহি হয়॥
যাঁর নাম-গুণ-যশ ত্রিসন্ধ্যা স্মরণ।
সঙ্কীর্ত্তন করি আর, হই শুদ্ধমন॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুই কর॥৮॥

শ্রীগুরুবন্দনাষ্টক করিয়া যতন।
প্রাতঃকালে যেই ইহা করয়ে পঠন॥
রাধামাধবের সেবা সেই জন পায়।
অনায়াসে ভবনাশ সর্ব্বদুঃখ যায়॥৯॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৩)

সম্প্রতি কর্ম্ম কিরূপে ভগবৎ সাম্মুখ্যরূপে সিদ্ধ হয়, তাহাই বলা হইতেছে,—

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যত্তন্যন্ন সমাচরেৎ॥
অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥

(ভাঃ ১১।২০।১০)

হে উদ্ধব, যিনি স্বধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া অশনীঃকাম (ফল কামনাশূন্য) হইয়া যজ্ঞাদি যজন করেন, তিনি যদি অন্য আচরণ না করেন, তাহা হইলে স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হন না। পরন্তু নিষ্পাপ শুচি স্বধর্ম্মানুষ্ঠাতা ইহলোকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান অথবা ভাগ্যবশতঃ মদীয় ভক্তি লাভ করেন।

বিহিতের অনাচরণ এবং নিষিদ্ধের আচরণ হেতু নরক গমন হয়। অতএব স্বধর্ম্মে স্থিতি ও নিষিদ্ধ বর্জ্জন হেতু তাহার নরক গমন হয় না, পক্ষান্তরে ফল কামনাশূন্যত্ব হেতু স্বর্গে গমনও হয় না। অনর্থ অর্থাৎ নিষিদ্ধ-পরিত্যাগী অতএব শুচি—রাগাদি মালিন্য রহিত। যদৃচ্ছশব্দদ্বারা কেবল জ্ঞান হইতেও ভক্তির দুর্লভত্বঃ প্রকাশিত হইল।

অফলকামত্ব অর্থে কেবল ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞানেই কর্ম্মানুষ্ঠান। জ্ঞানিসঙ্গ হইলে এস্থলে তাবন্মাত্রই ভগদর্পণ হয়। কিন্তু ভক্তসঙ্গ দ্বারা ভগবৎ সন্তোষময়ত্ব হয়। অতএব যদৃচ্ছা শব্দে ভক্তসঙ্গ ও তৎকৃপা সৌভাগ্য লাভ।

এস্থলে ভগবৎ সাম্মুখ্যের স্বরূপ কর্ম্ম সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয় কাল পর্য্যন্ত মাত্রই অবস্থান হেতু কর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদিত হইতেছে। সাক্ষাৎ সাম্মুখের মধ্যে নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বের সাম্মুখ্য জ্ঞান নামে অভিহিত। সবিশেষতত্ত্বও ভগবান্ এবং পরমাত্মা—এই মুখ্য আবির্ভূতদ্বয় যুক্ত বলিয়া সবিশেষ সাম্মুখ্যরূপা ভক্তিরও ভগবন্নিষ্ঠতা এবং পরমাত্মনিষ্ঠতারূপ ভেদদ্বয় বর্ত্তমান। গীতায় এই ত্রিবিধ ভাবই উক্ত হইয়াছে। "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" শ্লোকে (৮।৩) ব্রহ্ম; আর যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি (৮।১১) শ্লোকে জ্ঞানাত্মিকা উপাসনা উক্ত হইয়াছে। পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ (৮।৪) অভ্যাসযোগযুক্তেন (৮।৮) কবিং পুরাণমনুশাসিতারং (৮।৯) শ্লোকে পরমাত্ম ভক্তি রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবৎ ভক্তির রীতি বর্ণিত,—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (গীতা ৮।১৪)

হে পার্থ, যে অনন্যচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করে। আমি সেই নিত্যযুক্ত যোগীর সুলভ হইয়া থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও তথাপি ভূমন্ (১০।১৪।৬) শ্লোকে ব্রহ্ম সাম্মুখ্য কেচিৎস্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (২।২।৮) শ্লোকে পরমাত্ম সাম্মুখ্য এবং ভক্তিযোগেন মনসি (১।৭।৪) শ্লোকে ভগবৎসাম্মুখ্য উক্ত হইয়াছে। তথাপি "শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" শ্লোকে (১০।১৪।৪) যাহার শ্রেয়মার্গরূপা ভক্তি

পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল জ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম করেন, ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি ব্যতীত কেবলজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরত্ব স্তুতিবাদন করা হইয়াছে।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥
যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥

(ভাঃ ১১।২০।৩১-৩৩)

অতএব আমার ভক্তিযুক্ত মদাত্মা যোগীর জ্ঞান বা বৈরাগ্য দ্বারা প্রায়ই মঙ্গল লাভ হয় না। কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞান তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্যাদির দ্বারা যাহা লাভ করা যায় না আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগে তাহা অনায়াসে লাভ করেন। স্বর্গ মোক্ষ অথবা আমার ধ্যান তাহারা যাহা ইচ্ছা করেন অনায়াসে তাহাই লাভ করিতে পারেন। এস্থলে জ্ঞানাদি নিরপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত।

এক্ষণে ভগবদ্ভক্তি সাম্মুখ্য কি প্রকারে হয় তাহাই বলা হইতেছে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ (ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

হে ভগবন্! সংসারে ভ্রমণশীল জীবের যেকালে ভবাপবর্গ অর্থাৎ উপযুক্ত সময় হয় তখনই সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে যখনই সাধুসঙ্গ হয় তখনই ভবাপবর্গ হয় এইরূপ বলাই উচিত ছিল। যেহেতু ভববন্ধন নাশের প্রতি সৎসঙ্গেই প্রধান কারণ। কিন্তু তাহা বলিয়া কার্য্য-কারণের বিপর্য্যয় ঘটন দ্বারা সৎসঙ্গটি অবশ্য অপেক্ষণীয় রূপে জ্ঞাপিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে কুবের পুত্রদ্বয়ের প্রতি ভগবদুক্তি—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥

(ভাঃ ১০।১৭।৪১)

সূর্য্যের দর্শনে যেরূপ লোকের নেত্রবন্ধন বিনিষ্ট হয়, তদ্রূপ সমচিত্ত বিশেষতঃ মৎপ্রতি অর্পিতচিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হয়।

২৪। প্রলম্ব কোন্ অনর্থের প্রতীক?

"প্রলম্ব-বধ—স্ত্রী-লাম্পট্য, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৫। দাবানল কোন্ অনর্থের সূচক?

"দাবানল পান—নাস্তিকাদির দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রবের দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৬। যাজ্ঞিক বিপ্রগণের কৃষ্ণ-প্রতি অবহেলা কোন্ অনর্থের আদর্শ?

"যাজ্ঞিক-বিপ্রের ব্যবহার—কৃষ্ণের প্রতি বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত ঔদাসীন্য বা কর্ম্মজড়তা।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৭। ইন্দ্রপূজা কোন্ অনর্থের আদর্শ?

"ইন্দ্রপূজা নিবারণ—বহ্বীশ্বর বুদ্ধিত্যাগ ও অহংগ্রহোপাসনার দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৮। বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার-লীলার তাৎপর্য্য দ্বারা সাধক কি শিক্ষা লাভ করিবেন?

"বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার—বারুণী ইত্যাদি আসবের সেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি পায়,—এই বুদ্ধির দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৯। সর্পগ্রাস হইতে নন্দমোচন লীলার তাৎপর্য্য কি?

"সর্প-কবল হইতে নন্দমোচন—মায়াবাদাদি-গিলিত ভক্তি-তত্ত্বের উদ্ধার ও মায়াবাদাদির সঙ্গ-ত্যাগ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩০। শঙ্খচূড় কোন্ অনর্থের প্রতীক?

"শঙ্খচূড়-বধ—প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহা বর্জ্জন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩১। অরিষ্টাসুর-বৃষ কোন্ অনর্থের প্রতীক?

"অরিষ্টাবৃষাসুর বধ—ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা-করণ; উহার ধ্বংস।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩২। কেশী-দৈত্য কোন্ অনর্থের আদর্শ?

"কেশী-বধ—'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিবাহঙ্কার; উহার বর্জ্জন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩৩। ব্যোমাসুর কোন্ আদর্শের প্রতীক?

"ব্যোমাসুর-বধ—চৌরাদি ও কপট-ভক্তের সঙ্গ-ত্যাগ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩৪। দৃঢ়তার অভাব কিরূপ অনর্থ? তদ্দ্বারা কি অশুভ হয়?

"আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব,'—এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজন-বাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যের এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৫। ধর্ম্মধ্বজিতা কি একটি অনর্থ?

"ইন্দ্রিয়প্রিয় ধর্ম্মধ্বজীদিগের কোন কুপরামর্শই শুনিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ

সংসার, দাবানলে মানব সকল।
জ্বলিতেছে সর্ব্বদাই হইয়া কাতর॥
জলদ স্বরূপ সেই সব উদ্ধারিতে।
কৃপা প্রকাশিয়া যেঁহ আসিয়াছে ইথে॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব-চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুই কর॥১॥

সঙ্কীর্ত্তন বাদ্য-নৃত্য উল্লাস হৃদয়।
গৌরাঙ্গের প্রেমে যেই মগ্ন অতিশয়॥
অশ্রু-কম্প-পুলকাদি ভাবেতে বিভোর।
নামানন্দে পরিপূর্ণ যাঁহার অন্তর॥
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণকমল।
বন্দনা করিয়ে আমি যুড়ি দুইকর॥২॥

অতএব আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকটীকে অতিশয়োক্তি নামক অলঙ্কারের চতুর্থ ভেদের উদাহরণ স্বরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কারণের ক্ষিপ্রকারিতা বর্ণনের জন্য কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উক্তি হইলে তাহা চতুর্থপ্রকার অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে হেতু এই যে, যখন সৎসঙ্গ হয়, তখনই স্থাবর জঙ্গমাধিষ্ঠাতৃ স্বরূপে আপনার প্রতিজীবের মতি জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য —ভগবজ্‌জ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ যে প্রাগ্‌ভাব জীবের ভগবৎবৈমুখ্যজনক হয়। তাহার নাশ হইলে ভগবৎসাম্মুখ্যকারী ভগবজ্‌জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিদুরের উক্তি—

জনস্য কৃষ্ণাদ্‌বিমুখস্য দৈবাদ্
অধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥ (ভাঃ ৩।৫।৩)

দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, অত্যন্ত দুঃখিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ জনার্দ্দনের প্রিয় মঙ্গলময় সাধুগণ এজগতে নিশ্চিতই বিচরণ করেন। "দৈবাদধর্ম্মশীল" এই বাক্যে প্রাক্তন কর্ম্ম হেতু ভগবদ্‌ধর্ম্মরহিত পুরুষের উক্তি। মূলশ্লোকে "যর্হি" যেকালে তদৈব (সেইকালেই) এইরূপ উক্তিহেতু কালবিলম্ব ব্যতিরেকেই তদ্‌বিষয়িনী মতির উদয় প্রতিপাদিত হইতেছে। "তদৈব" এই বাক্যে এব শব্দের প্রয়োগ হেতু সেই কালেই হয়, অন্যকালে কদাপি হয় না ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব তদ্‌বিষয়িনী মতির হেতু বলিতেছেন সদ্‌গতিরূপ অর্থাৎ যে যে স্থলে সৎপুরুষগণ সঙ্গত হন, সেইস্থানেই "গতি" অর্থাৎ প্রকাশ যাঁহার তাদৃশ আপনার প্রতি মতি হয়।

যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেব পরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণু র্নৃপতে নাত্রি সংশয়ঃ ॥

হে নৃপতে! যে স্থানে বিষয় রাগাদিশূন্য বাসুদেব পরায়ণ ভক্তগণ বাস করেন, সেইস্থলে বিষ্ণু সন্নিহিত থাকেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অথবা "সদ্‌গতিস্বরূপ" সজ্জনগণের গতি এই অর্থ গ্রহণ করিলেও অসদ্‌গণের তিনি গতি নহেন এই অর্থ উপলব্ধ হয়। অতএব সদ্‌ব্যক্তির সঙ্গ দ্বারাই অন্যেরও ভগবৎপ্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত।

পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যারও যে সঙ্গ হইয়াছিল তাহা তাহার উক্তিতে— বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ (ভাঃ ১১।৮।৩৪), এই বিদেহ নগরীতে

আমিই একমাত্র মন্দবুদ্ধি রমনী ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত। স্বামিটীকাতেও উক্ত—হায়! সৎসঙ্গতিসত্ত্বেও আমার এইরূপ মোহ বর্ত্তমান রহিল এই অভিপ্রায়ে তৎকর্ত্তৃক "এই বিদেহনগরীতে" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

অতএব যেস্থলে সৎসঙ্গ উপলব্ধ হয় না, তথায়ও বর্ত্তমান জন্মসম্বন্ধী বা পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধী কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধজাত তৎসঙ্গ অনুমেয় হইয়া থাকে। যেহেতু সৎসঙ্গ ব্যতীত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীনারদাদি ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছেন। তাদৃশ দেবতা প্রভৃতির শ্রীনলকূবরাদির ন্যায় স্থাবরত্ব প্রাপ্তি কুত্রাপি শ্রুত হয় না। অতএব এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, জীবের যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ দোষে মনুষ্যগণ সজ্জনগণের প্রতি অনাদর যুক্ত এবং সাধারণ পুণ্যাদি দৃষ্টিশীল হয়। এস্থলে অপরাধের শান্তি এবং সৎসঙ্গের ভগবৎ সাম্মুখ্যজনন ভগবানের কৃপাসাহায্য অপেক্ষণীয়। যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ, তথাপি অপরাধ সেস্থলে প্রতিবন্ধক। এস্থলে ভগবৎকৃপা সাহায্যে প্রতিবন্ধক দূর হয়। যাঁহারা নিরপরাধ, তাঁহাদের সৎসঙ্গ দ্বারাই পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ হইলে চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি সাবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গ মাত্রই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের কারণ হইয়া থাকে। অতএব অপরাধী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই আজানজ দেবগণ এইরূপ বলিয়াছেন—

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাহৃতাত্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্যা॥ (ভাঃ ৩।৫।৪৫)

যাহাদের অসদ্বৃত্তি ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে হে পরেশ! হে উরুগায়! অপনার পদবিন্যাসলক্ষ্মী সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দর্শন করেন না।

আপনার পদবিন্যাসলক্ষ্মী সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণ অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দর্শন অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে দর্শন করেন না? যাহাদের অসদ্বৃত্তি অর্থাৎ অপরাধ চেষ্টাশীল ইন্দ্রিয়সকল অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে অর্থাৎ যাহারা বহির্ম্মুখ তাহাদিগকে এস্থলে অসদ্বৃত্তিশব্দে সাধারণ অসদ্বৃত্তি গৃহীত হয় নাই। যেহেতু তাহা হইলে ভগবানের কৃপায় পূর্ব্বে সকলেরই অসদ্বৃত্তির অস্তিত্ব নিবন্ধন "জনস্য কৃষ্ণাদ্

বিমুখস্য দৈবাৎ" ইত্যাদি বিবৃতোক্ত বাক্যে অসদ্বৃত্তিশীলের প্রতি যে কৃপা দৃষ্ট হয়, তাহাও না হইতে পারে। অতএব সাধারণতঃ অপরাধের অসদ্ভাবে সাধুগণের কৃপা হইয়াই থাকে। তাঁহাদের কৃপালাভ বিষয়ে নিজের মনোযোগ না থাকিলেও এমনকি, প্রবৃত্তির অভাবসত্ত্বেও সাধুসঙ্গ-মাত্র হেতুই তাহাদের সম্মতি হইয়া থাকে।

যেস্থলে স্বাধীনতাপ্রযুক্ত সাধুগণ অপরাধীর প্রতিও কৃপা প্রকাশ করেন, তথায় সে দয়া কেবল নরকুবর বা সাধারণ দেবতার ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের জন্যই জানিতে হইবে পরন্তু সমস্ত অপরাধীর সম্বন্ধে নহে। যেমন বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে— উপরিচর বসু দেবগণের সাহায্যার্থে দৈত্যগণকে বধ করিবার পর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভগবদ্ ধ্যানজন্য পাতালে প্রবেশ করেন। তখন দৈত্যগণ তাঁহাকে বধ করিতে উপস্থিত হইয়াও অস্ত্রহস্তে স্তম্ভিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপরে তাহারা ব্যর্থচেষ্ট হইয়া শুক্রাচার্য্য-উপদেশে উপরিচর বসুকে পাষণ্ডধর্ম্ম উপদেশ করিতে গিয়া তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ ভক্ত হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—

অনেক জন্মসংসারচিত্তে পাপসমুচ্চয়ে।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ॥

বহু জন্মরূপ সংসার হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিনষ্ট না হইলে জীবের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী মতি উদিত হয় না।

এস্থলে প্রশ্ন—ভক্তের কৃপায়ই যদি সংসার বন্ধন নাশ হয়, তবে শ্রীনৃসিংহ-দেবের প্রতি প্রহ্লাদের উক্ত—

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৪)

হে দেব! এই সংসারে বদ্ধ জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। সংসারে পরিভ্রমণশীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই—এই বাক্যে প্রহ্লাদের সমস্ত সংসারী জীবের প্রতিই কৃপা দৃষ্ট হয়, সেই কৃপাহেতু সকলেরই মুক্তি হয় না কেন? তদুত্তর—জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে সকল জীবের কথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই, কিন্তু তিনি যাহাদিগকে দর্শন বা যাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন কেবল তাহাদের কথাই স্মরণ হওয়ায় তাঁহার কৃপায় তাহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে। তাঁহার উক্তিতে "নৈতান্" পদস্থিত "এতৎ" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় জীবেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। এইরূপ অন্য সংসারীদের

সম্বন্ধেও তৎকীর্ত্তন ও তৎস্মরণ দ্বারাই কৃতার্থতা প্রাপ্তিরূপ বর শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন। যথা (ভাঃ ৭।১০।১৪) —

য এতৎ কীর্ত্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরন্ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

হে প্রহ্লাদ! যে মনুষ্য তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া তোমার গীত এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবে, সেই ব্যক্তি কালক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যে তোমাকে কীর্ত্তন করিবে তাহারাই মুক্ত হইবে। অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক যাহাদিগকে স্মরণ করিবে তাহাদের মুক্তিবিষয়ে আর আকাঙ্ক্ষা কি? ইহাই তাৎপর্য্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সাধনভক্তি কর্ম্মকাণ্ড নহে

আমাদের মঙ্গলের জন্য যে-সকল আচার্য্য ভগবদাজ্ঞায় এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন, সেই আচার্য্যগণ ভগবদ্বস্তুকে সম্বন্ধ, ভগবৎসেবাকে অভিধেয় এবং ভগবৎপ্রীতিকে ফলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্যগণ সকলেই আমাদের শিক্ষক। ইঁহারা নিত্যকাল ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে তাহাতে নিযুক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা দেখান। স্বরূপজ্ঞান-প্রদান বা সেবা-শিক্ষাদানই তাঁহাদের কার্য্য; এইজন্যই তাঁহারা বদান্য। এই ভক্তিপথ-প্রদর্শক শিক্ষকগণেরও শিক্ষক—আমাদের মহাপ্রভু। তাই তিনি মহাবদান্য এবং এই শিক্ষকগণেরও শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট ও তৎপ্রদর্শিত উপদেশগুলি যিনি নিজে পালন করিয়া আচার্য্যরূপে অজ্ঞ আমাদিগকে শিক্ষা দেন, তিনি মহামহাবদান্য। শ্রীগৌরের নিত্য পার্ষদগণই এই অমন্দোদয়-দয়া-প্রকাশে সিদ্ধহস্ত।

মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথই ভক্তিপথ এবং তাঁহার শিক্ষাই একমাত্র সর্ব্বশিক্ষা-সার। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও জীবমঙ্গলার্থ ভক্তবেশধারী; সুতরাং তাঁহার কথার চেয়ে বড়কথা এজগতে নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীগৌর-সুন্দর-প্রকাশিত সাধন-তত্ত্ব অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম জ্ঞানে আবদ্ধ করে। শ্রীচৈতন্যের নিজজনগণ এসব কথা সম্যগ্‌রূপে জানেন; সুতরাং তাঁহাদের আনুগত্যই জীবের মঙ্গলের একমাত্র উপায়; আর শ্রীচৈতন্যজনের পূর্ণরূপানুগত্য-বিষয়ে বিবর্ত্তবুদ্ধিই ভক্তিপথের মহা-অর্গল-স্বরূপ।

আমরা নিজ সুখের জন্য যাহা করি, তাহারই নাম ভোগ। সুতরাং স্ব-সুখার্থে কৃত হয় বলিয়া জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি সবই কর্ম্মের নামান্তর মাত্র। জ্ঞানরূপ কর্ম্ম, যোগরূপ কর্ম্ম, তপস্যারূপ কর্ম্ম এবং তথাকথিত বৈরাগ্যরূপ কর্ম্ম সবই মনোধর্ম্মপ্রসূত বলিয়া অনিত্য। ইহারা অনিত্য ফল প্রসব করিয়া ক্ষান্ত হয়। সুতরাং অন্যাভিলাষীর ঐহিক ফললাভ, কর্ম্মীর পারলৌকিক নশ্বর ফললাভ, জ্ঞানীর স্বরূপ-নির্ব্বাণ-চেষ্টা, দেবোপাসকের দেবোপাসনা প্রভৃতি আত্মার বৃত্তি না হওয়ায় সেগুলিকে সাধন বলা যায় না। **সাধ্যবস্তু—কৃষ্ণ।** এই সাধ্যের উদ্দেশ্যে সাধকের যে চেষ্টা তাহারই নাম সাধন। সুতরাং চেতনের দ্বারা চেতনসঙ্গলাভের বা চেতনের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রচেষ্টাকেই শাস্ত্র সাধন বলিয়াছেন। ভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সুতরাং ভক্তিই একমাত্র সাধন। এতদ্ব্যতীত অন্য মনঃকল্পিত চেষ্টা সাধন-পদবাচ্য নহে। এই ভক্তির তিনটি অবস্থা—**সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম-ভক্তি।** যেমন একটী আমের কাঁচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তি বা সাধকাবস্থা। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা হইতে অনর্থনিবৃত্তি পর্য্যন্ত এই চারিটি অনর্থযুক্ত সাধকাবস্থা বলিয়া ইহাকে কোনও মহাজন সাধনক্রিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং অনর্থনির্ম্মুক্তির পর অর্থাৎ নিষ্ঠা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত অবস্থাকে সাধনভক্তি বলিয়াছেন। এই সাধন-ভক্তির পরই ভাবভক্তি অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধির কথা। তখনই সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রসিদ্ধি বা 'মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'-রূপ নির্ম্মুক্তির কথা। ইহা শুধু জ্ঞানীর মুক্তি নহে; সুতরাং মুক্তি হইতেও মুক্তি—পরমা মুক্তি বা হৃষীকেশ গোবিন্দ-সেবা।

স্বসুখবাঞ্ছাই কর্ম্ম আর কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাই ভক্তি। 'কর্ম্ম'-শব্দে স্মার্ত্ত-দিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, প্রায়শ্চিত্তাদি বহির্ম্মুখ-কর্ম্মকে লক্ষ্য করে। কৃষ্ণপরিচর্য্যাদি কর্ম্মপ্রায় মনে হইলেও সেবানিষ্ঠা-লক্ষণদ্বারা কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় না, ভক্তিনামে পরিচিত। সাধন-ভক্তি কর্ম্ম ত' নহেই; পরন্তু গৌণভাবে কর্ম্মবীজধ্বংসিনী। সাধকের যে ভক্তি তাহাই সাধনভক্তি বা উপায়ভক্তি; আর সিদ্ধের যে বৃত্তি তাহাই প্রথম অবস্থায় ভাবভক্তি ও পরে প্রেমভক্তি নামে কথিত। সিদ্ধের যে ভক্তি তাহা উপেয়ভক্তি বা সাধ্যভক্তি; ইহাই জীবের প্রয়োজন।

সাধুসঙ্গের অভাবে আমরা কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মকেই ভক্তি বলিয়া মনে করতঃ বিপথগামী হই। এ জগৎ বদ্ধজীবের

কর্ম্ম বা ভোগের রাজ্য। আমরা কেহই এ স্থানের অধিবাসী নই—প্রবাসী। সুতরাং ভোগী বা কর্ম্মী আমরা যদি ভক্তের সঙ্গ না পাই তাহা হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা আমাদের জাগিতেই পারে না অর্থাৎ সাধনভক্তির কথা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। আমাদের বুদ্ধি কর্ম্মজড়; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে সাধনকালীর ভক্তের অনর্থ-নিবৃত্তির চেষ্টা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও সাধনভক্তি কেবলমাত্র ঔপাধিক সম্বন্ধবিশিষ্ট মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মক ব্যাপার মাত্র। উহা নিরুপাধিক সেবাপ্রবৃত্তি-স্বরূপা এবং গৌণভাবে মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মিকা। সুতরাং সাধনভক্তি যে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যাপার নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরাভবেদিতি॥"
"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

[হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন, এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষি ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবায় অনুকূলা হয়, সেইরূপ করিবেন।]

শাস্ত্রের কথা হৃদঙ্গম করিতে হইলে আমাদিগকে মহাপ্রভুর অনুগত হইতে হইবে। মহাপ্রভু যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই আমাদের মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হইবে। সেইজন্য আজ আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার সম্বন্ধে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধামবৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্।
তদ্ভিন্নাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ॥
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনাং শুদ্ধভক্তিম্।
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রবণাদ্বাদশী

১৩৭৫ সালের আষাঢ়ের 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় (শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত) "শ্রবণাদ্বাদশী" সম্বন্ধে স্মৃতিতীর্থ ও পঞ্চতীর্থ নামধেয় প্রবন্ধ আলোচনান্তে শাস্ত্রার্থ প্রতিপাদনদ্বারা জ্ঞানী অকিঞ্চন বৈষ্ণব-সমাজ হইতে শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাথমিক আলোচনায় শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতেছি। মাননীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের আষাঢ় সংখ্যায় লিখিত প্রবন্ধের উপক্রম ও উপসংহার আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী বিজয়া মহাদ্বাদশীপদবাচ্যা, উক্ত দিনে উপবাস করণীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীহরি-ভক্তি বিলাস গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায়, একাদশী যদি শ্রবণাযুক্তা হয় তাহা বিজয়াপদ বাচ্যা, যথা "একাদশী যদা চ স্যাৎ শ্রবণেন সমন্বিতা। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয়প্রদা" ॥ (হঃ ভঃ বিঃ, ১৫ বিলাস, ২৫৩ সংখ্যক প্রমাণ)। অতএব বিজয়া বিশেষণ থাকিলেই বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে ইহা শ্রীগ্রন্থ সম্মত বলিয়া মনে হয় না। অতএব পঞ্চতীর্থ মহাশয় যে লিখিয়াছেন বিজয়া নাম সা প্রোক্তা অর্থাৎ ইহাই বিজয়া মহাদ্বাদশী, ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা বিধিবাক্য নির্ণয় হয় না, তাঁহার প্রবন্ধে শাস্ত্রার্থ বিচারের কোন শৈলীই রক্ষিত হয় নাই, কতকগুলি প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র, কারণ, প্রতিজ্ঞা, নিগমন অথবা বিষয় ও নির্ণয় স্বরূপ ন্যায় বা মীমাংসা শৈলী যদি সংশয়াত্মক বিধেয় বাক্যে নাথাকে তাহা পণ্ডিত সমাজে আদরণীয় নহে। শ্রীগ্রন্থকার মাসকৃত্য প্রকরণ ১৫শ বিলাসের শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রথমেই "অথ শ্রবণাদ্বাদশীব্রত নির্ণয়।" এই প্রতিজ্ঞা বা বিষয় বাক্যের অনন্তন কোনরূপ লক্ষণ না দেখাইয়া "দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাৎ উপোষ্যা শ্রবণান্বিতা। বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি" (১৫শ বিলাস, ২৫১ সংখ্যক প্রমাণ) ॥ অতএব উক্ত প্রতিজ্ঞা, অথবা বিচার বাক্যকেই শ্রীগ্রন্থকার সিদ্ধান্তে বা নিগমনে স্থিরীকৃত করিয়াছেন, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষীয় বিচারগুলি প্রমাণ এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা প্রনিধানপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই বিষয়ভেদ অবশ্য স্বীকৃত হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "১৩৭৫ সালের পি, এম্, বাকৃচীপঞ্জিকায় শ্রবণাদ্বাদশীর বিষয়ে শ্রীআশুতোষ স্মৃতিতীর্থ লিখিয়াছেন, আলোচ্য বর্ষে ১৮ই ভাদ্র বৈষ্ণব-স্মৃতি সম্মত শ্রবণদ্বাদশ্যুপবাস এবিষয়ে কোন মতান্তর নাই, ইত্যাদি। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে আমার বক্তব্য পি, এম্, বাকৃচী পঞ্জিকার

লিখিত সিদ্ধান্ত অমূলক নহে, কারণ একাদশীর ও যথোক্ত অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যতা একাদশী প্রকরণ লক্ষ্য করিলেই বৈষ্ণব-সমাজ অবগত হইতে পারিবেন। যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণা নক্ষত্র অথবা দ্বাদশী উভয়ের যোগ হইলে যাহা বিজয়াদ্বাদশী শ্রীগ্রন্থকার বলিয়াছেন, তাহা কাম্য, ইহা তৎপ্রকরণ আলোচনা করিলেই প্রকৃত গুণী—বৈষ্ণবগণ আস্বাদন করিতে পারিবেন। কারণ "মহতীদ্বাদশীজ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা" "সর্ব্বতীর্থেস্নাতো ভবতি" "তাবত্যেব প্রশস্যতে" (হঃ ভঃ বিঃ ১৫শ বিলাস ২৪৪-২৫২ সংখ্যক প্রমাণ) মহাফলা, সর্ব্বতীর্থস্নাতঃ প্রশস্যতে শব্দগুলি কাম্যের সাধক, নিত্যের নহে। এই জন্যই পঞ্জিকায় (পি, এম্, বাক্‌চী) সমর্থ অসমর্থ পক্ষ লিখিত হইয়াছে। অতএব মাননীয় শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে আমার লিখিত পি, এম্, বাক্‌চী পঞ্জিকার ব্যবস্থা-সমালোচনা আদ্যন্ত পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। একাংশ গ্রহণ করিয়া সমালোচনা করিলে "দ্বিজেষু বৈদ্যা-শ্রেয়াংসঃ ইতিবৎ অপ্রাকৃতার্থ প্রতীতি হইবে। এবিষয়ে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া দুই একটী কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলাম। অশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্র নিষ্ণাত সর্ব্বজনমান্য শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজজী প্রবর্ত্তিত **শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায়** ১৩৭৫ সালের ১৮ই ভাদ্র শ্রীশ্রীএকাদশীর ও শ্রবণাদ্বাদশীর উপবাস লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, শ্রীগ্রন্থের তাৎপর্য্য প্রতিপাদনে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা রহিয়াছে এবং নবদ্বীপস্থ ধামেশ্বর শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামিগণ প্রবর্ত্তিত ১৩৭৫ সালের বৈষ্ণব্রত তালিকায় ১৮ই ভাদ্র শ্রীশ্রীএকাদশীর ও শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩৭৫ সালের গুপ্তপ্রেস, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকাতেও ১৮ই ভাদ্র শ্রীশ্রীএকাদশীর ও শ্রবণাদ্বাদশীর উপবাস লিখিত হইয়াছে। এবিষয়ে শাস্ত্রার্থ প্রতিপাদন দ্বারা যদি কোন জ্ঞানী বৈষ্ণব পণ্ডিত মহোদয় আমার লিখিত সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীগ্রন্থের প্রমাণ দৃঢ় করেন, তাহা হইলে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগসহ সাদরে গ্রহণ করিব। ইত্যলং—

বৈষ্ণবজ্ঞানরজঃ প্রার্থী

শ্রীআশুতোষ স্মৃতিতীর্থ

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক,
নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

ভগবানই উদ্ধার করিতে সমর্থ

আমরা ভগবানের দাস, ইহাই আমাদের স্বরূপের পরিচয়—আত্মপরিচয়। আমরা বর্ত্তমানে এই সংসার-কারাগারে বা ভবসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। পাপীর যেরূপ কারাদণ্ড হয়, অপরাধী আমাদেরও সেইরূপ নির্ব্বাসন-দণ্ড বা সংসার-কারাবাস-দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়াছে। তদ্ধেতু জড় স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় আমাদের চিন্ময় দেহকে আবৃত করিয়াছে এবং চিত্তচাঞ্চল্য-হেতু আমরা সেই আগমাপায়ী দেহদ্বয়ের সহিত দেহ-দেহী অভিন্ন নিজ চিন্ময়-দেহের সাম্য-জ্ঞান করিয়া অবিবেচনার রাস্তা পরিষ্কার করিতেছি। অভিমান দুইপ্রকার—সেব্যাভিমান ও সেবকাভিমান—ভোক্তাভিমান ও ভোগ্যাভিমান—প্রভু-অভিমান ও ভৃত্যাভিমান। সকলের একমাত্র প্রভু ও বন্ধু—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সুতরাং প্রভু-অভিমান তাঁহারই একচেটিয়া। এই অভিমান হৃষীকেশ কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সরবরাহক। ইহাতে তাঁহারই আনন্দ সম্ভব, অপরের নহে। এই ভোক্তাভিমানে বা সেব্যাভিমানে সকলের নিকট হইতে সেবাগ্রহণ করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই আছে, অপর কাহারও নাই। সেইজন্য শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

কৃষ্ণ ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণদাসাভিমানী; ইহাই কৃষ্ণ ব্যতীত অপর বস্তুর পরিচয়। যেখানে কৃষ্ণদাসাভিমানের অভাব, সেইখানেই কৃষ্ণাভিমান—ভোক্তাভিমান বা প্রভুত্বাভিমান প্রবল; কিন্তু ইহা সেবকের ধর্ম্ম না হওয়ায় কষ্টপ্রদ ও অশান্তিজনক। কৃষ্ণাভিমানী বদ্ধজীবের প্রভুত্ব ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন চিন্তা থাকে না; তখন ভগবৎসেবাবিমুখতাই সংসারাসক্ত ভোগী আমাদের বৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় নিরন্তর ভগবৎসেবা-রূপ কৈবল্য আমাদের প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় না। তাই **অণুচিৎ জীব আমল্লা পুরুষাভিমানে ব্যস্ত হইয়া পুরুষোত্তমের অবৈধ অনুকরণক্রমে বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধ ভূমিকায় বিচরণের দুর্ভাগ্য লাভ করি।**

ভগবদ্‌বিস্মৃতিবশতঃ ইতরবস্তুতে বদ্ধজীবের রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভোগ ও ত্যাগবাসনার প্রাবল্যবশতঃ বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবল্লাভের জন্য বদ্ধজীবের

স্বাভাবিক চেষ্টা নাই তজ্জন্য বদ্ধজীব আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে পরিমাণশীল লোভনীয় বস্তুর জন্য ধাবমান হই। তৎফলে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি অনিত্য ভোগের স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায়। কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ এই ভোগত্যাগাকাঙ্ক্ষাই সংসার-কূপে পতিত হইবার—দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। কোন কারণে বদ্ধজীবগণের কৃষ্ণসেবোন্মুখতা উপস্থিত হইলে আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণসেবা-পরিত্যাগের ফলেই ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীদ্বয় আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। সাধুসঙ্গকলে যদি স্বরূপ-বিবেক উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমরা সেবাপ্রবৃত্তিক্রমে আত্মরক্ষার বল লাভ করি। তখন জগদ্ভোগ করিবার ব্যাকুলতা আমাদিগকে আর উদ্ভ্রান্ত করিতে পারে না। নিত্যস্বরূপের অনুদয় বা স্মৃতিই জীবকে কৃষ্ণানুশীলন হইতে বিরত করিয়া জড়রসের প্রতি আকৃষ্ট করে। সেবাবৈমুখ্য হইতে এই জড়ভোগের উৎপত্তি এবং তাহাই ক্লেশের মূল। গুরুকৃপায় ভগবৎসেবাবৃত্তি হৃদয়ে উদিত হইলেই জীবের জড়জগৎকে স্বীয় ভোগদর্শনের পরিবর্ত্তে ভোক্তৃ ভগবানের ভোগ্যরূপে দর্শন বা স্বীয় পূজ্য ভগবৎসেবোপকরণ দর্শন হয়। তখনই বদ্ধভাব অপসারিত হয় এবং যাবতীয় বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিয়া যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণে কোন দোষ বা অপরাধ হয় না। জড় জগতের ক্ষণভঙ্গুর আশাভরসা ছাড়িয়া ব্রজজনানুরাগী হইতে না পারিলে বদ্ধজীবের মঙ্গলের আর অন্য কোন উপায় নাই।

ভগবান্ জড়ের ভোক্তা নহেন। তবে যেসকল বদ্ধজীব জড়ভোক্তৃ-অভিমানে জড়বস্তু-ভোগের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে, ভগবান্ সেই বদ্ধ অণুচেতন জীবগণকে বিভিন্ন ভোগের ভোক্তৃরূপে নৃত্য করাইয়া থাকেন মাত্র। অণুচিৎ-ধর্ম্মবশতঃ জীবের মায়াস্পৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে। তাই তাহারা বদ্ধাবস্থায় জড়প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তত্তদ্বস্তু ভোগ করিতে গিয়া স্ব-স্ব-কর্ম্মফলজনিত দুঃখ ভোগ করিতে করিতে সংশোধিত হয়। আমরা বর্ত্তমানে সংসারকূপে পতিত হইয়াছি। এই অন্ধকারময় গভীর কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা নিজচেষ্টাদ্বারা কোন কালেই হইতে পারে না। অবলম্বন-হীন, সংসারকূপে পতিত জীবের পক্ষে নিষ্কৃতিলাভ যে অপতিত কাহারও সাহায্য ব্যতীত হইতেই পারে না, তাহা বোধ হয় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিতে পারি। জগদ্বাসী আমরা শতকরা শতজনই এই সংসারকূপে পতিত হইয়া কেবল হাবুডুবু

খাইতেছি; কখনও দুঃখাভাবরূপ ক্ষণিক সুখ আমাদের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছে, আবার কখনও বা দুঃখমর্দ্দিত হইয়া নিরাশ হইতেছি। এখন এই মহাবিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কে? যিনি এই সংসার কূপে পতিত নহেন এমন কোন ভগবজ্জন বা ভগবান্ ব্যতীত আমাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

আমরা শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখিতে পাই, কীট থেকে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবসমূদয়ই জীবকোটির অন্তর্গত। ইঁহারা প্রত্যেকেই ভগবানের কৃপার্হ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মায়াপাশ থেকে মুক্ত করিতে পারেন—তাই তিনি 'মুকুন্দ'। দেবতাগণ অমর নাম প্রাপ্ত হইলেও তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তর্গত। সাধারণ জীবগণও সাধনা বলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি পদ পাইতে পারেন—কিন্তু তাহাও ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। ভগবান্ একাই মাত্র মায়া-মুক্ত—মায়া তাঁর দাসী—তাই তিনি মায়াধীশ।

সুতরাং মনঃকল্পিত অন্যান্য উপায়-চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের চরণাশ্রয় করাই আমাদের বিশেষ দরকার। পতিতপাবনই পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন। তাহা ব্যতীত এ সামর্থ অন্য কাহারও নাই। সেইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

গোপীনাথ, তুমি কৃপাপারাবার।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর।
গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥

ভগবান্ই আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিলে আমাদের আর নিস্তার নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ॥ (ভাঃ ১১।৮।৪১)

[এই শ্রীহরি ব্যতীত অপর কেহই সংসারকূপ-নিমগ্ন, রূপ-রসাদি-বিষয়-কর্ত্তৃক হৃতদৃষ্টি, কালসর্পগ্রস্ত জীবের উদ্ধারে সমর্থ নহে।]

—শ্রীভাবভক্তি ব্রহ্মচারী

সৎ পিতার পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাম ও পোঃ ঃ—কাশীনগর
২৪ পরগণা (পঃ বঙ্গ)
ইং ৬।৮।৬৮

শ্রীবৈষ্ণব-চরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্ –

নিকুঞ্জ! তোমার প্রেরিত চিঠি ২০শে শ্রাবণ, সোমবার বেলা ৪টার সময় পাইয়া হাটের নানা ঝামেলার মধ্যেও তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিতেছি। তোমার চিঠিখানি প্রথমের দিগে পড়িয়া বেশ আনন্দ লাগিয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে পড়িতে পড়িতে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ পরমদয়াল পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুদেব তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তোমার মনের ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য তোমার মস্তকে শ্রীহস্ত বুলাইয়া আলোর সন্ধান দিয়াছেন এবং সেই পথে চলিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। কিন্তু তুমি বিষ্ণু-মায়ায় এতই মোহিত হইয়াছ যে, করুণাময়ের সেই অযাচিত অশেষ কৃপাকে বুঝিতে না পারিয়া তাহা উপেক্ষা করিতে চলিতেছ। তোমার বয়স হইয়াছে, বুদ্ধিও যথেষ্ট রয়েছে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, শ্রীল গুরুদেবের কৃপাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা গিয়াছে—তাহারা সকলেই মায়ায় কবলিত হইয়া মায়ার নিষ্পেষণে নিষ্পেশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ভগবান দাস প্রভুর কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। তিনি যখন মঠবাস করিতেন, তখন তাঁহার কত সম্মান বা প্রত্যেকেই কত আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু মঠ পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের পর অর্থাৎ ঘোর সংসারী হওয়ায় তাঁহার অবস্থা কত শোচনীয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। স্রোতস্বিনীতে কাষ্ঠ ভাসমানের ন্যায় এই সংসার-সিন্ধুতে তিনি আজ সন্তরণ করিতেছেন। উপেক্ষিত, অবহেলিত হইয়া সংসার-বিষানলে আজ তিলে তিলে দগ্ধিভূত। উদরপুরণের জন্য মিথ্যা জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়া শ্রীগুরুদেবের নামে ভাড়িয়া খাওয়া এই যে অবস্থা ইহার শেষ পরিণতি কোথায় দাড়াবে কে জানে? অনুসন্ধান করিলে এই রকম আরও হয়তো অনেক মিলিবে।

আমি তোমার জাগতিক পিতা, তোমাকে স্পষ্ট করে জানাইতেছি, তুমি বিশ্বাস কর,—গৃহস্থ জীবনে সুখী খুব কমেই আছে এবং সাধন-ভজনও হয় বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ইহা মায়ারচিত একখানি ফাঁদ। মানুষ সংসার-জীবনে প্রবেশ করায় নারীরূপী মায়ায় আবদ্ধিভূত হইয়া গণগড্ডলিকা প্রবাহের মত ছুটে যায় অনিশ্চিতের পথে। তখন জাগতিক সুখ-ভোগেচ্ছায় দিন রাত গর্দ্দভের মত পরিশ্রম করিতে থাকে। স্বরূপ চিন্তা করিবার আর অবকাশ রাখে না। মরুর যাত্রিগণ জল পাবার আশায় মরিচীকা দর্শন করিয়া যেরূপ প্রধাবিত হয়, ঠিক গৃহমেধিগণও ক্ষণিকের সুখেচ্ছায় সংসার-বোঝা বহন করিতে থাকে। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে যেরূপ জেলখানার কয়দিগণ আটকা থাকে ঠিক হিনালী প্রলুব্ধ ব্যক্তিগণও মায়াবিনীর কাছে বন্দী হয়। এই বন্ধন থেকে কতজন মুক্ত থাকিতে পারে তাহা জানা বড়ই দুষ্কর।

তোমার মনের অবস্থা আমি এই অনুভব করিতেছি যে, যৌবন-প্রবাহ অবস্থায় তোমার কাম-রূপ অরি তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে। তাই আমি তোমার শত্রুস্বরূপ। আজ আর আমি তোমাকে আদেশ করিব না—একান্ত অনুরোধ করি যে, তুমি যাহাতে শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হও। মনে রাখিবে শ্রীল গুরু মহারাজের কৃপালাভে তোমার যতই কষ্ট হউক না কেন (কাম-রূপ অরিকে দমন করিতে) তাহা তুমি অকাতরে গ্রহণ করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করিও না। শত বাধা-বিপত্তি, কষ্ট, উপেক্ষা প্রভৃতিকে যদি সাদরে মেনে নিয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে পার তাহা হইলে তুমি নিশ্চই প্রকৃত আলোর সন্ধান পাইবে—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সৎ মনভাব নিয়া সেবায় প্রবৃত্ত থাকিলে তোমার কোন শত্রুই থাকিবে না। কখন বা প্রতীতি হইলেও অন্তিমে তোমারই জয় হইবেই—ইহা সুনিশ্চিত জানিবে।

আমি ছোটবেলায় পদ্য পড়িয়াছি,—

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে।
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে ?"

*　　*　　*　　*

'বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে ॥'

এই কথার উপর নির্ভর করিয়া চলিবে। তাহা হইলে কোন অসুবিধা দেখা দিলেও অন্তিমে তার ফল ভালই হইবার সম্ভাবনা। বিস্তারিত ভাবে, জানাইবার সময় নাই ; শেষ কথা, যদি তুমি প্রকৃত ধর্ম্ম করিবার বা আত্ম-মঙ্গল করিবার এবং সৎশিক্ষালাভ করিবার জন্য মঠে গিয়া থাক তাহা হইলে বিক্রিত পশুর ন্যায় অবনত মস্তকে গুরু-বাক্য সর্ব্বদাই শিরধার্য্য করিবে ; তবেই জীবনকে ধন্য করিতে পারিবে।

নিকুঞ্জ ! তুমি হয়তো জান না, আমার কত আশা—কিসের আশা ? তোমার কাছে কিছু পাইবার ?—না। তোমার আদর্শময় জীবন গড়ে উঠুক। তুমি জাননা গার্হস্থ্য জীবনে কত তিক্ততা, মনে রাখিও মাকাল ফল সদৃশ গার্হস্থ্য জীবনের অবতারণা। শ্রীগুরুদেব কৃপাময়, তাই তোমার প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া তোমার আত্মোন্নতির জন্য যাহাতে আজীবন ভগবৎ সেবা করিবার অধীকার লাভ কর সেই জন্যই শিক্ষা দিতেছেন। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ ত' তোমার একজন 'মা'র পরিবর্ত্তে আজ কত শত সহস্র 'মা' রূপে পাইতেছ, কতিপয় ভাই-ভগ্নির পরিবর্ত্তে বিপুল সংখ্যক ভাই-বোন পাইতেছ। একটি গৃহের পরিবর্ত্তে আজ কত শত গৃহে আপ্যায়ন পাইতেছ ; অপ্রাকৃতস্থান মঠ-মন্দিরে বাস করিতে পারিতেছ। শঠ-প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হইয়া নিয়তই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার সুযোগ পাইতেছ। চেয়ে দেখ, সাংসারীক ব্যক্তিগণ শুধু কয়েকটি লোকের সেবার অভিনয় করিয়া নিজের ভোগ-লালসায় ব্যস্ত আর মহন্তগণ জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য—পরম উপকারের জন্য ব্যস্ত অর্থাৎ যে উপকার বা মঙ্গল আনয়ন করিলে জীবের সত্যই মায়াকারাগারে আর নিপতিত হইতে হয় না। তাহা হইলে দেখ, এখন কে সবচেয়ে বড় উপকারী ?

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ॥
দৈবং ন তৎ স্যন্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ য সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (ভাঃ ৫।৫।১৫)

[ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু "গুরু" নহেন, সেই স্বজন "স্বজন" শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা "পিতা" নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী "জননী" নহেন অর্থাৎ সেই জনীর গর্ভধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা "দেবতা" নহেন অর্থাৎ যে-সকল দেবতা

জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি "পতি" নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ উচিত নহে]।

উক্ত কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যবোধে উপদেশের ছলে তোমাকে জানাইলাম। তুমি নিষ্কপটে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজের, বংশের, জন্মভূমির তথা জগতের পরম কল্যাণ সাধন কর ইহাই আমার চির আশা—শুধু তাই নয়—আমার বিশেষ অনুরোধ। পদ্মপুরাণের একটি শ্লোকের কথা আমার মনে পরে, যথা—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা চ বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥

[যেই কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা ও জন্মভূমি ধন্যা হন। স্বর্গে তাঁহার পিতৃপুরুষগণও বৈষ্ণবের আবির্ভাবে নৃত্য করিতে থাকেন।]

তাই তুমি জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধক হও, মনে রেখ স্বয়ং বেদপুরুষ বলিয়াছেন,—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশ্চিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ (কঠ ২।৩।১৪)

[হে সাধুগণ! নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপালাভ করিয়া ভগবানকে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংস্কৃতি অতীব তীক্ষ্ণা অর্থাৎ বহু দুঃখকারিণী দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসার-নিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতি যত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার তরণের আর উপায় নাই।]

বিশেষ আর কি সময় খুব কম, তাই এখানেই শেষ করিতেছি। বি, এস-সি (অনার্স), বি, টি, পাশ ছেলেটি যে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মঠে যোগদান করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তুমি তাঁহাকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবে। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবে। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণব-দাসানুদাসাভীলাষী—
শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

বৈষ্ণব-কৃপা

সেব্যবস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসেবানন্দে অমনোযোগী হইয়া নানা অপরাধের ফলে জীব তাহার বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা প্রাকৃতিক উপাদান হইতে জড়রসাস্বাদনে প্রমত্ত হন। সেই সময় হইতে অমৃতের পুত্র জীব জীবন্মৃতের ন্যায় শ্রীভগবানের ছায়াশক্তিরূপিণী দৈবী মায়ার হস্তে অশেষ নিপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হন। ঈদৃশ জীবাত্মা 'মায়াবদ্ধ' বা 'বদ্ধজীব' নামে খ্যাত।

সংসার অটবীতে ভ্রমণকালে বদ্ধজীব নানা দুর্গতি লাভ করিয়া উদ্ধারের জন্য স্ব-স্ব অক্ষজজ্ঞান অথবা তথাকথিত অজ্ঞানকল্পিত দৈব সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া অধিকতর অসুবিধা ভোগ করিতে করিতে কেহ কেহ বুঝিতে পারেন যে, "যত মত তত পথ" এই মনঃকল্পিত গণগড্ডালিকার চিন্তাস্রোত হইতে উদিত ঘোর সংসার অটবী হইতে প্রকৃতভাবে পরিত্রাণ লাভের উপায়-স্বরূপ একটী মাত্র পথই আছে। শ্রুতি বলেন, সে পথ অতি দুর্গম—"দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

আপাতঃদৃষ্টিতে গভীর বনমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পথ যে-দিক দিয়া হউক যাইলে চলে এইরূপ বোধ হইলেও বনরাজির অসীমতা ও সীমান্তে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিসঙ্কট অথবা দুষ্পার জলধির অবস্থান ও সর্ব্বত্র নানা হিংস্র জন্তু এবং ভৌতিক উপদ্রব সংঘটনের সম্ভাবনায় গভীর অরণ্যে পতিত অসহায় ব্যক্তির শুধু স্বীয় ক্ষুদ্র দৈহিক ও তুচ্ছ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবলম্বনে অরণ্য মধ্য দিয়া গমনচেষ্টা যে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে বরণ করিয়া চলা, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝেন; কিন্তু তথাপি মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীব স্থূলসূক্ষ্মাত্মক জড়রসাস্বাদনের জন্য মৃত্যুসঙ্কুল সংসার-অরণ্যানীর মধ্যে বহির্ম্মুখ চিত্ততোষণপর প্রাকৃত সুখ-লাভাশায় মনগড়া শাস্ত্র ও প্রেয়ঃপন্থিগণের উপদেশের দোহাই দিয়া নির্গমন-পথ অন্বেষণে ব্যস্ত। কিন্তু সত্য সত্যই যাঁহারা এইরূপ অবস্থায় আপনাকে অসহায় বোধ করিয়া নিষ্ক্রান্তির পথবেত্তা মহাজনগণ-নির্দ্দিষ্ট পথান্বেষী হইয়া "যত মত তত পথ" রূপ গোঁজামিল দেওয়া কথায় কর্ণপাত না করিয়া "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এই শ্রুতিবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার অচিরেই বিপজ্জাল ভেদ করিয়া গন্তব্যস্থান হইতে আগত মহাজনের সঙ্গ প্রাপ্ত হন ও তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া অনায়াসে গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারেন।

বস্তু যেদিকে আছে সেই দিকে না গিয়া যদি ক্রমাগত বিপরীত দিকে চলা যায় তাহা হইলে ক্রমেই গন্তব্য স্থানের দূরত্ব বাড়িয়া যায়। প্রেয়ঃ-পন্থিগণের মধ্যে অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে, ব্যক্তিগত মনঃকল্পিত ধর্ম্মপথে চলিয়া যে-কোন এক সময়ে সংসার অরণ্যানীর পারে যাইতে পারা যাইবে। যদি তাহাই হয় অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি বিভিন্ন ইতর পন্থায় মুক্তি অর্থাৎ সংসার-মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলেও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মৃগ্য বস্তু শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা ও তাঁহার ধামে বসতিরূপ জীবের চরম ও পরম প্রাপ্য পঞ্চমপুরুষার্থ লাভ করিবার অর্থাৎ শ্রেয়ঃপথে যাইবার সন্ধান তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।"

সংসার-মুক্তি ভগদ্ভজনের ভূমিকা হইলেও যদি তাদৃশ ভজনে মতি না দিয়া শুধু মুক্তাভিমানই পোষণ করা যায় তাহা হইলে অবিলম্বে মায়াকর্ত্তৃক পুনরাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। সেই পরমধামই আমাদের গন্তব্যস্থান। গন্তব্যস্থানে আত্মার পুনর্গমনোপায় স্বীয় অহঙ্কারাত্মক চেষ্টা-সাপেক্ষ নহে, পরন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে মুক্তশিরোমণি নিত্যসিদ্ধাত্মগণের কৃপাধীন। ইঁহারা পরমহংস বা বৈষ্ণব নামে খ্যাত। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত বা কার্ষ্ণগণই বৈষ্ণবগণের অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের সমষ্টি হইলে জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। কাম-ক্রোধাদি রিপুনিচয়, শোক, মোহ, জাড্য, নিদ্রা প্রভৃতি তামসধর্ম্মজাত বৈগুণ্যগুলিও দূরীভূত হইয়া কৃপাপ্রাপ্ত জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে স্নিগ্ধ ও সুদীনভাবের উদয় করায়। তখন অপূর্ব্ব চিদ্‌বলে বলীয়ান্ তাদৃশ জীবাত্মার সম্মুখে সংসার অরণ্যবাসী অনর্থ-নিচয় সম্মুখীন হইতে ভয় পায়। অথবা সম্মুখীন হইলেও শ্রীভগবৎ তেজঃ ও কৃপাপ্রভাবে প্রভাবান্বিত জীব বর্ম্মপরিহিত নির্ভীক বীরপুরুষের ন্যায় সমুদয় বাধাবিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। তাই দেবগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্তব করিয়াছেন,—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ (ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩)

[হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট হন না বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদন-কারিগণের পালক-সমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।]

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত অবাস্তব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাস্তববস্তুর অধীনতা স্বীকার করিয়া যুগপৎ স্বাধীন ও পরাধীন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তুর অধীন হইয়াছেন। তাঁহারা সরল, নিষ্কপট ও অনুগতজনকে কৃপা করিয়া আপনাদের দুর্ল্লভ সঙ্গদানে পতিত আত্মাকেও পরমবস্তুর সন্ধান ও সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও দুর্ভাগ্যবশে কাহারও সকলপ্রকার অসদ্‌গুণ থাকে তাহা হইলেও বৈষ্ণবগণের সঙ্গ ও উপদেশগ্রহণে অবিলম্বে সুফল লাভ হইতে পারে। তবে এতদবস্থায় কৃপালাভেচ্ছু ব্যক্তির বাঞ্ছাকল্পতরু বৈষ্ণব ঠাকুরের উপদেশপালনে নিষ্কপট চেষ্টা প্রদর্শন আবশ্যক। কপটীর নিস্তার নাই, কেন না—কপটীর অন্তরে এক, আর বাহিরে অন্য-প্রকার। ঈদৃশ কপট ব্যক্তি অপস্বার্থসাধনোদ্দেশে বৈষ্ণবের নিকট সাধু সাজিয়া বৈষ্ণবগণকে ঠকাইতে গিয়া নিজেরাই বৈষ্ণবচরণে নানা অপরাধ করিয়া পরিশেষে দ্রুতগতিতে ঘোর নিরয়ের গভীরতম প্রদেশে গমন করে।

মায়ার কবলে পড়িয়া জীব ভোগারামে অস্বস্থ হইলে শান্তির অন্বেষণে নানা সৎ ও অসৎ উপায় অবলম্বন করে, তন্মধ্যে প্রায়শঃ সৎপথাবলম্বী জনগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবসঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন এবং শান্তির একমাত্র আলয় যে শান্তিনিকেতন শ্রীভগবৎপাদপদ্ম, তচ্ছ্রবণ সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রবণকারিগণের মধ্যে যদি কেহ মায়ার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কপটীর আচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ বাহিরে সাধুর ন্যায়, বৈষ্ণবের অনুগত দীনহীন নিষ্কিঞ্চন জনগণের ন্যায় আচরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে বৈষ্ণবকে সাধারণ মনুষ্য বা বুদ্ধিহীন জীবের ন্যায় অনাদর অথবা উপেক্ষা করিয়া স্ববুদ্ধি স্বমত কিংবা স্বেচ্ছাচারস্থাপনের প্রয়াসী হন, তবে বুঝিতে হইবে দুর্দ্দৈববশে

কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ক্রমে পরম দয়াময় বৈষ্ণবচরণে মহা অপরাধ করিয়া অতি দ্রুতবেগে স্থানভ্রষ্ট হইয়া গভীর বিষয়গর্ত্তে পতিত হইতেছেন। যে সুতীব্র সংসার-অনলে দগ্ধীভূত হইয়া তিনি শান্তির আশায় অনেক ভাগ্যে উদ্ধারের সন্ধান পাইতেছিলেন তাহা স্বেচ্ছায় নষ্ট করিতে বসিলেন। হায়, হায়, এরূপ অসহায়, মায়াদেবীর আপাতমধুর কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ অন্তঃসারশূন্য নরকদ্বারতুল্য নয়নমনোহর বিষফল-প্রদানের হস্ত হইতে হতভাগ্য ও পতিতজীবকে উদ্ধার করিতে কাহার শক্তি আছে? সে-শক্তি একমাত্র বৈষ্ণবেরই আছে। এবম্ভূত বর্ণনা হইতে বোধ হয় পাঠকমাত্রেই বুঝিয়াছেন যে ঈদৃশ হতভাগ্যের আসনে আমারই স্থান হইয়াছে। যখন আপনারা আমার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছেন তখন আর না লুকাইয়া আমার দুরদৃষ্টের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-বর্ণনপ্রসঙ্গে পরম দয়ালু বৈষ্ণব ঠাকুরের পূতচরিত্র অনুশীলন করিয়া আত্ম-শোধনের প্রয়াস পাইব।　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৬৮ পৃষ্ঠার পর)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে গোবিন্দ, হে বাসুদেব, তোমায় সহস্রবার প্রণাম করি। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম কি এবং তাহার মাহাত্ম্যই বা কি তাহা সবিস্তারে বিবৃত করুন। উহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। প্রত্যুত্তরে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণদেব বলিলেন,—হে রাজন্। পূর্ব্বে প্রশ্নকারী ভক্তপ্রবর নারদকে প্রজাপতি ব্রহ্মা যে পাপনাশন-ব্রতের আখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

একদা কমলাসন-বিরিঞ্চি সন্নিধানে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবান্? শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, কোন্ দেবতা বা আরাধ্য, সেই ব্রতের বিধি বা কিদৃশী এবং কোন্ পুণ্য লাভের সম্ভাবনা তাহা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক জানাইলে কৃত-কৃতার্থ হইব। নারদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে বৎস! লোকহিতার্থে তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছি, অবধান কর। **কৃষ্ণা শ্রাবণৈকাদশী কামিকা নামে বিশ্বে প্রসিদ্ধ।** যাহার স্মরণ মাত্রে বাজপেয়ফল লাভ হইয়া থাকে। দেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর যাহাতে জাগরিত থাকেন এবং শ্রীধরাখ্য-হরি-বিষ্ণু মাধব-মধুসূদনকে যিনি

পূজা ধ্যান করেন, তাঁহার পুণ্যফলের পরিমাণ অনুমিত হয় না। গঙ্গা, গোদাবরী, কাশী, নৈমিষ, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থদর্শনের ফল একমাত্র কৃষ্ণপূজা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সসাগরবনযুক্তা বসুন্ধরাদানের ফল কামিকাব্রতকারী অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন। এমনকি সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনুদান তুল্য ফল ঈদৃশ কামিকাব্রত পালনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রাবণে যে নরোত্তম শ্রীধরদেবকে পূজা করেন, তাঁহা কর্ত্তৃক দেবতা-গন্ধর্ব্বোরগপন্নগবৃন্দ পূজিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পাপভীরু মনুষ্যের পক্ষে কামিকাদিবসে সর্ব্বপ্রযত্নসহকারে যথাশক্তি শ্রীধরার্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা পাপপঙ্কসমাকীর্ণ সংসার-সমুদ্রে নিমগ্না, কামিকাব্রতই তাহাদের উদ্ধরণের একমাত্র উত্তমোপায়। কামিকাব্রতের ন্যায় পূত পাপহারী শ্রেষ্ঠতর ব্রত কুত্রাপি দৃষ্ট নহে। হে নারদ! হরি স্বয়ং এইরূপ কামিকামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আধ্যাত্মচিন্তানিরত ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সক্ষম, কামিকাব্রত সেবিগণের পক্ষে ততোধিক সুলভ।

রাত্রি জাগরণের সহিত যাঁহারা কামিকাব্রত পালন করেন তাঁহারা কখনও যম ও সংহারকর্ত্তা রুদ্রের মূর্ত্তি দর্শন করেন না বা কোন প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন না। কামিকাব্রতসেবী কদাপি কুযোনি প্রাপ্ত হন না। যোগিগণ কমিকাব্রতোদযাপনে কৈবল্য পর্য্যন্ত লাভে সমর্থ হন। অতএব সংযতচিত্ত হইয়া সকলেরই শ্রীধরদেবার্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য।

কেশবপ্রিয়া তুলসীপত্রে যিনি শ্রীহরির পূজা করেন, পদ্মপত্রজলের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না। একভার সুবর্ণ ও চতুর্গুণ রজত মূল্যের উপকরণের দ্বারা যে অর্চ্চনফল লাভ করা যায়, এক তুলসীদলমাত্র পূজন দ্বারাই সমফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুলসীপত্র সেবোপকরণে পূজায় বিষ্ণু যেরূপ সন্তুষ্ট হন, রক্তমৌক্তিকবৈদূর্য্য প্রবলাদি দ্বারা তত প্রীতি হন না। যিনি কেশবকে তুলসীমঞ্জরীসহিত পূজা করেন, তাঁহার আজন্ম পাতক সংক্ষয়িত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে তুলসীমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! যিনি তুলসীকে প্রত্যহ দর্শন করেন, তাঁহার নিখিল পাপ সমূহ বিদূরিত হইয়া যায়; যিনি তাঁহাকে স্পর্শ করেন, তাঁহার পাপমলিন দেহ পবিত্রিত হয়; তাঁহাকে অভিবন্দন করিলে রোগনিচয় দূরীভূত হইয়া যায়; তাঁহাকে অভিসিঞ্চিত করিলে যমও ত্রাসিত হয়। শ্রীহরিচরণে তুলসী ন্যস্ত হইলে উপাসককে ভগবন্নৈকট্য বিধান করেন এবং বিমুক্তি অর্থাৎ ভক্তিফল দান করেন। অতএব হে কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনি, তোমায় প্রণাম করি।

যে মর্ত্ত্য হরিবাসরে দিবারাত্রি ভগবানের সম্মুখে দীপ দান করেন, চিত্রগুপ্ত তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা গণনা করিতে অক্ষম। একাদশী-দিনে কৃষ্ণাগ্রে যাঁহার প্রদত্ত দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে, তাঁহার স্বর্গস্থিত পিতৃপুরুষগণ দেবগণ সহ সম্যক্‌রূপে তৃপ্ত হন। তিলতৈল বা ঘৃতাসিক্ত দীপদানের ফলে দীপদাতা শতকোটিদীপার্চ্চিত হইয়া সর্ব্বলোকে গমনাগমন করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনার নিকট সর্ব্বপাতকহারিণী কামিকামাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। অতএব যিনি ব্রহ্মহত্যাপাপহরণী, ভ্রূণ-হত্যাবিনাশিনী, বৈষ্ণবস্থান দাত্রী ও মহাপুণ্যফলপ্রদা কামিকা ব্রতপালন করিবেন ও তন্মাহাত্ম্য শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কৃষ্ণপক্ষীয়শ্রবণৈকাদশী
মাহাত্ম্যকথনে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সাধনতত্ত্ব

উপক্রমণিকা

যদ্দ্বারা সাধক সাধ্যবস্তু লাভ করিতে পারেন, তাহাই 'সাধন' নামে অভিহিত। বিভিন্ন অধিকারে সাধকের সাধ্যসম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন। যে-পর্য্যন্ত আমরা অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, সে-পর্য্যন্ত সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের অধীনতায় কখনও জড়ীয় ভেদ-দর্শনে আক্রান্ত হই, কখনও বা 'চিৎ' ও 'জড়ে' একাকার করিতে বদ্ধপরিকর হই। প্রমাণসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রুতি-প্রমাণ আমাদিগকে জানান যে, ঈশ্বরের কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়। যাঁহারা 'অনুমান'-প্রমাণ-বলে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হন না। অনুমানে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যায় না। ঈশ্বরের কৃপায় তৎপ্রদত্ত অপ্রাকৃত বুদ্ধিযোগের ফলে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদিশূন্যহৃদয় শুদ্ধভক্ত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচন দ্বারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ লীলাময়বিগ্রহ সেবা-সমাহিতচিত্তে দর্শনের সৌভাগ্য পান। সে সৌভাগ্য সকলের হয় না, কোটির মধ্যে একজনের হয় কিনা, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক কখনও স্বয়ং কখনও বা নিজগণ দ্বারা জগতের জনগণকে স্বীয় পাদপদ্মে আনিবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকারোচিত বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যখন মানবগণ তাঁহাদের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া যাহা তাহার স্বভাবে নাই সেই বৃত্তির প্রতি প্রধাবিত হয় বা তৎপ্রতি কেহ তাহাকে প্ররোচিত করে, তখন পরমার্থের আলোচনা

ত' দূরের কথা, সভ্য-মানবরূপে শৃঙ্খলতার সহিত বসবাসও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না, ফলে সমাজ-বক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা আত্মপ্রকাশ করে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় কর্ম্ম ও গুণানুসারে আর্য্য-ভারতে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর্য্য-ভারতবাসিগণের দুর্ভাগ্যক্রমে জড়ীয় মমত্ব-জ্ঞান যখন কর্ম্ম ও গুণের বিচারের স্থান অধিকার করিল তখন নামে মাত্র বর্ণধর্ম্ম থাকিলেও সমাজে আবার বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল, শৌক্র অধিকারের দাবী লইয়া উচ্চবর্ণে জাত জনগণ যখন নিম্নকুলে জাত কোন ব্যক্তির উচ্চবর্ণোচিত স্বাভাবিক গুণসমূহ দমন করিয়া রাখিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, তখন নিম্নকুলে জাত সেই সকল গুণবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের শাসন মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন না; পক্ষান্তরে তাঁহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত ঘৃণাদৃষ্টির প্রতিশোধ লইবার বৃত্তি কাহারও কাহারও মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল; এই প্রকারে বর্ণগত অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইল। আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনায় আর অধিক অগ্রসর হইতে চাহি না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

শুক্রগত নহে, কর্ম্ম ও গুণগত বিচারের দ্বারা যে বর্ণ ও আশ্রমের উৎপত্তি ভগবদিচ্ছায় হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্।"

আর্য্য-ভারতবাসিমাত্রেই বিষ্ণুর উপাসক। বিষ্ণুর আরাধনাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। বিষ্ণুর আরাধনা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি। কুকর্ম্মনিরত অন্যাভিলাষিগণও যাহাতে বিষ্ণুর সেবা বরণ করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহারা কর্ম্ম ও গুণানুসারে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের সুবৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। যিনি যে বর্ণে বা যে আশ্রমে থাকিবেন সেই বর্ণে ও সেই আশ্রমের কৃত্যাদি ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করিবেন। ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কার্য্য ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যেই করিবেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কার্য্যদ্বারা রাজ্যে যে সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিবেন, তাহার উদ্দেশ্য—প্রজাবৃন্দ যাহাতে বিনাবাধায় বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন। বৈশ্যের বাণিজ্য, কৃষি ও গবাদি-পালনকার্য্য বিষ্ণু-সেবার জন্যই। বাণিজ্যলব্ধ

অর্থ, কৃষিলব্ধ দ্রব্যাদি ও গোধনলব্ধ ক্ষীরাদি বিষ্ণুসেবার নৈবেদ্য হইবে। শূদ্রগণ বিষ্ণুসেবকগণেরই সেবা করিবেন। এই প্রকারে ব্রহ্মচারীর গুরুগৃহে অধ্যয়ন, গৃহস্থের অতিথি-সৎকার ও সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ, বানপ্রস্থের বনযাত্রা, সন্ন্যাসীর একান্তমনে আরাধনা—সকল কার্য্যই বিষ্ণুসেবাপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্বোক্ত "বর্ণাশ্রমাচারবতা" শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বর্ণ ও আশ্রমের আচার ব্যতীত বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিবার আর কোনও উপায় নাই। বস্তুতঃপক্ষে নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি অন্যাভিলাষীর পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ক্রমপন্থার প্রথম সোপানই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। বস্তুতঃপক্ষে স্বরূপে অবস্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সুষ্ঠু আরাধনা সম্ভবপর নহে। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—স্বরূপ বা আত্মরূপ কিছু এই বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহে। তাই বলিয়া স্বরূপ নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ নহে। স্বরূপের জড়ীয় কোন রূপ না থাকিলেও তাহার অপ্রাকৃত রূপ ও গুণ রহিয়াছে, তদ্দ্বারা নিত্যকাল পরমাত্মবস্তুর সেবা হয়। বর্ণ ও আশ্রম প্রপঞ্চগত বিচারবিশেষ। অপ্রাকৃত জগতে যে সেবাপর বিচারোত্থ-বর্ণাভিমানের মাধুরিমা আছে, তাহা কিছু প্রপঞ্চগত বর্ণ নহে।

জীব-স্বরূপের পরিচয়ে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্দে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

—সুতরাং ইহজগতের বর্ণাশ্রমগত পরিচয়কেই যদি কেহ আত্ম-পরিচয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্তিতেই অবস্থান করিবেন। যদি ঐ বর্ণ ও আশ্রমগত কার্য্যের পালনকেই চরম-সাধন জ্ঞান করেন তাহা হইলেও ঐ প্রকার ভ্রান্তিরই প্রকাশ পাইবে। এইজন্য "পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়"—মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ যখন "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"—এই উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর কথা বলিলেন,—"এহো বাহ্য আগে কহ আর"। পূর্ব্বোক্ত বর্ণাশ্রমগত বিচার ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত। সুতরাং তদ্‌গত সাধনও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠের বাহিরে অবস্থিত, সুতরাং তদন্তর্গত সাধনও বাহ্য। গোলোকের বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বাহ্যানুভূতিতে বাহ্যসাধন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে
অভূতপূর্ব্ব ঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসব

অন্যান্য বর্ষসমূহের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র আসাম প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ২৫শে শ্রীধর, ১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট, রবিবার হইতে ১লা হৃষিকেশ, ২৪শে শ্রাবণ, ৯ই আগষ্ট, শুক্রবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠ দিবস ব্যাপি মহাসমারোহের সহিত সমিতির বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বর্ষসমূহের তুলনায় এই বৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসবটি উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। প্রত্যহই উক্ত কয়দিবসে শ্রীমঠে সুশোভিত হিন্দোল-দোলায় শ্রীমতী রাধারাণী সহ শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীউ দোলনানিরত থাকিয়া ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়াছেন। এই উৎসবের অপূর্ব্ব সমারোহের কথা চৌদিকে প্রচার হওয়ায় বহু দূর প্রান্ত থেকেও ভক্ত ও বিপুল জনগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

প্রতিদিন দুইবেলা শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, ধর্ম্মসভা ও ছায়াত্রিযোগে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-বাণী বিপুলভাবে প্রচার হয়। উৎসবে বিপুল জনতার সমাবেশের জন্য মাইকের বন্দোবস্তও করা হইয়াছিল। বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য যে ২২শে শ্রাবণ জনতার এতই সমাবেশ হইয়াছিল যে, শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-বাণী প্রচার করা অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় সজ্জনবৃন্দের ও ভক্তবৃন্দের একান্ত অনুরোধে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে ছায়া-চিত্র-বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই ব্যবস্থা হওয়ায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীযুত জিবেশচন্দ্র প্রধানী, বি. এস-সি, বি, টি, মহাশয় সমিতির তথা সুধীবৃন্দের অশেষ ধন্যবাদার্হ। উক্তদিন ছায়া-চিত্রে বক্তৃতা দিয়াছেন সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ন্যাসী মহারাজ।

প্রত্যেক দিনের সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ সভাতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুত কামিনীকান্ত সরকার; আঞ্চলিক পঞ্চায়েত-সভাপতি শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র প্রধানী, B.A. (Ex-M.L.A); শ্রীযুত কবির রায়, B.A., (M.L.A.); শ্রীযুত জীবেশচন্দ্র প্রধানী, B.Sc, B.T. (Headmaster); প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কামিনী কুমার রায়, B.A. B.L., বিদ্যাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিশ্বনাথ চৌধুরী, B.A. মহাশয় প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক এক দিন করিয়া প্রধান অতিথিরূপে সমাসীন হইয়াছেন। ইঁহারা বাদেও অধ্যক্ষ শ্রীযুত গুণনাথ শর্ম্মা, বিছনদৈ হাইস্কুলের

প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সরকার, B.A. B.T., শ্রীযুত প্রমোদরঞ্জন রায়, B.A., ডাক্তার কালিদাস সরকার ; S.D.O. (P.W.D.), শ্রীযুত হলিরাম বেজ (Postmaster). বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত মাণিকলাল খেতস্নাত ও শ্রীযুত সম্পদলাল শেঠীয়া এবং হাইস্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও আরও বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসব ও ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

এই সভাগুলির বিষয়-বস্তু ছিল—সনাতন ধর্ম্ম কি, সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োজনীতা, সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান ও ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্টত্ব প্রভৃতির বিষয়ে সুযোগ্য বক্তা শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধামাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি.এ, শ্রীপাদ রমাপতি দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী প্রভৃতি প্রভুগণ ভাষণ দান করেন ও প্রত্যেক দিন প্রধান অতিথিগণও সেই সেই বিষয়-অবলম্বনে বক্তৃতা দান করিয়া মানব-জীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজন সর্ব্বোপরি সে-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির অনুশীলনে ভগবৎ প্রাপ্তি যে অসম্ভব তাহা শাস্ত্রীয় দার্শনিক যুক্তি সহকারে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইহার উপরিও কলি-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণীর একান্ত সেবক সুমধুর কণ্ঠী শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত পূজ্যপাদ শ্রীহরমোহন দাসাধিকারী (তেজপুরস্থ), কোকিল কণ্ঠী শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোহন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদনমোহন সাহা (জড়াই) প্রভৃতির হৃদয়স্পর্শী কীর্ত্তনধ্বনী শ্রবণে আগত শোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হন।

উক্ত উৎসবে পাঠ-কীর্ত্তন বক্তৃতা প্রভৃতির উপরিও প্রতিদিন নিমন্ত্রিত ও অনেক আগত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তদুপরি ২৪শে শ্রাবণ, শুক্রবার দিন শ্রীশ্রীবলদেব পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আগত ব্যক্তি মাত্রকেই সকাল ৮টা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এই উৎসবের সম্পাদনায় শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মাধবদাস ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়ের সেবানৈপুন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসাম প্রদেশস্থ সমিতির আশ্রিত ভক্তগণ উৎসবে বিশেষভাবে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে উৎসাহিত ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য সমিতির এবম্প্রকার শিক্ষা বৈশিষ্ট্যে স্থানীয় জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়া শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গন আরও বিস্তৃত করিতে অনুরোধ করেন এবং অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য ভূমিদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মঠের অশেষ উন্নতির জন্য শ্রীমতী সুচিত্রা দেবীর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের-জন্ম-লীলা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা ৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, শুক্রবার হইতে ১৫ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট, শনিবার পর্য্যন্ত পক্ষকাল যাবৎ উন্মুক্ত থাকিবে।

প্রদর্শনীর দর্শনীয় বিষয় সমূহ

১। কারাগারে দেবকী বসুদেব আবদ্ধ।

২। চতুর্ভুজ বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বসুদেবের স্তব-স্তুতি।

৩। পরক্ষণে বাৎসল্যভাবে বাসুদেবের প্রতি পুত্রস্নেহে কংস-কারাগার হইতে তাঁহার জীবন নাশের আশঙ্কায় বাসুদেবের সহিত যমুনা পার হইয়া নন্দালয় গমন।

৪। শৃগালরূপী যোগমায়া কর্ত্তৃক যমুনা-পথ-নির্দ্দেশ।

৫। নিদ্রিতা যশোদার ক্রোড়ে যোগমায়াদেবী।

৬। বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দালয়ে বাসুদেবকে যশোমতীর ক্রোড়ে সংরক্ষণ।

৭। শিশুরূপিণী যোগমায়াকে কংসের পাথরে নিক্ষেপ এবং দেবকী ও বসুদেব কর্ত্তৃক বাধা দান।

৮। উর্দ্ধাকাশে যোগমায়ার কংস-বধের দৈববাণী।

৯। কৃষ্ণ-আগমনের অপেক্ষায় দেবদেবিগণ।

১০। গরুড় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ইত্যাদি।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত পারমার্থিক অনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। ইতি—তাং ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৭৫ ; ইং ৮।৮।১৯৬৮

বিনীত নিবেদক—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৫ { ৭ম-৮ম সংখ্যা



নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২০শ বর্ষ | প্রত্যুম্ন, ১১ পদ্মনাভ, ৪৮২ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৫; ইং ১৭।৯।১৯৬৮ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীরাধাসপ্তকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি কৃতম্]

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ॥

শুদ্ধগাঙ্গেয়গৌরাঙ্গীং কুরঙ্গীলঙ্গিমেক্ষণাম্।
জিতকোটীন্দুবিম্বাস্যাম্বুদাম্বরসংবৃতাম্॥১॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর ন্যায় মনোহর স্বদীয় মুখমণ্ডল কোটি পরিমিত চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের ন্যায় নীলাম্বরে তুমি সুশোভিতা॥১॥

নবীনবল্লবীবৃন্দধম্মিল্লোৎফুল্লমল্লিকাম্।
দিব্যরত্নাদ্যলঙ্কারসেব্যমানতনুশ্রিয়ম্॥২॥

তুমি যাবতীয় গোপিকাগণের শিরোভূষণ মল্লিকাকুসুম স্বরূপ, সুদিব্য রত্নাদি অলঙ্কারে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত ॥২॥

বিদগ্ধামণ্ডলগুরুং গুণগৌরবমণ্ডিতাম্ ।
অতিশ্রেষ্ঠবয়স্যাভিরষ্টাভিরভিবেষ্টিতাম্ ॥৩॥

বিদগ্ধা অর্থাৎ যাবতীয় সুচতুরা গোপীগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং অশেষ গুণগৌরবে সুশোভিত, তুমি অতিপ্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত ॥৩॥

চঞ্চলাপাঙ্গভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃতকেশবাম্ ।
গোষ্ঠেন্দ্রসুতজীবাতুরম্যবিম্বাধরামৃতাম্ ॥৪॥

তুমি অপাঙ্গ ভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুলিত কর, তদীয় অতি সুন্দর অধর বিম্বামৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধ স্বরূপ ॥৪॥

ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন যমুনাতটে ।
কাকুভির্ব্যাকুলস্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি ॥৫॥
কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি ।
দাস্যদানপ্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয় ॥৬॥

হে শ্রীমতি! আমি ব্যাকুলহৃদয়ে যমুনাকূলে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণামপূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর ॥৫-৬॥

যুক্তস্ত্বয়া জনো নৈব দুঃখিতোঽয়মুপেক্ষিতুম্ ।
কৃপাদ্যোতদ্রবচ্চিত্ত-নবনীতাসি যৎ সদা ॥৭॥

॥*॥ ইতি শ্রীরাধাসপ্তকম্ ॥*॥

হে কৃপাময়ি! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষাকরা তোমার কখনই উচিত হয় না, যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত ॥৭॥

॥*॥ ইতি শ্রীরাধাসপ্তক সমাপ্ত ॥*॥

ভোগীর অর্থচেষ্টা, ত্যাগীর অর্থবিরোধ ও ভক্তের পরমার্থ-যাজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৫ই চৈত্র, ১৩৩২
২৯শে মার্চ্চ, ১৯২৬

বিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

* * * খলতা কখনও বৈকুণ্ঠরাজ্যে অভিযানের অনুকূল নহে। আমি ভাগবতের একটি শ্লোকে পড়িয়াছিলাম—মনুষ্যজন্ম অর্থদ; তুমিও ভাই যান শিশুকালে আমাদের কাছে "ভক্তিভবনে" আসিতে, তখনও দেখিয়া থাকিবে, দেওয়ালের উপড়ে টাঙ্গান ছিল ঐ শ্লোকটি—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

তুমি ত' পূর্ব্বে জানিতে—মানবজীবন অর্থদ। আমরা উভয়েই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। জীবের নিত্যপ্রয়োজনে লোভী বা রুচিবিশিষ্ট হওয়া আমার ও তোমার উভয়েরই অর্থ বা স্বার্থ। তবে কেন ভাই প্রাকৃত-সহজিয়ার মনযোগাইতে গিয়া প্রাকৃত অর্থে লোভ করিয়া বসিলে! আজ দ্বাদশবর্ষ যে অর্থলোভে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ, আমি সেই অর্থলোভেই ত' আজন্ম ঘুরিতেছি। তোমার অর্থের উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ত' আমি ঘুরিবার আবশ্যকতা বোধ করি নাই; পেটের জ্বালা, স্ত্রী-পুত্র-পালন বা অবৈধ কামনার ইন্ধন যোগাইবার জন্য আমার কোন অর্থ ত' কোনদিনই আবশ্যক হয় নাই। আমি ত' অর্থের জন্য কোন-দিনই তোমার মত প্রয়াস করি নাই। তোমাদের মত পেট চালাইবার অভাবে আমাকে কৃষ্ণ কোনদিন ক্লিষ্ট ও ভাবিত করেন নাই। * * বিষ্ণুসেবা করিব এবং আমার যে পাপিষ্ঠ কলেবরটা বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যে পুষ্ট থাকিয়া হরিসেবা করিবে, তজ্জন্য যে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তদ্ব্যতীত আমি ত' কোন দিন কোন অর্থের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম না। আজও ত' কাহারও কোন অর্থেই আমি লোভ

করি না। * * আমি ত' তোমার মত নশ্বর অর্থমাত্র লোভী নহি। নিত্যঅর্থ বা পরমার্থের লোভী হইয়া যেন আমি জন্মজন্ম থাকি,—এই আশীর্ব্বাদ করিও। ভোগ্য **অনর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরম শত্রুরও কোন দিন না ঘটে। আমার পরম শত্রুর মঙ্গল-প্রার্থনা ব্যতীত যেন অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। যে-সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে** অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা কনক-কামিনীভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্ব্বাদ করিও **যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখ-দর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।**

আজ এই পর্য্যন্ত। পত্রখানা পড়িয়া এইটুকু ভাবিও। একবার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়টি মনোযোগের সহিত পাঠ করিও। অর্থ-লোভ কমিবে।

তোমার দুঃখে দুঃখী
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(নিষ্ঠা)

১। প্রীতির প্রাণ কি ?

"প্রীতি-তত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠিকতা।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

২। নৈষ্ঠিক ভক্তের সঙ্কল্প কি ?

"কৃষ্ণভক্তজনই আমার মাতা-পিতা, কৃষ্ণভক্তজনই আমার বন্ধু-ভ্রাতা, কৃষ্ণই আমার একমাত্র পতি এবং আমি কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাব না।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৩। ভজনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কি ?

"ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন।" —কৃঃ কঃ ১১২

৪। তথাকথিত সমন্বয়বাদের নিরপেক্ষতা ও বৈরাগ্য অপেক্ষা নিষ্ঠা ও ভক্তসঙ্গ-লিপ্সা শ্রেষ্ঠ কেন ?

"পরমহংসের প্রশংসাস্থলে লিখিয়াছেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নিতান্ত বিরোধী এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িকের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আনন্দ লাভ করেন। এই পরিচয়ে আমরা মনে করি যে, পরমহংস মহাশয় জ্ঞানী ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার ভক্তির কোন বিশেষ পরিচয় নাই। জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে। ভক্তের ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে ভক্তসঙ্গলিপ্সা ও ইষ্টবস্তুতে নৈষ্ঠিকী মতি প্রদান করে। ইহার মধ্যে কোন্‌টী ভাল? এরূপ জিজ্ঞসা করিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব আমাদিগকে এই বলেন যে, নৈষ্ঠিকী ও ভক্তসঙ্গলিপ্সা বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

৫। *নৈষ্ঠিক ভক্তের বিচার কি?*

"ভক্তি-অনুকূল যাহা তাহাই স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার॥
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই।
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই॥
আমি, আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন।
নিস্কপট দৈন্যে করি জীবন-যাপন॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৬। ইষ্ট বস্তুতে নিষ্ঠা কিরূপ? তাহা অন্ধবিশ্বাস-মাত্র?

"বহু উপচারার্পণে, 'পূজি' কামী দেবগণে,
প্রসন্নতা না লভে তোমার।
সর্ব্বভূতে দয়া করি, ভজে অখিলাত্মা হরি,
তারে কৃপা তোমার অপার॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৭। কৃষ্ণনামগুনগান-শ্রবণে নিষ্ঠা কিরূপে?

সাধুমুখে যেই জন, কৃষ্ণনাম-গুণগণ,
শুনিয়া না হইল পুলকিত।
নয়নে বিমল জল, না বহিল অনর্গল,
সে বা কেন রহিল জীবিত॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৮। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করেন পালন ॥
কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞা'ছে উদয়।
অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয় ॥
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত, জীব—কৃষ্ণদাস।
সদ্গতি-প্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস ॥
জনম লয়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৯। ভজনে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"বৃথা দিন যায় মোর মজিয়া সংসারে।
এ মানস-রাজহংস ভজুক তোমারে ॥
অদ্যই তোমার পাদপঙ্কজ-পঞ্জরে।
বদ্ধ হ'য়ে থাকুক হংস রসের সাগরে ॥
এ প্রাণ প্রয়াণকালে কফ-বাত-পিত্ত।
করিবেক কণ্ঠরোধ অপ্রফুল্ল চিত্ত ॥
তখন জিহ্বায় না স্ফুরিবে তব নাম।
সময় ছাড়িলে কিসে হবে সিদ্ধকাম ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১০। ইষ্টে প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয় ?

"ধর্ম্ম-নিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর,
ভক্তি নাই তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন-বঞ্চনে ॥
পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি—দাস, তুমি—নিত্যপতি ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১১। কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ-বিধানের প্রতি নিষ্ঠা কিরূপ ?

"হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্র বার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে' অবসর বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি॥
গতি নাহি দেখি আর, কান্দি হরি অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেহ অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী॥"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১২। অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্যে নিষ্ঠা-প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয় ?

"আমি বড় দুষ্ট-মতি, না দেখিয়া অন্য গতি,
তব পদে ল'য়েছি শরণ।
জানিয়াছি এবে নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন॥
সেই দিন কবে হ'বে, ঐকান্তিক-ভাবে যবে,
নিত্য-দাস্য ভাব পাব আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ হইবে স্বতঃ,
সেবায় তুষিব ওহে স্বামি!"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, নিষ্ঠাভজন'

১৩। শরণাগতিতে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"আমি অপরাধী জন, সদ্যঃদণ্ড্য দুর্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষম-ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী॥
হরি তব পদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে
কৃপা করি' কর আত্মসাৎ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তারে উদ্ধারিবে নাথ॥"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৪। আত্মদৈন্যময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

"অগ্রে এক নিবেদন, করি মধুনিসূদন,
শুন কৃপা করিয়া, আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থ-ময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায়॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
মোরে দয়া তব অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়াপাত্র কোথা পাবে,
দয়াময় নামটি তোমার॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৫। পদসেবা-লালসাময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

"আমি ত' চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়া-প্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কাম-বশে থাকি সদা ঘোর॥
এ হেন দুর্জ্জন হ'য়ে, এ দুঃখ-জলধি বয়ে',
চলিতেছি সংসার-সাগরে।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পাদসেবা মিলে মোরে॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৬। ইষ্টভক্ত-সঙ্গ-লাভে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"বেদবিধি-অনুসারে, কর্ম্ম করি এ সংসারে,
জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায়॥
তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে।
কীটজন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে॥

তব দাস-সঙ্গ-হীন,　　যেগৃ হস্থ অর্ব্বাচীন,
তার গৃহে চতুর্ম্মুখ-ভূতি।
না চাই কখন হরি,　　করদ্বয় জোড় করি'
করে তব কিঙ্কর মিনতি॥"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৭। আত্মনিবেদনময়ী নিষ্ঠা কিরূপ?

"স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত,　　বর্ণ-আদি ধর্ম্ম যত,
তা'তে পুনঃ দেহগত ভেদ।
সত্ত্বঃ রজঃ তমোগুণ,　　আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ॥
যে কোন শরীরে থাকি',　　যে অবস্থা, গুণ রাখি'
সে অহংতা এবে তব পায়।
সঁপিলাম প্রাণেশ্বর,　　মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায়॥"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৮। দৈন্যময়ী নিষ্ঠা কিরূপ?

"মস্তকে অঞ্জলি বান্ধি,'　　এই দুষ্টজন কান্দি,
নিষ্কপট-দৈন্য-মুক্তস্বরে।
ফুকারি' ফুকারি' কয়,　　ওহে দেব দয়াময়,
দাক্ষিণ্য প্রকাশি' অতঃপরে॥
কৃপাদৃষ্টি একবার করহ সিঞ্চন।
তবে এ জনের প্রাণ হইবে রক্ষণ॥
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন,'

১৯। কৃষ্ণ-প্রসন্নতায় নিষ্ঠা কিরূপ?

"মধুর কটাক্ষ বংশীনিনাদের সহ।
আমাকে প্রসাদ করি' তব পদে লহ॥
প্রসন্ন হইলে তুমি অন্য প্রসন্নতা।
প্রয়োজন কিবা মোর, এই মোর কথা॥
তব প্রসন্নতা বিনা অন্যের প্রসাদে।
কি কার্য্য আমার বল কহিনু অবাধে॥"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে

বিজ্ঞপ্তি

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

হে গুরুদেব!

আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি
কেমনে নমিব বল?
ভক্তি-ধন বিনে, এ হেন জীবন
শূন্যবৎ যেন হ'ল॥

নিয়ে চল দেব, সাধনার পথে
যথা মিলে ব্রজ-পথ।
কৃপা করি হও এ দাসের রথী
আমারে করহ রথ॥

আমি হই যেন তব ইচ্ছাধীন
সদা যেন হৃদে স্মরি।
দণ্ডবৎ হয়ে তব পদতলে
ভক্তি ভাবে যেন বরি॥

গুরুকৃপা বিনে কেবা ধরাতলে
হয়েছেন কৃষ্ণদাস?
তাই তব কৃপা মাগি ওহে প্রভো,
দন্তে ধরি মুঞি ঘাস॥

অতি দীন হীন আমি নরাধম,
ভক্তি-গন্ধ নাহি তায়।
মক্ষিকার মত ধরাতে ভ্রমিয়া—
বৃথায় জীবন যায়॥

পাইনি কখন　　মধু-আস্বাদন
ভ্রমরে চিনিতে নারি।
কৃষ্ণধন ভুলে　　এ-মর-জীবনে
কত অভিমান করি॥

দেহ-গেহ-ধন　　বান্ধব-স্বজন
ভাবিনু আপন হেন।
চৌদিকে বেড়িয়া　　আছে দাড়াইয়া,
তুষিতে আমারে যেন॥

কিন্তু কৃষ্ণ বিনা,　　আনন্দ মিলে না
শুনিনু বৈষ্ণব-ঠাঁই।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ　　সর্ব্বোত্তম ধন
ইহার সমান নাই॥

ওগো দয়াময়,　　মূর্ত্ত-ভগবান,
এ দীন মাগিছে ভিক্ষা,—
ক্লেদ মুছাইয়া　　ভক্তি-লতা দিয়া;
দাও গো অমৃত-দীক্ষা॥

হৃদয় মাঝারে　　জাগুক আমার
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মতি।
তব শ্রীচরণ　　করিয়া স্মরণ,
এ দাস করিছে নতি॥

শ্রীগুরু-পদরজঃ প্রার্থী—
—**শ্রীসর্ব্বেশ্বর বর্ম্মন**
শিকটীবাড়ী (কোচবিহার)।

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৪)

অতএব ভগবানের সম্বন্ধে রতি জন্মিবার আদি ও মূল কারণ সাধুসঙ্গ। যেহেতু অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ জীবের অজ্ঞানতা নাশের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। তদ্ব্যতীত ভগবদ্ বৈমুখ্য নাশের অন্য কোন উপায় নাই।

মহাভারতের বনপর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

তর্ক স্থিতি রহিত, শ্রুতিগণও পরস্পর বিভিন্ন, আর এমন মুনি নাই, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব নিগূঢ় বলিয়া মহাজনগণের গমনপথই একমাত্র অবলম্বনীয়।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেও দেখা যায় (ভাঃ ৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

গৃহব্রতীদের মতি কখনও স্বেচ্ছায় অথবা অপরের কথায় ভগবৎ পাদপদ্মে উন্মুখ হয় না। যেকাল পর্য্যন্ত তাদৃশ বিষয়াভিনিবেষ্ট ব্যক্তিদের নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পাদপদ্ম ধূলিকে বরণ না করে। কারণ অনর্থ নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া অনর্থ যাহা অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখলোকগণ অপ্রয়োজনীয় বস্তুকেই প্রয়োজন বোধে ভ্রান্তিবশতঃ সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। পরদুঃখদুঃখী সাধুগণ তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভগবৎ কথার উপদেশের দ্বারা তাহাদের সেই সমর্থ নাশ করিয়া পরম অর্থ শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে উন্মুখ করিয়া থাকেন।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তমসা নাশকেন ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান ও দুষ্কর তপস্যা দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। এই সকল শ্রুতি ভগবৎ সার্ম্মুখ্যরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসকলেরই কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর—ভগবৎকৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যের প্রথম ও প্রধান কারণ; পরন্তু তাহা গৌণ। যেহেতু ভগবৎবহির্ম্মুখ জীবসকল সাংসারিক তাপে তাপিত হইলেও

তাহাদের প্রতি ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না। যেহেতু পরের দুঃখ স্বীয় চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপার উদয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহরি সর্ব্বদা পরমানন্দে মগ্ন ও নিষ্পাপ বলিয়া তাঁহার চিত্তে দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হয় না বলিয়া কৃপার উৎপত্তি হয় না। অতএব তিনি যে-কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান, অথবা বিপরীত অনুষ্ঠানে সমর্থরূপে বিরাজমান থাকিলেও ভগবদ্‌বিমুখ জীবের কখনও তাঁহা হইতে সংসার সন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব সাধুগণের কৃপাই ভগবদুন্মুখতা মূলকারণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। যদিও সাধুগণ সংসারদুঃখ কর্ত্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদৃষ্ট দুঃখের স্মরণ করেন, সেইরূপ সাধুগণও পূর্ব্বকালীন সংসার দুঃখ স্মরণ করিয়া সংসারীদের প্রতি কৃপা করেন যাহাতে তাহাদের সংসার যাতনার নিবৃত্তি হয়। কুবের পুত্রদ্বয়ের প্রতি দেবর্ষি নারদের কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ ভগবৎকৃপার কারণ নহে, কিন্তু জীবের যখন "শ্রীহরিই এই সংসারে একমাত্র আশ্রয় এবং দুঃখ নাশের মূল তাঁহার পাদপদ্মসেবা সৎসঙ্গে এই জ্ঞান লাভ করিলে শ্রীভগবৎচরণে শরণাগতি দ্বারা সংসার-দুঃখ দূর হয়। ভগবৎ-শক্তিবিশষ ভক্তে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিত্তে আর্ত্তীভাব সম্পাদন করেন। এই শক্তি দৈন্যবশে অধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হয়। অতএব ভগবানের যে-কৃপা সাধুতে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গ ফলে অপর জীবে সংক্রামিত হয়। পরন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাবে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩১) দেবগণের ভগবৎস্তুতিতে উক্তি আছে—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

হে দ্যুমন্! অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, সর্ব্বভূতে প্রীতিযুক্ত সাধুগণ আপনার তরণী আশ্রয়পূর্ব্বক অন্যের দুস্তর ভয়ানক ভবসমুদ্র পার হইয়া সেই তরী পারে রাখিয়া গমন করেন। আপনি সদনুগ্রহশীল। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে তিনি নিজেই প্রকাশ করেন না কেন? তদ্‌বিষয়ে ভক্তের অপেক্ষার কারণ কি? তদুত্তরে "সদনুগ্রহ" উক্তি। তিনি সজ্জনগণের দ্বারাই অপরকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অতএব সজ্জনগণ তাঁহার মূর্ত্তিমান কৃপার স্বরূপ। **ভগবানের কৃপা সাধুর আকার ধারণ করিয়া প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে।**

রুদ্রগীতেও উক্ত হইয়াছে, (ভাঃ ৪।২৪।৫৮)—

অথানঘাঙ্ঘ্রে স্তব কীর্ত্ততীর্থয়োরন্তর্ব্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব।

হে ভগবন্! আপনার শ্রীচরণযুগল জীবগণের পাপনাশ করে। যাঁহারা আপনার যশঃ সলিলে এবং পাপপঙ্কোদ্ভূত গঙ্গাসলিলে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণিগণের প্রতি দয়াশীল। রাগাদিরহিত ও সুশীল হইয়া থাকেন। আমাদের এতাদৃশ সাধুগণের সঙ্গ-লাভ হউক। এরূপ সঙ্গ লাভই আপনার অনুগ্রহ। সদনুগ্রহ অর্থে সৎব্যক্তি-গণের প্রতি যাঁহার অনুগ্রহ আছে, এরূপ ব্যাখ্যাতেও ভগবদ্‌বিমুখ অসজ্জনের প্রতি তাঁহারে অনুগ্রহের অভাবই প্রতীত হয়। সেস্থলে সজ্জনগণ কর্ত্তৃকই তাঁহার অনুগ্রহ জগতে অবতরণ করে। সজ্জনগণের স্বেচ্ছাকারিতাই তাঁহা-দের সঙ্গলাভের হেতু রূপে জ্ঞাতব্য অন্য কোন কারণ নাই।

যথা—ত ব্রহ্মদা নিমেঃ ক্ষত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া। (ভাঃ ১১।২।২৪)

নবযোগেন্দ্রগণ যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিমি রাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদৃচ্ছা অর্থে স্বৈরতা। সাধুগণকে পরমেশ্বরের প্রেরণ কার্য্য সাধুগণের ইচ্ছানুসারেই জানিতে হইবে। এস্থলে স্বেচ্ছাময় ভগবানের অহং ভক্তপরাধীনঃ অর্থাৎ আমি ভক্তগনের অধীন এইবাক্যে প্রকাশিত। রাজা চিত্রকেতুর প্রতি অঙ্গিরা ঋষির কৃপাও এইরূপ।

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ।
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্‌যদৃচ্ছয়া॥ (ভাঃ ৬।১৪।১৪)

একদা ভগবান অঙ্গিরা ঋষি যদৃচ্ছাক্রমে নানালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। এস্থলেও অঙ্গিরার স্বেচ্ছাভ্রমণ প্রসঙ্গেই চিত্রকেতু ভগবৎসাম্মুখ্য ঘটিয়াছিল এবং কালান্তরে উহা বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল ইহাই জানিতে হইবে। চিত্রকেতু মৃতপুত্রের জন্য শোকমগ্ন হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলে তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য দেবর্ষি নারদের সহিত তিনি স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুমর্হসি॥ (ভাঃ ৬।১৫।১৯)

তুমি ব্রহ্মণ্য এবং ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং তোমার এইরূপ শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বৈষ্ণব-কৃপা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৬ষ্ঠ-সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্রে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্ববিধ পতিত অবস্থা হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিতে পারেন। তাঁহার প্রবল আকর্ষণে মায়া দুর্ব্বল হইয়া ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয়।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীধাম মায়াপুরে (নবদ্বীপে) অবতীর্ণ হইয়া পতিত জীব উদ্ধার জন্য বলিতেছেন—

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নপ্রকাশ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। তাঁহার প্রেষ্ঠ সেবকগণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন—

নিতাইপদ-কমল, কোটীচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

* * *

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥

* * *

নিতাইর করুণা হ'বে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
নিতাইপদ সদা কর আশ॥

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—

সংসারের পার হৈঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥

এই সমস্ত পড়িয়া শুনিয়া আমি পরম সাহসে কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া অর্থাৎ নিরপেক্ষ (?) হইবার চেষ্টা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ভজনে (?) প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু দীর্ঘকাল আরাধনার নানা কসরত দেখাইয়াও অদ্যাবধি ঘোরতর বিষয়-পিপাসার প্রবল উত্তেজনা হইতে নিস্তার পাইলাম না। অথচ আমার পরে কত নিষ্কপট সজ্জন আসিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় রত হইয়া পরমানন্দে ইষ্টলাভ করিলেন। এই সমস্ত

সজ্জন ও গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় এখন বোধ হইতেছে যে, আমি অমলচরিত নিষ্কিঞ্চন ও সরলহৃদয় বৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রচুর অপরাধ করিয়াছি। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দরের অপার কৃপা সকলেরই প্রতি হয় বটে কিন্তু বৈষ্ণব-অপরাধী, মায়াবাদী ও নিন্দকগণ সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। মায়াবাদী ও নিন্দকের মধ্যেও কেহ কেহ বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব-অপরাধীর নিস্তার নাই। জগাই-মাধাই-উদ্ধারকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধাইএর বৈষ্ণব অপরাধ জন্য তাহাকে উদ্ধার করিতে চাহিলেন না, পরে পতিতপাবন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় তাহার অপরাধ দূর হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হইলেন। এই সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত প্রবল দুশ্চিন্তানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশই করিলাম! তাই মহাজনগণের কথা স্মরণমুখে বৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিবেদন করি,—

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনা কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে লহ প্রভু আপনার বলি॥

হে প্রভো, আপনার কৃপা না পাইয়া আপনার চরণে কত যে অপরাধ করিয়াছি তৎফলে এই নরাধম নিরয়ের পথই প্রস্তুত করিয়াছে। এখন দেখিতেছি আর কেহই আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না। এবার বুঝিলাম আপনিই সর্ব্বোপরি পরম দয়ালু। আপনার মহিমা আমি কিছুই বিদিত নহি। আপনি না রাখিলে আমার অধোগতি রোধ করিতে ব্রহ্মাণ্ড বা তদতীত স্থান হইতে আর কেহই ইচ্ছা করিবেন না।

আমি আপনার শ্রীচরণে কুক্ষণে নানা অপরাধ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি; এক্ষণে যাহাতে পাদুকার ন্যায় শ্রীচরণে লগ্ন থাকিবার সৌভাগ্য পাই তাহার জন্য কৃপাশীর্ব্বাদ ভিন্ন অন্য কিছু চাই না। মাপা রাজত্বের বড়-ছোটর বিচারের মৎসরতা যেন আমাকে আক্রমণ করিয়া আপনার শ্রীচরণ-ধূলিতে অভিষিক্ত হওয়া হইতে বঞ্চিত করিয়া দুরাশার মরীচিকায় আর নিক্ষেপ না করে, আমার শুধু এইমাত্র প্রার্থনা। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা মাদৃশ অপরাধী জীবের প্রাপ্য নহে তাহা বুঝিয়াছি—কিন্তু আপনার শ্রীচরণের অনুগত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ হইলেও আপনার অহৈতুকী কৃপায় উহা অতিশয় পামরের পক্ষেও সুলভ হইয়াছে। অতএব হে করুণাময়, আপনার কৃপাতেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুকৃপা, শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা, শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা ও অচিন্ত্যশক্তিধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা যুগপৎ লাভ করিতে পারেন।

আমার দুর্ভাগ্যে আমি যে কিছুই পাইব না তাহা জানি, আর নিরয়ের যাত্রী আমার ঐরূপ আশা করাও "বামনের চাঁদ ধরা"র ন্যায় বৃথা চেষ্টা; কিন্তু তবুও আত্মায় যে অধাস্তোর লক্ষণ উদিত হইয়াছে তাহার প্রতিকার না হইলে মঙ্গল নাই এবং অশান্তি-অলনও নির্ব্বাপিত হইবে না; এজন্য তব শ্রীচরণে পুনর্ব্বার জানাইতেছি—

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর,　　দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদ ছায়া　　শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি',　　ছয় দোষ শোধি,
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ,　　দেহ হে আমারে,
ব'সেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার　　নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি,　　শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার,　　কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল,　　কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

—শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব

মানব জীবনে-কর্ত্তব্য

কোন গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকিলে তাহারা যেমন সকলেই স্বামীকে নিজের দিকে টানিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণপূর্ব্বক বিব্রত করিয়া তোলে। জিহ্বা রসের প্রতি, তৃষ্ণা জলের প্রতি, উপস্থ স্ত্রী-সঙ্গের প্রতি, উদর আহার্য্য বস্তুর প্রতি, কর্ণ শব্দের প্রতি, চঞ্চল চক্ষু রূপের প্রতি এবং নাসিকা ঘ্রাণের প্রতি জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কাহার অভিলাষ পূরণ করিবে, কোন্‌দিকে যাইবে—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এক পত্নীর অভিলাষ পূরণ করিতে গেলে আর এক পত্নী তাহাকে অস্থির বা অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সুতরাং পুরুষাভিমানীর ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সুখভোগ দূরে থাকুক, দুর্ভোগ-ভোগ বা দুঃখের অন্ত থাকে না।

এই ছয়টী সপত্নীকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টী দোষ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অথবা বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয় বেগের প্রতীক বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ষড়ূর্ম্মিকেও ষট্‌পত্নীর সহিত তুলনা করা যায়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ষড়্‌রিপু, ষড়্‌বেগ ষড়্‌দোষ, ষড়্‌ঊর্ম্মি বা ছয়প্রকার দেহধর্ম্মের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া অতি কষ্টের সহিত জীবন যাপন করে। **যাঁহারা এই ষড়্‌বেগ দমন করিতে পারেন; তিনি গোস্বামী।** কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—কেহই এই রিপুর তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ভগবদ্ভক্তের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই ষড়্‌রিপুর প্রতি অন্তরে অনুরাগ ও বাহ্যে ক্রোধের অভিনয় না দেখাইয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল জানেন। তাই তাঁহারা কামকে কামদেব কৃষ্ণের সেবায়, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথায়, মোহকে ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতায়, মদকে কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা জিহ্বাকে হরিকথা-কীর্ত্তন বা ভগবৎপ্রসাদ-সেবনে, তৃষ্ণাকে হরিকথামৃত-পানে, কর্ণকে হরিকথা-শ্রবণে, চক্ষুকে হরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য-দর্শনে, নাসিকাকে কৃষ্ণনির্ম্মাল্য-আঘ্রাণে এবং মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনদ্বারা

অব্যক্ত ও ব্যক্ত বাক্যবেগ দমন, মনের দ্বারা সর্ব্বদা হরিসেবা-চিন্তন-প্রভাবে মনের বেগ দমন, ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ করিয়া ক্রোধের বেগ দমন, প্রপঞ্চজয়কারক ভগবৎপ্রসাদরস আস্বাদন করিয়া জিহ্বার বেগ দমন, কেবলমাত্র হরিসেবার্থ দেহরক্ষার জন্য বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া উদরবেগ দমন এবং আপনাদিগের পুরুষাভিমান দমন করিয়া গুরুবর্গের বাস্তবকিঙ্কর-অভিমানে যাবতীয় অনর্থের বেগ দমন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবানের কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবকৃপারূপ সুকৃতিফলে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় শ্রবণফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা বা ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে মালীর ন্যায় ভক্তিলতার বীজে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল অনুক্ষণ সেবন করিতে হয়। অনর্থ-যুক্তাবস্থায়ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজন করিতে করিতে অনর্থমুক্তাবস্থা লাভ হয়। অনর্থামুক্তাবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। তখন রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণমাধুর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ঐশ্বর্য্যে শুদ্ধ ভক্তিলতার আশ্রয়যোগ্যতা নাই। ব্রহ্মলোকে ভক্তিলতার আশ্রয় নাই। যাঁহারা ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ম্ময়তায় আত্মহারা হইয়া পড়েন, তাঁহারা আর পরব্যোমের সন্ধান পান না। তাঁহাদের ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া শুষ্কতা লাভ করে; কারণ, তাঁহারা শ্রবণকীর্ত্তন জলসেচনকে সামন্বিক ও ভক্তিলতাকে ক্ষণজীবী মনে করেন। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম। যখন সাধকের ভক্তিলতার বীজ ক্রমে ক্রমে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জলসেচন-প্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তখন যদি কোন নিষ্কপট বিষ্ণুভক্তের চরণে নিন্দাদি অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লতার মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা ও জড়ীয় বিষয়লাভেচ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগুলিই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৈষ্ণবাপরাধ মত্তহস্তীর ন্যায় লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেয়, তাহাতে সমস্ত পত্র শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সাধকের সর্ব্বপ্রথমেই উপশাখা ছেদন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। **সৎসঙ্গ না করিলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা যায় না, ইহা যেন সাধকমাত্রেই মনে রাখেন।**

নিখিল চেতনবস্তুতে কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। মহাভাগবতের শ্রীমুখে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-শ্রবণে প্রত্যেক আপাত আবৃতস্বরূপ কৃষ্ণদাসেরই চেতনময় স্বরূপে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রকটিত হইতে পারে। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে হিংসাদ্বেষাদি আর থাকে না। তখন সকলেই উদ্বুদ্ধস্বরূপে কৃষ্ণসেবায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ও উপেয়রূপে একমাত্র কৃষ্ণসংকীর্ত্তনকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই ভাগবতধর্ম্ম। **কীর্ত্তনলক্ষণা ভক্তি স্বতন্ত্রা ও স্বপ্রকাশ। পশুপক্ষী প্রভৃতি দেহধারী জীবেরও হরিকীর্ত্তনে অধিকার আছে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে সকলেরই সেই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। রাজর্ষি ভরত মৃগদেহ-ত্যাগকালে এবং গজেন্দ্রের গজজন্মে ভগবানের স্তবই তাহার উদাহরণ।** শ্রীমন্মহাপ্রভুও ঝারিখণ্ডের পথে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ—সকলকেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

সৎ ও অসতের তাৎপর্য্য

গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ এবং তদীয় বস্তুই সত্য। এই নিত্যকালস্থায়ী ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথাই সত্যকথা। **ভগবৎ-কথা ব্যতীত সকল কথাই অসত্য বা অনিত্য।** এই তুরীয় কৃষ্ণের কথা ও কৃষ্ণাত্মীয় ভক্তবৃন্দের কথা—কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-মহিমার কথা—সত্যকথা যাঁহার কীর্ত্তন করেন তাঁহারাই সত্যবাদী, তাঁহারাই পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন; আর যাঁহারা অমৃতের কথায় উদাসীন থাকিয়া ইতর কথায় ব্যস্ত তাঁহারা জগতে নৈতিক বা সত্যবাদী বলিয়া পরিগণিত হইলেও সৎসঙ্গাভাবে বা সত্যকথা কীর্ত্তনাগ্রহরাহিত্যে সত্যবাদীর পরিবর্ত্তে মিথ্যাবাদী, প্রিয়ম্বদার পরিবর্ত্তে কটুভাষী, সৎকথক বা সদুপদেষ্টার পরিবর্ত্তে অসৎকথক বা অসদুপদেশক। যাহা মাপা যায়, যাহা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা নিত্য নহে—কৃষ্ণ নহে, মায়া—সত্যের অসত্য বস্তু—অনিত্য বস্তু। এই মায়ার কথাই অসৎকথা এবং উহা ভেক-কলরবসদৃশ অমঙ্গলালয়ক। বাস্তব সত্য কৃষ্ণ নিত্য এবং তাঁহার কথাও নিত্য। তাঁহার কথায় ও তাঁহাতে ভেদ নাই। তাঁহার বাণী তিনি

স্বয়ংই অর্থাৎ সত্যকথা কীর্ত্তনে তৎপর সেই সত্যবাদিগণই স্বপরোপকারসাধনে সমর্থ। তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু; আর যাঁহারা সত্যবস্তুর কথায়, হরিকথায়—ভগবৎ-সেবার কথায় বিমুখ হইয়া ভগবানের সুখের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজসুখে প্রমত্ত এবং সেইসব কথা লইয়া জীব অতিবাহিত করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহারা অসৎ ব্যতীত আর কি? ইঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে।"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যাহাতে অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না, যে কথায় হরির ইন্দ্রিয় তর্পণ হয় না যাহা শোক-মোহ-ভয়নাশিনী নহে পরন্তু অমঙ্গলপ্রসূ ও ও কালাকর্ষিণী, তাদৃশ অসৎকথাপূর্ণ মিথ্যাবচনরাশি অসৎ। এই সবৎবার্ত্তা বেশ্যা সদৃশা। ইহাদের সঙ্গ করিলে ঐ অসতী বার্ত্তা বা গ্রাম্যালাপ আমাদের বিবেক-বুদ্ধ্যাদি সর্ব্বিষ অপহরণ করিবে—ভগবৎ-সেবার কথা ভুলাইয়া আমাদিগকে ভোগ বা ত্যাগরূপ স্বেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিবে, সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে আমাদের হৃদয়ে ভোক্তাভিমান জাগাইয়া দিয়া আমাদিগকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোকে লুব্ধ করিবে। সুতরাং যাহাতে ভগবদ্-গুণাবলীর অভ্যুদয় হয়, যাহা শ্রবণমাত্রেই ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে স্থান পায় এবং ভগবানের গুণমহিমা-শ্রবণের জন্য আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ বাক্যকে সত্য, মঙ্গলপ্রদ এবং পুণ্যজনক জানিয়া তাহাতে আকৃষ্ট ও লুব্ধ হওয়া উচিৎ নহে কি?

আমরা হরিবিমুখ বলিয়া ইতরকথায় আকৃষ্ট; জগতের কথা—বিষয়ের কথাই আমাদের ভাল লাগে; তজ্জন্য অক্ষজ-জ্ঞানসম্পন্ন আমরা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগম্য অনিত্য বস্তুর কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে ভালবাসি বা শ্রবণ করিয়া থাকি। এই কথাগুলি নিত্যকাল সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নয়। যাহা চিরকাল স্বীয় অধিষ্ঠান রক্ষা করিতে পারে না, সেই সকল বাক্যই অসৎ-পর্য্যায়ে গণিত, কিন্তু ভগবদ্গুণের স্মৃতি পরমঙ্গলপ্রদ এবং এই গুণ

গুণীর সহিত অভেদ বলিয়া ইহা নিত্যকাল সত্য। এই ভগবৎ-কথা আনন্দ-উদয়-কারিণী, নিত্যকল্যাণ-প্রসবিনী এবং এই জীবন্ত চেতন শব্দ শব্দীর সহিত অভিনয় লওয়ায় নিত্যকাল নিজাধিষ্ঠান রক্ষা করিতে সমর্থ। যে-সকল বাক্য নশ্বর বস্তু সম্বন্ধে গীত বা শ্রুত হয়, সেগুলি অকিঞ্চিৎকর ও অসত্য, কিন্তু অধোক্ষজ ভগবান্ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার মঙ্গলময়ী কথা পরমসত্য ও নিত্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। **ভগবান্ নিত্য বস্তু। তাঁহার সেবাও নিত্য।** এই অধোক্ষজের গুণবর্ণনময়ী কথা নিত্য পুণ্যদায়িনী এবং সর্ব্বতোভাবে জীবের মঙ্গলপ্রদা।

ভগবৎ-কথাই জীবের নিত্য মঙ্গল উদয় করায়। ভগবদ্‌যশঃ-কীর্ত্তন মানবগণের দুঃখসমুদ্রের অগাধজল শুষ্ক করিতে সমর্থ। ভগবানের কথাই জীবের অনর্থ নাশিনী ও পরমার্থপ্রদায়িনী। এই সত্যকথা নবনবায়মান হইয়া পরমরুচিপ্রদ ও রমণীয়। কৃষ্ণেতর কথা—অসৎকথা জীবের চিত্তবৃত্তিকে শোকসমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়, বিবর্ত্ত আনিয়া দেয়, ভোগে প্রমত্ত করাইয়া পশু-চরিত্র করিয়া ফেলে। কিন্তু ভগবৎ কীর্ত্তিকথা অভাবের পরিবর্ত্তে জীবকে স্বভাবে অর্থাৎ আনন্দধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বাভাবিক বৈচিত্র্যে জীবের স্বাস্থ্য প্রদান করে—জীব ভবরোগ অর্থাৎ স্বেন্দ্রিয় তর্পণরূপ দুরারোগ্য মহা-ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেবা-প্রবৃত্তি-লাভে ভগবৎ-সেবোপযোগী বল পায়। **জগজ্জঞ্জালপ্রসূ পার্থিব বাক্যসকল নানাপ্রকার পাপ আনয়ন করে কিন্তু ভগবৎকথা বদ্ধজীবের সকল পাপ বিনষ্ট করে।**

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

এইজন্যই প্রকৃত সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ, গান ও গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। নিত্যসত্য ভগবানের শক্তিশালিনী কথাসমূহ তাঁহার বিক্রম প্রকাশ করিয়া জীবের সকল অমঙ্গল নাশ করে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

শৃণতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরম-পাবন, সাধুদিগের একমাত্র বন্ধু সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা বা নামগুণশ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্য্যামী চৈত্য-গুরুরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। এই

সত্য কথা—হরিকথা শুধু নিত্য শ্রবণীয় বা কীর্ত্তনীয় নহে পরন্তু রূপবান্ হওয়ায় চেতনচক্ষে দর্শনীয় এবং শুদ্ধান্তঃকরণে উপলব্ধি বা গ্রহণের বিষয়। ভগবৎপাদপদ্মের এই গুণ শ্রবণ বর্জ্জন করিয়া যদি তাহাতে আদররহিত হই, তাহা হইলে পরমানন্দপ্রদা ভগবৎ-সেবাস্মৃতি আমাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়। তখন আমাদের বর্ণাশ্রমাচার পালন, তপস্যা, স্বাধ্যায়, কীর্ত্তিসংগ্রহ, সৌন্দর্য্য ও বিদ্যার অধিকার প্রভৃতি পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সত্যাসত্যের কথা দয়া করিয়া আলোচনা করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।"

[যদি মানবগণের বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি উৎপাদন না করে তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা শ্রমমাত্র।]

—শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ

সেবোন্মুখ শ্রোত্র ভগবদ্দর্শনের নেত্র

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজবস্তু। এজগতের অভিজ্ঞতাদ্বারা মনোধর্ম্মী জীব তাঁহার সন্ধান পাইতে পারে না। ভগবানের নিজজনগণ যখন এ জগতে আসিয়া শ্রীহরির কথা বলেন, তখন প্রণত হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধুগুরুকৃপায় শ্রবণানুগ্রহে ভগবৎসম্বন্ধে যে অভিজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত দর্শন। হরিভক্তি-রাজ্যে শ্রীহরি পাদপদ্মে শ্রদ্ধা বা নির্ভরতাই সকলের মূল। ভগবানের কৃপা হইলে তিনি শব্দরূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীব সেবাপথের পথিক হয়। শব্দ বা শ্রবণই দর্শনকে নিয়মিত করে। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়া বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করাই অণুচেতনের একমাত্র স্বভাব। স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া তর্কবিতর্ক করিতে গেলে বাস্তব-সত্য ভগবানের সন্ধান কোনকালেই পাওয়া যাইবে না। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা অকপটে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই বাস্তববস্তু শ্রীভগবানের অনুশীলন করি, তাহা হইলে করুণাময় ভগবান্ আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে কৃপা করিয়া দর্শন দান করিবেন।

সেবোন্মুখতাই মঙ্গললাভের একমাত্র যোগ্যতা ও উপায়। জড়ের কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন করিতে পারিবে না। চেতনের বৃত্তির দ্বারা—চেতনের চক্ষুর দ্বারাই চেতনের দর্শন হইবে। আমরা যে যেখানে আছি, সেখানে থাকিয়াই যদি চেতন কর্ণের দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের কথা শ্রবণ করি, তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রণত হইয়া শ্রবণোন্মুখ কর্ণ প্রদান করি, যদি হরিকথা-শ্রবণার্থ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে অকপটে সাধুর সম্মুখীন হই, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

ভোগ্যদর্শনই কুদর্শন এবং সেব্যদর্শনই সুদর্শন। ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্যদর্শন এবং সেবকাভিমানে সেব্যদর্শন স্বাভাবিক। যিনি শিষ্য হন নাই—শ্রবণ করেন নাই, সেই কর্ত্তৃত্বাভিমানী সেব্যদর্শন বা প্রভুদর্শন কি করিয়া করিবে? সেইজন্য ভগবদ্দর্শন করিতে হইলে নিরন্তর ভগবদ্দর্শনকারী, ভগবানের নিত্যপরিকর ও সঙ্গী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। অকপট শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়কারীর নিকট বাস্তব সত্য অনায়াসে করায়ত্ত হয়। দ্রষ্টৃ-অভিমানে বা ভোক্তৃ-অভিমানে যে দর্শন, তাহা ভোগ্যদর্শন বা ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃশ্য-অভিমানে বা সেবকাভিমানে যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত দর্শন ও সেবা। পুরুষাভিমানী কখনও পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পায় না। কৃষ্ণ-ভোগ্যাভিমানী বা কৃষ্ণ-দাসাভিমানীই কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ধন্য হন।

শিষ্যের বা সেবোন্মুখের শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শন, স্পর্শন—সবই সেবা। আর দ্রষ্টৃ-অভিমান করিয়া যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও দর্শনচেষ্টা, তাহা সবই অনর্থ—তাহা সুষ্ঠু শ্রবণ-কীর্ত্তন-দর্শনাদি নহে। শ্রবণের পূর্ব্বে যে দর্শন তাহা প্রকৃত দর্শন নহে। অনর্থযুক্তের দর্শনে বাধা আছে। ঐ বাধা কুদর্শনের দ্বারা অপসারিত হয় না শ্রবণের বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হয়। শ্রবণফলে জীবের ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের বুদ্ধি উদিত হয়। শ্রবণফলে যখন আত্মসমর্পণ হয়, তখনই সে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে পারে। এই চর্ম্মচক্ষে বা ভোগনেত্রে ভগদ্দর্শন হয় না, শ্রদ্ধানেত্রে বা ভক্তিচক্ষেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণফলে জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখনই স্বপ্রকাশ অধোক্ষজবস্তু ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের সেবোন্মুখ নয়নের গোচরীভূত হন। শ্রবণফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ

চিত্তে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রবণফলে জীব মনোধর্ম্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং ভগবানের প্রতি তাহার প্রীতির উদয় হয়। যাহারা শ্রবণ না করিয়াই দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহাদের হৃদয়ে আনুগত্যের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতাই প্রবল হইয়াছে, জানিতে হইবে। ভগবদ্দর্শনে নিজ সুখবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। ভগবদ্দর্শনে ভগবানেরই সুখ হয়। ভগবানের কৃপা না হইলে ভগদ্দর্শন হয় না। 'ভগবানের আমি'-বিচারে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারেন। স্ব-সুখবাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যে ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা, তাহা ভগবদ্দর্শনের বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রবণকারীই শিষ্য। শিষ্যের শ্রবণ প্রভুকে হৃদয়ে ধারণ ও প্রভুর সুখবিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রবণ যে-সে ব্যাপার নয়। শ্রবণের এত শক্তি যে, তাহা মূককে বাচাল করিতে পারে, অচলকে সচল করে, নির্জ্জীবকে সজীব করে, দুর্ব্বলকে সবল করিতে পারে, সমলকে নির্ম্মল করিতে পারে। শ্রবণ এমই ব্যাপার যে, তজ্জন্য পৃথগ্‌ভাবে দর্শনের চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রবণই দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দর্শকের সমস্ত অসুবিধা দূর করতঃ তাহাকে দিব্যচক্ষু-প্রদানপূর্ব্বক স্ব-প্রকাশ ইষ্টবস্তুকে হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্র ভগবৎ-কৃপাভিখারিগণকে শ্রৌতপথ—শ্রুতির পথ বা শ্রবণের পথ আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। এইজন্যই শ্রুতিকে দর্শনশাস্ত্র বলা যায়। শ্রুতির অন্তরে--শ্রুতির মধ্যে দর্শন পাওয়া যায়। শ্রুতিকে বাদ দিয়া যে অশ্রৌতদর্শন, তাহা কুদর্শন ছাড়া কিছুই নয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ (ভাঃ ২।৮।৪

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতি শীঘ্রই সেই শ্রবণকীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা বা কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল-লীলাস্মরণ অথবা রূপাদি চিন্তনের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্য হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

কৃতি শুশ্রূষুগণই তৎক্ষণাৎ অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া তাহা ধারণ করিতে পারেন। একমাত্র শ্রবণকারীই তৎক্ষণাৎ ভগবান্‌কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া দর্শন করিতে পারেন। শ্রবণকারীই

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সাক্ষাৎকার পান। যাহারা নিজ ইষ্টদেব ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তগণের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সমীপে উপনীত হন।

জাগতিক প্রত্যক্ষ দর্শনে বিশ্বাস করা যায় না; ঐন্দ্রজালিকের কার্য্যকলাপ তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়া দেয়। অন্তর্দর্শনাভাবে আমরা বহির্দর্শনে বঞ্চিত হই। তদ্ধেতু আমরা সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, মিত্রকে শত্রু ও শত্রুকে মিত্র মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। এ জগতেই যখন প্রত্যক্ষ দর্শন ভ্রমযুক্ত, তখন পরমার্থ জগতে যে তাহার স্থানই নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ভক্তিরাজ্যে শ্রুতিই একমাত্র অবলম্বন। অভক্তের ভগবদ্দর্শন চেষ্টা ও ভক্তের ভগবদ্দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীপ্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর দর্শনে আকাশ-পাতাল-ভেদ বর্ত্তমান। শ্রবণশরণাগত প্রহ্লাদ শ্রবণফলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, স্তম্ভ দর্শন করা যায় না, যতক্ষণ স্তম্ভ তাহাকে দর্শন দান না করেন। কিন্তু দ্রষ্টৃ-অভিমানী হিরণ্যকশিপুর নিজ চেষ্টায় স্তম্ভকে দর্শন করিতে গিয়া বঞ্চিতই হইয়াছে। যাহারা শরণাগত না হইয়া দর্শন করিতে যায়, তাহাদের চিত্তবৃত্তি হিরণ্যকশিপুর চিত্তবৃত্তির অনুরূপ। শ্রীপ্রহ্লাদ এরূপ দাম্ভিকের দর্শনচেষ্টা নিরাস করিয়াছিলেন। ভক্তের বিচার—শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন—সেবোন্মুখ শ্রোত্রই ভগবদ্দর্শনের নেত্র। সেখানে শ্রোত্রের সহিত নেত্রের আর ব্যবধান থাকে না।

সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য ভগবন্নাম-শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়মলমুক্ত হইলে ভগবানের রূপসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ এবং তৎফলে অন্তরে ঐরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌এর নিকট শ্রবণদ্বারাই প্রকৃত দর্শন হয়। গুরুবর্গের বাণীতে পাই,—"জীবের আপনাকে দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ অভিমানে জগৎকে ভোগ্যজ্ঞানে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্যদৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃত প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার ও গোকুলদর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। একমাত্র পরমভোক্তা ও পরমদ্রষ্টা ভগবানের ভোগ্য দৃশ্য বা হইলেই মঙ্গল। শ্রীভগবান্ দৃশ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণ-ভাবে শ্রীভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধস্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

নামাচার্য্য
শ্রীল ঠাকুর হরিদাস

মঙ্গলাচরণ

"নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥"
"হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত॥
তাঁহার অনন্তগুণ,—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায়ে শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ-সমান তাঁ'র গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্য প্রভু মহা কুতূহলে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৪৩-৪৬)

আবির্ভাব-স্থান

আজ সমগ্র বিশ্ববাসী এক শান্তির আশায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু বৈষ্ণব হওয়া ব্যতীত শান্তির আর কোন সহজ সরল পন্থা নাই। বৈষ্ণব-চরিত আলোচনা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া দুষ্কর। ঠাকুর হরিদাসের নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। শ্রীগীতার "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" বাণী সার্থক করিবার জন্য ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের ইহজগতে আবির্ভাব। যখন সমগ্র বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তখন যশোহর জেলার অন্তর্গত 'বুঢ়ন' গ্রামে ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের আবির্ভাব। তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন অহিন্দুকুলে কিন্তু তথাপি অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তিনি সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন।

বেনাপোলে

আবির্ভাব-স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি যশোহর জেলার বেনাপোল নামক গ্রামে পদব্রজে গমন করেন এবং তথায় একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ

করিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় তিনি অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রত্যহ তিন লক্ষ 'নাম' গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া ঐ স্থানের ভূমধ্যকারী ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খাঁন তাঁহাকে চরিত্রভ্রষ্ট করিবার জন্য একটি বেশ্যা পাঠাইলেন। কিন্তু হরিনামের এতই মহিমা যে ঠাকুরের মুখে তিন রাত্রি হরিনাম শ্রবণ করিবার পর ঐ বেশ্যার চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তিনি আর বেশ্যা রহিলেন না, অচিরেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া বৈষ্ণবী হইলেন।

চাঁদপুরে

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তাঁহার কুটীর সেই বেশ্যাকে দান করতঃ চাঁদপুরে আগমন করিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি এক মহতী সভায় নামের মহিমা প্রচার করিলেন। তথায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণব্রুব তাঁহার বিরুদ্ধতা আচরণ করিয়া বলিলেন যে, যদি নামাভাসে মুক্তি না হয় তবে তাঁহার নাক কাটিয়া লইবে। ভক্তের প্রতি যাহারা দ্রোহ আচরণ করে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে শাস্তি দেন। ঠাকুর হরিদাসের প্রতি ঐ প্রকার কটূক্তির ফলে উক্ত ব্রাহ্মণব্রুবের তিনদিনের মধ্যে কুষ্ঠরোগে নাক খসিয়া পড়িল এবং সে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

শান্তিপুরে

তৎপরে হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রাদ্ধবাসরে সমস্ত শ্রাদ্ধপাত্র ঠাকুর হরিদাসকে নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন যে, শ্রাদ্ধপাত্র বৈষ্ণবকেই নিবেদন করা উচিত। কারণ, একজন বৈষ্ণব গ্রহণ করিলেই কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল পাওয়া যায়। তিনি শান্তিপুরে গঙ্গার তীরে এক গোফায় নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। তথায় এক ভীষণ বিষধর সর্প বাস করায় অন্যান্য ব্যক্তি হরিদাসকে সেই গোফা ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতে হরিদাস সেই গোফা পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিলে সেই বিষধর সর্প আপনা হইতেই সেই গোফা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

মায়াদেবীকে কৃপা

পুনরায় একদিবস জ্যোৎস্নারাত্রে মায়াদেবী হরিদাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য সুন্দরী স্ত্রীবেশে সেই গোফার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার সংকল্প জানাইলেন। তাহাতে ঠাকুর হরিদাস তিন দিন সময় চাহিলেন এবং তিন দিন পরে উহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু তিন দিন পরেও তাঁহার নামযজ্ঞ শেষ হইল না, তাহাতে মায়াদেবী পুনরায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, তাঁহার নামযজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন না। তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র ভিক্ষা করিয়া লইলেন।

ভজনে নিষ্ঠা

অহিন্দুকুলে আবির্ভূত ঠাকুরের মুখে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া কাজি নবাবের নিকট অভিযোগ করিলেন। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে বন্দী করিলেন। তিনি কারাগারে আসিয়া অন্যান্য বন্দীগণকে কৌশলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহার পর নবাব ঠাকুরকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মুসলমানধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে কল্‌মা উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

তাঁহার এরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া এবং কাজিগণের অনুরোধে নবাব তাঁহাকে বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ঠাকুর কৃষ্ণনামে এতই তন্ময় যে, তিনি কোনপ্রকার বাহ্য ক্লেশ অনুভব করিলেন না, তাহাতে নির্য্যাতনকারিগণ তাঁহাকে পীর বলিয়া বুঝিতে পারিল। তাহাদিগের অনুরোধে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরদুঃখদুঃখী ঠাকুর কৃষ্ণধ্যানসমাধিযোগে স্পন্দনহীন নিশ্চলভাব ধারণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকরমেতীবাই

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাঞ্জল গ্রামে এক রাজার পরশুরাম নামে একজন সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত ছিলেন। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীকরমতীবাই পণ্ডিত পরশুরামের অতি আদরের কন্যা। পণ্ডিতদুহিতা আদর্শ মহিলা শ্রীকরমতীবাই পিতার ঐকান্তিক যত্নে অতি অল্প বয়সেই বহু বিদ্যা লাভ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। বিবাহযোগ্য বয়স হইলে পণ্ডিত করমেতীর বিবাহ দিলেন। কিন্তু জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যিনি নিত্য-পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে সেবাবুদ্ধি থাকা আর সম্ভব নহে। করমেতীবাই পিত্রাদেশ পালনার্থ বিবাহ করিলেন, কিন্তু ঘোর বিষয়ী স্বামীর গৃহে গমনের পরিবর্ত্তে তিনি নির্জ্জনে হরিনাম-গ্রহণে ব্রতী হইলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী হইয়া 'হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ' বলিয়া কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে মত্ত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে কৃষ্ণপ্রাণা করমেতীকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়ার প্রবল চেষ্টা চলিতে লাগিল। করমেতীবাই অবৈষ্ণব স্বামিগৃহে তাঁহার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের সেবার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া একেবারেই অধীরা হইয়া পড়িলেন। সংসারে উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি করিব, কোথায় যাইব? বৈষ্ণবদ্বেষীর কুসঙ্গে পতিত হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এসকল চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিকল-হৃদয়ে ভূমিলুণ্ঠনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে অবশেষে স্থির করিলেন যে, গোপনে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে পলায়ন করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া ধর্ম্মপ্রাণা শ্রীকরমেতীবাই অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে দ্বার অর্গলবদ্ধ থাকায় দ্বিতল হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নিম্নে অবতরণ করিলেন। অনাথবন্ধু শ্রীহরির কৃপায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কোন আঘাত লাগিল না। তিনি সেই গভীর নিশীথে তাঁহার নিত্যপতির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উন্মাদিনী হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত পরশুরাম একমাত্র কন্যার অদর্শনে দুঃখিত এবং লোকনিন্দাভয়ে ভীত হইয়া অধোবদনে রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যার রাত্রিযোগে গোপনে অন্যত্র চলিয়া যাইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

রাজা একথা শুনিয়া করমেতীর অন্বেষণে নানাস্থানে বহুলোক প্রেরণ করিলেন। বিস্তৃত প্রান্তরে শ্রীকরমেতী একাকী কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চলিয়াছেন, ইতোমধ্যে দেখিলেন যে, রাজার অনুচরগণ ঐ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি জনমানবশূন্য প্রান্তরে কিছুমাত্র না দেখিয়া 'হা দীনবন্ধো, অনাথ-শরণ!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রমাগত আত্মরক্ষার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সম্মুখেই একটি গলিত দুর্গন্ধ উষ্ট্র দেখিয়া ঐ পূতিগন্ধময় উষ্ট্রের উদরে প্রবেশপূর্ব্বক তিন দিবস রাত্রে ভজনানন্দে কাটাইয়া দিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলে, দেবী শ্রীকরমেতী চতুর্থ-দিবসে পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক পুনঃ নিজ পথানুবর্ত্তিনী হইলেন। এইরূপে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঐ অনন্যসাধারণ কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রমণী তাঁহার অভীষ্ট শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দোৎফুল্লচিত্তে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ঘোরবনে ভজনে নিযুক্ত হইলেন।

পণ্ডিত পরশুরাম কন্যার অদর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া তদন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। তথায় সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় দুহিতাকে দেখিতে না পাইয়া একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডতীরে গভীর অরণ্যে ভজনে নিরতা করমেতীকে দেখিতে পাইলেন। করমেতীর বাহ্যজ্ঞানশূন্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ও নয়নে প্রেমাশ্রু-ধারা দেখিয়া পিতৃহৃদয় গলিয়া গেল। তখন তিনি করমেতীকে কন্যা মনে করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সাষ্টাঙ্গ হইয়া করমেতীর চরণে পড়িয়া বলিলেন,—মা! বনে প্রয়োজন কি? গৃহলক্ষ্মী তুমি গৃহে গিয়া হরিভজন করিবে চল। বহুক্ষণ পরে করমেতী বাহ্যজ্ঞান পাইয়া পিতাকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! আমাকে স্তুতি করিবার কিছুই নাই; শ্রীকৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব আমার দেহ-মনঃপ্রাণ সকলই সেই নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পিত। এক্ষণে আপনি প্রাণশূন্য দেহটি লইয়া কি করিবেন? আমার আশা ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন। বিষয়-বিষ পান না করিয়া কৃষ্ণনামামৃত পান করুন, তাহাতে নিত্যমঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিতে বলিতে করমেতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিতজী কন্যাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া,—ক্রন্দনপূর্ব্বক আপনাকে ধিক্কার দিয়া নিজগৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ রাজাকে বলিলেন। রাজা ভক্তিমতী করমেতীকে

দর্শনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া দেখিলেন, তিনি যমুনার তীরে কৃষ্ণধ্যানে নিমগ্না—প্রেমাশ্রুতে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত। রাজা তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, শ্রীকরমেতীও রাজাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। রাজা ব্রহ্মকুণ্ড-তীরে শ্রীকরমেতীর নিকট ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইলে শ্রীকরমেতীবাই ভূমিকর্ষণে বহু কীট বিনষ্ট হইবার ভয়ে রাজাকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বলিলেন। তথাপি রাজা বহু অনুনয় বিনয়ের পর একটী ইষ্ঠকালয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীকরমেতীদেবী জীবনের শেষ কাল ভজনে নিযুক্তা থাকিয়া স্বধামে গমন করিলেন।

—শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণ ভজনই শান্তি

বৃন্দাবনে কি মথুরা নিজ মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণসেবনমৃতে ন সুখং কদাপি ॥

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু)

বৃন্দাবনে বাস কিংবা নিজ গৃহে থাকি।
কারাগৃহে থাকি কিংবা রাজপদ লভি ॥
ইন্দ্রপদ লাভ কিংবা নরকে গমন।
কোথা সুখ নাহি বিনা শ্রীকৃষ্ণভজন ॥

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

হরি আরাধনা কৈলে তপস্যায় নাহি প্রয়োজন।
আরাধিত নৈলে হরি তপস্যায় কিবা প্রয়োজন ॥

অন্তরে বাহিরে যার, হরি রহে অনিবার,
তপস্যায় কিবা (তাঁর) প্রয়োজন।

অন্তরে বাহিরে যদি, নাহি রহে হৃদে হরি,
সকল তপস্যা অকারণ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৬ষ্ঠ-সংখ্যা, ২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

পুত্রদা একাদশী

একদা রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ মধুসূদনের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন। প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্ শ্রেষ্ঠা পাপহরা কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যাহার শ্রবণমাত্রে বাজপেয়ফল লব্ধ হয়।

পুরাকালে দ্বাপরযুগের প্রারম্ভে মাহিষ্মতীপুরে মহীজিৎ নামে একজন বিখ্যাত নৃপতি নিজরাজ্য পালন করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না; কারণ তিনি অপুত্রক। 'পুত্রহীনের ইহলোক—পরলোক কোনস্থানেই কখনও সুখ দৃষ্ট হয় না।'—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বহুদিন অতীত হইল, তবুও তাঁহার সর্ব্বসৌখ্যপ্রদানকারী কোন পুত্র-সন্তান জন্মিল না। রাজা নিজেকে অতিশয় বয়োবৃদ্ধ জানিয়া চিন্তান্বিত হইলেন এবং প্রজাগণের সমক্ষে গিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা শ্রবণ কর,—আমি এ জন্মে জ্ঞাতসারে, কোন পাতকের কার্য্য করি নাই। অন্যায়ভাবে অর্জ্জিত বিত্তদ্বারা আমার রাজকোষ বর্দ্ধিত হয় নাই। ব্রহ্মস্ব-দেবতার্থ কখনও গ্রহণ করি নাই। প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিয়া আসিতেছি। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মহীকে জয়লাভ করিয়াছি। দুষ্টকে বন্ধুপুত্রের ন্যায় দণ্ড দিয়াছি; শিষ্ট নিত্য পূজিত হইয়াছে এবং দ্বেষের পাত্রকে কদাপি অসূয়া করি নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঈদৃশ ধর্ম্ম-পন্থা অবলম্বন করিয়াও কেন আমার গৃহে পুত্র জন্মিল না, তাহা আপনারা অনুসন্ধান করুন।

পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—নরপতির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত দ্বিজগণ প্রজা ও পুরোহিত সহ গহন বনে গমন করিলেন। নৃপতিহিতকারী ব্রাহ্মণবৃন্দ ইতস্ততঃ ঋষিসেবিত আশ্রম সমূহ পরিদর্শন করতঃ জনৈক মুনিশ্রেষ্ঠের সন্ধান পাইলেন। তিনি দীর্ঘায়ুঃ, নীরোগ, জিতক্রোধ, জিতাত্মা, নিরাহার ও নিরালম্বভাবে ঘোর তপস্যানিরত।

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি ত্রিভুবনে লোমশ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এক এক কল্প গত হইলে তাঁহার এক একটি লোম বিশীর্ণ হইয়া যাইত। এই জন্যই তিনি লোমশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, আমাদের বহুজন্মের ভাগ্যফলে এই মুনি-প্রবরের সাক্ষাৎ মিলিল।

অতঃপর ঋষিসত্তম লোমশ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—কি কারণে আপনাদের এ স্থানে আগমন এবং কেনই বা মাদৃশ জনের এত স্তুতিবাদ, তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করুন। আপনাদের যাহাতে হিত হয়, আমি নিঃসংশয়ে তাহা করিতে চেষ্টা করিব। পরোপকারার্থে অস্মৎসদৃশ ব্যক্তির জন্ম, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

দ্বিজগণ বলিতে লাগিলেন,—হে মুনিসত্তম ! আমরা কি উদ্দেশ্যে এস্থানে উপনীত হইয়াছি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আমাদের সংশয়চ্ছেদনের নিমিত্ত আপনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। মহীতে ভবাদৃশ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কার্য্যবশতঃ আপনার দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! মহীজিৎ নামে ভূপতি সম্প্রতি নিঃসন্তান হওয়ায় অতিদুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রজা, তিনি পুত্রবৎ আমাদের পালনে নিরত আছেন। তাঁহার পুত্রহীনতার দুঃখে আমরা সবাই নিরতিশয় মর্ম্মাহত। তাঁহার মনোবেদনা অপনোদনার্থে নৈষ্ঠিকী মতিসহকারে ঘোর তপস্যার আশায় এই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারই সুকৃতিফলে ভবৎসদৃশ মহামুনির সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে। 'মহতের দর্শন কার্য্যসিদ্ধির হেতু' বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি আছে। হে মুনে! নৃপতি যাহাতে পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই উপদেশ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মুনিবর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানমগ্ন হইলেন, পরে নরপতির পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'পূর্ব্বজন্মে ইনি ধনহীন নৃশোষক বৈশ্য ছিলেন। বাণিজ্যকর্ম্ম ব্যপদেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করিতেন। একদা জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে দশমী দিবসে স্থানান্তর গমনকালে পথিমধ্যে মধ্যাহ্নে অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া পড়িলেন। গ্রামপ্রান্তে জলাশয়দর্শনে জলপানে উদ্যত হইলেন। সেস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, একটি সবৎসা ধেনু জলপান করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাদিগকে জলপানে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং পান করিতে লাগিলেন। এই পাপ কর্ম্মের ফলরূপে তিনি পুত্রহীন হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জন্মের পুণ্যহেতু এইরূপ নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন; হে মুনে! শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে, পুণ্যদ্বারা পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আপনি এরূপ পুণ্যোপদেশ করুন, যাহাতে তাঁহার প্রারব্ধ পাপের ক্ষয় হয় এবং আপনার অনুগ্রহে নৃপতির পুত্রলাভ হয়।

অতঃপর লোমশ মুনি বলিলেন, **শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী অভীষ্টফলদায়িনী, ইহা জগতে পুত্রদা নামে খ্যাতা।** এক্ষণে সকলে সেই ব্রত পালন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—সেই মুনিবরের বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামান্তর তাঁহারা স্ব-স্ব-পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা মুনি নির্দ্দেশিত যথাবিধি ব্রতপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের পুণ্যফল নৃপতিকে প্রদত্ত হইল। সেই পুণ্যপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং যথোপযুক্ত সময়ে তিনি একটী বলিষ্ঠ ও সুশ্রী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন।

শ্রাবণমাসে শুক্ল-দ্বাদশীতিথিতে সূর্য্য কর্কটস্থ হইলে বাসুদেব কৃষ্ণমূর্ত্তিতে যজ্ঞোপবীত দানের নাম পবিত্রারোপণ কথিত হয়। পূর্ব্বদিনে অধিবাস-করণান্তর গোদোহান্তরিতকালে গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া গীত-মঙ্গলনির্ঘোষের সহিত রাত্রি জাগরণ কর্ত্তব্য। তৎপরে স্বর্ণরৌপ্যতাম্র এবং কাষার বস্ত্রসহ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে যথাবিধি অর্চ্চন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেই স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভক্তির সহিত এই পবিত্রারোপণ উৎসব পালন করিবেন। ভুক্তি-মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ যদি পবিত্রারোপণোৎসব শাস্ত্রানুযায়ী পালন না করেন, তবে তাঁহাদের সাম্বৎসরী পূজা নিষ্ফল হইবে। এই ব্রতমাহাত্ম্য যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন এবং পুত্রসুখভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গতি প্রাপ্ত হইবেন।

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রাবণৈকাদশী মাহাত্ম্যকথনে
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীতুলসীদেবী

দর্শন করিলে যিনি নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন, স্পর্শ করিলে যিনি দেহ পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে যিনি রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট করেন, জলসেচন করিলে যিনি যমভয় নিবারণ করেন, রোপণ করিলে যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি বিধান করেন এবং ভগবৎচরণে অর্পণ করিলে যিনি প্রেমভক্তি প্রদান করেন, সেই তুলসীদেবী আমাদের সকলেরই প্রণম্যা ও সেবনীয়া। দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, ধ্যাত, কীর্ত্তিত, প্রণমিত, শ্রুত, রোপিত, সেবিত এবং নিত্য পূজিতা হইলে শ্রীতুলসী নিত্যমঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি উক্ত নয়প্রকারে শ্রীতুলসীদেবীর সেবা করেন, তিনি নিত্যকাল হরিগৃহে বাস করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"তুলসী গুরুদেব—বৃন্দারাণী, একমাত্র তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। শ্রীতুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া ও গুরুপাদপদ্ম বলিয়া আমরা তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ ও তাঁহার আনুগত্যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পরাগ-বিভূষিত শ্রীতুলসীর এমনিই মহিমা যে, তাহা আত্মারাম চতুঃসনেরও আত্মারামত্ব ছাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন।"

শ্রীতুলসী—তদীয় বস্তু। তিনি বৃক্ষার্চ্চাবতার—তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া। এই কৃষ্ণপ্রিয়াকে লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৃষ্ণসেবা করিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। যাহারা বৃক্ষমাত্রজ্ঞানে কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে ভক্তির অনুকূলসঙ্গ জ্ঞান করে না, তাহাদের শিক্ষার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কেশবপ্রিয়া তুলসীর সঙ্গ করিবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে—আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে॥
যবে চলে সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥

পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন জপেন সংখ্যানাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী

তীর্থ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

বেলা-সৈকতে শ্রীধাম পুরী

বহুদিন হইতে সমিতি তীর্থ-দর্শনে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে বিশেষ সাহায্য ও উদ্দীপনা যোগাইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরও অনেকে রথযাত্রায় শ্রীধাম পুরী দর্শন করিবার বাসনা জানাইয়া সেই প্রকার আয়োজন করিতে সমিতিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে ক্ষেত্রমণ্ডলের শ্রীপুরীধামসহ আরও কয়েকটী তীর্থ পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়।

সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অভূতপূর্ব্ব নবনির্ম্মিত ও নবকলেবরে প্রকটিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব এই বৎসর বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হওয়ায় উক্ত পরিক্রমার তারিখ কিছু পিছাইয়া লওয়া হয়। তজ্জন্য গত ১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, মঙ্গলবার দিন রাত্রি পুরী-এক্সপ্রেসে হাওড়া ষ্টেশন থেকে একদল যাত্রি শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভুর পরিচালনায় যাত্রা করেন। পথিমধ্যে রেমুনার **ক্ষীরচোরা গোপীনাথ** (শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে কৃপা করার জন্য শ্রীগোপীনাথজী

ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলেন। তজ্জন্য ক্ষীরচোরা নামে তিনি প্রসিদ্ধ); **যাজপুরের** বৈতরণী-তীরে সত্যযুগ হইতে সেবিত শ্রীশ্বেতবরাহদেব, ব্রহ্মার স্থাপিত গরুড়স্তম্ভ, চারিকল্পের বরাহদেব, বিরজা-মন্দির প্রভৃতি দর্শনান্তর **ভুবনেশ্বরের** ভুবনেশ্বর-মন্দির, অনন্ত বাসুদেব, বিন্দু সরোবর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ইত্যাদিও দর্শন করা হয়।

অতঃপর (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণীত বড়-বিপ্র, ছোট-বিপ্রের উপাখ্যানে) শ্রীধান বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোপালদেব ভক্তপ্রবর ছোট বিপ্রের সাক্ষী দিবার জন্য যে-স্থানে এসে ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ **সাক্ষীগোপালে** যাত্রিগণ উপনীত হন।

এখান থেকে বাসযোগে ২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, শুক্রবার **শ্রীধাম পুরী** পৌঁছান হয়। পুরীতে যাত্রিগণ সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ যত্ন-তৎপরতায় সুষ্ঠভাবে সেখানকার সকল দর্শনীয় স্থান দর্শন ও তৎমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন।

২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, শনিবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা** উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশের মধ্যে যাত্রিগণ মহতোল্লাসে জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব, জয় সুভদ্রাজী কি জয় প্রভৃতি কণ্ঠধ্বনীর মাধ্যমে একে একে রথত্রয়ের রজ্জু আকর্ষণ করিয়াছেন। রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনে সমাগত বিপুল জনতার যে-কি আনন্দ-কুতুহল তাহা বর্ণনা করিতে মাদৃশাধম অক্ষম। মনে হয় তথায় দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠধাম মূর্ত্তমান। মানব জগতের জড়া-ক্লিষ্টতাকে উপেক্ষা করে গদগদভাবে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে গগনকে মুখরিত করিয়াছেন—সে-দৃশ্য কত রমণীয়—কত মোহনীয়।

অত্যন্ত আনন্দ-কুতুহলের মধ্যে রথযাত্রা সমাপ্তির পরও শ্রীপুরুষোত্তম ধামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি তিন দিন ধরে দর্শন করা হয়। তথা থেকে **শ্রীলোকনাথজীর মন্দির** দর্শন করিয়া **আলালনাথ** (শ্রীগোপী-নাথ) দর্শন মানসে আলালনাথে পৌঁছান হয়। তদান্তর ইতিহাস প্রসিদ্ধ **কোণারকের** সূর্য্যমন্দির দর্শন করিতে অনেকেই গমন করেন। এখান থেকে পুনঃ শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৪ঠা শ্রীধর হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

বলা বাহুল্য বিদায়ের লগ্নে সমিতির সেবকবৃন্দের সুমধুর ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া প্রতিটী যাত্রীই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

হিমাদ্রী-শিখরে শ্রীকেদার-বদ্রী

সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ থেকে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের পরিচালনায় বিগত ২৫শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট শনিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে একদল যাত্রী সমিতির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে **শ্রীকেদার-বদ্রী** প্রভৃতি সর্ব্বোত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ-স্থানসমূহ কীর্ত্তনমুখে পরিদর্শন মানসে যাত্রা করেন ও প্রথমে তাঁহারা **হরিদ্বার** পৌছেন।

অন্যদিকে আসামস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ থেকে আরও একদল তীর্থ-পরিক্রমা-যাত্রী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোচন ব্রহ্মচারী প্রভুর পরিচালনায় যাত্রা করিয়া তাঁহারাও হরিদ্বারে উপনীত হন। উভয় দল সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, হর্‌কিপৈয়েরী, কঙ্খল প্রভৃতি দর্শনান্তর ট্রেণযোগে **হৃষীকেশ** পৌঁছেন। হৃষীকেশে লছমনঝোলা গঙ্গার উপরে একটী মনোরম দোদুল্যমান সেতু এবং অনতিদূরে গীতা-ভবন রহিয়াছে। হৃষীকেশে তিন দিন অবস্থান করিয়া বাসযোগে শ্রীবদরিকাশ্রম অভিমুখে পরিক্রাদল রওনা হন। পথি-মধ্যে **দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, চামোলী** হইয়া পিপলকুঠি পৌঁছেন। তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া পরদিবস **যোশীমঠে** উপনিত হন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য চারিধাম প্রকাশ করিয়া এই স্থানে যোশীমঠ বা জ্যোতির্ম্মঠ স্থাপন করেন। মনে হয় তাঁহার মঠের নামানুসারেই উক্ত স্থান যোশীমঠ আখ্যায় আখ্যায়ীত হইয়াছে।

যোশীমঠ থেকে **বিষ্ণুপ্রয়াগ** হইয়া বাসযোগে **শ্রীবদ্রীনারায়ণে** পৌঁছেন। এখানে শ্রীচতুর্ভুজ-নারায়ণ বিরাজিত। ইহারই দেড় ক্রোশ ব্যবধানে সরস্বতী নদীতটে **শ্রীব্যাসাশ্রম**; নিকটে **গণেশ-গুহা, বসুধারা**, ভীমপুল প্রভৃতিও মনোরম দর্শনীয় বিদ্যমান। দ্বাপরযুগে শ্রীমতী দ্রৌপদী সরস্বতী নদী অতিক্রম করিতে না পারায় মধ্যম পাণ্ডব মহাবাহু ভীম একখানি প্রস্তর দ্বারা এই সেতু নির্ম্মাণ করেন—সেই সেতুই **ভীমপুল** নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীধাম বদ্রীনারায়ণে ব্রহ্মকপাল, তপ্তকুণ্ড, নারদ পঞ্চশিলা প্রভৃতিও রহিয়াছে। এখানে চারি দিন অবস্থান করা হয়। পূজ্যপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ** প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীধাম-মাহাত্ম্য এবং ইঁহার ঐতিহ্য সম্পর্কে নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

করায় যাত্রিগণ ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত হন এবং সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শনে যে পরম-মঙ্গল তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া অতিব উল্লসিত ও নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করেন।

অনন্তর শ্রীবদরিকাশ্রমে ত্রিরাত্রি বাসান্তে **রুদ্রপ্রয়াগ,** অগস্তমুনি হইয়া **গুপ্তকাশী** পৌঁছান হয়। এইস্থানে শিব গুপ্তভাবে পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দিয়াছিলেন বলে গুপ্তকাশী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কিছুদূরে **উখীমঠ** অবস্থিত। উখীমঠে মহাপরাক্রমী বানাসুরের গ্রীষ্ম-বাসস্থান ছিল। গুপ্তকাশী হইতে পদব্রজে শ্রীকেদারের পথ আরম্ভ হয়। যাত্রিগণ পদব্রজে রামপুর পৌঁছেন এবং এখানেই রাত্রি যাপন করেন। পরদিন যাত্রিগণ পুনরায় পদব্রজে **ত্রিযুগী নারায়ণের** দিকে অগ্রসর হন। ত্রিযুগী নারায়ণে সত্যযুগ হইতে একটি যজ্ঞকুণ্ড অদ্যাপিও প্রজ্বলিত রহিয়াছে। ত্রিযুগী নারায়ণের দক্ষিণে সরস্বতী ও বামে লক্ষ্মীদেবী। ইনিই শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ সম্পাদন করেন। ইহার আড়াই মাইল তলদেশে **শোনপ্রয়াগ**—মন্দাকিনী ও বাসুকীর সঙ্গমক্ষেত্র। এখানে যাত্রিগণ প্রসাদ সেবান্তে **মুণ্ডকাটা গণেশ** হইয়া **গৌরীকুণ্ডে** উপনীত হন। এস্থানে তপ্তকুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণ রহিয়াছে—শীতের প্রবল প্রকোপকে অনেকখানি লাঘব করে এই তপ্তধারা। তাই যাত্রিগণ এখানে স্নান করে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। কথিত আছে পার্ব্বতীদেবী স্নানের জন্য এই স্রোতস্বিনী উৎপত্তি করিয়াছেন। এখানে একদিন অবস্থানের পর পুনঃ পদব্রজে **শ্রীকেদারনাথ** পৌঁছেন। যাত্রিগণ বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীমহেশ্বরের মন্দির দর্শন করেন। এই মন্দিরের অনতিদূরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি মন্দির রহিয়াছে। শ্রীকেদারনাথে দুই রাত্রি যাপনান্তে পুনরায় পদব্রজে গুপ্তকাশী প্রত্যাবর্ত্তন করা হয় এবং গুপ্তকাশী থেকে বাসযোগে হৃষীকেশ উপনীত হন। তথা থেকে অনেক যাত্রীয়ে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাস মুসৌরীও ভ্রমণ করে আসেন।

অতপর পরিক্রমাদল দ্বিবিভক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ট্রেণযোগে একদল বাংলা অভিমুখে ও অন্যদল আসামাভিমুখে রওনা হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছেন। বলা-বাহুল্য এই পরিক্রমায় শ্রীপাদ হরিসাধনদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবা-নৈপুণ্য যাত্রিগণকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২০শ বর্ষ } কারণোদশায়ী ১১ দামোদর, ৪৮২ গৌরাব্দ { ৮ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৫ ; ইং ১৭।১০।১৯৬৮

সানুবাদং

চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাং॥১॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি অভিনব গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেণীর উপরিস্থ মণিরত্ন খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে॥১॥

ঔপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাং।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ং॥২॥

তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার ন্যায় তোমার ললাট কস্তূরীতিলকে সুশোভিত ॥২॥

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিং।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাং ॥৩॥

তোমার ভ্রূযুগল দ্বারা অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণ কুটিলকুণ্ডলে সুশোভিত, কজ্জলে সুশোভিত ত্বদীয় নয়নযুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥৩॥

তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাং ॥৪॥

তিলকুসুমের মত নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা সুশোভিত, বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দাবলীর ন্যায় দন্তরাজী সুশোভিত ॥৪॥

সরত্নস্বর্ণরাজীব কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাং।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং ॥৫॥

রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকার তোমার কর্ণভূষণ, তোমার চিবুকে অর্থাৎ অধরের নিম্নস্থান কস্তূরীবিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃত ॥৫॥

দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গ লসদ্ভুজমৃণালিকাং
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাং ॥৬॥

তোমার মৃণালস্বরূপ ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, এবং ত্বদীয় মণিবন্ধ সুমধুর ধ্বনি বিশিষ্ট ইন্দ্রনীলমণিময় বলয় দ্বারা সুশোভিত ॥৬॥

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাং।
মনোহর মহাহার বিহারিকুচকুম্ভলাং ॥৭॥

তোমার কর পদ্মস্থ অঙ্গুলি সকল রত্নময় অঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে বিভূষিত ॥৭॥

রোমালিভুজগীমূর্দ্ধ রত্নাভতরলাঞ্চিতাং।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাং ॥৮॥

তোমার হৃদয়মধ্যে বিরাজিত হারমধ্যস্থিত মণিকে রোমাবলীরূপ ভুজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্য স্থান ত্রিবলিরূপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥৮॥

মণি-সারসনাধার বিস্ফারশ্রোণিরোধসং।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিং ॥৯॥

তোমার বিশাল কটিতটে মণিময় কিঙ্কিণী সুশোভিত, তোমার উরুযুগল স্বর্ণ কদলীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে ॥৯॥

জানুদ্যুতিজিতস্ফুল্লপীতরত্ন সমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ নীরাজ্য মঞ্জীরবিরণৎপদাং ॥১০॥

তোমার সুন্দর জানুযুগলের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় সমুদ্গকের (কৌটার) শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নূপুরযুক্ত ত্বদীয় পদযুগল শরৎকালীন প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা নীরাজিত ॥১০॥

রাকেন্দুকোটি সৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখদ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাং ॥১১॥

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥১২॥

তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতি দ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, স্তম্ভ স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার অনঙ্গ তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বরি! এবম্বিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা করি ॥১১-১২॥

অয়ি প্রোদ্যন্ মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে।
অশেষনায়িকাবস্থাপ্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে ॥১৩॥

অয়ি শ্রীমতি! সমুদিত মহাভাব মাধুরী দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে অশেষ প্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাবভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্যকারিণী ॥১৩॥

সর্ব্বমাধুর্য্যবিজ্ঞোলীনির্মঞ্ছিতপদাম্বুজে।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রি নখাঞ্চলে ॥১৪॥

সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুণ তোমার পাদপদ্মের নির্মঞ্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্ম নখ-প্রান্তে বিরাজিত ॥১৪॥

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি ।
ললিতাদিসখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে ॥১৫॥

তুমি গোকুলবাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুমমঞ্জরী স্বরূপ, ত্বদীয় মন্দ মন্দ হাস্যকলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ স্বরূপ ॥১৫॥

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে ।
তাতপাদযশঃস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে ॥১৬॥

তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্যবিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজ পিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপ রূপ কুসুমের আনন্দদায়িনী চন্দ্রিকা স্বরূপ ॥১৬॥

অপারকরুণাপূর পূরিতান্তর্মনোহ্রদে ।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥১৭॥

তোমার অন্তঃকরণ রূপ মহাহ্রদ, অপার করুণাপ্রবাহে পরিপূর্ণ, হে দেবি ! তোমার দাস্যত্বাভিলাষী এই জনের প্রতি প্রসন্না হও ॥১৭॥

কচ্চিত্ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা ।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গ প্রসাদাদ্দ্রক্ষ্যসে ময়া ॥১৮॥

হে দেবি ! তোমার মানান্তে চাটুবচনপটু, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব ? ॥১৮॥

ত্বাং সাধু মাধবী পুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা ।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥১৯॥

শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী কুসুম দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকরস্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব ? ॥১৯॥

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি ।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥২০॥

হে দেবি ! হে সুন্দরি ! কৃষ্ণ সহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে ? ॥২০॥

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥২১॥

হে বিম্বোষ্টি! আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বূল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদিগের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব? ॥২১॥

ব্রজরাজকুমারবল্লভা-কুলসীমন্তমণি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা, পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥২২॥

হে শ্রীমতি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে তুমিই প্রধানা, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর ॥২২॥

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং, তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ, সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥

হে বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটুবাক্য বলিবেন তৎপরে আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব ॥২৩॥

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদং ॥২৪॥

॥*॥ ইতি চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ ॥*॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার চাটুপুষ্পাঞ্জলি নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হয়েন ॥২৪॥

॥*॥ ইতি চাটুপুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত ॥*॥

নৃমাত্রাধিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

২রা মার্চ্চ, ১৯২৯

পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ ঠাকুর প্রসাদ অধিকারী—

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আপনার স্থানান্তর গমনের কথা শুনিয়াছিলাম আপনি সীতাপুর হইতে অন্যত্র যাওয়ায় বাস্তবিকই আমাদের উৎসাহ ও সাহস কম হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবদিচ্ছায় আপনার সুবিধ হইলেই আমাদের সুবিধা। সম্প্রতি এখানে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর প্রকটোৎসবের জন্য আমরা নিযুক্ত আছি। এই কার্য্য শেষ করিয়া এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে অথবা মে-মাসে হরিদ্বার যাইব, ইচ্ছা করিয়াছি। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে তীর্থযাত্রা করিব। সুবিধা হইলে আপনাদের দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে।

শাস্ত্রে সকলেরই পারমার্থিক দীক্ষার অধিকার আছে, তাহা সাধারণ লৌকিকী দীক্ষার ন্যায় সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ নহে। কতিপয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধার করিতেছি। তাহার অর্থ পণ্ডিত মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন,—

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্॥

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে। পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ সংবাদে—

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি॥
শূদ্রানাং চৈব ভবতি নান্যা বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগম-মার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥"

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য,—

"শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপাত্রাধিকারিণঃ

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৯১ সংখ্যা)

যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে,—

"অথ কৃষ্ণমমুন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ১০৩ সংখ্যা)

বিশেষতঃ জীবমাত্রেই ভগবানের সেবা করিবার জন্যই মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পশ্বাদি জন্মে দীক্ষা সম্ভবপর হয় না বলিয়া মানবজন্মেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্।"

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে,—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে বিষ্ণুযামলে চ,—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৩ ও ৪ সংখ্যা)

আত্মা—স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে। কর্ম্মফলবাধ্য জীব আত্ম-বিস্মৃতিক্রমে অনাত্ম উপাধিতে স্ত্রী-পুরুষাদি বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যাহাদের 'আমি'তে পুরুষ ও স্ত্রী বুদ্ধি হয়, স্থূল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে আবদ্ধ থাকিবার বিচার আছে, তাহারা —গরুর মধ্যে গর্দ্দভ।

বিশেষতঃ—

"প্রায়েণ বেদ ভদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥" (ভাঃ ৬।৩।২৫)

ভাগবত-বিচার বুঝিতে না পারিয়া বন্ধমোক্ষবিৎ না হইয়াই অনেকে পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করিতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পারমার্থিক-দীক্ষায় অধিকার আছে—ইহা কোন সনাতনধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত অস্বীকার করিতে পারেন না। আত্মা কখনই প্রপঞ্চের স্ত্রী নহে। স্বরূপবোধের অভাবে যে-সকল **সামাজিক ধর্ম্ম লৌকিক বিচারে আবদ্ধ**, উহা অতিক্রম করিয়া সকলেরই সাধুপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(রুচি)

১। রাগাত্মিকা সেবায় লোভোদয়ের ফল কি ?

"কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা-সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর লোভ খর্ব্ব হয়।" —'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

২। রুচি কাহাকে বলে ? আত্মবৃত্তির স্বাভাবিকী রুচির ব্যতিক্রমের চেষ্টায় কি অসুবিধা হয় ?

"প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কাররূপ দ্বিবিধ সুকৃতি-দলিত প্রবৃত্তিকেই 'রুচি' বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসর্গিক। যাঁহাদের শৃঙ্গার-রসে রুচি নাই, পরন্তু দাস্য বা সখ্যে আছে, তাঁহারা সেই সেই রসে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই, এইজন্যই তাঁহাকে সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল; পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার রুচি-সমেত ভজন লাভ হয়—ইহা লোক-প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৩। কাঁহার সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রুচি জন্মে ?

"যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজ-জনের আনুগত্যে রুচি জন্মে; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক।"

—চৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৪। শুদ্ধভক্তিতে রুচির উদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অরুচি হয় কি ?

"গৃহ, দ্রব্য, শিষ্য, পশু, ধান্য-আদি ধন।
স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, কুটুম্বাদি জন॥
কাব্য-অলঙ্কার আদি সুন্দরী কবিতা।
পার্থিব-বিষয় মধ্যে এসব বারতা॥
এই সব পাইবার আশা নাহি করি।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি'॥"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৫। নামে রুচির উদয় হইলে কি প্রতিষ্ঠাদিতে রুচি থাকে ?

বহুশিষ্য-লোভেতে অযোগ্য শিষ্য করে।
ভক্তিশূন্য-শাস্ত্রাভ্যাসে তর্ক করি' মরে॥
ব্যাখ্যাবাদ-বহ্বাড়ম্ভে বৃথা কাল যায়।
নামে যাঁর রুচি, সেই এ-সব না চায়॥"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৬। রুচির সহিত ভজন কিরূপ ?

"অনন্য ভাবেতে কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
নাম-রূপ-গুণ-ধ্যান কৃষ্ণ-আরাধন ॥
সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ নাশের যত্ন কর।
ভক্তিলতা ফল দান করিবে সত্বর ॥

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৭। ভগবৎসেবায় রুচি থাকিলে কি কখনও প্রাকৃত বিষয়ে শোক-মোহাদি থাকে ?

"পুত্র-কলত্রের শোক, ক্রোধ অভিমান।
যে হৃদয়ে, তাহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি নাহি পান ॥"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৮। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণপদসেবার রুচি কিরূপ ?

"এই ব্রহ্মজন্মেই বা অন্য কোন ভবে !
পশু-পক্ষী হয়ে' জন্মি তোমার বিভবে ॥
এইমাত্র আশা তব ভক্তগণ-সঙ্গে।
থাকি তব পদসেবা করি নানা রঙ্গে ॥"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৯। কৃষ্ণ-গুণ-গান-শ্রবণে রুচি কিরূপ ?

যাহাতে তোমার পদসেবা-সুখ নাই।
সেইরূপ বর আমি কভু নাহি চাই ॥
ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ গান।
শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান ॥

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভিখারীর বেশে

দেখিলেন প্রভু পড়িয়াছে জীব
আপন করম ফেরে।
দয়ার সাগর পতিতপাবন
এসেছে পৃথিবী পরে॥
ব্রজের ঠাকুর ব্রজ হ'তে তাই
এসেছে কপট বেশে।
সেজেছে মানুষ ভিখারীর বেশে
ঘুরিতেছে দেশে দেশে॥
গুরুসেবা লাগি ভিক্ষা মাগিছে
জীবের কল্যাণ তরে।
না বুঝিয়া তাহা আমরা বল্‌ছি
সাধু কেন ভিক্ষা করে॥
ভিক্ষা তাঁহার কর হরিসেবা,
নিষ্কিঞ্চন মনে সঁপরে প্রাণ।
মানব জনম সফল হইবে
পা'বে চির পরিত্রাণ॥
আউল-বাউল কর্ত্তাভজা
নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
ছাড় সহজিয়া সখীভেকী আর
স্মার্ত্ত জাতগোঁসাই॥
অতিবাড়ির সঙ্গ কভু নাহি কর,
আর ছাড় চূড়াধারী।
গৌরাঙ্গনাগরী ছাড়িয়া রে ভাই
ভজ সদা গৌরহরি॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ আদি সব
ছলধর্ম্ম ছাড় ভাই।
দেহ-মনঃ-প্রাণ সঁপ গুরুপদে
ভজ শ্রীগৌরনিতাই॥

কায়মনোবাক্যে কর গুরুসেবা,
কর হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুকৃপা হবে ভববাধি যাবে
পাইবে আসল ধন॥

সেধন হারায়ে মায়া-কারাগারে
মজেছ জড়ের রসে।
যেমন পাইবে গুরুকৃপা হ'লে
মিছা কেন ভাব ব'সে॥

এখনও সময় আছে ওরে ভাই
আর কেন কর দেরী।
নিষ্কিঞ্চন-পদে পরাণ সঁপিয়া
সাধুসঙ্গে বল হরি॥

শেষ মিনতি (যদি) চাওরে মঙ্গল
ব্রজজন-পায় পড়।
ব্রজজন বিনা ব্রজধামে নিতে
সাধ্য আর নাহি কার॥

সদাই ব্রজেতে অমৃতের নদী
বহিছে প্রবল বেগে।
কৃষ্ণ-সেবারসে সবাই মগন,
কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে॥

কাঁদে এ অধম কতদিনে প্রভু,
চরণেতে দিবে স্থান।
(হ'য়ে) চরণের ধূলি চরণেতে রব
পাব আমি ব্রজধাম॥

—শ্রীনরহরি দাস ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৪)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৭ম-সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা দর্শনেই উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে জীবের উপাসনার অপেক্ষাদি নাই। যেমন নলকূবর ও মণিগ্রীবের দুরবস্থা দর্শনেই দেবর্ষির কৃপা হইয়াছিল। তজ্জন্যই ভাগবতে (১১।২।৬) উক্ত হইয়াছে—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

যাহারা দেবতাগণকে যেভাবে ভজন করেন, ছায়াতুল্য কর্ম্মসহায় দেবতাগণও ভজনকারীকে সেইরূপ ফলই প্রদান করেন; কিন্তু সাধুগণ সেরূপ নহেন, তাঁহারা দীনবৎসল। সৎসঙ্গই জীবের পরম সংস্কারের হেতু, তাহার জন্য অন্য কোন সংস্কারের হেতুর অপেক্ষা নাই। যেহেতু ভাঃ ১০।৮৪।১১ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

পবিত্র জলময় স্থানসকলই বস্তুতঃ তীর্থ নহে এবং মৃত্তিকা ও শিলাময়ী মূর্ত্তিসকলও বস্তুতঃ দেবতা নহেন যেহেতু তাঁহারা দীর্ঘকাল সেবিত হইয়া পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শন মাত্রই সকলকে পবিত্র করেন। উক্ত তীর্থ ও দেবতা মূর্ত্তিসকল গৌণত্ব হেতু আহূত হইলেন না। কারণ তাঁহারা দীর্ঘ কালে পবিত্র করেন বলিয়া। ভগবৎ সাম্মুখ্য বিষয়ে সৎসঙ্গই কারণরূপে উক্ত হইল। ব্যতিরেক ভাবেই তাহা বলা হইতেছে (ভাঃ ৫।১২।১১-১২)—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরন্তুহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥
রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

হে রহূগণ! বিশুদ্ধ পরমার্থভূত এক বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য ব্রহ্ম অপরিছিন্ন প্রতীক ও নির্বিকার জ্ঞানই সত্য এবং তাহাই ভগবৎ শব্দে সংজ্ঞিত। সুধিগণ এই জ্ঞানকেই বাসুদেব বলিয়া থাকেন। এই জ্ঞান মহাজনের চরণ

রজোভিষেক ব্যতীত অন্য কোন তপস্যা বৈদিক কর্ম্ম, নির্ব্বাণ, গৃহস্থধর্ম্ম, ছন্দ কিম্বা জল, অগ্নি বা সূর্য্য দ্বারা লব্ধ হয় না।

ব্যবহারিক সত্যতা নিষ্ঠোর্থ বলিতেছেন—পরমার্থই সত্য। ইন্দ্রিয় বৃত্তি জনিত সাধারণ জ্ঞানের নির্ব্বোর্থ জ্ঞান এই পদটীর ক্রমশঃ ছয়টী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই জ্ঞানই বিশুদ্ধ কিন্তু অবিদ্যামূলক ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অবিশুদ্ধ। এই জ্ঞান এক, অমর ইন্দ্রিয়জজ্ঞান নানারূপবিশিষ্ঠ। এই জ্ঞান প্রতীক্ আর উহা বিষায় করে। এই জ্ঞান প্রশান্ত অর্থাৎ নির্বিকার আর উহা সবিকার। সেই জ্ঞানকে ভগবৎশব্দ সংজ্ঞা—ঐশ্বর্য্যাদিগুণ যুক্তত্ব নিবন্ধন ভগবৎশব্দ সংজ্ঞা। তাহাকেই পণ্ডিতগণ "বাসুদেব" বলেন। মহৎসেবা ব্যতীত তাহা পাওয়া যায় না। এই জন্যই বলিয়াছেন—এই জ্ঞানপদার্থকে তপস্যা দ্বারা, ইজ্যা অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম, নির্ব্বাণ অর্থাৎ অন্নাদিসংবিভাগ, গৃহস্থধর্ম্ম অর্থাৎ তন্নিমিত্ত পরোপকারাদি, ছন্দ অর্থাৎ বেদভ্যাস, অথবা জলাগ্নি সূর্য্যাদির উপাসনা দ্বারাও লাভ করা যায় না। এস্থলে ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা জীবস্বরূপ সূক্ষ্মাদি বিশিষ্ঠ জ্ঞান পর্য্যন্ত নিরস্ত হইল।

এস্থলে ভগবৎসামুখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই সৎশব্দবাচ্য। যাহার যদৃশ সৎ সঙ্গ ঘটিবে তাহার তাদৃশ সামুখ্যই লাভ হইবে—ইহা বলিবার জন্য তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদর্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥
(ভাঃ ৫।৫।২-৩)

মহৎ সাধুগণ সমচিত্ত প্রশান্ত ক্রোধহীন ও সকলের সুহৃৎ, যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্ব্বক তাহাই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন এবং দেহ রক্ষক অন্নপানাদিতে আসক্ত পুরুষগণের প্রতি ও পুত্রধনাদিযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং জীবনরক্ষার উপযোগী ধনের অধিকধন স্পৃহা করেন না।

যাঁহারা সমচিত্ত অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা মহৎ প্রশান্ত প্রভৃতি পদের দ্বারা তাঁহাদের স্বভাব বলিতেছেন। "যে বা ময়ীশে" ইত্যাদি বাক্যে মহদ্বিশেষের কথা বলিতেছেন। এই দ্বিতীয় পক্ষোক্ত মহৎগণই শ্রেষ্ঠ।

আমাতে কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ সৌহৃদ্য অর্থাৎ প্রেম, তাহাই অর্থ অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ যাঁহাদের তাঁহারাই মহৎ। এস্থলে তদ্ শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত মহৎ শব্দের অন্বয় করিতে হইবে। যেহেতু তাঁহার মদ্‌বিষয়ে সিদ্ধ প্রেমরূপ পুরুষার্থযুক্ত। এজন্য বিষয় বার্ত্তানিষ্টজনের প্রতি এবং জায়া, আত্মজ ও বন্ধুবর্গযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন। তাঁহাদের ভগবৎসেবন যতটুকু ধনের প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করেন।

মহাজ্ঞানিত্ব ও মহাভাগবতত্ত্ব নিবন্ধন তাঁহারা মহৎ শব্দে সংজ্ঞিত হইলেও নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ বলিয়া জ্ঞানী অপেক্ষা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সাধনতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৬ষ্ঠ-সংখ্যা ২৩৭ পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আরও অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার।"

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গী: ৯।২৭)

[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর যাহা ভোগ কর, যাহা হোম কর, যাহাই দান কর এবং যে তপস্যা কর, তৎসমুদয়ই আমাতে অর্পণ কর।]

রামানন্দের এই উত্তর শ্রবণ করিয়াও মহাপ্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য আগে কহ আর"। এস্থলে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, "বর্ণাশ্রমাচারবতা" শ্লোকটীতে বিষ্ণুর কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিষ্ণুর বিশেষত্বের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তজ্জন্য ঐ শ্রেণীর সাধকগণ কর্ম্মমার্গে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয় প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষতত্ত্বপরতা পরিত্যাগ ও বিষ্ণুর সবিশেষত্বই যে শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট, গীতার "যৎ করোষি" শ্লোকটীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্লোকটীতে "মদর্পণম্" পদটী জড়-নির্ব্বিশেষ নিরাস করিয়া স্বতন্ত্র অপ্রাকৃত সবিশেষতত্ত্ব-স্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণকেই অর্পণ' বুঝাইতেছে। যদিও এই 'কর্ম্মার্পণ'

কার্য্যটী বর্ণাশ্রম আচারের পরবর্ত্তী স্তর, তথাপি এখানেও সাধকের অস্মিতায় ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত উপলব্ধি বলিয়া সাধকের বৃত্তিও তদীয় ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, তজ্জন্য ইহাও বাহ্য। কর্ম্মকারী জীব বাহ্যানুভূতিতে বাহ্যকর্ম্মসমূহ কর্ম্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তুতে প্রদানের উপদেশ লাভ করিয়াছেন মাত্র।

স্বধর্ম্ম-ত্যাগ

আরও অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন—"স্বধর্ম্ম-ত্যাগ এই সাধ্যসার"।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—সর্ব্বধর্ম্ম—সর্ব্বপ্রকার বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্, আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।]

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংস্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

[ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।]

শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি প্রকটিত বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গাশক্তি প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও বিরজার অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজাতে ব্রহ্মাণ্ডের গুণত্রয়ের সাধ্য বা অব্যক্ত অবস্থা মাত্র। বিরজা ও ব্রহ্মলোক যথাক্রমে জড়বিরক্ত ও জড়নির্ব্বিশেষ জীবোপলব্ধির আশ্রয়। উভয়েই বৈকুণ্ঠের বহির্ভূত বলিয়া বাহ্য। ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্গত স্বর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ জড়বিরক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও তাহাতে সাধকের বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি হইয়াছে, এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। তজ্জন্যই তাহা বাহ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি

আরও উন্নত স্তরের সাধনের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন,—

"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার"।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

[ভগবান্ বলিতেছেন—ভক্ত অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা স্বয়ং প্রসন্নত্মা, শোক বাঞ্ছারহিত সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরা ভক্তি প্রাপ্ত হয়।]

মহাপ্রভু এই উত্তর শুনিয়াও বলিলেন—"এহো বাহ্য আগে কহ আর।" এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও বাহ্য বলিবার কারণ এই যে, এই অবস্থায়ও সাধকের অস্মিতা ও তৎসাধনবৃত্তি শুদ্ধবৈকুণ্ঠাদ্দিষ্ট নহে। এখানে জড়াতিরিক্ত নির্ম্মল অনুভবপরতাতে বাস্তব সত্যবস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশেষ উপলব্ধি না থাকায় এই জ্ঞানমিশ্রা অবস্থাতেও সাধকের অনুভূতি ও নিজমনোবৃত্তি বহির্ম্মুখিনী।

উপসংহার

পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে—(১) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন, (২) কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, (৩) স্বধর্ম্মত্যাগ, (৪) ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি—এই চারিটীর পর পর একটী হইতে তৎপরেরটীর শ্রেষ্ঠতা বিবেচিত হইলেও এই চারিটী বাহ্য-সাধন। শুধু বাহ্যবিষয়ের আলোচনা করিতে দেখিয়া শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ হয় ত' ক্ষুণ্ণ হইবেন, তাই আত্মসাধনের প্রথম স্তরটী উপসংহারে বর্ণন করিতেছি। রায় রামানন্দ যখন আরও অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন, তখন বলিলেন—

"জ্ঞানশূন্য ভক্তি—সাধ্যসার।"

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া স্তুতিমুখে বলিতেছেন—হে ভগবন্, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞান-চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।)

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ আত্ম-সাধন বা শুদ্ধভক্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিনাছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

মানব জীবনে-কর্ত্তব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৭ম-সংখ্যা, ২৬০ পৃষ্ঠার পর)

অতীন্দ্রিয় ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কিংবা মরজগতে অতিমর্ত্ত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বৈকুণ্ঠপ্রেরিত ভগদ্ভজন যখন বৈকুণ্ঠের সংবাদ লইয়া এজগতে অবতীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠের সংবাদ লইয়া এজগতে অবতীর্ণ হইয়া কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতঃ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন শ্রবণ ব্যতীত বৈকুণ্ঠবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভের অন্য কোন রাস্তা নাই। এই অপূর্ব্ব সুযোগ বা অতিমর্ত্ত্য দান বিতরণ করিবার জন্যই নিরন্তর হরিকথাকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের অবতার। যাঁহারা মঙ্গলকামী, তাঁহারা ঐ অমন্দোদয়দয়া শিরে ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্যের কীর্ত্তন-শ্রবণমূলে তাঁহার কৃপা গ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা, বৈষ্ণবাচার্য্যের হরিকীর্ত্তনের প্রতি বিমুখ হইয়া মঙ্গললাভে বঞ্চিত হন।

কামুক ব্যক্তি কুকুরের স্তুতির পাত্র। কুকুর বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া বৃথা চীৎকার করে। হস্তি-দর্শনে তাহার চীৎকার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে পারে। কুকুর পুনঃ পুনঃ কুক্কুরীতাড়িত হইয়াও কুক্কুরীর কামভিক্ষা করে। যাহারা বিনা কারণে সাধুগণকে দেখিলেই চীৎকার করে এবং কামের বশীভূত হইয়া গ্রাম্যকথা ও সাধুনিন্দাতে আনন্দবোধ করে, তাহারা এবং তাহাদের বহুমানিত পূজ্য ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে পারে না।

বৈষ্ণবগণই যথার্থ ব্রাহ্মণোত্তম—ব্রাহ্মণ গুরু। অব্রাহ্মণ কখনই বৈষ্ণব হইতে পারেন না। যাহারা শূদ্র—যাহারা তামসিক বিচারাসক্ত, তাহারা নির্গুণ বিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কামনামূলে ইতর দেবতার আরাধনায় আসক্ত হয়। আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়শূন্য হইয়া ভগবানে ভক্তি আচরণ করেন। যে পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় দূর না হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা ভগবৎ-স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে প্রশ্রয় দেয় না। করুণাময় ভগবান্ স্বল্পকালের মধ্যেই তাহাদের কাম দূর করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ শীঘ্র ক্ষুদ্র ফল লাভের জন্য সেই সেই কাম্যফলদাতা দেবতাগণের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ

ভগবান্‌কে ভালবাসে না। যাহারা নিজসুখের জন্যই ব্যস্ত, তাহারা ভগবান্‌কে ভালবাসিবে কি করিয়া? ভগবান্‌কে ভালবাসার পথে—ভক্তির পথে নিজসুখবাঞ্ছাই প্রধান অন্তরায়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর। তাহা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চ মধ্যে মায়ারগুণ দ্বারা ভগবানের প্রতিভাত স্বরূপগুলিকেই বদ্ধজীবগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। **দেবতাগণ কেহই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর নহেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের দাস।** যাঁহারা দেবতাগণকে ভগবানের গুণাবতার বা ভগবৎসেবক বলিয়া ভজন করেন, তাঁহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উন্নত সোপানসদৃশ। যাহারা ঐসকল দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্যফল লাভ হয় না।

সেবা আত্মার বৃত্তি। তাহা দেহমনের ধর্ম্ম নহে। সেবা গতিশীলা, অপ্রতিহতা। সৌভাগ্যক্রমে গুরুবৈষ্ণবকৃপায় জীবের এই সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়। সেবাপ্রগতি বা সেবার প্রবল স্রোতের নিকট কোন প্রতিবন্ধকই নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। ইহারই নাম তীব্র ভক্তিযোগ। সেবাসিদ্ধের কৃষ্ণাভিমুখিনী প্রগতিকে স্তব্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। প্রকৃত সেবক সেব্যের নিকট পৌঁছিবেই, ইহা ধ্রুবসত্য। অনুরাগময়ী সেবায় বাধা কিছুই করিতে পারে না, উপরন্তু সেবোৎসাহ বাড়াইয়াই দেয়। তবে যেখানে সেবার আভাসমাত্র আছে, সেখানে সেবোকাভিমানের দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরও সেবাশৈথিল্য উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে প্রকৃত সহজ আত্মবৃত্তির উদয় হয় নাই, সেখানে সাময়িকভাবে কখনও সেবায় উৎসাহ এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নিরুৎসাহ আসিয়া পড়ে। সেইজন্যই বুদ্ধিমান সাধক ভাগ্যক্রমে হৃদয়ক্ষেত্রে সেবালতার বীজপ্রাপ্ত হইলেও যদি সতত সাবধান ও সজাগ না থাকেন—সতত নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবসেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকেন—অনুক্ষণ সৎসঙ্গে সেবাপ্রাণতাকে হৃদয়ে প্রজ্বলিত করিয়া না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে

অনর্থময় জাড্য, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা ও ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা আসিয়া সেবোৎসাহকে স্তব্ধ করিয়া দিবে। সাধারণ সাধক ত' দূরের কথা, জীবন্মুক্তদশায় সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ বা কোনপ্রকার ভুক্তি-মুক্তি-কামনাদ্বারা অভিভূত হইলে তাঁহারও সেবাপ্রগতি স্তব্ধ হইতে দেখা যায়।

নিজের সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, না হ্রাস হইতেছে, তাহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক-মাত্রেরই প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সাময়িক নিরুৎসাহভাব ক্রমে ক্রমে তাহাকে সেবাবিমুখ করিয়া ফেলিবে। সুতরাং সেবায় নিরুৎসাহ বা হতাশা-ভাবটি সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কা-জনক। প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুকৃষ্ণকৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে সেবাপ্রবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করিতে না পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। পারিতেছি না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে মায়া ছাড়িবে না। কারণ, তটস্থ অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। যেখানে কৃষ্ণাধীনতার প্রতি ঔদাসীন্য সেখানে মায়াধীনতা স্বাভাবিক হইয়া পড়িবেই। সেইজন্য সাধক সর্ব্বদা আপনার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া গুরুবৈষ্ণবের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেবার মধ্যে জীবনযাপন করিবেন। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন সেবায় নিরুৎসাহভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে সেবাবিমুখ না করে, এবিষয়ে সাধক সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকিবেন। সাধুসঙ্গের দ্বারা সেবাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, আর অসদ্‌বস্তু বা অনিত্যবস্তুর ধ্যানের বা চিন্তার দ্বারা সেবাবিরতির ভাব হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহাদের সেবায় যাহাতে নিরুৎসাহ না আসে, এরূপ অবস্থা বা সঙ্গের মধ্যে বাস করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

নামাচার্য্য
শ্রীল ঠাকুর হরিদাস

(পূর্ব্বপ্রকাশি ২০শ-বর্ষ, ৭ম-সংখ্যা, ২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীধাম-মায়াপুরে

কিছুদিন পরে তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া নদীয়ার ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে

তৎপরে তিনি নীলাচলে আগমন করিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে বর্ত্তমানে যেস্থানে সিদ্ধবকুল আছে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি প্রত্যহ উচ্চৈঃস্বরে তিন লক্ষ করিয়া হরিনাম করিতেন। শ্রীনামের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীহরিনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন উপায় নাই নাই নাই। পরমকারুণিক কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।

ঠাকুরের মহিমা-বর্ণনে শ্রীল সনাতন প্রভু

এইরূপভাবে ঠাকুর হরিদাস বর্ত্তমান সিদ্ধবকুলমঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইস্থানে প্রত্যহ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের 'উপল'-ভোগ দর্শনান্তে তাঁহাকে দর্শন দিতেন। কিছুদিন পরে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত পুরুষোত্তমে আসিলেন এবং ঠাকুর হরিদাসের স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তিনি ব্রজমণ্ডলাভিমুখে চলিয়া যাইবার পরে শ্রীল সনাতন প্রভু তথায় আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন। শ্রীল সনাতন প্রভু ঠাকুর হরিদাসের প্রচারমহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—

* * তোমা সম কেবা আছে আন?
মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্॥

অবতার-কার্য্য প্রভুর—নামপ্রচারে।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

নির্য্যাণ-লীলা

ঠাকুর হরিদাস যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ তাঁহাকে মহাপ্রসাদ দিতেন। একদিন মহাপ্রসাদ লইয়া যাইয়া দেখেন, ঠাকুর শয়ন করিয়া আছেন এবং মন্দ মন্দ ভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার আহ্বানে হরিদাস বাহিরে আসিলেন। তাঁহার নিয়ম ছিল—তিনি সংখ্যানাম পূর্ণ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ঐ দিবস সংখ্যানাম পূর্ণ হয় নাই। তিনি সমস্যায় পড়িলেন, কারণ মহাপ্রসাদের অসম্মানও করিতে পারেন না। তখন সেই মহাপ্রসাদের এককণা মাত্র তিনি গ্রহণ করিলেন এবং পুনরায় সংখ্যানামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে অন্য আর একদিন মহাপ্রভু হরিদাসকে দর্শন দিতে আসিলেন এবং তাঁহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস তাহার উত্তরে বলিলেন, "প্রভো, আমার দেহ সুস্থ আছে, কিন্তু মন অসুস্থ; কারণ লক্ষনাম পূরণ হইতেছে না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার সংখ্যানামের প্রয়োজন ক? নামের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহার অবতার। সিদ্ধদেহে সাধকের লীলাভিনয়ের আর প্রয়োজন নাই। ঠাকুর হরিদাস জানিতেন, মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিবেন। তাই তিনি তৎপূর্ব্বেই নিজের তিরোভাব বাসনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

একবাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি,—লয় মোর চিতে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১১শ ৩১-৩৫)

ভগবান্ ভক্তের বাসনা পূরণ না করিয়া পারেন না। পরদিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু পার্ষদগণসহ সংকীর্ত্তন-যোগে হরিদাসের স্থানে আগমন করিলেন। ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর এবং ভক্তগণের চরণ বন্দনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণ স্বীয় বক্ষোপরি ধরিলেন। তৎপরে দুই নেত্রে মহাপ্রভুর চাঁদবদন দর্শন করিতে করিতে এবং "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলেন। তখন মহাপ্রভু সেই সিদ্ধদেহ সংকীর্ত্তন-যোগে নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রে লইয়া আসিলেন এবং স্নান করাইয়া বলিলেন—হরিদাসের স্পর্শে সমুদ্র ধন্য ও মহাতীর্থ হইল। তৎপরে—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং স্বহস্তে ঠাকুর হরিদাসের সিদ্ধ দেহ সমুদ্রতীরে বালির নিম্নে সমাধিস্থ করিলেন এবং নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহস্তে সিংহদ্বার হইতে ভিক্ষা করিয়া ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিলেন।

—শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী

কর্ম্মই চরম নহে

পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতের দুর্দ্দৈবক্রমে ভোগমূলে যে-সমাজ গঠিত হইতেছে বা হইয়াছে তাহার সর্ব্বশরীর ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-স্ফোটকে আচ্ছন্ন। সকল স্ফোটকের অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নহে; করিতে গেলে রোগী বাঁচে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, হিত বচনে আত্ম-শোধনপূর্ব্বক কল্যাণ-পথে অগ্রসর হওয়া ত' দূরের কথা, "উল্টা বুঝ্‌লি রাম" ন্যায়ে হিতার্থী চিকিৎসকের অনিষ্ট করাই রোগীর কার্য্য হইয়া পড়ে। তথাপি শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনপূর্ব্বক নিজের ও সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-সাধন-চেষ্টাই আমাদের একমাত্র কৃত্য।

মাৎসর্য্যি নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু জ্ঞান করে; সুতরাং তাহাদের পক্ষে নির্ম্মৎসর ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর খড়্গহস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ মৎসরগণের আত্ম-বিনাশকর কার্য্যে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদের কল্যাণই চিন্তা করিয়া থাকেন। মৎসরতায় কাহারও কোন দিনই কল্যাণ হয় নাই। উহা আশ্রয়কারীকে দগ্ধ করিয়া থাকে। তাই আমরা বন্ধুত্বসূত্রে যাঁহাদের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্রও উহার স্থান আছে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মৎসর-ধর্ম্মের আশ্রয়ের নিমিত্ত দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকলের পায়ে পড়িয়া নিবেদন জানাইতেছি।

কর্ম্মিগণ বাহ্যতঃ মানবগণের প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশক হইলেও বস্তুতঃ-পক্ষে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবগণকে নিত্যধর্ম্মের বিপরীত পথে চালিত করিয়া তাঁহাদের সমূহ অনিষ্টই করে। গীতার 'কর্ম্মকাণ্ড' নিতান্ত পশুচিত কার্য্য হইতে মানবগণকে সাবধান করিবার জন্য। জ্ঞানকাণ্ড অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম অক্ষজ-জ্ঞানিগণের মোহনের নিমিত্ত। প্রাণীমাত্রেরই নিত্যকল্যাণ-বিধানের নিমিত্ত "ভক্তিমার্গ"। এই ভক্তিমার্গের প্রতি কর্ম্মিগণ ইচ্ছা করিয়াই বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করেন না। তাহারা পাঞ্চভৌতিক দেহের উন্নতিই মানবের মানবত্ব মনে করিয়া যে-ভ্রমে পতিত হয়। গীতার শিশুপাঠকগণই পাঞ্চভৌতিক দেহের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন।

কর্ম্ম-মার্গের জনগণের নিকট স্বর্গ লোভনীয় স্থান হইলেও ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয়কারিগণের নিকট তাহা ভোগ-বিষ্ঠারই অপর দিক। অপস্বার্থের চোরা বলিতে যাহা ভিত তাহা দাঁড়াইতে পারে না, একথা ঠিক। ভগবদ্বহির্ম্মুখাবস্থায় যে পরার্থপরতার চেষ্টা তাহাও মূলতঃ অপস্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে; তাহা হইতে সতর্ক হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। মানব যদি প্রাকৃত-দেহ-মনের খাদ্য যোগাইবার চেষ্টাতে আবদ্ধ না থাকিয়া অর্থদ্বারা স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত হন, যদি ভগবৎ-সেবার বিনিময়ে ভগবৎপ্রীতি লাভের জন্য চেষ্টাপর হন তাহা হইলে তাঁহার প্রাকৃতত্ব বিনষ্ট হয় এবং দৈব-নীতিতে জীবন সার্থক করিতে পারেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও জড় বিজ্ঞান কয়টী লোককে পেটে তাজা, রোগমুক্ত ও নিশ্চিন্ত দেহ করিতে পারিয়াছেন। কর্ম্মমার্গের ব্যক্তির কি কর্ম্মফলের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত? কর্ম্মফলের বিষময় ফল দেখিয়া সাবধান হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। ত্রিতাপ নাশই কর্ম্মীর লক্ষ্য। কর্ম্মদ্বারা ত্রিতাপ

নাশ হয় না। পক্ষান্তরে ভাগবত-ধর্ম্মের আভাসেই উহার বিনাশ হইয়া থাকে।

জড় দেহ কি কখনও ধ্যান-ধারণার যোগ্য? জড় মন যাহা ধ্যান করে তাহাও জড় বস্তু, তাহার সহিত পরম-ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই।

উপসংহারে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি—

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

[ইহ সংসারে যে-ব্যক্তির কর্ম্ম ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মাভিমুখী হইয়া অনুষ্ঠিত না হয়, যে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে, আবার যে-বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত।]

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৭ম-সংখ্যা, ২৭৫ পৃষ্ঠার পর)

অজা একাদশী

রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম কি, ইহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে। তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর দিলেন; হে রাজন্! আমি সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, আপনি ত্রকাগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন। **ভাদ্রের শুক্লপক্ষীয় একাদশী অজা নামে প্রসিদ্ধা।** ইনি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী বলিয়া কথিত হন। যিনি হৃষীকেশের অর্চ্চনপূর্ব্বক এই ব্রত পালন করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হন। এমন কি, এই ব্রতের নাম শ্রবণমাত্রেই পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। ইহ-পরলোকদ্বয় হিতার্থে অজার ন্যায় শ্রেষ্ঠতরা একাদশী শাস্ত্রে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অজার সত্যবই কভু মিথ্যা নহে।

পুরাকালে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন নৃপতি ছিলেন। তিনি রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়াও একনিষ্ঠ সত্যসন্ধ ভূপতিরূপে পরিচিত ছিলেন। কোন কর্ম্মদোষে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পথে পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে গ্রহবৈগুণ্যে স্ত্রী-পুত্রকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। অধিক কি, পরিশেষে তিনি আত্মবিক্রীত হইয়া পুক্কসের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়া-

ছিলেন। সেই পুণ্যবান্ নৃপতিশ্রেষ্ঠ রাজ্যচ্যুত হইলেও সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই। "সত্যের চির জয়, অসত্যের পরাজয়"—এ নীতিভ্রষ্ট হয়েন নাই। সেকারণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ কষ্টে নিপতিত হইয়াও সত্যাশ্রয় হইতে তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। এইরূপ দুরবস্থায় তাঁহার বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইল। 'কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে নিষ্কৃতি পাই'—পাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তিনি দিবানিশি এই চিন্তায় বিভোর হইলেন। এমন সময় পরদুঃখে কাতর গৌতম মুনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। কারণ তিনি জানেন, পরদুঃখমোচনের নিমিত্তই এ জগতে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন।

নৃপতি মুনিবরকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তৎপরে একে একে সমস্ত আত্ম-বৃত্তান্ত অকপটে মুনিচরণে নিবেদন করিলেন। নরপতির দুঃখসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর সাতিশয় নিম্নয়াপন্ন হইলেন। তাঁহার কাতরতা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া দুর্দ্দশামোচন কল্পে ঈদৃশ ব্রতোপদেশ দান করিলেন। ঋষি বলিলেন,—হে রাজন্! ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী অজা নামে খ্যাতা এবং পুণ্যদা বলিয়া ভুবনে বিদিতা আছেন। আপনি এই একাদশীব্রত পালন করুন, আপনার পাপের অন্ত হইবে।

আপনার ভাগ্যফলেই এই একাদশী সপ্তমদিবসে সমাগতা হইবেন। উপবাসপরায়ণ হইয়া রাত্রি জাগরণ করিবেন। এইরূপভাবে ব্রতসমাপনে আপনার পাপ ক্ষয় হইবে। হে নৃপোত্তম! আপনার পুণ্যপ্রভাবে আমার এখানে আগমন হইয়াছে জানিবেন। এই কথা বলিয়া গৌতমমুনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ঋষিবরের উপদেশানুসারে তিনি সেই উত্তমব্রত পালন করিলেন। তৎফলে তাঁহার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইল। হে রাজশার্দ্দূল! এই ব্রতের প্রভাব শ্রবণ করুন। যথাবিধি ব্রতপালনে বহুবর্ষের ভোক্তব্যদুঃখের অবসান হয়। নৃপতির ব্রতোদ্যাপনের ফলে তাঁহার সর্ব্বদুখের পরিসমাপ্তি হইল। হৃত পত্নীর সহিত পুনর্মিলন ঘটিল ও মৃতপুত্রের জীবন প্রাপ্তি হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং তথা হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই একাদশীর অনুকম্পায় তিনি অকণ্টক রাজ্য লাভ করিলেন। কালক্রমে তিনি সপরিচ্ছেদ পুরের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। হে নৃপ! যে মানব ঈদৃশ ব্রত পালন করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গতি প্রাপ্ত হয়েন। ইহার পঠনে ও শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীপদ্মে উত্তরখণ্ডে ভাদ্র-কৃষ্ণৈকাদশীমাহাত্ম্যকথন সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

স্বর্গই শ্রেষ্ঠলোক নহে

'শ্রেষ্ঠলোক' বলিতে সাধারণতঃ আমরা স্বর্গকেই বুঝিয়া থাকি; স্বর্গব্যতীত বা স্বর্গাপেক্ষা অন্য কোন সুখময় স্থান আছে একথা আমরা অনেকেই এখনও হয়ত শুনিবার সুযোগও পাই নাই। আমরা শাস্ত্রে চিজ্জগৎ ও জড়জগৎ এই দুইটী স্থানের কথা শুনিতে পাই। চিন্ময় জগৎ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল আর জড়জগৎ অনিত্য, পরিবর্ত্তনযোগ্য ও ক্ষণস্থায়ী। একটী বৈকুণ্ঠজগৎ আর অপরটী কুণ্ঠাজগৎ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (স্বর্গ), মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং অতল, বিতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল, এই সপ্ত অবরলোক—এই সমস্ত লোকই নশ্বর। হরিবিমুখ জীব আমরা এই নশ্বর চতুর্দ্দশ ভুবনে বাস করিবার দুর্ভাগ্য স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে পাইয়াছি। হরিবিমুখ সপ্ত উর্দ্ধ লোকের অন্যতম স্বর্লোক বা দেবলোক। এখানে দেবতাগণ বাস করেন। স্বর্লোকে পৃথিবীর ন্যায় প্রাকৃত সুখদুঃখ উভয়ই নাই। এখানে কেবল প্রাকৃত সুখই বর্ত্তমান। তবে প্রাকৃত বলিয়া সেই সুখ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। গীতা বলেন,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

স্বর্গ নশ্বর লোক। পুণ্যবান্ জীবগণ দেবলোকে যাইয়া দিব্য দেবভোগ সকল প্রাপ্ত হয়। সেই প্রভূতসুখকর স্বর্গভোগ হইলে তাহারা তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মর্ত্ত্যলোকে—প্রাকৃত সুখ-দুঃখময় সংসারে পুনরায় আগমন করে। কৃষ্ণবিমুখ জীবের পুণ্যফলে স্বর্গলাভ এবং পাপফলে নরকলাভ হয়। কামকামী বদ্ধজীব আমরা কর্ম্মের নাগরদোলায় ভ্রাম্যমাণ হইয়া কখনও উর্দ্ধগতি, কখনও অধোগতি লাভ করি; ইহাই বদ্ধজীবের গতি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এসম্বন্ধে সহজ ভাষায় লিখিয়াছেন,—

"কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।"

আমরা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকি। কৃষ্ণবিস্মৃতির ইহাই ফল, কৃষ্ণসেবা-পরিত্যাগের ইহাই

শাস্তি, স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারের ইহাই দুর্গতি। সুতরাং **পাপপুণ্যের জন্য বেশী ব্যস্ত না হইয়া—পৃথিবী, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি বিদেশের কথায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া কুণ্ঠারহিত স্বদেশের কথা—চিজ্জগতের কথা আলোচনা করা যে বিশেষ দরকার তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।** স্বর্গই বলুন আর মর্ত্ত্যই বলুন, এই সৃষ্ট লোকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। কারাগার-সদৃশ এই সৃষ্ট লোকসকল তাহাদের নিজাস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিবে না। কারণ সৃষ্ট বস্তুর নাশ অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্য হই আর দেবতাই হই, স্বর্গবাসী হই বা মর্ত্তবাসী হই, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সকলই অনিত্য বলিয়া সেই সেই লোকগত লোকের পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। জীবাত্মার স্বরূপ-বৃত্তি ভক্তি। ভক্তি উন্মেষের অভাবে আমাদের এই দুরবস্থা। কৃষ্ণোন্মুখতা না জাগিলে মনুষ্য বা দেবতা কাহারও জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। সুতরাং কুণ্ঠ জগদ্বাসীর আবার শান্তি কোথায়? কিন্তু আমরা যদি ভক্তি আশ্রয় করি তাহা হইলে ভগবদুন্মুখতাক্রমে আমাদের আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকিবে না। পরন্তু আমরা বৈকুণ্ঠে—স্বদেশে যাইয়া অমল সেবানন্দের অধিকারী হইতে পারিব। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

মনুষ্যমানের সহস্র চতুর্যুগে—ব্রহ্মার একদিন এবং সহস্র চতুর্যুগে—তাঁহার একরাত্রি; এই প্রকার একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মারও পতন হয়। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রাদি দেবতার শূকরযোনি-প্রাপ্তির কথাও আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই। তবে যে ব্রহ্মা বা দেবতা ভগবৎপরায়ণ হন, তাহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মারই যখন এইরূপ গতি তখন অন্য লোকের কা কথা? স্বর্গ প্রাকৃত লোক আর বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত লোক, এখানে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের নিত্যবিহারস্থলী। স্বর্গে ভোগানন্দ বা জড়ানন্দের প্রাবল্য আর বৈকুণ্ঠলোকে সেবানন্দের নিত্য নবনবায়মান তরঙ্গোচ্ছ্বাস। বৈকুণ্ঠে দুঃখের লেশমাত্র নাই। সেখানে অবিমিশ্র নিত্যানন্দোৎসব নিত্য বিরাজমান। সেখানে ভোক্তা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সুখবিধানে তৎপর। কৃষ্ণের সুখবিধানেই তাঁহাদের আনন্দানুভূতি। আনন্দময় কৃষ্ণের সহিত

সেবাসূত্রে সতত যোগযুক্ত থাকায় তাঁহারাও পরমানন্দময়। যদি সৌভাগ্যক্রমে সাধুগুরুসঙ্গ লাভ হয় তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপাপ্রভাবেই আমরা এ জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠে যাইবার সৌভাগ্য পাইতে পারি, নিজকে নিজে এবং নিজ আত্মীয়গণকে জানিতে পারি। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণ এখানে কৃপা করিয়া আগমন করেন, ইহাই আমাদের ভরসা। সেই আনন্দময় ধামে একবার যাইতে পারিলে আর কোনও চিন্তা নাই। গুরুকৃপায় স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবালাভে কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত হইতে পারিলেই বৈকুণ্ঠে অবস্থিতির সম্ভাবনা। সকলেরই স্বদেশে প্রত্যাগমনের অধিকার আছে। কোনও ক্রমে সেইস্থানে যাইতে পারিলে আর পতনাশঙ্কা নাই, জন্মমৃত্যুর কোন কথাই সেখানে নাই, ভগবান্ গীতায় একথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

আমরা যাহাতে স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠকে এক মনে না করি এবং স্বর্গকেই অভীপ্সিত জানিয়া আমাদের নিত্য বাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠাভিযানের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ না করি তজ্জন্য স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র। অনুসন্ধিৎসু হইয়া এ সকল কথা আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিলে সকলেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইতে পারিবেন, আশা করি।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ইষ্ট-নিষ্ঠা

অনাদিঃ সাদির্বা পটুরতিমুহুর্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং স্নুর্গোষ্ঠে প্রতি জনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ॥
(শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু)

অনাদি হউন কৃষ্ণ জগৎকারণ।
অথবা তাঁহার কেহ থাকুক নিদান॥

অনিপুণ হউন কিংবা যোগ্য অতিশয়।
করুণাসাগর কিংবা নিষ্ঠুর হৃদয়॥
বৈকুণ্ঠের অধিপতি মহানারায়ণ।
অথবা মানুষ হউন নন্দের নন্দন॥
তথাপিহ জন্মে জন্মে মোর প্রভুবর।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হউন প্রাণেশ্বর॥

অসুন্দর সুন্দরশেখরো বা
গুণৈর্বিহীনো গুণিনাং বরো বা।
দ্বেষী ময়ি স্যাৎ করুণাম্বুধির্বা
শ্যামঃ স এবাস্তু গতির্মমায়ম্॥

(শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু)

অসুন্দর হউন কৃষ্ণ সুন্দরশেখর।
গুণহীন হউন কিংবা গুণরত্নাকর॥
দ্বেষী মোর প্রতি কিংবা অনুরাগচিত্ত।
কৃষ্ণই সে পতি মোর কৃষ্ণপ্রাণনাথ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং প্রিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

(শ্রীমন্মহাপ্রভু)

আলিঙ্গন দিয়া মোরে করে আত্মসাৎ।
অদর্শন দিয়া বা করয়ে মর্ম্মাহত॥
যেরূপে রাখয়ে মোরে সেই মোর ভাল।
কৃষ্ণই সে প্রভু মোর ইষ্ট সর্ব্বকাল॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীতুলসীদেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৭ম-সংখ্যা, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—তুলসীহীন পূজা 'পূজা' নহে, তুলসীহীন স্নান 'স্নান' নহে, তুলসীহীন ভোজন 'ভোজন' নহে, তুলসীহীন পান 'পান' নহে। শ্রীহরি কখনও তুলসীরহিত পূজা গ্রহণ করেন না। অতএব তুলসীর অভাব ঘটিলে তদীয় কাষ্ঠ তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, তাহার অভাব হইলে তুলসীনাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজা করিবে। **যে ব্যক্তি তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, সে ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা পাপে লিপ্ত হয়।** শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা তুলসীপত্রযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। শ্রীতুলসী কৃষ্ণবল্লভা। শ্রীতুলসীর প্রতি শ্রীহরির অতিশয় প্রীতি। পর্য্যুষিত পুষ্প, পর্য্যুষিত ফল বর্জ্জন করিবে, কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও বর্জ্জন করিবে না। যিনি সুগন্ধি, পরিষ্কৃত, অখণ্ডিত তুলসীপত্র দ্বারা একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, গোপনীয়ই হউক কিম্বা অগোপনীয়ই হউক, তাঁহার সমস্ত পাপ যমরাজ মার্জ্জন করেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চন করে, তাহার সমস্ত মহাপাতক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। ধার্ম্মিকই হউক কিম্বা অধার্ম্মিকই হউক, যে ব্যক্তি তুলসীদল দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহার আর নরকযন্ত্রণা হয় না। তুলসী-বিরচিত মাল্য দ্বারা বিষ্ণুপূজাই সংসাররূপ অন্ধকূপে নিপতিত মানবগণের উদ্ধারের একমাত্র কারণ। যে-সকল মানব সমঞ্জরী-তুলসীপত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, ধরাতলে কলিযুগে তাঁহারাই ধন্য। জীব যে-কাল পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক তুলসীর দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা না করে, সেকাল পর্য্যন্ত সে পাতকময় পথে পরিভ্রমণ করে। যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার পত্রদ্বারা ভগবানের অর্চ্চন করেন, তাঁহারা সানন্দে বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান করেন। তুলসী দ্বারা ভগবদর্চ্চনকারীকে যমদূতগণ স্পর্শ করিতে পারে না; বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যান। যিনি স্নান না করিয়া তুলসীপত্র ছেদনপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি অপরাধী হন এবং তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। যাঁহারা তুলসীক্ষেত্রে শালগ্রাম অর্চ্চনের জন্য প্রতিদিন তুলসীচয়ন করেন, তাঁহাদের করপল্লব ধন্য এবং ধরণীতে তুলসী বর্ত্তমান থাকায় ধরণীও ধন্যা। বৈষ্ণবগণ দ্বাদশীতে কদাচ তুলসীচয়ন করিবেন না। যে দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন করে, তাহার নরক হয়।

শ্রীতুলসীদেবী বৃন্দাবনের Gate-Keeper. 'শ্রীতুলসী' বৃক্ষ নহেন। তিনি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। প্রত্যেক ভজনপ্রয়াসীর তুলসীর সেবা করা দরকার। দণ্ডবৎ-প্রণাম, পরিক্রমা ও জলদান প্রভৃতির দ্বারা শ্রীতুলসীর সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে হয়। তুলসী সন্তুষ্ট হইলে হরিনামের কৃপা হয়। সর্ব্বদা তুলসীকে কাছে কাছে রাখা দরকার। শ্রীতুলসীর নিকট বসিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও হরিনাম করা ভাল। সর্ব্বক্ষণ তুলসীর নিকট থাকিলে, তাঁহার নিকট আর্ত্তি-বিজ্ঞপ্তি জানাইয়া কৃপাভিক্ষা করিলে তিনি কৃপা করেন। গৌরধামে বাসপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীধামের কৃপা প্রার্থনা-মুখে শ্রীহরিনাম গ্রহণ, শ্রীতুলসীর সেবা ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিলে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। ইহাই গুরুবর্গের উপদেশ। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তুলসীসেবা-শিক্ষা-প্রদানের কথা শুনিতে পাই,—

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তাঁর মন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলে হরি হরি॥
বস্ত্র পরিধান করি' ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥
যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যথাবিধি লব্ধবৈষ্ণবদীক্ষ ব্যক্তি ভগবদ্বিষ্ণুনৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না; তুলসী—নিত্যকৃষ্ণপ্রেয়সী। তাঁহার মঞ্জরীপত্রও শ্রীকেশবের অত্যন্ত প্রিয়। বৃক্ষার্চ্চাবতার তুলসীমঞ্জরীর সংযোগে অর্চ্চাবতার শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের অর্চ্চন বিধেয়। তুলসী মঞ্জরীর দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চন-বিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্বত বৈষ্ণবস্মৃতি-শাস্ত্রেই বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এক্ষণে তদীয়রূপ অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীতুলসীর অঙ্গে জলসেচনরূপ অর্চ্চনান্তে স্বীয় কুলদেবতা বা গৃহদেব শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের শুদ্ধ পূজা করিলেন। এই লীলাচরণ দ্বারা প্রভু সেশ্বর-পরমার্থী আদর্শগৃহস্থের অবশ্য করণীয় নিত্যকৃত্যের মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

প্রত্যেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের অর্চ্চন করিবেন এবং নৈবেদ্যাবশেষ পরমশ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন।"

শ্রীতুলসী হরির অত্যন্ত প্রিয়া। শ্রীহরির সেবনের জন্য তুলসীচয়নের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। শ্রীমহাপ্রসাদ যেরূপ বিষ্ণুবস্তু হইলেও শ্রীহরির সেবার্থ রসনায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ বা চর্ব্বণাদি অপরাধ জনক নহে, শ্রীতুলসী সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। ভোগবুদ্ধিসহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজনের ন্যায় ভোগবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া শ্রীতুলসীভক্ষণ বিশেষ অপরাধজনক। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস বলেন,—তুলসীদল ভোজন করিলে দেহাবসানে পাপীরও শুদ্ধগতি লাভ হয়। গঙ্গা ও যমুনার শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জল রূপ সর্ব্বপাপ হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারা নিখিল পাপক্ষয় হয়। অমৃত হইতে সমুত্থিতা ধাত্রী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে স্মরণ, কীর্ত্তন, চিন্তন ও ভক্ষণ করিলে তাঁহারা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কদাপি কিছুমাত্র সুকৃতি সঞ্চয় করে নাই, অথচ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে, সেবোন্মুখবুদ্ধিতে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাহারও মঙ্গল হয়। তুলসী-চর্ব্বনের কথা শাস্ত্রে কথিত আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥

ভোগবুদ্ধিতে তুলসী গ্রহণ করিলে তুলসীর অঙ্গে আঘাত করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সেবোন্মুখতার সহিত তুলসীচর্ব্বণ করিলে তুলসীর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। তুলসী কৃষ্ণবল্লভা, তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায়ই নিযুক্ত করিবেন। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ব্যতীত নিজসুখতাৎপর্য্যে তুলসী ব্যবহার করিলে তুলসীর চরণে অপরাধ নিবন্ধন ভক্তির বাধা হইবে। **সর্দ্দি-জ্বরাদি রোগের প্রতিশোধকরূপে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তুলসীর ব্যবহার তুলসীর চরণে অপরাধ।** শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তুলসীকে মাল্যরূপে গ্রথিত করা দোষাবহ নহে, পরন্তু ভক্তিবৃদ্ধিকর। তুলসীমালার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা ভবান্ধকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের সেতু। কি নীরস, কি সরস যে কোনরূপ তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসীপত্র গৃহে বর্ত্তমান থাকিলে কলিকালেও তথায় পাপ সংক্রামিত হইতে পারে না। তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সকলই বিশুদ্ধ। বিষ্ণুর সেবার্থ বা বিষ্ণুর ভোগার্থ সর্ব্ব-ভাবেই তুলসী ব্যবহৃত হইতে পারেন।

—শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী

সুখ ও দুঃখ

ভোগস্পৃহা আমাদের জন্মগত বৃত্তি। ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমে আমারা যে জন্মলাভ করি সেই জন্ম সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্ত্তকেই লক্ষ্য করে। আমাদের সুখ ভোগের বিষয় আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, গর্ভাধান হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতৃকুক্ষিতে অবস্থিতি-কালও আমাদের জন্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং এই সময়ও আমাদের ভোগবাসনা হইতে অতীত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই সময় সাধারণতঃ মাতার আহার, বিহার ও চিত্তের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর আমাদের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই আমরা স্বতন্ত্র-ভাবে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়া থাকি। অতি শৈশবে এমনকি জন্মাবধি জীবের চিত্তবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সে সুখলিপ্সু। তাহার মনোগত ভাবানুযায়ী সুখের অভাব হইলেই সে কাঁদিয়া উঠে, বিরক্ত হয় ও নানাপ্রকার সুখাভাবের বিকারগুলি প্রকাশ করে। এই প্রকার বৃত্তি আবালবৃদ্ধ সকলের ভিতরেই লক্ষিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুখভোগেচ্ছা সকলেরই জন্মগত স্বভাব।

দুঃখের জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। আমার জীবন দুঃখময় হউক, আমি চিরকাল ক্লেশ ভোগ করিতে থাকি, ত্রিতাপ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া থাকুক, এপ্রকার আকাঙ্ক্ষা কোন জীব-হৃদয়েই পরিলক্ষিত হয় না। অথচ প্রকৃতির এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম যে, উক্ত দুঃখ-ক্লেশ তাপশূন্য অবস্থায় একটী জীবকেও ইহজগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। আনন্দ উপভোগ আমাদের জন্মগত বৃত্তি হইলেও উহা আমাদের নিকট অতি কঠিন ও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বোধ হয়। তাপত্রয়ই তাহার মূল কারণ। আনন্দে জীবনযাপন করা কর্ত্তব্য; সুখস্বচ্ছন্দে থাকাই ত' মানুষের কর্ত্তব্য, এসম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কারণ, সকলেই সুখই চায়, সুখ চায় না জগতে এমন লোকেরই অভাব।

সুখভোগের জন্য যদি কোন উপদেশের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে এই প্রকৃতিজাত জগতে বহু বৈচিত্র্যযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার অনুষ্ঠান পরি-লক্ষিত হয় কেন? প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, অপ্রতিহত সুখ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ। সুখ এবং দুঃখ মায়াকবলিত জগতে বিরুদ্ধ-

ভাবোদ্দীপক হইলেও উহারা একই উপাদানে গঠিত। একটী দ্রব্য একের আনন্দবিধায়ক, কিন্তু উহাই আবার অন্যের নিরানন্দ-স্বরূপ। সুতরাং একই জিনিষ আমাদের পক্ষে সুখ ও দুঃখ-মিশ্রিত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে যেমন একই দ্রব্য ভিন্নরূপে গৃহীত হয়, তেমনি একই দ্রব্য একই ব্যক্তির পক্ষেও সমায়ান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়। সুতরাং জাগতিক বস্তুমাত্রেই সুখদুঃখের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ ইহ জগতে অসম্ভব। এমন কি সুখভোগেও ক্লেশ পরিলক্ষিত হয়। সুখের অনুসন্ধানেও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এবং উপার্জ্জিত সুখ অপগত হইলেও পুনরায় ক্লেশের আগমন হয়। যাহার আদি ও অন্তে ক্লেশ তাহা মাঝখানে খরন্ত প্রতীত হইলেও তাহা ক্লেশ ব্যতীত আর কি? এইজন্য সাংখ্যকার কপিল বলিয়াছেন,—"অর্থ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ" অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ হইবে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দুঃখবৃত্তি করিতে আমাদের দুঃখের ও ক্লেশের প্রয়োজন তাহা অস্বীক র করিলে সুখপ্রাপ্তির আশা কোথায়? সুখভোগ আমাদের জন্মগত স্বভাব হইলেও ক্লেশ-স্বীকার ব্যতীত সে স্বভাবের অভিব্যক্তি হয় না। সুতরাং ক্লেশ-স্বীকারই সুখের আকর।

ক্লেশ-স্বীকারই সুখের আকর হয়, তাহা হইলে ক্লেশের স্থান কোথায়, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিচার পরিলক্ষিত হয়। সাধরণতঃ আমরা শরীরগত ইন্দ্রিয়গত ও মনোগত ক্লেশ অনুভব করিতে পারি। এই ক্লেশের উক্ত স্থান-ত্রয়কে বেদান্তের স্তুতি প্রস্থানে' প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতিকেই ক্লেশের স্থান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রকৃতির অন্য নাম মায়া। বিজ্ঞানভিক্ষু,—"তমো মায়াহবিদ্যেত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যায়াঃ।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—

"কৃষ্ণ ভুলি" সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুখ॥"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুকুন্দগোপালদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী ও নন্দোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত ও জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ৮ই হৃষীকেশ, ৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার হইতে এক পক্ষকাল এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠীত হইয়া ২৩শে হৃষীকেশ, ১৫ই ভাদ্র, শনিবার দিবসে সমাপ্তি ঘটে।

৩১শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট দিবসে জন্মাষ্টমী ব্রতোপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলা-রতির পর হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম-স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের জন্মলীলা পারায়ণ করা হইয়াছে। উষঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মঠ হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই মুখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শাস্ত্র-নিয়মানুসারে নিরম্বু উপবাস ও নিশিজাগরণ বিধেয়, তাই উক্ত শুভ তিথিতে মঠবাসিগণ দিবারাত্র পাঠ-কীর্ত্তনে নিরত ছিলেন।

উক্ত দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন সহকারে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

ভূ-ভার হরণে পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তগণের মনোভিষ্টপুরণে দ্বাপর সমাপ্তির প্রাক্কালে অধর্ম্ম বিনাশকল্পে এবং ধর্ম্মসংস্থাপনে অজ হইয়াও জন্মের ভান-পূর্ব্বক জগতে প্রকটিত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পুনরাবৃত্তি দ্বারা জগদ্বাসিকে জানাইয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

তাঁহার মহাপুণ্য তিথিস্মরণে প্রদর্শনীর বিষয় বস্তু ছিল। তিনি কিভাবে যোগমায়াকে নিযুক্ত করিয়া মহাপরাক্রমী কংসকে ছলনা করিয়াছেন এবং কৃষ্ণৈকশরণার্থী ভক্তই নিজের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র কৃষ্ণ প্রীতিরই স্বচেষ্ট হইয়াছিলেন তাহা আমরা শ্রীবসুদেব মহারাজের জীবন-ইতিহাসে জানিতে পাই। সেই শিক্ষা প্রদানেচ্ছায় এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করা হইয়াছিল। জীব অশুচিৎ হইয়া বিভুচৈতন্যের সমতা লাভ করার যে দুরাকাঙ্খা কখনই পুর্ণতা হইতে পারে না তাহা আমরা শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের লীলায় প্রতিস্থানেই দর্শন পাইয়া থাকি। শিশুরূপী হইয়াও তাঁহার ইচ্ছায় দুরালঙ্ঘ্য কংস-কারাগৃহ-দুয়ার উন্মোচিত হইয়াছিল। বসুদেবকে

মুষলধারা বৃষ্টি থেকে রক্ষণের জন্য স্বয়ং অনন্তদেব ছত্ররূপী হইয়া তাঁহার অনুশরণ করিয়াছিলেন। সুগভীর যমুনার উত্তাল তরঙ্গরাজী স্তব্ধিভূত হইয়া গোকুলের পথযাত্রা সুগম করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে ভীষণ দুর্য্যোগ সমাচ্ছন্ন হইলেও জ্যোতির্ভ্যন্তরে শ্যামসুন্দরের অতুল রূপচ্ছটা বিরলে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী প্রতিসরণ হেতু দিব্যধামে গমনকারীর পথ আলোয় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কিন্তু কংস? ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, নারী-লাঞ্ছনাদির বীভৎস পাপের অগ্রদূত হইয়া সপ্তদ্বীপের দৈত্যনিধিবৃন্দ কর্ত্তৃক পূজালিপ্সায় অচিন্ত্যমান শক্তিধরের সমতা লাভ করিতে দুরাকাঙ্খী হইয়াছিল। নিজেকে মহা-শক্তিমন্ত ও সর্ব্বশক্তিধর প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বালক-বেশধারী মায়াধীশের হস্তে নিধন হইয়া এইটিয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছিল যে, জীব ঈশ্বর শক্তিকে অতিক্রম বা তাঁহার সমতুল্য হইতে পারে না।

সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসেবাই জীবের স্বরূপ। জীব ভোক্তা বা সেব্য নহেন—ভোক্তার সেবাই সেবকের চির আনন্দ—সেব্যের প্রীতিবিধান করিতে গিয়া জাগতিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার্য্য ঐকান্তিকী ভক্তের থাকিতে পারে না।

এইরূপ প্রগাঢ় ভক্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল এবং প্রত্যেক ষ্টলে (Stall)-এ মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ দর্শকদিগকে সেই সেই বিষয়গুলি সহজ সরলভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত প্রদর্শনী তিন দিন হইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় তথা বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে এই প্রদর্শনী এক পক্ষকাল উন্মীলিত থাকিয়া **শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর** দিন সমাপ্তি হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর কার্য্যে শ্রীপাদ বৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর মঞ্চসজ্জা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার বিশেষ সেবানৈপুণ্যে এই প্রদর্শনীটি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।

৯ই হৃষীকেশ, ১লা ভাদ্র, রবিবার শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সকাল ৮টা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই উৎসবে সহস্র সহস্র আমন্ত্রিত ও আহুত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আগন্তুক মাত্রকেই আকণ্ঠভরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য সমিতির অন্যান্য প্রচারকেন্দ্রেও এই উৎসব বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত করা হইয়াছিল।

—নিজস্ব

———

শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুচুঁড়া (হুগলী)
২৫শে পদ্মনাভ, ৪৮২ গৌরাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বকনিবেদনমেতৎ—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির চুচুঁড়া সহরস্থ অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৫ই কার্ত্তিক, ইং ২২শে অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উৎসবে **শ্রীশ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দজীউ** ও **শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ** তথা অন্যান্য শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে আপনারা সকলে যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। উক্ত উৎসবে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারাও সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে পারমার্থিক সুকৃতি লাভ হইবে। ইতি— ১৪ই আশ্বিন, ১৩৭৫ সাল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—কোন ভক্ত বা সজ্জনগণ উৎসবের সেবানুকূল্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **শ্রীমদ্ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজের** নামে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর সমাচার

অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, "বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ" কর্ত্তৃক গৃহীত গত পরীক্ষায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ প্রভূত সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে উপাধী-পরীক্ষায় শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী (এখন ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ** নামে পরিচিত) এবং উক্ত আদ্য-পরীক্ষায় শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রত্যেকেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া চতুষ্পাঠীর সুনাম বৃদ্ধি ও সমিতির আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

এতৎদ্বারা চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্রগণকে আহ্বান জানান যায় যে, তাহারা প্রত্যেকেই যেন বিপুল উৎসাহের সহিত অধ্যায়ন করিয়া প্রতি বৎসরেই বিশেষভাবে কৃতকার্য্যতা লাভ করে সমিতির মুখোজ্জ্বল করেন তথা ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত হইয়া জগদ্বাসীর পরম মঙ্গল সাধনে চিরব্রতী হন।

—প্রকাশক

নির্য্যাণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ

(নদীয়া) তাং ৯।১০।৬৮

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

প্রভো/মহাত্মন্, কিছু দিন আপনার সংবাদ পাই নাই। আশা করি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আপনি কুশলে আছেন।

বিশেষ সংবাদ—গত ১৯ আশ্বিন, ইং ৬।১০।৬৮ রবিবার রাত্র ৬-১৫ মিঃ সময়ে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া সায়ং-কালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

আমরা বিরহ-কাতর ও অযোগ্য সেবকগণ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
(নদীয়া) তাং ৯।১০।৬৮

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

প্রভো/মহাত্মন্, বিগত ১৯ আশ্বিন, ইং ৬।১০।৬৮ রবিবার রাত্র ৬-১৫ মিঃ সময়ে অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তদুপলক্ষে আগামী ২ কার্ত্তিক, ইং ১৯।১০।৬৮ শনিবার দিবসে তদীয় বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্নে শ্রীবৈষ্ণবসেবার ক্ষুদ্র আয়োজন করা হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্নে বিরহ-সভারও বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে। এতদুপলক্ষে অস্মত্তুল্য অযোগ্য এবং অসহায় সেবকবৃন্দকে সর্ব্বতোভাবে পাল্যজ্ঞ নে আপনার সকৃপ শুভাগমন একান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছি। পত্রদ্বারা প্রার্থনা নিবেদন করিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবানুকূল্য পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ-বর্ষ } কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ { ৯।১০ম সংখ্যা

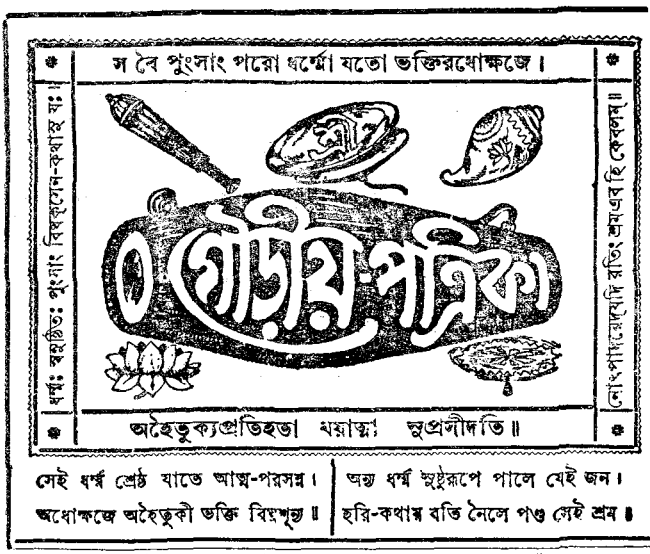


নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম দুষ্টরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২০শ-বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১১ কেশব, ৪৮২ গৌরাব্দ | ৯ম-সংখ্যা
শনিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭৫ ; ইং ১৬।১১।১৯৬৮

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাসংপ্রার্থনাষ্টকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি কৃতম্]

শ্রীগান্ধর্ব্বিকায়ৈ নমঃ॥

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহকেলিকুঞ্জে
মত্তদ্বিপপ্রবর কৌতুকবিভ্রমেণ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ-
দ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি কৃপাং প্রসীদ॥ ১॥

হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্য বিহার করিতেছ, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং তোমাদিগের উভয়ের বদনারবিন্দযুগল একবার দর্শন করাও॥ ১॥

হা দেবি কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥

হা দেবি! হা গান্ধর্ব্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুস্বরে ও গদ্গদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্না হইয়া তোমার নিজ পরিকরমধ্যে আমাকে গণনা কর ॥ ২ ॥

শ্যামে রমারমণ সুন্দরতাবরিষ্ঠ-
সৌন্দর্য্যমোহিত-সমস্তজগজ্জনস্য।
শ্যামস্য বামভুজবদ্ধতনুং কদাহং
ত্বামিন্দিরাবিরলরূপভরাং ভজামি ॥ ৩ ॥

হে শ্রীমতি রাধিকে! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্য দ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন, সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, ঐরূপ যুগল মূর্ত্তি, আমি কবে ভজনা করিব ॥ ৩ ॥

ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥ ৪ ॥

হে দেবি! আমি তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন ও চরণযুগল নূপুরশূন্য এইরূপ অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে কবে অভিসার করাইব ॥ ৪ ॥

কুঞ্জে প্রসূনকুলকল্পিতকেলিতল্পে
সংবিষ্টয়োর্মধুরনর্ম্মবিলাসভাজোঃ।
লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি
সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ং ॥ ৫ ॥

হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুম রচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নর্ম্মবিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ সেবা করিব, এমত সময় আমার কবে হইবে? ॥ ৫ ॥

ত্বৎকুণ্ডরোধসি বিলাসপরিশ্রমেণ
স্বেদাম্বুচুম্বিবদনাম্বুরুহশ্রিয়ৌ বাং।
বৃন্দাবনেশ্বরী কদা তরুমূলভাজৌ
সম্বীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ ॥ ৬ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! স্মরবিলাস পরিশ্রম হেতু তোমাদিগের বদনাম্বুজ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর দ্বারা ব্যজন করিব? ॥ ৬ ॥

লীনাং নিকুঞ্জকুহরে ভবতীং মুকুন্দে
চিত্রৈব সূচিতবতী রুচিরাক্ষিণাহং।
ভুগ্নাং ভ্রুবং ন রচয়েতি মৃষা রুষাং ত্বা-
মগ্রে ব্রজেন্দ্রতনয়স্য কদা নু নেষ্যে ॥ ৭ ॥

হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুঞ্জের কোন এক অলক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিলে তখন সন্দিহান হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিবে যে, আমি এ স্থানে আছি, তুমি কৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছ, তখন আমি বলিব, আমি দিই নাই, চিত্রাসখী বলিয়া দিয়াছে অতএব আমার উপর ভ্রূকুটী ও বৃথাকোপ করিও না, এই প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে তোমাকে কবে অনুনয়-বিনয় করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে? ॥ ৭ ॥

বাগ্‌যুদ্ধকেলিকুতুকে ব্রজরাজসূনুং
জিত্বোন্মদামধিকদর্পবিকাসিজল্পাং।
ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমাণ-
স্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে ॥ ৮ ॥

তুমি যখন বাগ্‌যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া সহর্ষচিত্তে দর্পবশতঃ সমধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখিগণ আনন্দিত

হইয়া রাধার জয়, রাধার জয়, এই প্রকার বাক্যে তোমার স্তব করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব ॥ ৮ ॥

যঃ কোঽপি সুষ্ঠু বৃষভানুকুমারিকায়াঃ
সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ।
সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃতপ্রমোদা
তত্র প্রসাদলহরীমুররীকরোতি ॥ ৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগান্ধর্ব্বাসংপ্রার্থনাষ্টকম্ ॥ * ॥

যে কোন ব্যক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন ॥ ৯ ॥

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ের কৃত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমখেরা, শিলং
ইং ১৭।১০।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রাদি ও কয়েকখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য আপনাকে কুরুক্ষেত্রে আনুকূল্য-প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে যে উৎসব হইবে, তাহাতে ভক্তিপথের পথিকদিগেরও অনেক কৃত্য আছে। আমাদের সেবাবিগ্রহ আশ্রয়জাতিয় ভগবৎপরিকর-গণকে বহুদিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং **মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম**; ঐশ্বর্য্যপ্রধান রসের উপাস্য বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া স্যমন্তপঞ্চকে "সন্নিহিত-সরে" সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আনাইতে হইবে। তজ্জন্য রথের আবশ্যকতা আছে।

আপনি জানেন—এই সকল সেবাকার্য্যে আমাদের কিছু প্রাপঞ্চিক ব্যয় আছে। আমরা বিষয়াবদ্ধ জীব—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়-

ভোগে ব্যস্ত, সুতরাং আমাদের নিকট এই সকল লীলা-কথা অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইলে আমাদেরও সেবাবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিবে। বিষয় ও আশ্রয়ের মিলনকার্য্যই আমাদের সেবনধর্ম্মের আদর্শ। এতদ্ব্যতীত সেবা-বিমুখ আমাদিগকে সেবোন্মুখ হইবার লীলাসমূহের উদ্দীপন ভজন-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে, অর্থাৎ জড়জগতের বিষয়সেবা হইতে নির্ম্মুক্ত করাইয়া ভগবানের নিত্যলীলার সেবকগণের চেষ্টাসমূহ চেতনের বৃত্তিতে উদিত হয়।

শ্রী * * দ্বারকা হইতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয় মঠে "সন্নিহিত-সরের" নিকট আনয়ন করাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য আপনারা যে যেখানে আছেন, স্বীয় কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রমলব্ধ প্রাপঞ্চিক বিনিময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। সময় বড়ই সঙ্কীর্ণ, লীলাসমূহের অর্চ্চাসকল আমরা সকলে নিরীক্ষণ করিয়া তত্তদ্ভাবের অনুসরণ করিতে যাহাতে সমর্থ হই তদ্বিষয়ে সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

* * কে কাশীর উৎসব ও নৈমিষারণ্য দর্শন করাইয়া, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিজয়লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের 'তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি লীলা দর্শন করাইবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে, তাঁহাদিগেরও বিষয়-বাসনা খর্ব্ব হইয়া মানব জীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে 'সন্নিহিত-সর' বা ব্রহ্মতীর্থ ও স্যমন্তপঞ্চকের দ্বৈপায়ন-হ্রদে স্নানাদি সকল পাপের বিঘাতক জানিবেন। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগে ঐ সকল পুণ্যজলে স্নান করিলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে জড়ভোগবাসনা-রূপ পাপপুণ্য বাসনাও বিদূরীত হয়।

সূর্য্যোপরাগে বর্ত্তমান বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াবলম্বী বল্লভ-সম্প্রদায়ের সকলেই তথায় উপস্থিত হইবেন। গৌড়দেশ হইতে কুরুক্ষেত্র অনেক দূর বলিয়া অনেকেই সশরীরে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের জন্য দূরে থাকিয়াও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত হন। বলা বাহুল্য, যে-সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে-কোনপ্রকারে কৃষ্ণ-মিলনের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল

ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন।

কর্ম্মী-সম্প্রদায় এই সকল বড়কথা বুঝিতে না পারিলেও যে সকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি ভাস্করোপরাগে তথায় স্থূলভাবে ক্ষীণপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের পুণ্যচেষ্টার অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। তথায় এই বৎসর পুণ্যার্থিগণের ভাবী ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনঃ-সংস্থাপনকল্পে চিকিৎসাগার স্থাপিত হইবে এবং অসুস্থগণকে সাহায্যতা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে।

ঢাকা নবাবপুরের * * মধ্যে যে শুদ্ধ-ভগবদ্‌ভক্তির বিরোধ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠোৎসবের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করায়, সেই স্রোতে ভাসমান ব্যক্তিদিগকেও কুরুক্ষেত্রোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে তাহারা জাতি-গোস্বামি-গণের অপরাধ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞাত-সুকৃতির পথে চলিতে পারেন। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(আসক্তি)

১। 'আসক্তি' কাহাকে বলে ?

"রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম—আসক্তি।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

২। কৃষ্ণাসক্তিতে প্রার্থনীয় কি ?

"তব দাস্য-আশে ছাড়িয়াছি ঘরদ্বার।
দয়া করি' দেহ' কৃষ্ণ! চরণ তোমার॥
তব হাস্যমুখ-নিরীক্ষণ-কামি-জনে।
তোমার কৈঙ্কর্য্য দেহ' প্রফুল্ল-বদনে॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৩। কৃষ্ণাসক্ত-জনের জীবনযাত্রা কিরূপ ?

"তোমার প্রসাদ-মালা, গন্ধ, অলঙ্কার।
বস্ত্রাদি পরিয়া দিন যায় ত' আমার ॥
তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস-পরিচয়ে।
তব মায়া জয় করি' অনাসক্ত হয়ে ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৪। কৃষ্ণাসক্তের আর্ত্তি কিরূপ ?

"তুমি—প্রিয় আত্মা, নিত্য রতির ভাজন।
আর্ত্তি-দাতা পতি-পুত্রে রতি অকারণ ॥
বড় আশা করি' আইনু তোমার চরণে।
কমলনয়ন! হের প্রসন্ন-বদনে ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৫। আশ্রয়-বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্যে আসক্তি ব্যতীত কৃষ্ণাসক্তি সম্ভব কি ?

"রাধাপদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্কপূত ব্রজ না ভজিলে ॥
না সেবিলে রাধিকা গম্ভীরভাবভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হ'বে অনুরক্ত ?"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৬। কৃষ্ণাসক্তিতে কোন্ রসে ভজন-লালসা উদিত হয় ?

"স্থূল-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহরি।
কৃষ্ণকৃপাশ্রয়ে নিত্য গোপীদেহ ধরি' ॥
কবে আমি পারকীয়-রসে নিরন্তর।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা-সুখ লভিব বিস্তর ?"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৭। কৃষ্ণাসক্ত-জনগণ কি চতুর্ব্বর্গের প্রার্থী ? তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য কি ?

"স্বজন-সম্বন্ধ-সুখ, চতুর্ব্বর্গ, অর্থ।
সকল সাধন ছাড়ি' জানিয়া অনর্থ ॥
সহজ অদ্ভুত সৌখ্য-ধারা-বৃষ্টি করি'।
রাধাপদরেণু ভজি শিরে সদা ধরি' ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৮। কৃষ্ণাসক্ত জনের আশাবন্ধ কি?

"বৃষভানুকুমারীর হইব কিঙ্করী।
কলিন্দনন্দিনী-তীরে র'ব বাস করি'॥
করুণা করিয়া রাধে! এ দাসীর প্রতি।
বৃন্দাটবী কুঞ্জপথে হইবে অতিথি॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৯। কৃষ্ণাসক্তের অনুক্ষণ অনুশীলনীয় সাধন ও সাধ্য কি?

"নিরন্তর কৃষ্ণধ্যান, তন্নামকীর্ত্তন।
কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা তন্মন্ত্র-জপন॥
রাধাপদ-দাস্যমাত্র অভীষ্ট-চিন্তন।
কৃপায় লভিব রাধা-রাগানুভাবন॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১০। কৃষ্ণাসক্তের একমাত্র অভীষ্ট কি?

"অপার রসের সার বিলাস-মূরতি।
পরম-অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ-নির্বৃতি॥
ব্রহ্মাদির সুদুর্ল্লভ বৃষভানু-কন্যা।
জন্মে-জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১১। কৃষ্ণাসক্ত-জন সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কি অনুশীলন করেন?

"জিহ্বা হউক সুবিহ্বল রাধানাম-গানে।
বৃন্দারণ্যে চল পদ, রাধা-অন্বেষণে॥
রাধাসেবা কর কর, রাধা স্মর মনে।
রাধাভাবে মাতি' ভজ রাধাপ্রানধনে॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১২। কৃষ্ণাসক্ত-জন কি আশ্রয়-বিগ্রহের সখীত্ব কামনা করেন?
—না দাস্য কামনা করেন?

"তব পদ-দাস্য বিনা কিছু নাহি মাগি।
তব সখ্যে নমস্কার, আছি দাস্য লাগি'॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১৩। কৃষ্ণাসক্ত-জনের আশ্রয়-বিগ্রহের নিকট প্রার্থনা কি?

"ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্ত্তিস্বরে।
কাকুভরে গদ্‌গদ-বচনে জোড়করে॥
প্রার্থনা করি গো দেবী! এ অবোধ-জনে।
তব গণে গণি' কৃপা কর অকিঞ্চনে॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১৪। কৃষ্ণাসক্ত-জনের আশ্রয়-বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্যে অধিকতর আসক্তি বা তদীয়-পক্ষপাতিত্ব কেন?

"যাঁহার কটাক্ষ-শরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত।
কর হৈতে বাঁশী খসে, শিখণ্ড স্খলিত॥
পীতবস্ত্র ভ্রষ্ট হয়, সে রাধা-চরণ।
কবে আমি রসযোগে করিব সেবন॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গুরু উদ্ধার

স্বয়ং শ্রীহরি গৌর গুণমণি দক্ষিণ দেশেতে গিয়া,
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত করয়ে স্থাপন সর্ব্বমত খণ্ডিয়া।
তার্কিকগণে মানি' পরাভব প্রভুর চরণে লুটে,
কৃপা কৈলা প্রভু হরিনাম দিয়া সবার চিত্ত-পুটে।
এমতে সবাই বৈষ্ণব হ'য়ে মত্ত রহে হরিনামে,
শুনি' তা' বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গুরুজী ক্রুদ্ধ হ'লা মনে মনে।
ভাবিলা এ কোন্ সন্ন্যাসী আসি' হরিনাম বিতরয়,
প্রভু বুদ্ধের কথা নাই যেথা তা' কি কভু ধর্ম্ম হয়?
ও ধর্ম্মে কভু নাহি হয় হিত, বুদ্ধ-পদ নাহি মিলে,
জ্ঞানীই করয়ে নির্ব্বান লাভ বুদ্ধ-করুণা বলে।
গর্ব্বিত গুরু শিষ্যবর্গসনে গেলা গৌর ন্যাসীঠাঁই,
হেরিলা সেথায় লক্ষার্ব্বুদ লোক 'হা গৌর' বলি' গায়'।

বিস্মিত হ'লা বৌদ্ধ-গুরুজী প্রভুর এ প্রভাব হেরি',
স্বমত স্থাপিতে তর্ক উঠা'লা বৈষ্ণবে নিন্দা করি'।
বৌদ্ধ গুরু ও প্রভুজীর সনে বাধিল তর্ক রণ,
প্রভুর সিদ্ধান্তে বৌদ্ধের যুক্তি হ'ল সব খণ্ডন।

বৌদ্ধ গুরুজী বুঝে মনে মনে,—**ভক্তি তত্ত্বই শ্রেয়ঃ,**
বৈষ্ণব ধর্ম্মই সবার উপরে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হেয়।
ভক্ত চাহে না নির্ব্বান কভু,...হরিসেবা শুধু চাহে,
জ্ঞান-কর্ম্মের ফল অতি তুচ্ছ, চির সুখ নহে তাহে।'

বুঝেও এমত বৌদ্ধ গুরুজী স্বমত ত্যজিতে পারে;
পরাজয় বরি' রহে ম্লান মুখে লক্ষ লোকের ভীড়ে।
প্রভু-যুক্তি-পাশে বৌদ্ধ যুক্তি হয় সদা শ্রীয়মান্,
ভানুর সকাশে চন্দ্রমা-দ্যুতি হয় কি দীপ্তিমান?

যত লোক তথা করয়ে হাস্য বৌদ্ধের পরাজয়,
বৌদ্ধ গুরুজী সশিষ্যে তবে গৃহে ফেরে লাজে ভয়ে।
ঘরে গিয়া সব বৌদ্ধ মিলিয়া করিল কুমন্ত্রণা,
বৈষ্ণব ন্যাসীরে অশুদ্ধ অন্ন খাওয়ানো যায় কি না।

এক থালি ভরি' আনিল তাহাই প্রভু গৌরাঙ্গ-পাশে,
কহিল,—'স্বামীজী, গ্রহণ করুন বিষ্ণু-প্রসাদ এ যে।
মহাকায় এক বিহঙ্গ তবে সহসা আসি' সে' স্থানে,
ঠোঁটে করি' সেই থালি তুলি' লয়ে ধাইল ঊর্দ্ধপানে।

বৌদ্ধগণের উপরে সে' অন্ন অমেধ্য হয়ে পড়ে,
থালিটী পড়িল বাজিয়া বৌদ্ধ-গুরুর শিরে।
থালির আঘাতে বৌদ্ধ-গুরুজী হইলা সংজ্ঞা-হারা,
শিষ্যরা সবে হাহাকার করি' কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা।

বিপদে পড়িয়া যতেক বৌদ্ধ লোটাইল প্রভু-পায়,
কহিল,—'প্রভুজী, তব কৃপা ছাড়া মোদের রক্ষা নাই।

ঠাকুর, তুমি তো মনুষ্য নহ,...সাক্ষাৎ ভগবান্,
ক্ষমি' অপরাধ মোদের সবার করহ পরিত্রাণ।
গুরু মূর্চ্ছিত হেরিয়া আজিকে আসিয়াছি তব ঠাঁই,
বাঁচাও মোদের গুরুজীর প্রাণ,—সবে এ' ভিক্ষা চাই।'

কহিলেন প্রভু,—"মাভৈঃ রে ভাই, ডাক্ তোরা ভগবানে,
কহ কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে গুরুজীর কানে কানে।
হরির কৃপায় এখনি গুরুজী পা'বে সম্বিৎ ফিরি',
'নাম' ছাড়া আর কি আছে জগতে, নামই স্বয়ং হরি।

অপরাধী তোরা শুদ্ধ হইবি হরিনাম কীর্ত্তনে,
নাম নিলে ক্রমে দিব্যচক্ষে দেখিবি সে' ভগবানে।"
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন গাহিল তখন যতেক বৌদ্ধগণে,
হরিনাম মহামন্ত্র কহিল গুরুজীর কানে কানে।

গুরুর কর্ণরন্ধ্রে যখনি প্রবেশিল হরিনাম,
সম্বিৎ ফিরে পাইয়া গুরুজী কহিল কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ কহিয়া বৌদ্ধ গুরুজী ধরিল প্রভুর পদ,
তাহা দেখি' নয়নে (সেথা) সব লোক হ'ল বড় বিস্মিত।

কৃপাময় প্রভু হেন কৃপা করি' বৌদ্ধ-গুরুজীরে,
হইলা সহসা অন্তর্হিত ;...কেহ না দেখিল তাঁরে।
প্রভু গৌরের অচিন্ত্য লীলা এমনি চমৎকার,
কৃষ্ণনাম দিয়া বৌদ্ধগুরুরে করিলেন উদ্ধার!

গৌরাঙ্গ বলিয়া কাঁদয়ে যে-জন গৌর-প্রেমেতে ভাসে,
তাঁর পবিত্র চরণের ধূলি যাচে এ অধম দাসে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৫)

ভক্তিমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যে দ্বিবিধ সিদ্ধ মহতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে জ্ঞানি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥ (ভাঃ ৩।২৮।৩৭)

মদিরামদান্ধ ব্যক্তি যেরূপ নিজ পরিহিত বস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করেন, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষ যে দেহদ্বারা স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, স্বরূপ জ্ঞানের পর সেই নশ্বর দেহ আসনে উপবিষ্ট থাকুক আর আসন হইতে উত্থিত হউক কিম্বা দৈবাৎ স্থানচ্যুতই হউক অথবা দৈববশে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হউক, তাহা দর্শন করেন না।

অতঃপর ভগবৎপার্ষদ দেহ প্রাপ্ত, নির্ধূতকষায় ও মূর্চ্ছিতকষায়—ত্রিবিধ ভক্তপ্রসঙ্গ বলা হইতেছে বা শ্রীনারদ, শ্রীশুকদেব এবং পূর্ব্বজন্মগত নারদ ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

পার্ষদ দেহপ্রাপ্ত শ্রীনারদের বাক্য—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধ কর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ। (ভাঃ ১।৬।২৯)

শ্রীহরি আমাকে শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত চিন্ময় দেহ প্রদান করিলে আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তি হেতু পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইয়াছিল।

শ্রীশুকদেবের নির্ধূতকষায় বিষয়ে,—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

যাঁহার চিত্ত নিজসুখপরিপূর্ণ এবং তন্নিবন্ধ অন্যভাবরহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হওয়ায় স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক শ্রীহরির তত্ত্বপ্রকাশক এই পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অখিল পাপনাশন শ্রীব্যাসপুত্র শুকদেবকে নমস্কার।

মূর্চ্ছিতকষায় সম্বন্ধে পূর্ব্বজন্মগত শ্রীনারদ সম্বন্ধে উক্তি,—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মামাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককায়ানাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥

হে বৎস! তুমি এই জন্মে সংসার দশায় আমার দর্শনে সমর্থ নহ; যেহেতু যাহাদের কাম প্রভৃতি চিত্তমল দগ্ধ হয় নাই তাদৃশ কুচারিগণ আমাকে দর্শন করিতে পারে না।

শ্রীনারদ পূর্ব্বজন্মগত বিষয়বাসনাদূষিত-চিত্ত নিজের প্রেম স্বয়ংই বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নঃ-পুলকাঙ্গোঽতিনির্ব্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে॥ (ভাঃ ১।৬।১৮)

হে ব্যাসদেব, তৎকালে গম্ভীর প্রেমভাবে শরীর পুলকিত এবং নিরতিশয় সুখ অনুভূত হওয়ায় আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া আমি নিজকে বা অপরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই।

এ বিষয়ে ভরতের উদাহরণই যুক্তিযুক্ত। তাঁহার ভূতপালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক কষায়ভাব নিগূঢ়রূপে বর্ত্তমান ছিল এবং প্রেমও ছিল। উক্ত ত্রিবিধ ভক্ত সমজাতীয় প্রেমবিশিষ্ট হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে আধিক্য জানিতে হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির তৎকালে প্রেমাধিক্য থাকিলেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব হইবে না। ভজনীয় ভগবানের অংশাংশিত্বভেদে এবং ভজনকারীর দাস্যসখ্য প্রভৃতি ভেদে স্বরূপের আধিক্য, আর ভক্তের প্রেমাঙ্কুর ও প্রেমাদিভেদে পরিমাণের আধিক্য জানিতে হইবে। যদিও ভগবৎ সাক্ষাৎকারই জীবের প্রয়োজন, তথাপি সেই সাক্ষাৎকারে ভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্ম যত অধিকরূপে অনুভূত হয়, ততই উৎকর্ষ। পিণ্ডতুষ্ট রসনাদ্বারা মিশ্রী ভক্ষণে মাধুর্য্যানুভূতির অভাবহেতু উক্ত ভক্ষণ যেরূপ অভক্ষণ রূপেই গণ্য হয়, তদ্রূপ নিরুপাধিক প্রীতির বিষয়ীভূত শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্ম অনুভূতি ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও অসাক্ষাৎকাররূপে পরিগণিত হয়। অতএব শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন,—

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥" (ভাঃ ৫।৫।৬)

যে পর্য্যন্ত বাসুদেবরূপী আমার প্রতি প্রীতিরূপা ভক্তির উদয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জীব দেহযোগ হইতে মুক্ত হয় না। অতএব প্রেমতারতম্যেই ভক্ত মহাজনের তারতম্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে (ভাঃ ৫।৫।৩)—

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥

যাঁহারা ঈশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করায় দেহ-ভরণ-পোষণ বস্তায় কিম্বা গৃহদেহ স্ত্রীপুত্রধনাদি বার্ত্তায় প্রীতিসম্পন্ন নহেন, তাঁহারাই মহৎ আর যেস্থলে প্রেমাধিক্য ও সাক্ষাৎকার বর্ত্তমান এবং কষায়াদিরও অভাব তাহাকেই পরমমুখ্যরূপে জানিতে হইবে।

এবিষয়ে এক এক অঙ্গের বৈকল্যহেতু সাক্ষাৎকারাদিরও ন্যূনত্ব জানিতে হইবে। অতএব "আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্ব্বক যাহারা তাহাই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন"—এরূপ ভক্তিকে প্রাপ্ত পার্ষদদেহ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইবে না। যেহেতু তাহাদের তাদৃশ বিষয়ে বৈরাগ্য বর্ত্তমান থাকিলেও গূঢ়ভাবে বিষয় সংস্কারের অস্তিত্ব আছে।

এ বিষয়ে অন্য প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে। নিমিরাজ বলিলেন—,

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৪)

হে ব্রাহ্মণ! ভাগবত পুরুষকে এবং তিনি নরগণমধ্যে যাদৃশ ধর্ম্ম, স্বভাব, আচরণ ও বাক্য বিশিষ্ট হইয়া যে-সকল চিহ্ন দ্বারা ভগবৎপ্রিয় হইয়া থাকেন, তাহা বলুন।

তদুত্তরে হরি (নবযোগেন্দ্রের অন্যতম) বলিলেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

শাস্ত্র ও লোকপরম্পরা প্রসিদ্ধ ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মসমূহ শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করিবে ইত্যাদি বাক্যে (১১।২।৩৯ শ্লোকে) পূর্ব্বে 'কবি' ভাগবতগণের চিহ্নসকল কীর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি এখানে পুনরায় প্রশ্নের আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের উত্তর,—যদিও পূর্ব্বে লক্ষণ সকল উক্ত হইয়াছে, তথাপি উক্ত লক্ষণসকলের মধ্যে যে সকল চিহ্নদ্বারা ভাগবতগণ ভগবানের প্রিয় হন অর্থাৎ তাঁহাদের উত্তম মধ্যম প্রভৃতি বিভাগের বিষয় পৃথক ভাবে জানিবার ইচ্ছায় এই প্রশ্ন। উত্তরে শ্রীহরি বলিতেছেন,—যিনি চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব অবলোকন এবং ভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ" এইরূপ ভক্ত্যঙ্গযাজী ব্যক্তি শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমার্দ্রচিত্তবশতঃ বিবশ হইয়া কখনও উন্মত্তের ন্যায় উচ্চ হাস্য, কখনও রোদন, কখনও উচ্চ শব্দ, কখনও গান,

কখনও বা নৃত্য করেন ইত্যাদি বাক্যানুসারে যিনি চিত্তের দ্রবভাব, হাস্য রোদনাদিজনিত অনুরাগ হেতু আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি পদার্থ-সমূহকে শ্রীহরির শরীর জ্ঞানে অনন্যমনে প্রণাম করেন—চেতন-অচেতন সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব অর্থাৎ আত্মাভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব দর্শন করেন, অতএব সেইভূতবর্গকেও নিজচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবানের মধ্যে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম।

ব্রজদেবীগণের উক্তিও এইরূপ,—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। (ভাঃ ১০।৩৫।৯)

বনলতা ও তরুগণ নিজের অভ্যন্তরে বিষ্ণুকে প্রকাশ করিয়াই যেন পুষ্পফলাঢ্যা হইয়াছে। অন্যত্র—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ। (ভাঃ ১০।২১।১৫)

চেতনের কথা দূরে থাকুক, অচেতন নদীসকলও শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বেণুরব শ্রবণে ভর্ত্তৃসমীপে রতি প্রার্থনারতা কামিনীর ন্যায় আবর্ত্তপ্রকাশ করত স্তম্ভিতবেগ হইতেছে এবং তরঙ্গমালারূপ শত শত বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ভগবানের শ্রীচরণযুগল আলিঙ্গন করিয়া বিকশিত কমলরাশি দ্বারা পূজা করিতেছে।

ভাগবতগণ এস্থলে ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় বলেন নাই, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞান ও তৎফলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ মুক্তি হেয় বলিয়া এবং তন্মতে জীব ও ভগবানের বিভাগ নাই বলিয়া তাদৃশ জ্ঞানের সহিত ভাগবততত্ত্বের বিরোধ ভাব দৃষ্ট হয়। অতএব ভগবানে অহৈতুকী ও জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা—এই আত্যন্তিক লক্ষণানুসারে জ্ঞানের উত্তমত্বের বিরোধ হয়।

অতঃপর মানসচিহ্ন বিশেষদ্বারা মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ বলা হইতেছে—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তে মিত্রতা, বালিশপশুর প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন,—তিনি মধ্যম ভাগবত। পরমেশ্বরে প্রেম অর্থাৎ ভক্তিযুক্ত ভাব, তদধীন ভক্তে মিত্রতা অর্থাৎ বন্ধুতা, বালিশ—ভক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীন ব্যক্তির প্রতি কৃপা।

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৩)

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি আপনার (ভগবানের) বীর্য্যকীর্ত্তনরূপ মহামৃত হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়নিমিত্ত মায়াসুখের জন্য কুটুম্বাদি-ভার বহন করে, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক হয়।

বিদ্বেষযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা—এই বাক্যের অর্থ—নিজের প্রতি বিদ্বেষী ব্যক্তির দ্বেষসত্ত্বেও চিত্তের ক্ষোভরাহিত্য হেতু তদ্‌বিষয়ে ঔদাসীন্য। যেহেতু অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাংশের সদ্ভাব আছে। যেরূপ হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের কৃপাংশ-সদ্ভাব ছিল। ভগবান্ বা ভাগবতগণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও তাহাতে অনভিনিবেশই উপেক্ষা-শব্দের তাৎপর্য্য। অজ্ঞের প্রতি মধ্যম ভক্তের কৃপা ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না।

ভোজানাং কুলপাংশনঃ অর্থাৎ ভোজবংশের কলঙ্কস্বরূপ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীশুকদেবেরও কংস প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়।

মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব দুর্য্যোধনাদিকে নমস্কার করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবদর্শনই তাহার হেতু। এখানে কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ বলা হইতেছে—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ। (ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চায়ই শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্য জনের মধ্যে শ্রীহরির পূজা করেন না তিনি প্রাকৃত (কনিষ্ঠ) ভক্ত।

অর্চ্চায় অর্থাৎ প্রতিমায় শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু ভক্তের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না, সুতরাং অন্য জনের মধ্যেও করেন না। ঈদৃশ ভক্তের ভগবৎ প্রেমাভাব, ভক্তমাহাত্ম্য জ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বাদরলক্ষণরূপ ভক্তগুণের অনুদয় হেতু এই ভক্ত প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রারব্ধ অর্থাৎ স্বল্পকাল যাবৎ ভক্তি প্রারব্ধ হইয়াছে। ইহার শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থাবধারণজাত নহে। অতএব অজাতপ্রেম অথচ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকই কনিষ্ঠ রূপে জানিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীহরিবিমুখের পরিণতি

বাস্তবিকই শ্রীহরি-বিমুখ জীবে শেষ দিন বড়ই ভয়াবহ। শ্রীমদ্ভাগবতেও এ কথা শুনিতে পাই। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, সেই শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তনরূপ সনাতন-ধর্ম্ম-যাজনকারী ব্যক্তিগণকে সুদর্শন-চক্র বা শ্রীহরির কৌমোদকী গদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে, সেই ভগবানের শরণাগত যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ না থাকায়, ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান না পাওয়ায় তাঁহারা সতত নির্ভীক ও সেবোৎসাহী। সেই ভগবদ্ভক্তগণ কখনও যমদণ্ড্য ত' নহেনই পরন্তু নিত্য যমবন্দ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই.—

"কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখি কৃষ্ণদাস॥
অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেক ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি॥"

যিনি কৃষ্ণভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় কালক্ষোভ্য-ধর্ম্ম জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। বস্তুতঃ **ভগবদ্ভক্ত কাল-প্রভাবে কখনই বিনষ্ট হ'ন না; ভক্তিময়-জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বকালই হরিসেবা করেন।** দেবগণেরও প্রভু, কালের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাত্মক প্রবল চক্রও তাঁহার ভক্তিপ্রভাব দেখিয়া ভীত হ'ন। ভীষণ কালচক্র কৃষ্ণবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবকে নানা যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্য, চিন্ময়, অমৃতবিৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কালচক্র তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে দাসের ন্যায়ই তাঁহাদের অনুগমন করে।

যাঁহারা নিত্যসেবাময় জীবনযাপন করেন, যাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর অতীত, "জীবনের শেষ কথা" তাঁহাদের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। দেশ-কাল পাত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ হরিবিমুখ জীবের জন্যই জীবনের শেষ কথাগুলি আমাদের আলোচ্য। যে-সকল নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর অসৎসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া মুকুন্দপদারবিন্দের মকরন্দরস পান করেন, সেই সকল সাধুগণের উপদেশ-শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইয়া যাহারা নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহে একান্ত আসক্ত, যে-সকল ব্যক্তির জিহ্বা একবারও কৃষ্ণ-নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের

চিত্ত একবারও ভগবান্ ও ভগবদ্-ভক্তের পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহাদের চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদি অনুষ্ঠান করে না, সেই সকল হরিবিমুখ অন্যাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক সকলেই যমদণ্ড্য—ইহাই দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীযম-রাজের উক্তি।

যাহারা গৃহব্রত-ধর্ম্মপরতাবশতঃ কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত হইয়া স্ব-সুখ অনুসন্ধান করিতে করিতে নানা কামনার দাস সেই সকল অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণকেই যমদূতগণ নানাভাবে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তি যখন মৃত্যুর করালকবলে পতিত হয় তখন ক্রোধে আরক্ত-লোচন যমদূতগণ তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাদিগকে দেখিয়া সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র ত্যাগ করিতে থাকে। যমদূতগণ ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশবন্ধন করে। যমদূতগণের তিরস্কারে ঐ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ ও সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে থাকে এবং সে তখন পথিমধ্যে কুক্কুর সকলের দংশন-যাতনায় অস্থির হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। সে-সময় তাহার যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা ধারণার অতীত, তাহা বলাই বাহুল্য।

যমদূতগণ যে পথে তাহাকে লইয়া যায়, সেই পথ প্রতপ্ত-বালুকা পরিপূর্ণ। সে-পথে কোনও বিশ্রামস্থল ও পানীয় জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য দাবানল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে অসামর্থ্য সত্ত্বেও পৃষ্ঠদেশে যমদূতগণের কশাঘাতে তাড়িত হইয়া অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। সেই ব্যক্তি দুঃখ ও অসহ্য যন্ত্রণায় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। আবার চেতন লাভ করিয়া বহুকষ্টে অন্ধকারময় পথে যমগৃহে নীত হয়। যমগৃহে যাইবার পথ নিরানব্বই সহস্র যোজন দীর্ঘ।

যমপুরীতে উপস্থিত হইয়া সে ব্যক্তি দেখে,—কোথাও কোন পাপীর দেহ জ্বলন্ত-অঙ্গার দ্বারা বেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিতেছে; কোথাও বা অপরে, কোথাও বা পাপী স্বয়ং তাহার দেহের মাংস ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে; কুক্কুর ও শকুনি প্রভৃতি জীবসকল জীবিতাবস্থাতেই পাপীর নাড়ী-ভুঁড়ি সকল টানিয়া বাহির করিতেছে, কেহ কেহ সর্প ও বৃশ্চিকাদির দংশন-জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করা

হইতেছে ; কাহাকেও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করা হইতেছে ; কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরকযন্ত্রণা স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর পাপ-সংসর্গ-হেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি পুরুষই হউক আর নারীই হউক—সে তৎসমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। কুটুম্বই হউক আর নিজ উদর পূরণ হউক—উহার পোষণ-মাত্রে ব্যস্ত ব্যক্তি কুটুম্ব ও নিজদেহ এজগতে পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং যমগৃহে ঐসকল নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণী হিংসাদি দ্বারা বর্দ্ধিত স্থূল দেহ ও সঞ্চিত ধন এজগতে রাখিয়া মাত্র পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ ব্যক্তি ঘোর নরকপ্রাপ্ত হয়। তথায় সে জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপ-ফল ভোগ করে। যাহারা কেবলমাত্র অধর্ম্মের দ্বারাই পরিবারাদি পোষণ করিয়া থাকে সেই সকল পাপী ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্ধতামিস্র নামক চরম নরক প্রাপ্ত হয় এবং নরকযন্ত্রণা-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, সেই সকল ভোগ করিয়া ক্ষীণপাপ হইয়া পুনঃ মনুষ্য-লোকে আগমন করে।

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভগবৎ-সেবায় উদাসীন থাকিলে আমাদের প্রত্যেককেই এই যম-যাতনা ভোগ করিতে হইবে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মা-ধর্ম্মের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া, যে-কার্য্য মানুষ্যজীবন ব্যতীত অন্য জীবনে হয় না, সেই ভগবদনুশীলনের জন্যই তৎপর হ'ন—ভগবৎসেবা-লাভের একমাত্র উপায় ভগবদ্-ভক্ত-সঙ্গের জন্য লুব্ধতা। আত্মধর্ম্ম হরিভক্তিকে উপেক্ষা করতঃ কেবল দেহারামী হইয়া ভোগে প্রমত্ত হইলে দেহান্তে যমরাজের শাসনাধীনে আসিয়া বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ ও নীচজন্ম লাভ যখন অনিবার্য্য তখন এমন অল্পবুদ্ধি কে আছে যে, ভগবৎ-সেবায় ব্যস্ত না হইয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইবে। কিন্তু আমরা এমনি মূঢ় যে, ভালমন্দের বিচার আমাদের না থাকায় ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখকে প্রয়োজন-বোধে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ছাড়িয়া জগদ্-ভোগে ব্যস্ত হইতেছি। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

[যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত সুদুর্লভ পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূলবায়ু-পরিচালিত এই মনুষ্য-দেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৮ম-সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীপদ্মনাভা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কেশব! ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীর কি নাম এবং ইহার পূজাবিধি কিরূপ তাহা যথাযথ বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহীপাল! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রশান্তচিত্ত নারদের প্রতি উক্ত অত্যাশ্চর্য্য বিষয়িনী একাদশী মাহাত্ম্য বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন।

নারদ বলিলেন, হে চতুর্ম্মুখ পিতামহ! আপনাকে প্রণাম, ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা নিমিত্ত ইহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঋষিবর! তুমি পরম বৈষ্ণব বলিয়া এই উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ইহ জগতে শ্রীহরিবাসর অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ ব্রত নাই। এই শুক্লপক্ষীয়া একাদশী **পদ্মনাভা নামে প্রসিদ্ধা**, এই একাদশীতে ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনরূপ উত্তম ব্রত করা কর্ত্তব্য। তোমার নিকট একটি পবিত্রা পৌরাণিকী বার্ত্তা বলিতেছি, যাহা কর্ণগোচর মাত্রই অখিল পাপ বিনষ্ট হয়।

সূর্য্যবংশজাত সার্ব্বভৌম সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রভাবশালী মান্ধাতা নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিজ পুত্রের ন্যায় পৌরবাসিদিগকে যথার্থভাবে রক্ষা করিতেন; তাঁহার রাজ্যে কোন দুর্ভিক্ষ, মনঃপীড়া বা দেহপীড়া এবং প্রজাগণের কোনরূপ ভয় ছিল না, সকলেই ধনবান ছিলেন, রাজকোষাগারে ন্যায়ভাবে অর্থসঞ্চিত হইত। সকল প্রজাবৃন্দ নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ করিত ও বর্ণাশ্রম প্রতিপালন করিত, তাঁহার রাজ্যে ধরিত্রীদেবী কামধেনুসদৃশা ছিলেন। এইরূপ রাজ্যশাসন কালে প্রজাবর্গ তাঁহার সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। অনন্তর একদা প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মবশতঃ তিন বৎসর যাবৎ মেঘরাশি তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ করে নাই, ফলে তাঁহার প্রজাগণ দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া পিতৃতর্পণোদ্দেশ্যে অগ্নিতে হোমক্রিয়া ও বেদাদিধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং দুর্ভাগ্যবশে রাজার সমস্ত ধনরত্ন দৈব কর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়ায় প্রজাগণ একদিন আসিয়া রাজাকে বলিল,—হে সিংহবিক্রম

নৃপ! আপনার আশ্রিত প্রজাদের নিবেদন শ্রবণ করুন। ঋষিগণ শাস্ত্রে আপ শব্দের অর্থ নার অর্থাৎ জল বলিয়াছেন। সেই নারবাচক 'জল' শব্দ ভগবানের আশ্রয় বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ; মেঘরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বত্র অবস্থান করেন। সেই বিষ্ণুই বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া সকলেই জীবিত থাকে। হে নৃপবর! সেই অন্নাভাবে প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! যাহাতে শস্যাদি উৎপন্ন হয় সেইরূপ উপযুক্ত ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হউন। রাজা বলিলেন, আপনারা যথার্থই বলিয়াছেন; উহা কোন প্রকার মিথ্যা নহে। 'অন্নে সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত, অন্ন হইতে জীব সকলের উদ্ভব এবং অন্নের দ্বারা সমস্ত জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে।' রাজাদের পাপাচার হেতু প্রজাদের উৎপীড়ন হইয়া থাকে ইহা আমি পুরাণে বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়াছি। তাই আমার অপরাধহেতু যখন প্রজাদের উৎপীড়ন হইতেছে তখন আমি ইহার মঙ্গলের জন্য যত্ন করিব।

ব্রহ্মা বলিলেন—এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তিনি নিবিড় বনে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে এক আশ্রমে উপনিত হইয়া তাপসগণ কর্ত্তৃক সেবিত ব্রহ্মতনয় অঙ্গিরা ঋষিকে দেখিতে পাইলেন যে, দ্বিতীয় রবির ন্যায় সেই ঋষির দেহকান্তির দ্বারা চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইতেছে। রাজা নিজ-বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক অতিশয় হর্ষান্বিতচিত্তে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মুনি তখন তাঁহাকে যথোচিত রাজকীয় সম্মান প্রদান করিলেন এবং মঙ্গলসূচক স্নেহবাক্যদ্বারা তাঁহার সপ্তাঙ্গ-বিশিষ্ট রাজ্যের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে রাজা মুনিকে আত্মকুশল নিবেদন করিলেন এবং প্রদত্ত আসনার্ঘ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক সান্নিধ্যে উপবেশন করিয়া আগমন কারণ বলিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি যথার্থ বেদানুসারে পৃথিবী পালন করিয়া থাকি তথাপি রাজ্যে অনাবৃষ্টির কারণ জানিতেছি না। এই সংশয়নাশহেতু আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি যোগশক্তি প্রভাবে প্রজাদের দুঃখ বিনষ্ট করুন।

ঋষিবর বলিলেন, হে রাজন্! সত্যযুগ সমস্ত যুগশ্রেষ্ঠ; এই যুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ। লোকেরা ধর্ম্মপরায়ণ ব্রহ্মচিন্তা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন চিন্তাকরে না।

হে রাজেন্দ্র! তোমার রাজ্যে এক শূদ্রের তপস্যা আচরণহেতু মেঘরাশি বৃষ্টিপ্রদান করিতেছে না। তাহাকে বধ করুন তাহা হইলে প্রজাদের দুঃখ দূরিভূত হইবে।

রাজা বলিলেন, আমি এই নিষ্পাপ তপস্বিকে হত্যা করিতে অসমর্থ। পরন্তু আমাকে বিঘ্ননাশক ধর্ম্মোপদেশ করুন। ঋষি বলিলেন, হে নৃপতি! আপনি যদি ভাদ্র মাসের প্রসিদ্ধা শুক্লপক্ষীয়া পদ্মনাভৈকাদশী ব্রত আচরণ করেন, তাহা হইলে, সেই ব্রতপ্রভাবে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে। ইহা সকল সিদ্ধি প্রদায়িনী এবং নিখিল বিঘ্ন বিনাশিনী। হে নরপতি! আপনি অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া প্রজাগণের সহিত এই একাদশী ব্রত করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে রাজন! রাজা ঋষির এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিজালয়ে আসিয়া চারিবর্ণীয় প্রজাগণসহ ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে পদ্মনাভৈকাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিলে মেঘসকল প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করায় চতুর্দ্দিকে জলে প্লাবিত হইয়া ধরণী শস্যমণ্ডিতা হইয়াছিল। এইভাবে ঋষিবরের প্রভাবে প্রজাগণ সুখে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজন্! এই একাদশীতে ব্রাহ্মণকে দধিমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য, পবিত্র জলপূর্ণ কুম্ভ এবং উত্তম বস্ত্র সহিত ছত্র ও পাদুকা দান করিয়া ব্রত করা কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে শ্রীগোবিন্দ! তুমি সমস্ত লোকদিগের অশেষ পাপ ক্ষয় করিয়া সর্ব্ব বিষয় মঙ্গল এবং ভুক্তিমুক্তি প্রদান করিয়া থাক, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

মানবগণ এইরূপ পুণ্যকথা শ্রবণ অথবা পাঠ করিলে নিখিল পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকে।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ভাদ্রমাসস্য শুক্লাপক্ষে পদ্মনাভৈকাদশী মহাত্ম্য কথনং চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

সুখ ও দুঃখ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৮ম-সংখ্যা, ৩১৫ পৃষ্ঠার পর

সুতরাং মায়া বা প্রকৃতিই দুঃখের স্থান হইতেছে। এই দুঃখ নিবৃত্ত হইলে যে সুখ-প্রাপ্তি হয়, তাহাও প্রাকৃত। মায়িক সুখ বা প্রাকৃত আনন্দ দুঃখেরই নামান্তর। কারণ, এই সুখে অপ্রতিহত, নিরবচ্ছিন্ন ও নিরন্তর আনন্দ নাই। প্রাকৃত আনন্দভোগের জন্য জীব স্বর্গে বাস করিয়াও তথায় নিত্য অবস্থানের হেতু না থাকায় পুণ্যক্ষয়ের পুনরায় মর্ত্ত্যে আগমন করে। স্বর্গ সুখভোগের স্থান না হইলেও তাহাতে দুঃখের অধিষ্ঠানের কথা দেবগণের চরিত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং স্বর্গ ও মর্ত্ত্য প্রভৃতি প্রাকৃত জগৎ সুখময় বলিয়া জানা যায়। ভগবানকে ভুলিয়াই আমরা ইহা অঙ্গীকার করিয়াছি। ভগবানের স্মরণই প্রকৃত সুখলাভের এবং দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

ভগবদ্‌বিস্মৃতিই যখন ক্লেশের হেতু তখন ভগবৎ-স্মরণই যে নিত্য সুখের কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেইজন্য সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণ করাই বিধি এবং যাহাতে ভগবৎ-স্মৃতি লোপ হয় এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া নিষেধ। সমুদয় শাস্ত্রের ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য।

প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে উক্ত বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। উক্ত বিধি-নিষেধ-অঙ্গীকারে যে ক্লেশ স্বীকার আছে, "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত' পরম সুখ। সেবাসুখ-দুখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।" প্রভৃতি মহাজন-উপদেশ চিন্তা করিয়া তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আনন্দ বলিয়া আলিঙ্গন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহারা ক্লেশ-স্বীকারে পরাঙ্মুখ, নিত্যানন্দ লাভ তাহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গকে আমরা ভগবৎ-সেবাপর ক্লেশ স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দূর হইতে কাহারও শারীরিক ক্লেশ বিধান না করিলেও মানসিক ক্লেশ প্রদান করিতে পারেন। ইহার বাক্যসমূহ ইন্দ্রিয়-সুখকর নহে। প্রাকৃত কাব্যের ন্যায় শ্রীপত্রিকার ভাষার লালিত্য ও প্রাকৃত ভাবের গাম্ভীর্য্য সময় সময় পরিলক্ষিত না হইলেও অপ্রাকৃত ভাব ও ভাষা

আত্মসুখকর ও নিত্যানন্দবর্দ্ধক। যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়ের কর্ণমনোরসায়ন ইন্দ্রিয়সুখকর শব্দসমূহের আশা করেন, আমরা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি-সাধন করিতে যোগ্যতার অভাব অনুভব করিতেছি। নদীয়াতে যিনি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, শ্রীগৌড়ীয় তাঁহার তদভিন্নগণের প্রকাশই শ্রীপত্রিকার সম্পাদন। উক্ত বাক্য হইতে কেহ মনে না করেন যে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কোন খণ্ড দেশ, কাল বা পাত্রের মুখপত্র। কোন খণ্ডদেশ নহে, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও উন্নততম স্থান। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যাদি কোটী গুণে বর্দ্ধিত করিলেও নদীয়ার একটী বালুকণার কোটী কোটী ভাগের এক ভাগের সহিত তুলনা হয় না। আমরা জগদগুরু পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখে আমাদের পরমেষ্ঠিগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের জীবনীসম্পর্কে শ্রবণ করিয়াছি যে, কোন একটী নবীন কৌপীনধারী বাবাজী মহাবাজের নিকট বলিয়াছিলেন তিনি নদীয়াতে পাঁচ কাঠা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। বাবাজী মহারাজ তাহাতে বলিয়াছিলেন—"শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত। সুতরাং প্রাকৃত ভূম্যধি-কারিগণ কি প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহাকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজী বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। কোন্ জমিদার অত মূল্য কোথায় পাইবে যে নবদ্বীপের ভূমি বিলি করিবার অধিকারী হইবে? ঐব্যক্তিরই বা কত ভজনবল যাহাতে ভজনমুদ্রার বিনিময়ে সে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে?" বাবাজী মহারাজের উক্ত প্রকার দৈন্যোক্তি আমরা শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখপদ্ম হইতে বহুবার শ্রবণ করিয়া নদীয়া সম্বন্ধে প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে দূরে থাকিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। সুতরাং নদীয়া কখনও প্রাকৃত খণ্ডদেশ কাল নহে। এই নদীয়া—শ্রীনবদ্বীপ যাঁহারা আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বত্রই এমনকি এ বিশ্বও সুখকর বলিয়াই মনে হয়।

"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মাহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে।
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

—শ্রীমুকুন্দগোপালদাস ব্রহ্মচারী

অর্থের স্বার্থকতা কোথায় ?

ভোগীর নিকট অর্থ অনর্থের মূল। জাতরূপ কলির স্থান। বেশী ধন-রত্নাদি থাকিলে ভোগী জীবের পক্ষে খুব অসুবিধার কথা। ধনমদে মত্ত হইয়া দুর্ভাগা জীব ভগবান্ এবং ভগদ্‌ভক্তকে অবমাননা করিয়া মহা অপরাধে নিমজ্জিত হয়; কৃষ্ণভোগ্য কনকাদিতে ভোগবুদ্ধি বা নিজেকে কর্ত্তা বা ধনের মালিক মনে করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। বদ্ধজীবের পক্ষে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা ত্যাজ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

ভগবান্ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মালিক। তাঁহার সেবায় সমস্ত বস্তুকে নিয়োগ করিতে পারিলেই বস্তুর প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয়। সাধুর অনুগত ভৃত্যগণ জানেন যে অর্থই পরমার্থ। অর্থের সদ্ব্যবহার যেখানে—অর্থের দ্বারা গুরুবৈষ্ণবভগবানের সেবাচেষ্টা যেখানে, সেখানেই অর্থ পরমার্থ। আর অর্থের অসদ্ব্যবহার--অর্থের দ্বারা নিজের দৈহিক বা মানসিক অথবা দেহসম্বন্ধীয় ভগবদ্ভক্তিহীন অপরের কোন প্রকারে সুখসাধনের প্রয়াস যেখানে সেইখানেই অর্থ অনর্থের মূল। সেইরূপ অর্থের ন্যায় শত্রু আর নাই শাস্ত্র বলেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা॥

হরিসেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিযুক্ত হইলেই জীবের পর বা শ্রেষ্ঠ উপকার সাধিত হয়।

হরি সকলেরই প্রাণনাথ। **প্রাণনাথকে প্রাণটা দেওয়াই সতীর সতীত্ব।** প্রাণ না দিলে প্রাণনাথের সেবা পাওয়া যায় না। তাই সাধুশাস্ত্র প্রথমেই আত্মনিবেদন বা প্রাণদানের কথা বলিয়াছেন। যিনি প্রাণদান করেন, তাঁহার অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যাদি সমস্তই দেওয়া হয়। 'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে

আত্মনিবেদনের সৌভাগ্যলাভে যাঁহার দেরী আছে—নিষ্কিঞ্চন গুরুদাস বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ যাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, এককথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতঃ যিনি কৃপা ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না, তাঁহার জন্যই শাস্ত্র অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সেবার কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা প্রাণদানে অসমর্থ, তাঁহারা অর্থাদি দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। নিষ্কপটে এইরূপভাবে সেবা করিতে করিতেই একদিন না একদিন প্রাণদান পিপাসা জাগ্রত হইবে। **প্রাণ দিবার পিপাসা জাগিলেই প্রাণনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়, নতুবা হয় না।** অর্থাদির দ্বারা সেবা করিবার সময় জানিতে হইবে শ্রীগুরুকৃষ্ণ স্থূল বস্তুটা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা দেখেন চিত্তবৃত্তি কিরূপ। ভাবের সহিত প্রদান করিলে ফল-জলের দ্বারাও ভগবানের সেবা হয়, আর **হৃদয়ে যদি ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে কোটী কোটী ধনরত্ন প্রদান করিলেও তাঁহারা সেদিকে ফিরিয়া তাকান না। শ্রীবিগ্রহ স্থূল বস্তু গ্রহণ করেন না—প্রীতি গ্রহণ করেন।** প্রাণের দ্বারা ভগবানের ভজন বা প্রাণনাথের সেবা হয়। প্রাণ না দিয়া অর্থাদির দ্বারা যে-সেবার প্রয়াস, তাহার অর্চ্চন। অর্চ্চকের ভূতশুদ্ধির পরিমাণানুসারেই ভগবান্ তাঁহার নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে ভগবান্ আকর্ষণ করেন। ভগবান্ স্থূলত্ব অনুসারে ব বস্তুর উপাদেয়ত্ব অনুসারে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। চিত্তবৃত্তিতে যদি সেবাপ্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ করিবেন, আর যদি না থাকে, তাহা হইলে করিবেন না। ভগবান্ অভক্ত দুর্য্যোধনের রাজভোগ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বিদুরের ক্ষুদকণা গ্রহণ করিয়া পরমতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অভক্তের জিনিষ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। হৃষীকেশশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম; তাঁহাকেই সমস্ত দিতে হইবে। তিনি সমস্ত ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। যদি অস্মিতা, অহঙ্কার বা দাতৃত্বের অভিমান না রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা জড়জগতে অর্পণের জড়দ্রব্য চাহেন না, তাঁহারা চাহেন প্রাণবন্ত জিনিষ—শরণাগত অকিঞ্চনকে। অকিঞ্চন হইয়া যে দেওয়া হয়, তাহাতে ভক্তি আছে। চিত্তবৃত্তিতে যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে গুরুকৃষ্ণ জোর করিয়া সেবকের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন।

যাঁহার যাহা আছে, তাহা দিয়াই সেবা করিতে হইবে। প্রাণ হউক, অর্থ হউক, বুদ্ধি হউক, বাক্য হউক—যিনি যাহা দ্বারা পারেন, তাহা দ্বারাই ভগবৎসেবা করিতে হইবে। সেবা না করিয়া বসিয়া থাকিলে দিন দিন অধোগতি হইবে। সেইজন্য সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতে হইবে।

লক্ষ্মী নারায়ণেরই ভোগ্যা, অপরের ভোগ্যা নহেন—সেব্যা। এ জগতের যাহা কিছু সকলেরই মালিক ভগবান্। জিনিষগুলি ভগবানের সেবার জন্যই রাখিতে হইবে, অপর কার্য্যের জন্য নহে। তাহাতে ভোগ-বুদ্ধি আসিলেই বন্ধন।

আমরা ভগবৎসেবাবিমুখ জীব। আমরা নিজে নিজে ভগবানের সেবা করিতে পারি না এবং ভগবানও আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন না। ভক্তের হাত দিয়াই ভগবান্ সমস্ত গ্রহণ করেন। মহাভাগবত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যাহা স্বীকার করেন, তাহাই ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে হইবে। সুতরাং ভগবদ্‌ভজনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মেই সমস্ত নিবেদন করিতে হইবে। ভোগ্যজ্ঞানে প্রাকৃত অর্থের প্রতি আসক্তি থাকিলে কৃষ্ণে মতি হয় না। সেই প্রাকৃত সম্পদ্‌হীনতাকে ভগবানের কৃপা জানিতে হইবে। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" ভোগবুদ্ধিবশতঃ প্রাকৃত অর্থাসক্ত জনের অর্থাদি হরণ করিয়া ভগবান্ তাহাকে কৃপা করেন। অকিঞ্চন না হইলে ভগবানের ভজন হয় না। অকিঞ্চনের ভগবৎপাদপদ্মে আসক্তি খুব প্রবল। কৃষ্ণাকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার এই সুযোগ-লাভ হয়। সুতরাং যাহার প্রাকৃত সম্পদ্ কিছু নাই, তাঁহার দুঃখের কিছুই নাই।

অনেকে মনে করেন—অর্থাদি কিছু না থাকিলে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব এবং ভগবানের সেবাই বা কি করিয়া করিব? কিন্তু বাস্তবিকই কি সেই অর্থই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে? জগতের সকলেই কি অর্থবান্? জগতের অধিকাংশ লোকই ত দীনদরিদ্র! তাঁহারাও ত' বাঁচিয়া আছে। জীব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া বা কোন বস্তুর সাহায্যেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—যদি ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক না বাঁচাইয়া রাখেন। সুতরাং আমাদের অর্থ-বিত্তাদির প্রতি ভরসা না রাখিয়া, তাহা ভগবানের

সেবায় নিযুক্ত করিলেই পরমমঙ্গল হইবে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরাময়া হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হবে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা হয়ে সদাচার॥

—শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ.

আচার্য্য শ্রীল জগন্নাথদাস

আমরা আজ যে মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য চরিতালোচনার আশা পোষণ করিতেছি, তিনি গৌরপার্ষদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস—অতিবাড়ী জগন্নাথদাস নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাঠকাটা জগন্নাথ দাস নামে পরিচিত। ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার কাঠকাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে আবির্ভূত হন। ১৪০৯ শকাব্দীয় বৈশাখ মাসে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী তিথিতে ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথ আচার্য্য ঢাকা বিক্রমপুরে আবির্ভূত হইয়া প্রকটলীলার প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত এই স্থানেই বাস করেন। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে, ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথ আচার্য্য গোস্বামী প্রভু শ্রাসুচিত্রার দ্বিতীয় সখী শ্রীতিলকিনীর অবতার। ইনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলার শ্রীললিতাদি অষ্টসখীর অনুগতা চতুঃষষ্টি সখিগণের অষ্টাদশ সখী। এদিকে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলার চতুঃষষ্টি মহান্তের অষ্টাদশ মহান্ত। তিনি মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ।

শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলকৃত 'ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি'তে দেখা যায়,—

"ততঃ সুচিত্রা যূথাশ্চ যে মহান্তো ভবন্তি তান।
জগন্নাথাখ্যদাসশ্চ ঠকুরো জগদীশকঃ॥"

শাখানির্ণয়ামৃতেও পাওয়া যায়,—

"বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্।
দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ শ্রীনামমঙ্গলম্ ॥"

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য বা শাখান্তর্গত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

শ্রীগদাধর পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর শাখাগণ কিছু করি যে গণন॥
শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয়।
বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর শ্রীউদ্ধব দাস॥
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথ দাস॥
শ্রীহরি আচার্য্য, দাস পুরিয়াগোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ॥
অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী।
মহাশাখা-মধ্যে তেঁহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী॥
পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

পূর্ব্বকালে বিক্রমপুরে মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। বল্লাল-সেনের পরে তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য রাজধানীর মধ্যেই কাঠকাটা গ্রামে বাস্তুবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের পুত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি। চন্দ্রশেখরের পুত্র রত্নাকর মিশ্র. রত্নাকরের দুই পুত্র—সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। এই সর্ব্বানন্দের পুত্রই ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য অতি অল্প বয়সেই মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় পিতৃব্যের অধীনে লালিত-পালিত হন। ইনি শিশুকাল হইতেই বিষ্ণুপরায়ণ ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। পিতৃব্যের আদেশে তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অধ্যয়ন তাঁহার ভাল লাগিত না, তথাপি গুরু ও পিতৃব্যের শাসনে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ভগবৎবিরহকাতর হইয়া সর্ব্বদা কেবল নির্জ্জনে থাকিয়া কি জানি কি চিন্তা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-বিরহানল প্রজ্বলিত হওয়ায় আহার-বিহার ও অধ্যয়নে কিছুতেই তাঁহার রুচি নাই, কেবল চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং ভদ্রাভদ্র, ছোটবড় জনসাধারণের ভবনে যাইয়া অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলে আমার প্রভুর ভজন কর। আমার প্রভু অখিলনাথ, চিন্তামণি, দীননাথ; তাঁহার অমন্দোদয়-দয়ার বিচার কর।"

শ্রীজগন্নাথ এই সকল ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ ও হরিকথা এরূপ গভীরভাবে বলিতেন যে, তাৎকালিক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত বিরুদ্ধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না। কে যেন ঠাকুর জগন্নাথের রসনাগ্রে বসিয়া শাস্ত্রযুক্তিসম্মত ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া দিতেন। ফলতঃ ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ বিনা অধ্যয়নে এইরূপ শাস্ত্রবিৎ হইয়া-ছিলেন যে, প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া পরাভূত হইতেন। তাঁহার এই পাণ্ডিত্য-প্রতিভার জন্য সাধারণ-জনসমাজেও তিনি পণ্ডিত জগন্নাথ আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। বিক্রমপুরস্থ তাৎকালিক পণ্ডিতসমাজেও তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া যথেষ্ট সম্মান পাইলেন কিন্তু এত প্রতিষ্ঠা পাইয়াও তাঁহার কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। তিনি সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় ইতঃস্ততঃ বিচরণ এবং 'হা নাথ', 'হা রমণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া একদিন ভক্তবৎসল ভগবান্

শ্রীজগন্নাথকে স্বপ্নযোগে দর্শন দান করিয়া বলিলেন,—"জগন্নাথ, আমি শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সম্প্রতি সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছি। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া আমার নিকট আগমন কর।" ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথ শয্যা হইতে সহসা উত্থিত হইয়া 'প্রভু দাঁড়াও' 'প্রভু দাঁড়াও', 'হা নাথ', 'হা রমণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীপাট শান্তিপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীপাট শান্তিপুরে গমন করা পর্য্যন্ত ঠাকুর শ্রীজগন্নাথের সহিত তাঁহার পিতৃব্যের আর দেখা হইল না। তাঁহার পিতৃব্য যেখানে অতিথি হইতেন, সেখানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন যে, ঠাকুর জগন্নাথও গত রজনীতে সেই গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, তথায় 'হা নবদ্বীপনাথ', 'হা ব্রজনাথ', 'হা প্রাণনাথ' বলিয়া সমস্ত রাত্রি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন এবং অনাহারে থাকিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এই প্রকারে ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ শ্রীপাট শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যানুসারে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিলেন এবং শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আদেশানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে হরিকথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ শ্রীশ্রীযশোমাধব নামক শ্রীবিগ্রহের আদেশে কাঠাদিয়া গ্রাম হইতে 'পুকুরের পার' নামক গ্রামে ভগবদ্‌গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তথা হইতে শ্রীশ্রীযশোমাধব শ্রীবিগ্রহের সহিত উল্লিখিত কাঠাদিয়ার নিকটবর্ত্তী আড়িয়ল গ্রামে নবাব সরকার হইতে এক জাইগীর তালুক পাইয়া বাস করিতে থাকেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীযশোমাধব জীউ আড়িয়ল শ্রীপাটে গোস্বামিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঠাকুরের ঊর্দ্ধবংশাবলী মহারাজ আদিশূর আনীত বিপ্রপঞ্চকের মধ্যে কাশ্যপগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী মহর্ষি দক্ষ কামকোটি গ্রামে বাস করেন। সঙ্গে গৌতমগোত্র কায়স্থ দশরথ বসু ছিলেন।

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ
গোয়ালপাড়া (আসাম)।

প্রচারকের ডায়েরী

২৪পরগণার কাশীনগরস্থ শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী প্রভুর একান্ত প্রার্থনায় সমিতির প্রচার-সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ** ও তৎসহ চারিমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী অন্নকূট-মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহার বাসভবনে ১৫ই দামোদর, ইং ২১।১০।৬৮ তারিখে উপস্থিত হন। পরদিন প্রাতঃ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে। পরম ভাগবত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপাল প্রকটে প্রবর্ত্তিত ধারানুসারে অর্চ্চন-পূজা-কীর্ত্তন প্রভৃতির আয়োজন হয়। মধ্যাহ্নে নানাবিধ অপূর্ব্ব ভোগরাগ-সামগ্রী শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী জীউকে নিবেদন করতঃ আহূত অনাহূত সহস্রাধিক সজ্জনগণ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মায়াসন্তাপ হরণকারী এই মহাপ্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ঐ দিনই বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত অবদান সম্বন্ধে পাঠ বক্তৃতারও আয়োজন হয়। উক্ত সভায় জনতার বিপুল সমাবেশ হওয়ায় মাইকের ব্যবস্থারও আবশ্যক হইয়াছিল। এই দিনের সভার বিষয় বস্তু ছিল "অন্নকূট-মহোৎসব কি ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অবদান।"

১৬ই দামোদর, ইং ২৩।১০।৬৮ তারিখে স্থানীয় সজ্জনমণ্ডলী কাশীনগর-বাজারস্থ সার্ব্বজনীন দুর্গামণ্ডপে শ্রীগৌরবাণীর বহুল প্রচারের জন্য ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। এই সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ সভাপতির আসনে সমাসীন হন। সভার মুখবন্ধনে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাজন-পদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তন হওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দিনের বিষয় বস্তু ছিল "শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব ও মানবজীবনে তাহার সাধনা।"

এই সভায় উপস্থিত শিক্ষিত সমাজ ভক্তিধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব কথা শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা জন্মে এবং স্বীকার করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব জগতে অবতীর্ণ হইয়া এমন এক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন—যাহা আজ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মগ্রন্থে বা জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। তিনি জগতকে সুদার্শনিকের গভীর চিন্তাস্রোতবহা এনে দিয়ে মানবের প্রকৃত অধিকার দান করিয়াছেন। সাধ্যের তাৎপর্য, প্রেমের নিদর্শন, সমাজ-সাংগঠনিক প্রভৃতি তাঁহার অনুসৃত হইলে জগতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে বলে আশা পোষণ করেন।

সভা-আয়োজনে স্থানীয় ডাঃ শ্রীপুলিনবিহারী বৈদ্য, ডাঃ গৌরাঙ্গ বৈদ্য, শ্রীসাধনচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী (শ্রীমাখনলাল ময়রা), শ্রীগিরীশচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীসুভাষচন্দ্র ময়রা প্রভৃতি সজ্জনগণের সহায় সহানুভূতি প্রশংসনীয়।

—শ্রীকৃপাসিন্ধুদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ

বিগত ৩০শে পদ্মনাভ ৪৮২ গৌরাব্দ, ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৫ সাল, ইং ৬ই অক্টোবর ১৯৬৮ সন, রবিবার শারদীয়-পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীদামোদর-ব্রতারম্ভ দিবসে ৬-১৫ মিনিটে সায়ংকালে চন্দ্রগ্রহণের সময় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যভাস্কর পরমহংসকুলমুকুটমণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর আচার্য্যকেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** স্বীয় চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ, তদীয় সতীর্থ সন্ন্যাসী আচার্য্যবৃন্দ, ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহীভক্তবৃন্দ এবং গুণমুগ্ধ সজ্জনদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বেচ্ছায় নিত্যধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের নিজাভীষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীর সায়ংলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

উক্ত দিন প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেব মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-গণকে নিজ সমীপে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও শ্রীপঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন এবং শ্রীনৃসিংহমন্ত্র জপ করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে সেবকগণ সারাদিন অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কখন স্ফুট ও কখন অস্ফুটভাবে ইষ্টনাম গ্রহণ করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থিত দেওয়াল-গাত্রে লম্বিত জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বৃহৎ তৈলচিত্রের (অর্চ্চালেখ্য) প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করত আবেগভরে কত কি ভাব বিনিময় করিতেছিলেন। যেক্ষণে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ (চন্দ্রোদয়-কাল ৫-১৫ মিঃ) উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ তথা সমগ্র দেশ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা-কালে প্রতিপৎসংযুক্ত "রাকা" পূর্ণিমার শুভযোগোদয়ে অতি শুভ মুহূর্ত্তে অভীষ্ট শুভলগ্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক রাসরসিকচূড়ামণির অস্ফুট মুরলীধ্বনির সঙ্কেত পাইয়া তদীয় নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে করিতে পরিজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই পরম বিরহাকুল হইয়া নিত্যরাসস্থলী-অভিমুখে যাত্রা করেন।

অত্যন্ত আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত এতৎকালীন এক বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ঘটনা অতীব গোপ্য হইলেও উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অভীষ্ট সেবায় যোগদানের অব্যবহিত প্রাক্কালে শ্রীমন্দিরের সেবক শ্রীমতী রাধারাণীর কণ্ঠলগ্ন পুষ্পমালিকাটী হঠাৎ খসিয়া পড়িতে দেখেন। শ্রীবিগ্রহ প্রকাশের পর হইতে অদ্যাবধি এরূপ ঘটনা আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। তজ্জন্য পূজারীজী অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হন এবং ইহাকে প্রিয়তমা কনীয়সীর প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর স্নেহনির্ম্মাল্য বলিয়া বিবেচনা করেন ও মাল্যটী লইয়া অতি তড়িৎ গতিতে গিয়া শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীকণ্ঠে উহা সমর্পণ করেন।

বিরহাতুর ভক্তবৃন্দ তৎকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট যে-প্রকার বিলাপ করিতে করিতে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনরত ছিলেন তাহা ভাষা-দ্বারা বর্ণন করা অসম্ভব। অচিরেই এই মর্ম্মন্তুদ নির্য্যাণ-সংবাদ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপস্থ 'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের' বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ** এই নিদারুণ বিরহ-সংবাদ পাইবামাত্রই অত্যন্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন এবং শ্রীল গুরুমহারাজের গলদেশে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর প্রসাদী সুকোমল নির্ম্মাল্য মালিকা সমর্পণ করতঃ তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ক্রমশঃ ভগবতী ভাগীরথীর উভয়কুলস্থিত সমুদয় গৌড়ীয় মঠে এবং বিভিন্ন স্থানে হৃদয়-বিদারক এই অপ্রকট-সংবাদ পৌছিলে ভক্তগণ, প্রতিবেশীগণ ও সজ্জনবৃন্দ দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর গগনভেদী শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরের মধ্যস্থলের পশ্চিমপার্শ্বে সমাধিক্ষেত্র নিরূপিত হইলে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বেষাশ্রিত বাবাজিগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, গৃহস্থভক্ত এবং বানপ্রস্থ-বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই কীর্ত্তনমুখে সমাধি-ক্ষেত্রের যথাবিধি সেবা করিতে লাগিলেন।

মধ্যরাত্রি ১২ টার সময় মহাসংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দিব্য-কলেবর মাল্য, চন্দন, কেশর, অগুরু, প্রভৃতিতে বিভূষিত করিয়া একটি সুন্দর মনোহর পালঙ্কোপরি রক্ষা করা হয় এবং তাঁহার দ্বিতলস্থ বাসভবন

হইতে অবতরণ করাইবার আয়োজন চলিতে থাকে। সেই সময় সেখানে উপস্থিত বিপুল ভক্তমণ্ডলী, সজ্জনবৃন্দ ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অতি কাতর-স্বরে বিরহ-বিলাপ করিতে থাকেন। তাহাতে যেরূপ করুণ দৃশ্যের অবতারণা দৃষ্টি গোচর হইল তাহা ভাষা ব্যক্ত করিতে পারে না।

অতঃপর পরম পূজ্যপাদ শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজের নির্দ্দেশে বিপুল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনধ্বনি-সহকারে সন্ন্যাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবাহিত হইয়া অপ্রাকৃত কলেবর মূল শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ "শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে" শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারী জীউর পুরোভাগে আনিত ও রক্ষিত হয় এবং শ্রীমঠের সেবকগণ, ভক্তবৃন্দ ও সমুপস্থিত সর্ব্বসজ্জনগণ ঝাজর, কাসর, মৃদঙ্গ, করতাল সংযোগে উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে তাঁহার শ্রীকলেবর প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। তৎকালীন ঘণ্টা, নাগড়া শঙ্খ প্রভৃতির ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তকে ভেদ করিয়া বিরজার পরপারে পরব্যোমের উপরস্থিত শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীগৌরধামে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। সমস্ত ভক্তবৃন্দ বিরহে আত্মহারা হইয়া গলদশ্রু-নয়নে কেহ ছত্রধারণ, কেহ চামর ব্যজন, কেহ পুষ্পবৃষ্টি, কেহ গোলাপজল প্রেক্ষণ, কেহবা আতরাদি সুগন্ধী বারি সিঞ্চন করিতেছিলেন। অহো! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য উপস্থিত হইল; শ্রীনাট্যমন্দিরের সমাগত সজ্জনমণ্ডলী বিরহ-সাগরের বিশাল তরঙ্গ মধ্যে কুলহারা হইয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। আর অপরদিকে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে রত্নখচিত সিংহাসনস্থিত বিরাজমান রাসরসিক-শিরোমণি রাসবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ-আনন্দ-দায়িনী শ্রীমতী রাধারাণী এবং মাধুর্য্যাস্বাদনার্থ রাধাভাব-কান্তি অঙ্গিকারকারী শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীগৌরসুন্দর বিম্বাধরে মৃদুমন্দ-মধুর-হাস্য করিতেছিলেন--যেন তদীয় প্রেষ্ঠতম কোন এক সখীকে ভৌমলীলা হইতে আকর্ষণ করতঃ ভুবনমঙ্গলময়ী শুভ শারদীয়-পূর্ণিমা-তিথিতে নিজের অপ্রাকৃত চিৎবিলাস নিত্যরাসস্থলীতে আলিঙ্গন করিতেছেন ও মন্দস্মিত হাস্য করিতেছেন।

অনন্তর প্রপূজ্যচরণ শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজ সদ্য আনীত গঙ্গোদকে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীঅঙ্গ পরিস্নাত করিয়া নূতন বহির্বাস, উত্তরীয় ও উপবীত পরিধান করাইলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীগুরুদেবের দ্বাদশাঙ্গের দ্বাদশ তিলক রচিত হইলে শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত সংস্কার-দীপিকার বিধি অনুসারে স্বহস্তে শ্রীল গুরুমহারাজের বক্ষঃদেশে চন্দন দ্বারা সমাধি-মন্ত্র

অঙ্কিত করিলেন ও শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ ষোড়শোপচারে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-পূজন ও আরতি করিলেন। অতঃপর সমবেত সন্ন্যাসী, বেষাশ্রয়ী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং সজ্জনবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূজা ও অঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমন্ নিতাইদাস বাবাজী মহারাজের আনিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রসাদী পুষ্পমালা; শ্রীল গুরুদেবের গলদেশে সমর্পণ করেন। শ্রীগৌড়ীয় মিশনাচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রীপাদ জননিবাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ফুল্লেন্দু গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শরণ্যকৃষ্ণদাস প্রভু প্রভৃতি স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ হইতে আনিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীজীউর প্রসাদী পুষ্পমাল্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীকণ্ঠে অর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের শ্রীমদ্ বনবিহারী বাবাজী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিঅমৃত অবধূত মহারাজ, শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজ, কোলেরগঞ্জস্থিত (নবদ্বীপ) শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীপাদ কৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শ্রীহরিচরণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু ভক্তবৃন্দ ও শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিরহ-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীগুরুমহারাজের অপ্রাকৃত শ্রীকলেবরে সাক্ষাৎ সেবা করিবার শেষ সুযোগ লাভ করিবার জন্য ভক্তবৃন্দের মধ্যে বেশ হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। যাহা হউক, সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে কোন বাধা হয় নাই। সেই দৃশ্য দর্শনে স্পষ্ট ভাবেই মনে হইতেছিল শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন পতিত-পাবন মূর্ত্তি মৌনমুদ্রা অবলম্বন করতঃ ভক্তগণের পূজা অঙ্গীকার ও শ্রীপাদপদ্ম-ধূলি প্রদানমুখে সকলকে অমায়ায় অশেষ কৃপা বিতরণ করিয়া স্বীয়াভীষ্ট সেবনোদ্দেশ্যে শুভযাত্রাভিনয় করিতেছেন।

এদিকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী জীউর মঙ্গল আরতি, সমাধিপীঠ, মূল মন্দির ও বৃন্দাদেবীর পরিক্রমা, উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কার্য্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন হইতে হইতে ভুবন-তিমিরহর শ্রীভাস্করদেব স্বর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু তিনি প্রতিদিনের ন্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমল দর্শন পাইলেন না। তদ্বিপরীত তাঁহার বিরহ-সংবাদ অবগত হইয়া বিরহমগ্ন ভাস্করদেব সমাধি-পীঠে তাঁহার অরুণ কোমল কিরণাবলীরূপ পুষ্প সমূহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন।

বলাবাহুল্য, এই নির্য্যাণ-সংবাদ ক্ষিপ্র গতিতে সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অমৃত বাজার, যুগান্তর, আনন্দ বাজার প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এই বিরহ-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বহু বৈষ্ণবাচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ তড়িৎ-বার্ত্তা (Telegram) ও পত্রদ্বারফৎ তাঁহাদের বিরহ-বেদনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রেরণ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের টেলিগ্রাম, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের এলাহাবাদ হইতে টেলিগ্রাম, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীল গুরু-মহারাজের অতিমর্ত্ত্য গুণাবলী বর্ণনপ্রসঙ্গে সকলে তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিরাপদ আশ্রয়স্থল দুর্ভেদ্যদুর্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত নির্ভীকভাবে কীর্ত্তনের বিপদ-আপদ হইতে রক্ষকের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে। জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটের পর তদীয় নিজজন এই নির্ভীক মহাপুরুষ এতাবৎকাল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সুদৃঢ় স্তম্ভ-স্বরূপ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়াছেন। বিরোধী পক্ষের অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও মায়াবাদীর জিহ্বা স্তম্ভন এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সমুজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন করতঃ গৌড়ীয়গণের সংকীর্ত্তন সেবানন্দের এবম্প্রকার সুযোগ কে আর প্রদান করিবে! তাঁহার উদার ও মহানুভব চরিত্র বৈষ্ণবজগতের মহান্ আদর্শ ছিল। তাঁহার অভাব অপূরণীয় বলিয়া অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল গুরুমহারাজের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অগ্রণী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ সুদূর আমেরিকাতে এই নির্য্যান-সংবাদ

প্রাপ্ত হইয়া পত্রদ্বারা বিরহ-প্রকাশ করিয়াছেন এবং তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে মঠে বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে লিখিয়াছেন। Seattle Branch, Washington এবং Radhakrishna Temple, Montreal Canada. মন্দিরের সেবকগণও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বিরহ-সভার সভ্যগণের স্বাক্ষরিত রিজলিউসন (Resolution) পত্রের Copy আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির আন্তরিক প্রশংসা করিতেছি। বাহুল্য ভয়ে টেলিগ্রাম ও পত্রগুলি এস্থলে প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম। পৃথক্ ভাবে এগুলি প্রকাশের আশা রহিল।

শ্রীল গুরুমহারাজ নিত্যলীলা আবিস্কারের কিছুদিন পূর্ব্বে সুচিকিৎসা গ্রহণের অভিনয়ে তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের প্রতি অশেষ কৃপা প্রকাশে তদীয় ট্যাংরাস্থিত (কলিকাতা) বাসভবনে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করতঃ মাননীয় শ্রীযুত গোপালবাবুর অকুণ্ঠ সেবা অঙ্গীকার করেন। মাননীয় শ্রীযুত গোপাল বসু তিনি নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কায়-মন-ধন দ্বারা যেরূপ অতুলনীয় আদর্শ সেবা করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব-জগতে আদর্শস্থানীয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবর্গ তাঁহার এই অকুণ্ঠ সেবা দর্শনে তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন। শ্রীযুত বিমলচন্দ্র পোদ্দার মহোদয়ের নিঃস্বার্থ বিভিন্ন প্রকার সেবা আমাদের আদর্শস্থানীয় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও জানাইতেছি যে, মঠপ্রাঙ্গণে সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মাণের জন্য নবদ্বীপ মিউনিসিপালটির নিকট হইতে অনুমোদন সংগ্রহ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুত কুমারেশ চন্দ্র প্রামাণিক মহোদয়ের চেষ্টা সমিতির প্রতি তাঁহার পরম বন্ধুত্বের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মাণ-কার্য্যে যোগদানকারী ও সহযোগিতাকারী ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দকে আমরা যথাযোগ্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের অকুণ্ঠ সাহায্য সহানুভূতি ও কৃপা সর্ব্বতোভাবে ভিক্ষা করিতেছি।

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশপ্রার্থী—

জনৈক বিরহী

পরলোকে শ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অনুগৃহীত প্রাচীন শিষ্য **শ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ** বিগত ১০ই দামোদর, ১৯শে আশ্বিন, ইং ১৬।১০।৬৮ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির সেবকবৃন্দকে শোক-সমুদ্রে নিমজ্জিত করতঃ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে স্বধামে গমন করেন। তাঁহার বিরহে সমিতির সেবকবৃন্দ এক বিরাট অভাব অনুভব করিতেছেন।

ইনি সমিতির 'গৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকরূপে দীর্ঘদিন সমিতির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুর (পূর্ব্ব পাকিস্তানস্থ) জেলার কোটালিপাড়া গ্রাম। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি রয়েছে। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ডাঃ শ্রীঅবলাকান্ত মিত্র। চিকিৎসা করা অবস্থায় কোন এক কাজের জন্য প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার (পঃ বঙ্গ) চুঁচুড়া সহরে উপস্থিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** সহিত চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি বহুদিন থেকেই সৎগুরুর চরণাশ্রয়াভিলাস করিতেছিলেন। এই সাক্ষাতে তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইল বিবেচনা করিয়া পুনঃ আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না এবং শ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপাপ্রার্থনা করিলেন। তদ্বধি তিনি শ্রীমঠেই অবস্থান করিতে থাকেন ও তাঁহার একান্ত প্রার্থনা এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাচেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহাকে চরণাশ্রিত করেন। মঠাশ্রিত হওয়ার পর তিনি 'শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রজবাসী' নামে পরিচিত হন। সুচিকিৎসক ও ভজনানন্দী হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি রয়েছে। তাঁহারই একান্ত প্রার্থনায় পরিশেষে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে গত ২রা বিষ্ণু ৪৮১ গৌরাব্দ, ইং ২৭।৩।৬৭ তারিখে 'বাবাজী বেষাশ্রিত' করেন। বেষাশ্রয়-গ্রহণের পর তিনি শ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ নামে ভূষিত হন। মঠাশ্রিত হওয়া অবধি অপ্রকট-বাসরের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তিনি নিষ্কপটে সমিতির সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার যে নিদর্শন উড্ডীয়মান করিয়া আসিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব-জগতে আদর্শনীয়। তাঁহার সেবাদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হউক ইহাই প্রার্থনা করি।

হা, শ্রীল বাবাজী মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা আমাদের জীবনের আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

—শ্রীভাবভক্তি ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম মুষ্টরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২০শ বর্ষ | বাসুদেব, ১১ নারায়ণ, ৪৮২ গৌরাব্দ | ১০ম-সংখ্যা
রবিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫; ইং ১৫।১২।১৯৬৮

সানুবাদং

শ্রীপ্রেমেন্দুসাগরাখ্যং

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তরশতকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

কলহান্তরিতা বৃত্তা কাচিদ্বল্লবসুন্দরী।
বিরহোত্তাপখিন্নাঙ্গী সখীং সোৎকণ্ঠমব্রবীৎ॥ ১॥

[প্রণয়কোপ বশতঃ বিনয়কারী প্রাণেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ তাহার বিরহে যে নায়িকা অনুতাপ করে তাহার নাম কলহান্তরিতা] কলহান্তরিতা কোন ব্রজরমণী শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া কোন সখীকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

হন্ত গৌরি স কিং গন্তা পন্থানং মম নেত্রয়োঃ।
শ্রীকৃষ্ণঃ করুণাসিন্ধুঃ কৃষ্ণো গোকুলবল্লভঃ॥ ২॥

সখি! করুণাসিন্ধু অতসী কুসুমবর্ণ গোকুলপতি সেই শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার কি আমার নয়নগোচর হইবেন?॥ ২॥

গোবিন্দঃ পরমানন্দো নন্দমন্দিরমঙ্গলং।
যশোদাখনিমাণিক্যং গোপেন্দ্রাম্ভোধিচন্দ্রমাঃ॥ ৩॥

যিনি গোবিন্দ অর্থাৎ গোবর্দ্ধন ধারণ কালে ব্রজমণ্ডল বিপ্লব করিতে উদ্যত ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন এবং গো সমুদয়ের ইন্দ্র বলিয়া ইন্দ্র যাঁহাকে অভিষেক করিয়াছিলেন। যিনি পরম আনন্দস্বরূপ, যিনি নন্দালয়ের কল্যাণকর, যিনি যশোদারূপ খনিতে মাণিক্যস্বরূপ ও নন্দরূপ সমুদ্রের আনন্দকর চন্দ্রসদৃশ॥ ৩॥

নবাম্ভোধরসংরম্ভবিড়ম্বিরুচিড়ম্বরঃ।
ক্ষিপ্তহাটকশৌটীর্য্যপট্টপীতাম্বরাবৃতঃ॥ ৪॥

নবীনমেঘের ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি, যিনি স্বর্ণ বর্ণ পীত বসনে সুশোভিত॥ ৪॥

কন্দর্পরূপসন্দর্পহারিপাদনখদ্যুতিঃ।
ধ্বজাম্ভোরুহদম্ভোলিযবাঙ্কুশলসৎপদঃ॥ ৫॥

যাঁহার পদনখদ্যুতি কন্দর্পের সৌন্দর্য্য গর্ব্ব অপহরণ করে; ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, যব ও অঙ্কুশাদিদ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম সুশোভিত॥ ৫॥

পদপঞ্জরসিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরখঞ্জনঃ।
মসারসম্পুটাকারধারিজানুযুগোজ্জ্বলঃ॥ ৬॥

যাঁহার পাদপদ্ম স্বরূপ পঞ্জরে নূপুর রূপ খঞ্জন পক্ষী মধুর শব্দ করিতেছে এবং ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত সম্পুটকের (কটুয়ার) ন্যায় যাঁহার জানুদ্বয় উজ্জ্বল॥ ৬॥

শৌণ্ডস্তম্বেরমোদ্দণ্ডশুণ্ডারম্ভোরুসৌষ্ঠবঃ।
মণিকিঙ্কিণিসংকীর্ণবিশঙ্কটকটিস্থলঃ॥ ৭॥

মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাদণ্ডের ন্যায় যাঁহার উরুদ্বয় সুশোভিত এবং যাঁহার বিশাল কটিস্থল মণিময় কিঙ্কিণী দ্বারা খচিত॥ ৭॥

মধ্যমাধুর্য্যবিধ্বস্তদিব্যসিংহমদোদ্ধতিঃ।
গারুত্মতগিরিগ্রাবগারিষ্ঠোরস্তটান্তরঃ॥ ৮॥

যাঁহার কটিদেশের শোভায় স্বর্গীয় সিংহের মদগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে এবং মরকত-মণি পর্ব্বতের শিলাখণ্ড অপেক্ষাও যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত॥ ৮॥

কম্বুকণ্ঠস্থলালম্বিমণিসম্রাড়লঙ্কৃতিঃ।
আখণ্ডলমণিস্তম্ভস্পর্দ্ধিদোর্দ্দণ্ডচণ্ডিমা॥ ৯॥

যাঁহার কম্বু কণ্ঠে অর্থাৎ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ান্বিত গলদেশে ভূষণ-সার কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে এবং ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত স্তম্ভের ন্যায় যাঁহার দোর্দ্দণ্ড অর্থাৎ বাহুযুগল অতিশয় শোভিত॥ ৯॥

খণ্ডিতাখণ্ডকোটীন্দুসৌন্দর্য্যমুখমণ্ডলঃ।
লাবণ্যলহরীসিন্ধুঃ সিন্দূরতুলিতাধরঃ॥ ১০॥

যিনি মুখমণ্ডলদ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের শোভা পরাভব করিয়াছেন, যিনি লাবণ্য লহরীর সিন্ধু এবং সিন্দূরের ন্যায় যাঁহার অধর বিম্ব॥ ১০॥

ফুল্লারবিন্দসৌন্দর্য্যকন্দলীতুন্দিলেক্ষণঃ।
গণ্ডান্ততাণ্ডবক্রীড়াহিণ্ডন্মকরকুণ্ডলঃ॥ ১১॥

প্রফুল্ল অম্বুজের ন্যায় যাঁহার নয়নযুগল সুশোভিত এবং যাঁহার গণ্ড-প্রান্তে মকরকুণ্ডল দোদুল্যমান হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন উহারা উত্তম-স্থান প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য শিক্ষা করিতেছে॥ ১১॥

নবীনযৌবনারম্ভজৃম্ভিতোজ্জ্বলবিগ্রহঃ।
অপাঙ্গতুঙ্গিতানঙ্গকোটিকোদণ্ডবিক্রমঃ॥ ১২॥

অভিনব যৌবনের প্রারম্ভে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বলরসে পরিপূর্ণ এবং অনঙ্গের কোটিসঙ্খ্যক ধনুকের বিক্রম, যাঁহার অপাঙ্গ দেশে বিরাজ করিতেছে॥ ১২॥

সুধানির্য্যাসমাধুর্য্যধুরীণোদারভাষিতঃ।
সান্দ্রবৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরাগন্ধসিন্ধুরঃ॥ ১৩॥

যাঁহার বাক্য অমৃতের মাধুর্য্যরাশি বহন ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে এবং যিনি বৃন্দাবনের কুঞ্জমধ্যে ও তত্রত্য পর্ব্বতগুহায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দচারী হইয়া বিরাজ করিতেছেন॥ ১৩॥

ধন্যগোবর্দ্ধনোত্তুঙ্গশৃঙ্গোৎসঙ্গনবাম্বুদঃ।
কলিন্দনন্দিনীকেলিকল্যাণকলহংসকঃ॥ ১৪॥

যিনি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গমধ্যে নবীনমেঘস্বরূপ ও কলিন্দকন্যা যমুনার জল বিহারে যিনি কল্যাণকর কলহংসস্বরূপ॥ ১৪॥

নন্দীশ্বরধৃতানন্দো ভাণ্ডীরতটতাণ্ডবী।
শঙ্খচূড়হরঃ ক্রীড়াগেণ্ডুকৃতগিরীশ্বরঃ॥ ১৫॥

যিনি বিবিধ ফল পুষ্পবতী তরুলতায় আকীর্ণ নন্দীশ্বর নামক স্থানে মহানন্দ ও কালিন্দীর পর পারস্থিত ভাণ্ডীর তটে নৃত্য করিয়া থাকেন, যিনি শঙ্খচূড় নামক কংসভৃত্যের প্রাণ সংহারক এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়াছেন॥ ১৫॥

গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবাবৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লাইমখেরা, শিলং
ইং ১৭।১০।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য প্রফেসর বাবুরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে পৌঁছিলেন। * * এখন কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আমাদের সকলেরই তথায় গিয়া কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু নিমানন্দ-প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে এ প্রদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। কুরুক্ষেত্র হইতে পর পর পত্রাদি ও টেলিগ্রাম আসিতেছে। * * সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তথায় আপনাদের যাওয়া প্রয়োজন। পরে আসাম প্রদেশে কার্য্য হইতে পারিবে। * * *

সূর্য্যগ্রহণের মাত্র ২৫ দিন বাকী আছে। * * * কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের কথা U. P., the Punjab এবং Central India প্রভৃতি স্থানের লোক বিশেষভাবে অবগত আছে। অন্যূন ১৫ লক্ষ লোকের তথায় সমাবেশ হইবে।

আমাদের একটী রথ প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত Tube-Well ও অস্থায়ী tents এর আবশ্যকতা আছে। তথায় আমাদের একটা Medical Relief Mission ও পাঠাইতে হইবে। প্রায় বহুদিন পরে এই সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রহণোপলক্ষে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সূর্য্যগ্রহণের ব্রহ্মসরে স্নান বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে রামের সহিত তথায় রথে গিয়াছিলেন। গ্রহণোপলক্ষে স্নান উদ্দেশ করিয়া ব্রজবাসিগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং **শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনপ্রয়াসী গৌড়ীয় ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে যত্ন করিবেন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।** কর্ম্মিগণের পাপক্ষালনের জন্য ও পুণ্য মুহূর্ত্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নানাদির ব্যবস্থা।

জ্ঞানিগণের আলম্বন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু গোপীগণের তন্ময়তা বিষয়জাতীয় কৃষ্ণাভিমানের ন্যায় উদিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। এই বিশিষ্ট-লীলার দ্বারা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত করিবার বিচার তাঁহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিন-শ্রেণীর লোকেরই তথায় গ্রহণোপলক্ষে উপস্থিতি প্রয়োজন। তীর্থ-মহারাজকেও এই পত্র জ্ঞাত করাইয়া উভয়ে পরমোৎসাহের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সেবায় তৎপর হইবেন। আমরা এখানে আরও ৫।৬ দিন আছি। পরে গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী হইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভাব)

১। 'ভাব' কাহাকে বলে? উহা প্রেমভক্তির কোন্ অবস্থা?

"প্রেমভক্তিই সাধন-ভক্তির ফল। প্রেমভক্তির দুইটী অবস্থা,—প্রথমাবস্থা—'ভাব' এবং দ্বিতীয়াবস্থা—'প্রেম'। 'প্রেম'কে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে 'ভাব'কে তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায়। ভাব—বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ, রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্ব্বে যে ভক্তি-সামান্য-লক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে-অবস্থায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, সেই অবস্থাকে 'ভাব' বলা যায়। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশরূপ, কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশরূপে ভাসমান হয়।" —চৈঃ শিঃ ৫।১

২। বৈধ-সাধনাভিনিবেশজ ও রাগানুগ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ কি কি?

"শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধ সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ; পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাব-প্রাপ্তিই রাগানুগা-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ।" —চৈঃ শিঃ ৫।১

৩। ভাবভক্তের জীবনে কি কোনও অবৈধ-কার্য্য দৃষ্ট হয়?

"ভাব-জীবন যে বৈধজীবনের এককালীন পরিবর্ত্তন করে, তাহা নয়; কিন্তু ভাবুকের কার্য্যসকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ব্বরতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয়। ভাবুক স্বৈর-ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার দ্বারা কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোনপ্রকার পুণ্য-পাপে রুচি থাকে না, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়াও ভাবুক কোন কর্ম্ম করেন না, কাহারও অনুকরণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না; শরীর মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদির সংরক্ষণ-ক্রিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। পুণ্যকার্য্যেই যখন তাঁহার তাচ্ছিল্য, তখন পাপ-কার্য্য কোনপ্রকারেই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না।" —চৈঃ শিঃ ৫।১

৪। ভাবভক্তের প্রতি অবজ্ঞা-ফলে বৈধ-ভক্তের কি গতি হয়?

"জাতভাব-ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধ-ভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবভক্তের জীবন সাধন-ভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ। —চৈঃ শিঃ ৫।১

৫। ভাবোদয়ে কি কি বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশ পায় ?

"প্রেমের প্রথমাবস্থা 'ভাব' নাম তার।
পুলকাশ্রু স্বল্প হয় সাত্ত্বিক বিকার ॥"
—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৬। ভাবাঙ্কুরের উদয়ে কি কি অনুভাব লক্ষিত হয় ?

"ক্ষোভের কারণ সত্ত্বে ক্ষোভ নাহি হয়।
সদা কৃষ্ণ ভজে, নাহি করে কালক্ষয় ॥
কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি সদা রয়।
মান থাকিলেও অভিমানী নাহি হয় ॥
অবশ্য পাইব কৃষ্ণকৃপা—আশা করে।
কৃষ্ণ ভজে অহরহঃ ব্যাকুল-অন্তরে ॥
হরেকৃষ্ণ-নামগানে রুচি নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণের গুণাখ্যানে আসক্তি বিস্তর ॥
প্রীতি করে সদা কৃষ্ণবসতির স্থানে।
এই অনুভাব ভাবাঙ্কুর বিদ্যমানে ॥"
—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৭। ভাবভক্তে অষ্টসাত্ত্বিক উদিত হয় কি ?

"স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, স্বর-ভেদ।
বৈবর্ণ্য, প্রলয়, অশ্রু বিকার—প্রভেদ ॥"
—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৮। ভাবভক্ত কিরূপভাবে জীবন যাপন করেন ?

"লজ্জা ছাড়ি' কৃষ্ণনাম সদা পাঠ করে।
কৃষ্ণের মধুর লীলা সদা চিত্তে স্মরে ॥
তুষ্টমনাঃ, স্পৃহা-মদ-শূন্য, বিমৎসর।
জীবন যাপন করে কৃষ্ণেচ্ছা-তৎপর ॥"
—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৯। ভাবভক্তের বেদ-লোকবাহ্য আচরণ কিরূপ ?

"ভাবোদয়ে কভু কাঁদে, কৃষ্ণচিন্তা-ফলে।
হাসে আনন্দিত হয়, অলৌকিক বলে ॥
নাচে গায়, কৃষ্ণ-আলোচনে সুখ পায়।
লীলা অনুভবে হয়, তুষ্ণীম্ভূত প্রায় ॥"
—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

১০। ভাবভক্ত কি শ্রীশ্যামসুন্দরের দর্শন পান ?

"ক্ষণে ক্ষণে দেখে শ্যাম হিরণ্য-বলিত।
বনমালা, শিখিপিঞ্ছ, ধাত্বাদি-মণ্ডিত ॥
নটবেশ, সাঙ্গস্কন্ধে ন্যস্ত পদ্মকর।
কর্ণভূষা, অলক-কপোলে স্মিতাধর ॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

১১। ভাবভক্ত-হৃদয়ে ভগবদ্‌গুণ কিরূপভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করে ?

"কি পুণ্যে কালীয় পায় পদরেণু তব।
বুঝিতে না পারি কৃষ্ণ-কৃপার সম্ভব ॥
যাহা লাগি লক্ষ্মীদেবী তপঃ আচরিল।
বহুকাল ধৃতব্রতা কামাদি ছাড়িল ॥

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

১২। সহজ-বৈরাগ্যবান্ ভাবভক্তের কিরূপ দৈন্য ও সিদ্ধি-লালসা উদিত হয় ?

"দুস্ত্যজ্য আর্য্য-পথ স্বজন ছাড়ি' দিয়া।
শ্রুতিমৃগ্য কৃষ্ণপদ ভজে গোপী গিয়া ॥
আহা ! ব্রজে গুল্ম-লতা-বৃক্ষ-দেহ ধরি।
গোপীপদরেণু কি সেবিব ভক্তি করি ?"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'ভাব'

১৩। রূঢ়ভাবাপন্ন গোপীকাগণের কি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা আছে ?

"ভবভীত মুনিগণ আর দেবগণ।
যাঁহার চরণ-বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥
সে গোবিন্দে রূঢ়ভাবাপন্ন গোপী ধন্য।
কৃষ্ণরস আগে ব্রহ্ম-জন্ম নহে গণ্য ॥

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'ভাব'

১৪। জাতভাব-ব্যক্তি কোন্ বিষয়ে আসক্তি প্রকাশ করেন ?

"জাতভাব-পুরুষ ভগবদ্‌গুণাখ্যানে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন।"

—চৈঃ শি ৫।২

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে দীনের ভক্ত্যঞ্জলি

হে প্রভো !
আমি অতি দীন ভজন বিহীন
হৃদয়েতে ভক্তি নাই।
কেমনে হৃদয়ে ভক্তি উপজিবে
কেমনে যে তাঁরে পাই ?
ওহে গুরুদেব ! তুমি কৃপা করি'
এ দাসে ভকতি দিয়া—
জ্বালো ভক্তি-দীপ হৃদয় মাঝারে
অজ্ঞান মোহ নাশিয়া ॥
ঘুচে দাও মোর মোহের বন্ধন
এ শুধু মিনতি করি।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মতি হয় যেন
বলি সদা হরি হরি ॥
তুমিই আমার পথের সহায়
যে-পথে যাইতে আশ।
মাগিতেছি আমি তোমার করুণা
দশনে ধরিয়া ঘাস ॥
কি দিয়ে পূজিব, তোমার চরণ
নয়নের বারি ছাড়া।
না হ'লে করুণা এ'দাসের প্রতি
আমি হ'ব পথ হারা ॥
তাই তব কৃপা মাগি কৃপাময়
হৃদয়ের দ্বার খুলি'।
লহ দয়াময় এ' অভাজনের
শ্রদ্ধানত ভক্ত্যঞ্জলি ॥

নিত্যদাসাভিলাষী—
শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৬)

উত্তম ভক্তের শ্রেষ্ঠত্বহেতু পুনর্ব্বার অষ্টশ্লোকে তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন,—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৮)

বাসুদেবে আবিষ্টচিত্ত যে ব্যক্তি বিশ্বকে বিষ্ণুমায়া জানিয়া ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে অনাবিষ্টতাহেতু কোন দ্বেষ বা হর্ষ প্রকাশ করেন না, তিনি উত্তম ভাগবত। ভগবদাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও বস্তুবিশেষ অনুরাগ বা দ্বেষপূর্ব্বক গ্রহণ করেন না। এই বিশ্ব বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস বলিয়া হেয়।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবত প্রধানঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৯)

এই প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত কেবল মানসচিহ্ন দ্বারা উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন,—যিনি শ্রীহরির স্মৃতিবশতঃ দেহের জন্মমরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের শ্রমরূপ সংসারধর্ম্ম দ্বারা বিমুগ্ধ হন না, তিনি প্রধান ভাগবত।

যে ব্যক্তি শ্রীহরির স্মৃতিবশতঃ দেহাদির জন্মমরণাদি সংসারধর্ম্মসমূহ দ্বারা বিমুহ্যমান হন না, তিনিই ভাগবত প্রধান। শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥" (গীঃ ৭।২৮)

মহত্তমজনগণের দর্শনরূপ পুণ্যকর্ম্মহেতু যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই দ্বন্দ্ব মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া দৃঢ়নিষ্ঠভাবে ভজন করেন।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৫০)

যাঁহার চিত্তে কাম্যকর্ম্ম ও তদ্ বীজসমূহের উৎপত্তি হয় না, (বীজ শব্দে বাসনা) এবং যিনি বাসুদেবৈকনিলয় অর্থাৎ বাসুদেবই একমাত্র যাঁহার আশ্রয় তিনিই ভাগবতগণ মধ্যে উত্তম।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫১)

জন্ম শব্দে সৎকুল, কর্ম্ম শব্দে তপস্যাদি, জাতিশব্দে অনুলোম ক্রমেজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত (বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত সন্তান) প্রভৃতি জ্ঞাতব্য। এই সকল দ্বারা যাঁহার দেহে অহংভাব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভগবৎসেবার অনুকূলসাধ্যদেহেই তাদৃশ ভাব হয় তিনিই শ্রীহরির প্রিয়োত্তম।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৫২)

যাঁহার ধনে স্বীয় বা পরকীয় জ্ঞান বা আত্মসমূহে ভেদজ্ঞান নাই অথচ যিনি সর্ব্বভূত-সুহৃদ্‌ভাবযুক্ত ও শান্তচিত্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম। ধনে স্বকীয় পরকীয় জ্ঞান এবং আত্মসমূহে স্বপর ভেদজ্ঞান এই অর্থ। এস্থলে ধনের ন্যায় আত্মাতেও স্বপক্ষপাতমাত্র নিষিদ্ধ হইতেছে কিন্তু ব্যক্তিভেদ নিষিদ্ধ হয় নাই।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতি
রজিতাত্মসুরাদিভির্ব্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৫৩)

ত্রিলোকের রাজ্যলাভার্থেও যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তৎপ্রতি লুব্ধ হয় না এবং যিনি শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদিদেবগণ দুর্ল্লভ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম হইতে নিমিষার্দ্ধও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। এস্থলে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত না হওয়ার হেতু এই যে, তিনি ত্রিলোকরাজ্যলাভার্থেও অকুণ্ঠিত স্মৃতিযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ মহাবিভবেও তাঁহার স্মৃতি আকৃষ্ট হয় না। তাদৃশ অকুণ্ঠিত স্মৃতি বিষয়ে হেতু—শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদিদেবগণেরও দুর্লভ হরিপদ লব্ধ হইলে ত্রৈলোক্য বিভবে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। এস্থলে বিষয়াভিসন্ধির নামই 'চলন'। কামনাজনিত সন্তাপ হইতে বিষয়াভিসন্ধির উদয় হয়। পরন্তু ভগবৎসেবাজনিত সুখহেতু শান্তিলাভ হইলে তাহার সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১১।২।৫৪) বর্ণিত হইয়াছে,—

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥

চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ সূর্য্যকিরণ থাকে না, তদ্রূপ ভগবৎপরায়ণ জনগণের হৃদয়সন্তাপও ভগবানের বিক্রমযুক্ত পদনখমণির চন্দ্রিকা দ্বারা নিবারিত হইলে তাহা পুনর্ব্বার উদিত হইতে পারে না।

উরুবিক্রম শব্দ অঙ্ঘ্রিযুগলের বিশেষণ। উরুবিক্রম বা অঙ্ঘ্রিযুগল—কর্ম্মধারয় সমাস। তাদৃশ অঙ্ঘ্রিযুগলের শাখা অর্থাৎ অঙ্গুলি। চন্দ্রিকা শব্দে তাপহারিণী দীপ্তি। তাপ শব্দে কামাদি সন্তাপ।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৫৫)

অবশে অভিহিত হইয়াও যিনি পাপসকল নাশ করেন, তাদৃশ শ্রীহরি প্রণয়রজ্জুদ্বারা শ্রীপদযুগলে ধৃত হইয়া কখনও যাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না, তিনিই উত্তম ভাগবত বলিয়া উক্ত হন। বিসৃজতি ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা কথিত লক্ষণসকলের সার বর্ণিত হইয়াছে। অবশ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কেবলমাত্র উচ্চারিত হইয়াই যিনি পাপসকল নাশ করেন, সেই শ্রীহরি স্বয়ং সাক্ষাৎ যাহার হৃদয় ত্যাগ করেন না। কিহেতু তাদৃশ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের পাদপদ্ম ধৃত হইয়াছে অর্থাৎ আবদ্ধ রহিয়াছে? এস্থলে কামাদির অনুৎপত্তি হেতুরূপে "সাক্ষাৎ" পদটী উক্ত। নামোচ্চারণের উত্তর কালেই সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া কামাদির উদ্ভব বিষয়ে অবসর ঘটে না। "শ্রীহরি অবশ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াও" ইহার তাৎপর্য্য—যে ব্যক্তি তাদৃশ প্রণয়যুক্ত, তিনি সর্ব্বদা পরম আবেশে শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করেন বলিয়া শ্রীহরি তাঁহার পাপরাশি নাশ করেন।

আরও উক্ত হইয়াছে—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিহতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

অতএব উভয় প্রকারেই তাঁহাদের পাপসংস্কার থাকিতে পারে না। এতদ্দ্বারা বাচিক বৃত্ত লিঙ্গের নির্দ্দেশপূর্ব্বক "তিনি যাদৃশ বাক্য বিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি যে বাক্য উচ্চারণ করেন তাহা বলুন" এই প্রশ্নেরও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! "ভগবান্ বাসুদেবে আবিষ্টচিত্ত পুরুষ" ইত্যাদি প্রাকারণস্থ উত্তম ভাগবতের লক্ষণস্বরূপ পদ্যসকলের একবাক্যতা ও

পৃথগ্‌বাক্যতা উভয়ই জানিতে হইবে। যেহেতু তাদৃশ ভগবদ্‌বশীকারী ভাগবতোত্তমে কোন কোনস্থলে পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় লক্ষণেরই সম্ভাব, আর কোন কোন স্থলে কেবল লক্ষণদ্বয় বা লক্ষণত্রয়ের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই লক্ষণ সকলের একবাক্যতা স্বীকার পক্ষে এক একবাক্যগত এক একটী লক্ষণ দ্বারাই "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত এক মহাভাগবতই লক্ষিত হইয়া থাকেন। "বিস্মৃতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ধর্ম্মসমূহের হেতুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমস্ত লক্ষণেরসার বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে "স্মৃত্যা হরেঃ" (হরির স্মৃতিবশতঃ যিনি জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হন না) শ্লোকে জন্মমরণাদি সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ না হওয়ার স্মৃতিকেই হেতুরূপ বলা হইলেও 'বিস্মৃজতি' ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই বিস্মৃত উক্তি জানিতে হইবে।

অতএব প্রতি শ্লোকে "তিনিই ভাগবতোত্তম" এইরূপ অনুবাদ (পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন) সঙ্গতই হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণ সকলের পৃথক্ বাক্যতা স্বীকার পক্ষে যে লক্ষণ সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের সম্বন্ধে শ্রুতি হইতেছে না, সেই লক্ষণে 'ভাগবত'-পদ প্রয়োগ-বলে অথবা ভাগবত লক্ষণ প্রকরণবশতই ভগবানের সম্বন্ধ জানিতে হইবে অথবা পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী শ্লোকস্থ 'স্মৃত্যা' পদ যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এস্থলে "অর্চ্চায়ামেব" এই লক্ষণ হইতে "ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং" ইত্যাদি লক্ষণ শ্রেষ্ঠ আচার "তদপেক্ষা ন যস্য স্ব পরঃ" ইত্যাদি লক্ষণ, তদপেক্ষা "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্" তদপেক্ষা "দেহেন্দ্রিয় প্রাণ" ইত্যাদি লক্ষণ শ্রেষ্ঠ। এই শেষোক্ত সাধকের কর্ম্মসংস্কার বর্ত্তমান থাকিলেও তদ্দ্বারা বিমোহন হয় না। এই সংস্কারকে মূর্চ্ছিত সংস্কার বলা হয়। এই সাধকের নবীন প্রেমাঙ্কুর জন্মিয়াছে জানিতে হইবে।

এইরূপ 'ন কামকর্ম্মবীজানাং' শ্লোকের বিবৃতি "ত্রিভুবনবিভব হেতবে" শ্লোকে কৃত হইয়াছে। ইহাই ধ্যানাখ্যা ভক্তি। ইহার অপর নাম ধ্রুবানু-স্মৃতি। ইহার প্রেমাঙ্কুরও অনাস্বাদিতরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্যায় স্মরণের নিরন্তরতা সম্ভব হয় না। এই ভক্তই নির্ধূতকষায় নিগূঢ়প্রেমাঙ্কুর-বিশিষ্ট অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন প্রেমাঙ্কুরযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সাধু পদবাচ্য কে?

'সাধু'-সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারণা। জটাজুট-সমন্বিত ভস্মাচ্ছাদিতকায় ব্যক্তিমাত্রকেই জনসাধারণ সাধু বলিয়া মনে করেন। আবার কাহারও কাহারও বিচারে পুণ্যার্থী হইয়া যাঁহারা দান-ধ্যানাদি-কার্য্যে নিযুক্ত, সেই কর্ম্মিগণই সাধু। কিন্তু যদিও বেদে কর্ম্মকাণ্ডের কথা রহিয়াছে, তথাপি জনগণকে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া রাখা বেদের উদ্দেশ্য নহে। বেদসমূহের উদ্দিষ্ট বস্তু নির্গুণ—মায়িক গুণত্রয়ের অতীত। যাঁহারা দুষ্কার্য্যাদিতে রত, শুধু সেইসকল কামী ব্যক্তিদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্যই বেদসকল আপাতমনোরম, শ্রবণ-সুখাকর, পুষ্পিত বাক্যের অবতারণার দ্বারা স্বর্গাদি ফল-শ্রুতির কীর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বর্গাদি লোকসকল ক্ষয়িষ্ণু। ঐ সকল লোক প্রাপ্ত হইয়াও পুণ্যক্ষয়ে জীব পুনরায় মর্ত্ত্যে পতিত হয়। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড জীবের আত্যন্তিক বা নিত্যকল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'যামিমাং পুষ্পিতাং', 'কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ', 'ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং' 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ', 'যাবানর্থ উদপানে' প্রভৃতি শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'শাব্দস্য হি ব্রহ্মণঃ' (ভাঃ ২।২।২), 'এবং পুষ্পিতয়া বাচা···সমুদ্রবৎ' (ভাঃ ১১।২১।৩৪-৬৩),—কিং বিধত্তে—প্রতিষিদ্ধ প্রসীদতি' (ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩) প্রভৃতি শ্লোকমালা আলোচনা করিলে বিষয়টী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে, **সুখ-বাসনায় শয়ান ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে সুখদর্শনমাত্র করে, প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াময় পথে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হইলেও উহারা ঐকান্তিক নিরবদ্য সুখলাভ করিতে পারে না।** সুতরাং সাধু বলিতে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে যাহা বুঝায় পুণ্যকামিগণ তদন্তর্গত নহেন। আবার ভোগাদি ত্যাগ করিয়া গাত্রে ভস্মাদি লেপনপূর্ব্বক রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিবার ক্ষমতা হইলেই 'সাধু-পদবাচ্য' হওয়া যায় না, যদি ভগদ্ভক্তি না থাকে। তিনিই সাধু—যাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সেব্যবিগ্রহ শ্রীহরির অনুষ্ঠান, যিনি গৃহে থাকুন, আর বনে থাকুন, ভস্মাচ্ছাদিতকায় হউন আর সুরম্য প্রাসাদের অধিবাসী হউন, যিনি সর্ব্বাবস্থায়ই শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্ব্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

সাধুগণ নিরপেক্ষ, ইহজগতের কোনও ব্যক্তির অপেক্ষা তাঁহারা রাখেন না। তাঁহারা বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিলেও ধনমদান্ধ নহেন, সর্ব্ববিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও বিদ্যামদে প্রমত্ত নহেন। ধনমদে প্রমত্ত হইবার ফলে যাহারা বিবেক হীন হইয়া পরিয়াছে, বিদ্যার মদে যাহারা আত্মবৃত্তি-বঞ্চিত, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ সাধুব্যক্তি কখনও করেন না, তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থীও তাঁহারা নহেন।

সাধুগণ জানেন, শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা কিন্তু ধনদুর্ম্মদান্ধগণ নহেন। ভূমিরূপ শয্যা ও বাহুরূপ স্বতঃসিদ্ধ উপাধান লাভ করিয়া তাঁহারা বিষয়ে প্রমত্ত জনগণের নিকট শয্যা বা উপাধান প্রার্থনা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। ভিক্ষুকগণ নিজেদের আহার্য্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য ধনীর শরণাপন্ন হয় কিন্তু সাধুগণের বিচার—

"চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
দৈবাজ্যিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥" (ভাঃ ২।২।৫)

[পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া নাই ? পরোপকারী বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা দান করে না ? সকল নদীই কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ? সমুদয় পর্ব্বতগুহাই কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ? ভগবান্ কি শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন না ? বিবেকী ব্যক্তিগণ কিজন্য ধনদুর্ম্মদে অন্ধ ব্যক্তিগণের ভজনা করিবেন ?]

উক্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া কোনও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তকে সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাসাদে উপস্থিত হইতে দেখিয়াই অসাধুজ্ঞান করিলে আমাদের মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হইবে। নিষ্কিঞ্চন নবযোগেন্দ্র মহারাজ নিমির সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; নিষ্কিঞ্চন বিদুর মহোদয় হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাস দুর্ম্মদান্ধ জমিদার জগদানন্দ ও মাধবানন্দের গৃহে গমন করিয়াছিলেন; শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু রাজা বীর হাম্বিরের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও দোষ হয় নাই, পক্ষান্তরে তাঁহাদের পরোপকারত্ব ও পতিত-পাবনত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ ধনীর নিকট কোনও বস্তুর প্রার্থী না হইয়াও

কেন তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হন, তাহা যুধিষ্ঠির মহারাজের বিদুরের প্রতি অভিনন্দন প্রসঙ্গে উক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে বর্ণিত হইয়াছে—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥"

[আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতাবলে পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।]

সাধুগণ আত্মভোগের জন্য কাহার নিকট এক কপর্দ্দকও প্রার্থনা করেন না। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি তাঁহারা ভগবদ্-ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভিক্ষাপ্রদানকারীর কল্যাণ সাধন করেন। ভোগপর হইয়া কেহ ভিক্ষা করিলে তিনি সাধু নহেন। সাধু এমনই উদার-চরিত্র যে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, ভোগের মোহে—আপনার ফলে যে অর্থদ্বারা ভোগিকুল ভেকের কলরব দ্বারা কালসর্পকে আহ্বানের ন্যায় ভীষণ অসুবিধা বরণ করিয়া থাকে, সেই অর্থেরই কিছু সংগ্রহপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া এবং ধনদুর্ম্মদান্ধগণের নিকটও আত্মকল্যাণকর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পরোপকার বৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কিন্তু ধনদুর্ম্মদান্ধগণ প্রায়ই সাধুগণের এই পরোপকার-বৃত্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের অনুগ্রহপ্রার্থী জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সাধুগণের 'ব্যবহার-দুঃখ' যে তাঁহাদের পরানন্দ-সুখের বাধক নহে বরং তাহারই জ্ঞাপক, তাহা তাহাদের বোধগম্য হয় না। তাহাদের সম্বন্ধেই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

সঙ্গতিসম্পন্ন জনগণ ঠাকুরের এই মহাবাণীর মর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক গন্তব্য-পথ নির্ণয় করিলে আত্মমঙ্গল ও পর-মঙ্গল করিতে পারেন।

—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বর্ম্মন
বিদ্যাপাড়া, ধুবড়ী
(আসাম)

সিদ্ধান্ত-আচার্য্য

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রভু যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন সেই শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা-বাসরে। স্বরূপ-রূপানুগত্ব ব্যতীত শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ আর কিছু জানেন না; আবার শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরূপ প্রভুদ্বয়েই যে মহাপ্রভুর মনের কথা প্রকাশিত, তাহা আমরা মহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তন সময়ে "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই। গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনসময়ে কোনও গৌড়ীয়বৈষ্ণব মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত কোনও কার্য্য করিলে মহাপ্রভু তাহা শ্রীল স্বরূপ প্রভুর গোচরীভূত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার গৌড়ীয়া করে এমত ব্যবহার'। এই বাক্যেই আমরা দেখিতে পাই, মহাপ্রভু গৌড়ীয়গণকে শ্রীল স্বরূপ প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্ত-আচার্য্য। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোনও কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। মহাপ্রভুকে কোন লেখা দেখাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহা সিদ্ধান্তসম্মত হইয়াছে কিনা তৎপরীক্ষার ভার ছিল শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর উপর। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু তাহা অনুমোদন করিলে মহাপ্রভু দেখিতেন, অনুমোদন না করিলে প্রত্যাখ্যাত হইত। এতৎপ্রসঙ্গে পাঠকগণের নিশ্চয়ই বঙ্গদেশীয় বিপ্রের কথা স্মরণে আসিবে। এই বিপ্র সুললিত শ্লোকমালায় মহাপ্রভুর লীলা লিখিয়া তাহা মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইবার জন্য তৎসহ ভগবান্ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্য সেই বিপ্রসহ শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। আচার্য্যের অনুরোধ শ্রবণ করিয়া শ্রীস্বরূপ প্রভু বলিলেন,—

'যদ্বা-তদ্বা কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা যে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁ'র হয় প্রাণধন॥

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥

ঐ সকল কথা বলিবার পরও যখন ভগবান্ আচার্য্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন, তখন স্বরূপগোস্বামী প্রভু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপ্রকে তদ্‌রচিত নাটক পড়িতে অনুমতি দিলেন। নাটকের 'নান্দী' শ্লোকটী ছিল,—

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মেশষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥"

শ্লোকটী শুনিবামাত্র অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু লেখক যে ঈশ্বরের দেহ-দেহী ভেদ করিয়া সিদ্ধান্তবিরোধ-দোষে দুষ্ট তাহা শ্লোক শুনিবামাত্রই শ্রীস্বরূপ গোস্বামি প্রভু ধরিয়া ফেলিলেন এবং সেই বিপ্রদ্বারাই উক্ত শ্লোক ব্যাখ্যা করাইয়া তাহার মনের ভাব প্রকাশ করাইলেন। যাঁহারা কখনও শুদ্ধ স্বরূপ-রূপানুগ আচার্য্যের পাদপদ্ম সুষ্ঠুভাবে আশ্রয় করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত-বিরোধবাক্য ধরা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কারণ তাঁহারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত বিরোধ-দোষে আক্রান্ত। বর্ত্তমান সময়ে ভাবকেলি দেখাইয়া জগতের বিচারে বহু মনীষী যেসকল প্রবন্ধ লিখিয়া গণসমষ্টির প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন তাঁহাদের লেখায় যে অসংখ্য সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য রহিয়াছে, তাহা রূপানুগগণ সহজেই প্রদর্শন করিতে পারেন।

এক সময় চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয়প্রদানকারী—গৌর-গৌরধাম-বিদ্বেষী জনৈক ব্যক্তি আমদের নিকট ভাগবত-ব্যবসায়ীর সিদ্ধান্তজ্ঞানের কথা পঞ্চমুখে বলিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই ভাগবত-ব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের নমুনা যখন আমরা 'আচার ও আচার্য্য' নামক মুদ্রিত পুস্তক হইতে দেখাইলাম, তখন তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। বস্তুতপক্ষে **সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্য জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।** সিদ্ধান্তহীন ভাবকেলিকে যাঁহারা ভক্তি বলেন, তাঁহারা ভক্তিরাজ্য হইতে অনন্ত-যোজন দূরে, মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদগণের কোন কথায়ই তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। যাঁহারা সিদ্ধান্ত-বিচারকে শুদ্ধজ্ঞানের অন্তর্গত মনে করিয়া তাহা হইতে তফাৎ থাকেন এবং নিজদিগকে ভাবুক ও ভক্ত জ্ঞান করেন তাঁহারা মাটিয়া-বুদ্ধিতে আবদ্ধ, মহাপ্রভুর উপদেশের বিপরীত দিকেই তাঁহাদের

গতি। যাঁহারা মহাপ্রভুর উপদেশ-আলোকে আলোকিত হইয়া অপ্রাকৃত নবীন মদনের সেবার অভিলাষী, তাঁহারা স্বরূপ-রূপানুগ সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যেরই আনুগত্য করিবেন। উক্ত বঙ্গদেশীয় বিপ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীস্বরূপ প্রভু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। শ্রীস্বরূপপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে'ত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥"

এদিকে যেমন স্বরূপ প্রভু সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কথা শুনিলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতেন, অপর দকে শুদ্ধগৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত লিখনাদি তাঁহার বড়ই আদরের ছিল। তিনি ঐ বঙ্গদেশীয় বিপ্রের প্রসঙ্গেই শ্রীরূপ প্রভুর নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে॥"

শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম শ্রীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'গোপী, গোপী' জপ সময়ে তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপের সহিত তাঁহার যে লীলা হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের নিকট স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না হইলেও তদীয় প্রকাশ বিগ্রহের নিকট স্বতঃপ্রকাশিত। শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্করের আলোকে তাহা আমাদের জানিবার সৌভাগ্য হয়।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিলাষে বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক দশনামী দণ্ডিগণের মধ্যে ব্রহ্মচারী হন। তাহাতে তাঁহার নাম শ্রীদামোদর-স্বরূপ হয়। পরে তিনি সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপদকমলে আজীবন নীলাচলে অবস্থান করেন। তথায় সর্ব্বকাল শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অবস্থান-পূর্ব্বক তদীয় উপদিষ্ট ভজনাদি গান করিয়া মহাপ্রভুকে অনুক্ষণ পরম প্রীতি প্রদান করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে গূঢ়ভাবসমূহ শ্রীস্বরূপ প্রভুর প্রসাদেই উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। ব্রজ-লীলায় তিনি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর দ্বিতীয় স্বরূপিনী শ্রীললিতাদেবী। আবার শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীরাধাভাব-বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির দ্বিতীয় স্বরূপ।

আমাদের প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামীপাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তিনি শ্রীদাস গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইঁহ তত জানে।"

শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভুর হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু 'স্বরূপের রঘু' বলিয়া পরিচিত।

গুণ্ডিচামার্জ্জনে, জলক্রীড়ায়, রথাগ্রে নর্ত্তনে—সকল সময়েই শ্রীস্বরূপপ্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গী। মহাপ্রভু প্রকটলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর গম্ভীরায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপ-দামোর ও রায় শ্রীরামানন্দের সঙ্গেই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায়ের জগন্নাথবল্লভ, শ্রীবিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং শ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দ আস্বাদন করিতেন।

শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু একদিকে যেমন সিদ্ধান্ত-আচার্য্য, অপর দিকে তেমনই সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া। তিনি মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব অনুসারে নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেন। মহাপ্রভু যখন বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত, তখন রামানন্দ ও স্বরূপই তাঁহার সঙ্গী।

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখেন পরাণ।"

মহাপ্রভুর প্রকটলীলার মুখ্যকারণ আমরা শ্রীস্বরূপ প্রভুর করচায়ই দেখিতে পাই। তদ্‌রচিত 'রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী' ও 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা' শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদেরই গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন গোচরীভূত। শ্রীস্বরূপ প্রভুই আমাদের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা, শ্রীঅদ্বৈতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

রথযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণকে নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে বৃষভানুনন্দিনীর সদনে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীস্বরূপপ্রভু বৃষভানুনন্দিনীর দ্বিতীয় স্বরূপ। গৌর-লীলায় যেমন তিনি বিরহব্যথায় কীর্ত্তন দ্বারা মহাপ্রভুর প্রাণরক্ষা করিতেন, সেইপ্রকার কৃষ্ণলীলায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনয়নের ব্যবস্থা দ্বারা বিরহ-বিধুরা বার্ষভানবীদেবীর জীবন রক্ষা করিতেন। শ্রীরথযাত্রাবাসরে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে ব্রজে লইয়া যাইবার কালে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ধামের সেবার মধুরিমাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—শ্রীশ্যামসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী

জীবন্মুক্ত ও জীবঙ্গব

জীবের পরিমাণ

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরে জীবের পরিণাম ও স্বভাব বিষয়ে বর্ণিত আছে যে,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥ (শ্বঃ উঃ ৫।৯, ১০)

ভগবান্ পূর্ণচিদ্বস্তু। জীব তদীয় চিদনুতটস্থশক্তিমাত্র। একটী কেশ প্রথমতঃ শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনরায় প্রত্যেক ভাগকে শতভাগে পরিণত করিলে তাহার প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ-তুল্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবের পরিমাণ। যিনি জীবের এইরূপ স্বরূপের বিষয় অবগত হয়েন, তিনিই জীবোন্মুক্ত হন। এই জীব স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব নহে। যখন যে শরীর গ্রহণ করে, তাহার সহিত তত্তদভিমানে সংশ্লিষ্ট হয়। অবশ্য ভগবদ্বহির্ম্মুখতায় কর্ম্মফলই তত্তৎ শরীর গ্রহণের কারণ। শ্রীভগবানও নিজ বিভূতি বর্ণনকালে বলিয়াছেন,—

"গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মানামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ॥"

সূক্ষ্মগণের মধ্যে আমি (ভগবান্) ভেদাভেদ-প্রকাশস্বরূপ জীব।

জীবের দ্বৈবিধ্য

সংখ্যাতীত চিৎকণসমূহ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম—নিত্যমুক্ত ও দ্বিতীয়—বদ্ধাবস্থা। নিত্যমুক্তগণ ভগবৎ-পার্ষদপর্য্যায়ে গণিত থাকায় তদীয় জীব-হিতৈষীপ্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় যে-কোন ভুবনে যে-কোন প্রকার শরীর গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতে পারেন। তাঁহারা ইতর জীববৎ কর্ম্মফলবাধ্য, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির অধীন নহেন। সুতরাং এই প্রবন্ধে তাঁহাদের বিষয় আলোচ্য নহে। জীব অনাদিকালে ভগবৎসেবাবিস্মৃতিহেতু স্বয়ং ভোক্তা সাজিয়া প্রকৃতিকে ভোগবুদ্ধি করায় মহামায়ার শাসনে পতিত হইয়া স্বীয় কৃত-কর্ম্মের পরিণামানুসারে এক-একটী দেহ প্রাপ্ত হইয়া নির্দ্দিষ্টকাল ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাই জীবের চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ নামে অভিহিত। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে,—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥

এই প্রকার ৮৪ লক্ষ যোনিতে জীবের ভ্রমণবাধ্যতা আছে। কর্ম্মফলে পাপপুণ্যের তারতম্যে এই সমস্ত যোনিতে সমস্ত বদ্ধজীবকেই গমনে বাধ্য হইতে হয়।

নিত্যবদ্ধ জীবের বিভাগ

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় নিজজন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা-প্রদানচ্ছলে জীবগণের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও নিসর্গের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

তার মধ্যে 'স্থাবর' 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তা'র মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানী মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥

নিত্যবদ্ধ জীবগণের মধ্যে কতকগুলি অচল, যেমন বৃক্ষাদি আর কতক-গুলি চলচ্ছক্তিযুক্ত, ইহারা জঙ্গম আখ্যায় আখ্যায়ীত। জঙ্গম-জীব প্রধানতঃ তিন প্রকার—তির্য্যক্ অর্থাৎ বিহঙ্গমাদি, জলচর—মৎস্যাদি ও স্থলচর—মনুষ্য-পশ্বাদি। এই স্থলচর জীবের মধ্যে মনুষ্যাকারে পরিচিত দ্বিপদবিশিষ্ট জীবের সংখ্যা অতি অল্প। তন্মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবরাদি জাতির সংখ্যা অধিক। ইহারা সকলেই বেদবহির্ভূত অনার্য্যসংজ্ঞায় পরিচিত। অতএব বেদনিষ্ঠ মনুষ্যসংখ্যা অতি অল্প হইলেও তন্মধ্যে ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী দুইটী বিভাগ পাওয়া যায়। কতকগুলি লোক আপনাদিগকে বেদানুগামী পরিচয় দিয়াও বেদতাৎপর্য্য না বুঝিয়া বা বুঝিয়াও তাহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ থাকে। তাঁহারাই অধর্ম্মচারী—পাপী। অবশিষ্ট যাহারা বেদের অনুশাসনে চলে, তাহাদের আবার অনেকেই স্বর্গাদি অনিত্যফলাকাঙ্ক্ষায়

কিঞ্চিৎ পুণ্যাদি সঞ্চয়ের অভিলাষী হইয়া কর্ম্মনিষ্ঠ। কদাচিৎ কাহাকেও বা জ্ঞানানুসন্ধিৎসু দেখা যায়। কোটি কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে জড়বুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিজস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তি এক-আধটি দেখা যায়। কিন্তু ঐরূপ মুক্তেরাও সকলে কৃষ্ণভজনে শ্রদ্ধালু নহেন। সুতরাং মুক্তদিগের বহু সংখ্যার মধ্যে কদাচিৎ দুই একজন কৃষ্ণভক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে মহারাজ বিষ্ণুরাত, বৃত্রাসুরের কিপ্রকারে বিষ্ণুভক্তি উপস্থিত হইল, এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া শ্রীশুকদেবের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন,—

রজোভিঃ সম-সংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

(ভাঃ ৬।১৪।৩-৫)

পার্থিব বালুকাকণার তুল্য জীবের সংখ্যা করা অসম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। আবার তাঁহারা প্রায়ই সকলে জড়-প্রভাব হইতে মুক্তিলাভে অভিলাষী হইলেও সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ক্বচিৎ দুই একজন তত্ত্বসিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটি কোটি সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ প্রশান্তাত্মা নারায়ণভক্ত হন। অতএব নারায়ণভক্ত অতীব দুর্লভ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীব বিভাগ

জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বদ্ধজীবকে সুসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—১। পূর্ণবিকচিতচেতন, ২। বিকচিতচেতন, ৩। মুকুলিতচেতন, ৪। সঙ্কুচিতচেতন, ৫। আচ্ছাদিতচেতন। আচ্ছাদিতচেতন—বৃক্ষ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীব। কৃষ্ণবিস্মৃতি গাঢ়তম হইতে প্রস্তর বা বৃক্ষগতির প্রাপ্তিতে চেতনধর্ম্ম আচ্ছাদিত হয়। অহল্যা, যমলার্জ্জুন, সপ্ততাল প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সঙ্কুচিতচেতন—বদ্ধজীবগণ পশু, পক্ষী বা সরীসৃপাদি দেহগত। ইহাদের চেতনধর্ম্ম অত্যল্প মাত্র বিকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে। মনুষ্যদেহেরই মুকুলিতচেতন, বিকচিতচেলন ও পূর্ণবিকচেতন অবস্থাত্রয় পরিলক্ষিত হয়।

নরজীবনের অবস্থাপঞ্চক

মানবজীবনে পাঁচ প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। নীতিশূন্য স্বেচ্ছাচার-পূর্ণ জীবন এবং কেবল ব্যবহারিক নৈতিক জীবনে ঈশ্বরচিন্তা নাই, সুতরাং চৈতন্য মুকুলিত। আবার সেশ্বর-নৈতিক-জীবনেও দুই প্রকার বিভাগ। যথা—কল্পিত ও বাস্তব। এই কল্পিত-সেশ্বর-নৈতিক জীবনেও চেতনের বিকাশের পরিচয় না থাকায় মুকুলিতচেতনরূপে অবস্থিতি। বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক-জীবনে চেতনধর্ম্মের কিঞ্চিৎ বিকচিতাবস্থা পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃত সাধনভক্তিময় জীবনকেই বিকচিতচেতন বলা যায়। আবার উহার উন্নতি-ক্রমে ভাবভক্ত-জীবনকে পূর্ণবিকচিতচেতন বলিয়া আখ্যাত করা হইয়া থাকে। তাহার উন্নতাবস্থায় জড়সম্বন্ধ থাকে না। জীব তখন বন্ধমুক্ত হইয়া শুদ্ধ ভাবে অবস্থান করে।

প্রত্যেক ব্যক্তির পরীক্ষিতব্য বিষয়

আমরা ভগবানের প্রাণিসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতার দাবী করিয়া যদি আত্মপরীক্ষা দ্বারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত আছি, ইহা নির্ণয় করিতে অবহেলা করি, তাহ হইলে সাধু ও শাস্ত্র আমাদিগকে জীবন্মৃত আখ্যা দিবেন না কি? প্রথমতঃ অনাদিবহির্ম্মুখতার ফলে বদ্ধভাব প্রাপ্ত হইয়াও পরমকরুণাময়ের কৃপায় উন্নত স্তরে উন্নীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াও যদি আত্মপরীক্ষার দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকি, তাহা হইলে নিজকর্ম্ম-দোষে পুনরায় বঞ্চিত স্থাবর-যোনিতে অধঃপতন অবশ্য হইবে না কি? আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ করুণা-ময়ের উৎকৃষ্টতম দান চেতনধর্ম্ম আচ্ছাদিত বা সঙ্কুচিত রাখাই কি বিচার-পরায়ণ মানবের অন্তিম মীমাংস্য হইবে? প্রস্তর, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জীবন অপেক্ষা আমরা কি উন্নতি করিলাম, ইহা চিন্তা করিয়া যদি উন্নত-সোপান-গ্রহণে সমাদর না হয়, তাহা হইলে আমাদের পরিণাম কি, ইহাও কি ভাবিবার বিষয় নহে? বৃক্ষগুলি বাঁচিয়া থাকে অথচ মনুষ্য অপেক্ষা উহারা অনেক গুণে দীর্ঘায়ু। তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ আমাদের অপটু ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না বটে, কামারের যাঁতা ত' মানব অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। অন্যান্য গ্রাম্য পশুগুলিও আহার ও যৌথিসম্ভোগাদি করিয়া থাকে। সুতরাং কেবল ঐ প্রকার কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত ব্যক্তিগণ কি নরাকার পশু নহে? আবার কুক্কুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ নামক পশুচতুষ্টয় আমাদের কার্য্যাবলী দেখিয়া আমাদের

স্তব-কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তাহারা বলে যে, "আমরা স্বকর্ম্মফলে নিয়তিকৃত নিজ নিজ ধর্ম্মে পতিত থাকিয়া প্রত্যেকে এক একটী স্বভাব লইয়া বিচরণ করিতেছি। কেহ অন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু বিচারশীল সর্ব্বপ্রধান জীব মনুষ্য হইয়াও ইহারা শাস্ত্রে আদিষ্ট স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক নিষ্কারণ-ক্রোধ, অমেধ্যভোজন, মহাভারবহন ও স্ত্রীপাদ-তাড়নাদি আমাদের সমস্ত ধর্ম্মগুলি একাকী অত্যাগ্রহের সহিত আত্মসাৎ করিয়াছে। অতএব এই প্রকার প্রাণীকে আমরা সুদূর হইতে প্রণতি-বিধান করি।" সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবাবিধানই একমাত্র প্রয়োজন এইরূপ সদ্‌বুদ্ধি উদিত না হওয়ায় তাহাদের কর্ণরন্ধ্রগুলি বৃথা ছিদ্রমাত্র, জিহ্বা অসতী বারবনিতার ন্যায় ও ভেকজিহ্বাতুল্য কোলাহল করিয়া আপন মৃত্যুকেই বরণ করিবার জন্য ব্যস্ত। বহুমূল্য উষ্ণীষ ও কিরীট দ্বারা শোভিত হইলেও সেই সমস্ত সংসার-সিন্ধুর অতলজলে প্রবিশ্যমান্ ব্যক্তিকে আরও শীঘ্র নিমজ্জিত করিবার উপকরণ স্বরূপ ভারমাত্র। সুবর্ণকঙ্কণাদি দ্বারা ভূষিত থাকিলেও তাহাদের হস্তগুলি মৃতকের হস্ততুল্য; যেহেতু দেবপিত্রাদিও সেই হস্তপ্রদত্ত জলপিণ্ডাদি অশুচি বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাহাদের চক্ষু ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় উদ্ধারের পথ প্রদর্শন না করিয়া সংসাররূপ কণ্টক্ষেত্রে পাতিত করে। তাহাদের পদগুলি যমদূতের কুঠারে ছিন্ন হইবার যোগ্য বৃক্ষতুল্য স্থাবর। তাহাদের শরীর জীবিত থাকিয়াও প্রেতশরীরের ন্যায় ও তাহাদের নাসিকায় নিশ্বাস থাকাসত্ত্বেও মৃত্যু-তুল্য।　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

দুঃখ দূরীভূত না নিমজ্জিত ?

বর্ত্তমান জগতে অধিকাংশ লোককেই বলিতে শুনা যায় যে—"দেখুন, কেবল হরিনাম করিলেই কি জগতের মঙ্গল হইবে? সমস্ত দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—জীবকুল ত্রাহি রবে চীৎকার করিতেছে, তাহাদের দুঃখ দূরীকরণে জন্য বদ্ধপরিকর হউন, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান করুন—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন, অন্ন-বস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র দান করুন—দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সংহতি আনয়ন করুন—লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করুন—রাস্তাঘাট পরিষ্কার করুন, তবেই

ত' জগতের মঙ্গল হইবে।" কিন্তু এই সকল তথাকথিত দেশ-সমাজ-লোকহিতৈষিগণ একটুও চিন্তা করিয়া দেখেন না যে জীবের এই অসুবিধার মূল কারণ কি, কি জন্য জীব কষ্ট পায়, কি উপায়ে তাহার কষ্ট নিবারণ হয়, কেনই জীব কখনও সুখ, কখনও দুঃখ লাভ করে—এই সমস্ত বিষয় তাঁহারা গবেষণা করিয়া দেখেন কি? জগতের মায়াবদ্ধ লোক সকল সর্ব্বচেষ্টা করিয়াও একটী জীবকে নিত্যকালের সর্ব্বতোমুখী সুবিধা প্রদান বা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন কি? বাঁচাইয়া রাখা ত দূরের কথা, তাহার কায়িক, বাচিক বা মানসিক বিন্দুমাত্রও অসুবিধা, অশান্তি বা কষ্ট না লয়, এরূপভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন কি?

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃতি হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাকর্ত্রী মায়াদেবী তাহকে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছে, ইহার পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না, তাহা নহে। কৃষ্ণের শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের এই ক্লেশ নিত্যকাল থাকিবে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই সংসারকারাগারে নানা অভাব অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। **এই দুঃখ কষ্টের হাত হইতে অব্যহতি পাইবার একমাত্র উপায় সুখময় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া।** অন্ধকার নিবৃত্তির উপায় যেমন আলোকের প্রতি উন্মুখ হওয়া, তদ্রূপ। আলোক বাদ দিয়া কি অন্ধকারনিবৃত্তি হয়? এই কথার প্রতি বিশ্বাস বা এইরূপ চেষ্টা না করিয়া অন্য প্রকারে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাতে কেহ সুফল লাভ করিতে পারিবে না। মরুভূমিতে জল চাহিলে বরং ভগবানের কৃপায় হইতে পারে, কিন্তু ভগবানে ভক্তি বাদ দিয়া শত শত চেষ্টায়ও প্রকৃতপক্ষে জীবের দুঃখ বিন্দুমাত্রও নিবারিত হইতে পারে না। **যাহার সত্তায় যাহা নাই, তাহার নিকট তাহা চাহিয়া পাওয়া যায় কি** এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিতে পারে কি? এক মায়াবদ্ধ জীব অপর মায়াবদ্ধ জীবকে মায়ার কবল হইতে নিস্তার করিবে কি করিয়া? জগতে সমস্ত অন্ধ-সম্প্রদায় একত্রে যদি বলে যে আমরা সকলে মিলিয়া একজনকে পথ দেখাইতে পারিব না কেন, তবে তাহা কি সত্য বা বিশ্বাস যোগ্য?

করুণাময় ভগবান্ কখনও স্বয়ং এবং কখনও বা তাঁহার নিজজনগণকে পাঠাইয়া জীবের দুঃখ দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। যে-সকল জীব ভগবান্

ও তাঁহার ভক্তগণকেই একমাত্র বিপদুদ্ধার বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে মানিয়া চলেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হন। তাঁহাদের ক্লেশমুক্ত হইবার জন্য এজগতের কাহারও সাহায্য বা কৃপার প্রয়োজন নাই। জীব ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভোগোন্মুখ হওয়ায় এই কষ্টভোগ করিতেছে, এখন যদি সেই জীব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হয়, তাহা হইলে ভগবানের কৃপাতেই জীবের আর কোন ক্লেশ থাকিবে না। কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া—ধৈর্য্যধারণ না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকেন। তাঁহারা এক দুঃখ দূর করিতে না করিতে আরও শত-সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। এই কৃত্রিম পন্থার নামই আরোহপন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে মত্ত হইয়া—ভগবানের কর্ত্তৃত্বস্বীকারে বিমুখ হইয়া ভগবচ্চরণে আরও অধিক-ভাবে অপরাধী হন। কর্ত্তা যে একমাত্র ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছাতেই যে সব হয়, জীব যে নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না, এ কথা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জীব বুঝিতে না পারিয়া কর্ত্তৃত্বের ভার—মঙ্গলা-মঙ্গলের ভারটী নিজে লইতে গিয়া মহা অসুবিধার মধ্যে পতিত হয়। কর্ত্তৃ-অভিমান প্রবল হইলে ভগবদ্ভক্তির পরিবর্ত্তে ভগবদ্-বিদ্বেষই হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীদেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

যাহারা মন্নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধমদিগকে আমি সংসারমধ্যে অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করিয়া থাকি অর্থাৎ তাহাদের ভক্তিবিদ্বেষী আসুরভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আসুরী যোনি

প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবানই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন—ইহাতে অবিশ্বাসের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্‌বিদ্বেষ। অনিত্য বস্তুর প্রতি যাহার যত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, ভগবানে তাহার তত অবিশ্বাস আছে। এই অবিশ্বাস যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে আছে, সে সেই পরিমাণে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবতরূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে, শ্রীনাম-রূপে, শ্রীধামরূপে, শ্রীতুলসীরূপে, শ্রীগঙ্গারূপে, শ্রীযমুনারূপে জীবের ক্লেশ-নিবারণের জন্য প্রকটিত আছেন। ইঁহাদের যে কোনও একজনের কৃপালাভ করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। ইঁহাদের কৃপার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর অসুবিধা নাই। ইঁহাদের কৃপার প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বকপোল-কল্পনামূলে জীব যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিছুতেই মঙ্গললাভ করিতে পারিবে না। ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস যতই বাড়িবে, ততই অধিক পরিমাণে মায়ার ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইবে। কৃষ্ণকার্য্যে অবিশ্বাসরূপ ভগবদ্‌বিদ্বেষ দিন দিন যতই বাড়িতেছে অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। জীব যতই ধ্বংসের পথে চলিবে ততই সংশয়, নাস্তিক্য, কৃষ্ণকার্য্য-বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইবে। এই নাস্তিকতা দিন দিন জগৎকে ছাইয়া ফেলিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"দেহসর্ব্বস্বতা এখন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে। ক্রমশঃ ভয়ানক দুর্দ্দিন আসিতেছে। সমস্ত জগৎ নরকের দিকে ছুটিতেছে এবং আরও জোরে ছুটিতে থাকিবে। এই সময় নিজে নামের সুখতৎপর হইয়া শ্রৌতকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায় নাই।"

মূল অসুবিধা **কৃষ্ণবিমুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইলে নিজের অথবা জগতের কোন মঙ্গলই হইবে না।** একমাত্র শ্রীনামসুখতৎপর হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিশ্ববান্ধব, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। ভবরোগবৈদ্য শ্রীগৌরসুন্দর ভবরোগ-দূরীকরণার্থ অনুক্ষণ জপ্য এই মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু বলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার ॥

আবার এই কথাই গৌরনিজজন জগদ্‌গুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দৃঢ়স্বরে সকলকে জানাইয়াছেন,—

"ঊর্দ্ধ বাহু করি' কহোঁ শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি' পরো কণ্ঠে এই শ্লোক ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
অবতারি চৈতন্য' কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা—আর কলিহতজন ॥"

প্রভু এবং প্রভুপার্ষদগণের এই সকল কথা জগতে বহুলভাবে প্রচারিত হউক, তাহা হইলে সর্ব্বজীবের সকল প্রকার মঙ্গল হইবে। হরিকথা-শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই জীব পরবিদ্যা-পীঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া শোক-মোহ-ভীষাপহা পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভে ধন্য হন। নামসংকীর্ত্তনেই শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ, সেবা ও কৃপা লাভ হয়। নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিলে—অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতিতে বিভোর থাকিলে জীবের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হয়—অন্যাভিলাষাদি হৃদয়ে স্থান পায় না। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি হইবে—হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অনাবৃত্তি হইবে, অন্য উপায়ে নহে। কর্ম্মালোচনা বা জ্ঞানালোচনার দ্বারা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াও অধঃপাতিত হইতে হয়, কিন্তু ভক্তিমার্গাশ্রয়ীর পতন নাই। কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা নিরন্তর সেবিত হইলে নামীকৃষ্ণ চৈত্য-গুরুরূপে উদিত হইয়া জীব-হৃদয়ের সমুদয় পাপবাসনা বিনষ্ট করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য বলিয়াছেন। সংসারে যাঁহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পূজিত, সকল কলুষ-নাশক, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক ভগবৎ-কথামৃত বিতরণ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য—সর্ব্বাপেক্ষা জীবহিতে ব্রতী

সাধুশাস্ত্র ভগবান্ শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই কলিযুগের কলুষনাশের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল কথার প্রতি বিশ্বাস না করিলে আমাদের মহা অমঙ্গল হইবে—নিজের বা জগতের অপর কাহারও মঙ্গল হইবে না।

তাই সর্ব্বপ্রথমে এই সকল কথা নিজ-জীবনে পালন করিয়া সকলের নিকট কীর্ত্তন করিবার চিত্তবৃত্তি আমাদের হউক, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। জগতে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রচুর আয়োজন হউক, দেশে দেশে, নগরে, নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে শুদ্ধভক্তের নিয়ামকত্বে পরবিদ্যাপীঠ সংস্থাপিত হউক—জগতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন কোলাহলে মুখরিত হউক, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনবন্যায় জগদ্বাসীর দুঃখদৈন্য চিরতরে ভাসিয়া চলিয়া যাইবে—জগতের সুদিন উদয় হইবে—জগৎ কৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় প্লাবনে প্লাবিত হইলে দুঃখরাশি জগৎ হইতে মুছিয়া যাইবে।

—শ্রীহরিসাধন ব্রহ্মচারী

নামজপ ও উচ্চকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য

মনে মনে শ্রীনামগ্রহণ করিলে যে-ফল লাভ হয়, উচ্চৈস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানকে মনে মনেও ডাকা যায় এবং উচ্চৈস্বরেও ডাকা যায় তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বহু ব্যক্তি ভগবানের নাম শ্রবণ করিতে পারে এবং তদ্ধেতু বহু লোকের মঙ্গল লাভ হয়। নামশ্রবণকার্য্য নবধা ভক্তির প্রধান অঙ্গ। সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন না করিলে কাহারও শ্রবণভক্তিতে অধিকার হয় না। যাহারা উচ্চ কীর্ত্তন বিরোধী, তাহারা পাষণ্ডী। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥
শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণ-নাম।
পশু-পক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥

যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে; যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

ভক্তের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষু জীবমাত্রেরই মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠনাম জীবকে ভোগবুদ্ধি হইতে রক্ষা করিয়া সেবা-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে। ভক্ত-জিহ্বারূপ বৈকুণ্ঠধামে জড়াকাশের ন্যায় কোন ভোগ্য অজ্ঞান নাই। সেইজন্য বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেই জীব মুক্ত হয়। শ্রীনাম যে-কোন মুহূর্ত্তে শুদ্ধভাবে উচ্চারণকারী যে-কোন ব্যক্তিকে সমাগ্‌ভাবে পবিত্র করিতে সমর্থ।

হরিনামজপকারী অপেক্ষা উচ্চনাম-সংকীর্ত্তনকারী শতগুণ অধিক ফল লাভ করেন। মূর্খ গুরুব্রুবের নিকট গোপনে হরিনামের ছলনায় যদি অন্য কিছু শব্দ-শ্রবণ করিয়া জপকারী ব্যক্তি ভোগময়-বুদ্ধিবশে সকাম উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কখনই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। আর মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শুদ্ধ-হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অপরাপর শ্রোতৃ-বৈষ্ণবগণ সেই হরিনামের মহিমা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে জপকারী অপেক্ষা উচ্চনাম-কীর্ত্তনকারীর মঙ্গল লাভই হয়। নামাপরাধ-নামাভাস ও শুদ্ধ-শ্রীনামগ্রহণ—এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য যাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহারা অনেক সময়েই দশাপরাধের মধ্যে প্রথমতঃ নামৈকনিষ্ঠ নামাশ্রিত সাধু বা বৈষ্ণবের নিন্দা করে এবং গুরুদেবের অবজ্ঞারূপ ভীষণতম অপরাধ করিয়া বসে,—গুরুকে মর্ত্ত্যজীব-বুদ্ধিকরিয়া অসূয়া বা অবজ্ঞা করে। প্রাকৃত বস্তুকে দেবজ্ঞান করিয়া তাদৃশ দেবগণের সহিত সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সমতা-দর্শনে তাহাদের অপরাধ ঘটে; তৎফলে তাহারা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ে। তাহাদের শ্রীনাম প্রভুর সেবায় অনবধান এবং নাম-মহিমার অর্থবাদ-কল্পনারূপ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নামগ্রহণকে তুল্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিক্রমে পাপাসক্ত হয়। তাহারা দ্রবিণ-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক

অশ্রদ্ধধানে পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ের ন্যায় নামোপদেশাদি প্রদানের ছলনা করিয়া জগতের অমঙ্গল সাধন করে এবং 'অহং-মম' ভাবপ্রমত্ত হইয়া ক্রমশঃ বেদশাস্ত্রে ও বেদানুগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিরোধী হইয়া পড়ে। এই প্রকার দশবিধ অপরাধ জপকর্ত্তাকে অধঃপতিত করে; কিন্তু শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সৎসঙ্গ-প্রভাবে ঐসকল অপরাধ বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনভজনের অসুবিধা হইতে অবসর লাভ করিতে পারেন।

মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীরও জিহ্বা আছে। তাহারা নানা-প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'পক্ষিগণও ত' কৃষ্ণনামোচ্চারণের ন্যায় শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও ত' উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্য্য। অনুকরণকারী কৃষ্ণনামের ন্যায় জড়াকাশের ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও তাহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিদাকাশ-বিরাজিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগের উদ্দেশে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম-প্রতিম শব্দ; তাহা 'বৈকুণ্ঠ নাম' নহে। উহা তুচ্ছ ফল প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দই কথিত; উহা শুদ্ধ নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম উদয় করাইতে পারে না।

প্রাণিমাত্রেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে তাহারা কর্ণদ্বারা বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিতে পারে। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণে যাহার যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন সত্যসত্যই বৃথা। যে বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্ত্তনের শ্রবণে অধিকার পাইয়া তৎপ্রভাবে যে-কোন প্রাণী জীবন্মুক্ত হইতে পারে, সেই উচ্চ-হরিনাম-কীর্ত্তন কখনও দোষের বা তর্কদ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না।

এক ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া নিজেকে পোষণ করে, আর অপর ব্যক্তি নিজেকে পোষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ ব্যতিরিক্ত অপর সহস্র ব্যক্তিকেও পোষণ করে; —এই দুইজনের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে? ইহা বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চ-নামকীর্ত্তনকারী কেবলমাত্র স্বার্থপর নহেন, পরন্তু নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর; সুতরাং কেবলমাত্র জপকারী অপেক্ষা উচ্চ-নামকারী শ্রেষ্ঠ। অতএব কেবলমাত্র নামজপ অপেক্ষা উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন শত-সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ।

—শ্রীহরেকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

আচার্য্যকেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব এবং বিরহ-সভার অধিবেশন

বিগত ১৩ই দামোদর ২রা কার্ত্তিক ইং ১৯।১০।৬৮ তারিখে শনিবার পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** বিরহ-মহামহোৎসব এবং বিরাট বিরহ-সভা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীসমাধি-মন্দিরে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মঙ্গলারতি ও মূল শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাবিনোদবিহারী জীউর, ধামেশ্বর শ্রীকোলদেবের মঙ্গলারতি এবং মন্দিরদ্বয়সহ তুলসী দেবীর পরিক্রমার পরে ক্রমশঃ উষঃকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থপাঠ সুসম্পন্ন হয়। তৎপরে মঠের উৎসাহী সেবকবৃন্দ শ্রীসমাধি-মন্দির, মূল শ্রীমন্দির এবং নাট্যমন্দিরসহ সুবৃহৎ মঠ-প্রাঙ্গনকে বিবিধ প্রকার পুষ্প, কদলীবৃক্ষ, অশোক এবং আম্রপল্লব সংযুক্ত মঙ্গলঘট, বিবিধ বর্ণের নানা প্রকার বহু মূল্য বস্ত্র এবং ধ্বজা পতাকা ও নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় সুশোভিত করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে অনেক প্রকার মাঙ্গলিক চিহ্ন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তিন চার দিবস পূর্ব্ব হইতেই উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাঙ্গালা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইতেছিলেন। মঠের বিরাট প্রাঙ্গণে তাঁহাদের অবস্থানের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে তাম্বু ও চন্দ্রাতপের সন্নিবেশ এবং মহাপ্রসাদের সমুচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উক্ত দিবস সকালে ৮ ঘটিকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এবং শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে 'শ্রীগুর্ব্বষ্টক', 'শ্রীগুরু-পরম্পরা', 'বৈষ্ণব বন্দনা', 'পঞ্চতত্ত্ব' এবং 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টায় পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিঅমৃত অবধূত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন পদ্মনাভ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশেখর নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমদ্ বনবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং বৈষ্ণববৃন্দ কীর্ত্তনমুখে সমাধিপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ এবং উপস্থিত সহস্র সহস্র শ্রদ্ধালু জনগণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুদেবের জয়ধ্বনি এবং কীর্ত্তনের রোল মঠপ্রাঙ্গণে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইতেছিল।

মধ্যাহ্ন ১২ টার সময় পুষ্পাঞ্জলি-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে শ্রীসমাধি-মন্দিরে ও মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাবিনোদ-বিহারী জীউর মধ্যাহ্ন ভোগরাগ ও ভোগারতি সম্পন্ন হইলে আহুত-অনাহুত পঞ্চসহস্রাধিক জনগণকে বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটীকায় শ্রীহরি নাট্যমন্দিরে একটী মহতী বিরহ-সভার আয়োজনও করা হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারীজীর মূল গায়কত্বে 'গুরুবন্দনা' 'গুর্ব্বষ্টক' 'পঞ্চতত্ত্ব', 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তিত হইলে সভাপতি ও প্রধান অতিথিবরণানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত বিরহ-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক অসুস্থতা নিবন্ধনের জন্য তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহারই ইচ্ছায় শ্রীবেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের প্রস্তাবে ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সমর্থনে প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ** সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনন্তর শ্রীসভাপতি, প্রধান অতিথি, ত্রিদণ্ডিপাদগণ সকলকে মাল্য চন্দনাদির দ্বারা বিভূষিত করা হইলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ স্বরচিত 'শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব-দশকম্' মধুর স্বরে পাঠ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সর্ব্ব প্রথমে প্রধান অতিথি শ্রীযুত শচীনন্দন গোস্বামী মহোদয় শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাষণ প্রদান করিলেন। তারপরে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর প্রধান উপদেষ্টা শ্রীধাম নবদ্বীপমণ্ডলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত আশুতোষ সিদ্ধান্ত (পঞ্চতীর্থ) মহোদয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আচার-বিচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং নির্ভীক আচার্য্যত্ব সম্বন্ধে একটী মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন, শেষে তিনি শ্রীশারদীয়-রাস-পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিত্যলীলায় প্রবেশের এমন একটী শাস্ত্র সম্মত রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন, যাহাতে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অহো ধন্য অহো ধন্য বলিয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্মের জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। পঞ্চতীর্থ মহোদয় উপসংহারে বর্ত্তমান আচার্য্যের (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ) বিবিধ গুণাবলী বর্ণন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন।

তৎপরে প্রপূজ্য চরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, প্রপূজ্য চরণ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, প্রপূজ্য চরণ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এবং প্রপূজ্য চরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ প্রভৃতি শ্রীশ্রীল গুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বিবিধ প্রকার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করায় সভাস্থলীতে বিরহের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল।

অনন্তর সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য মঠাচার্য্য পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ (Waltiar Goudiya Math) এবং আরও অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ যাঁহারা বিশেষ কারণ বশতঃ অদ্যকার বিরহ-সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই তাঁহাদের প্রেরিত টেলিগ্রাম এবং পত্ররূপ সম্বেদনা-পুষ্পাঞ্জলি পাঠ করা হয়।

তৎপরে শ্রীসভাপতি মহোদয় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত্র ও প্রচার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরম উপদেশপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিলেন, তাহাতে তিনি আচার্য্য এবং অন্যান্য গুরু-সেবকগণের (গুরুভ্রাতা) পরস্পর বহার, তাহাদের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য এবং সকলে সম্মিলিতভাবে এক তাৎপর্য্যপর

হইয়া শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট পূরণ করার জন্য বিবিধ প্রকারে উত্তম উপদেশ প্রদান করতঃ বিরহ-ব্যথিত গুরু-সেবকগণের হৃদয়ে একটী নূতন উৎসাহ এবং বল সঞ্চার করিলেন। তৎপশ্চাত শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম দ্বারা গত ইং ৪।১০।৬৮ তারিখে সম্পাদিত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিচালক সমিতির দ্বাদশ জন সভ্যবৃন্দের ইং ১৮।১০।৬৮ তারিখের অধিবেশনের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে সভাপতি মহারাজ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ঘোষিত করিয়া মাল্য চন্দন দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিলেন। উপস্থিত সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী এই ঘোষণা (মহিলাগণের উলুধ্বনি সহকারে) সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। তারপর পুনঃ তিনি (সভাপতি) উক্ত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিচালক সমিতির দ্বাদশ জন সদস্যের নাম, পদাধিকার ও কর্ত্তব্য এবং নবগঠিত পরিচালক সমিতির সভ্যগণের ইং ১৮।১০।৬৮ তারিখের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মন্তব্য নিম্নলিখিতরূপে ঘোষণা করিলেন, যথা—

দ্বাদশজন সদস্যের নাম	পদাধিকার ও কর্ত্তব্য
১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ	সভাপতি-আচার্য্য (President-Acharyya), দীক্ষাদান, শ্রীমঠ-মন্দিরাদির পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রচার ও প্রচার-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ	সহকারী সভাপতি (Vice-President), প্রচার, শ্রীভাগবত-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশন-বিভাগ বিশেষতঃ হিন্দী-বিভাগের প্রচার ও গ্রন্থ-প্রকাশ পরিচালন।
৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ	সাধারণ সম্পাদক (General Secretary), শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্ব-প্রকার পরিচালন ও আয়-ব্যয় হিসাব পর্য্যবেক্ষণ।

৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ—সহকারী সম্পাদক (Asstt. Secy.), জেনারেল সেক্রেটারীকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্যকরণ।

৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ—সহকারী সম্পাদক (Asstt. Secy.), জেনারেল সেক্রেটারীকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্যকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও সংস্কৃতটোল পরিচালন।

৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ—সমিতির বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক (General Superintendent), অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা ও প্রচার।

৭। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ—প্রচার-সম্পাদক।

৮। শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী—কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)।

৯। শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী—হিসাবরক্ষক (Accountant), শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ-বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ।

১০। শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী
১১। শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী
১২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাসাধিকারী
} সভ্য

তৎপরে পুনঃ সভাপতি মহারাজ পরিচালক সমিতির ইং ১৮।১০।৬৮ তারিখের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মন্তব্যানুসারে গঠিত সহকারী (পরামর্শক) সমিতির সদস্যগণের তালিকা পাঠ করিলেন, যথা—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ।
২। " " বিষ্ণুদৈবত "
৩। " " ন্যাসী "
৪। শ্রীমৎ অধোক্ষজদাস বাবাজী মহারাজ।
৫। " পুরুষোত্তম দাস " "

৬। শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী।
৭। „ গৌরেন্দু „
৮। „ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।
৯। „ গজেন্দ্রমোচন „
১০। „ হরিসাধন „
১১। „ কানাইলাল „
১২। „ দয়ালহরি „
১৩। „ মুরলীমোহন „
১৪। „ সাধিকারানন্দ „
১৫। „ বিশ্বরূপদাস „
১৬। „ কৃষ্ণস্বামী „
১৭। „ রাসকরঞ্জন „
১৮। „ সুদর্শনদাস „
১৯। „ বৃন্দাবনবিহারী „
২০। শ্রীনিমাইচরণ ব্রহ্মচারী।
২১। „ কুঞ্জবিহারী „
২২। „ হরিহর „
২৩। „ দীনদয়ার্দ্রনাথ „
২৪। „ রাধামাধব „
২৫। „ রামগোপাল „
২৬। „ রমানাথ ব্রজবাসী।
২৭। „ নরোত্তম „
২৮। „ রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক।
২৯। „ মধুসূদন বিদ্যানিধি।
৩০। „ বিমলচন্দ্র পোদ্দার।
৩১। „ রাধাশ্যাম সাহা।
৩২। „ সুধীরচন্দ্র সাহা।

ইহার পর সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এক একটী করিয়া সংক্ষিপ্ত বিরহ জ্ঞাপক হৃদয়-স্পর্শী ভাষণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মে বিরহাঞ্জলি প্রদান করিলেন। অবশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ দ্বারা বিরহ-সভায় কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করার জন্য পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ, প্রধান অতিথি, পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ এবং সমস্ত শ্রদ্ধালু শ্রোতাগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তনান্তে বিরহ-সভার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

পরদিন ইং ২০।১০।৬৮ তারিখে সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার বিরহ-সভা উদ্‌যাপীত হইয়াছিল। এই সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। সর্ব্ব প্রথমে গুরুবন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর গত দিবসে বিরহ-সভায় অপঠিত বিরহ-পুষ্পাঞ্জলিগুলি পাঠ করা হয় ও তদন্তর শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি, শ্রীবিমলচন্দ্র পোদ্দার প্রভৃতিও শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য জীবনীর বিবিধ উপদেশ এবং প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। এই সভায় এমনই মনে হইয়াছিল যেন বিরহের প্রতিস্ফূর্ত্ত মূর্ত্তি স্বয়ং নিজেই সমাসীন হইয়াছিল।

এই প্রকারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ভুবন মঙ্গলময় বিরহ-সভার অধিবেশন মহাসমারহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকৃত

মায়াবাদের জীবনী

বা

বৈষ্ণব-বিজয়

প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভিক্ষা—৩·০০ মাত্র

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ; ইং ১৫।১২।৬৮

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ।"

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ ৪৮২ গৌরাব্দ, ২২শে মাঘ ১৩৭৫ সাল, ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ বুধবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর **নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব- (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া) তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২৪শে মাঘ, ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— **বুধবার** পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **বৃহস্পতিবার** পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **শুক্রবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান**, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ-বর্ষ } পৌষ, ১৩৭৫ { ১১শ সংখ্যা

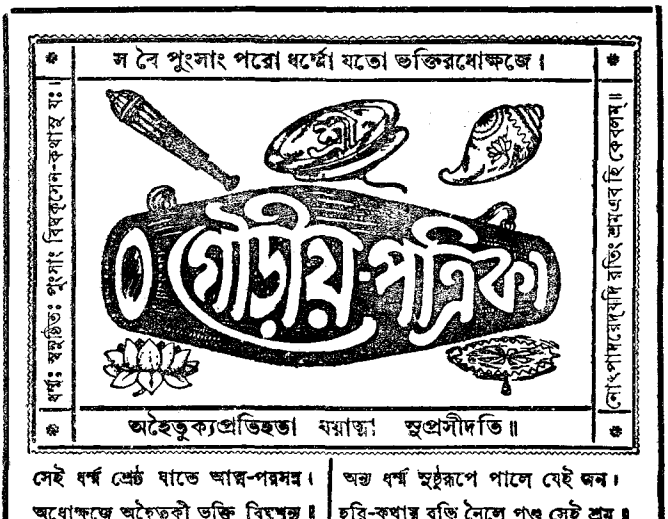


নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২০শ-বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১১ মাধব, ৪৮২ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ পৌষ, ১৩৭৫ ; ইং ১৪।১।১৯৬৯ | ১১শ-সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রেমেন্দুসাগরাখ্যং শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তরশতকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

বারীন্দ্রার্ব্বুদগম্ভীরঃ পারীন্দ্রার্ব্বুদবিক্রমী।
রোহিণীনন্দনানন্দী শ্রীদামোদ্দামসৌহৃদঃ॥ ১৬॥

অর্ব্বুদ সঙ্খ্যক সমুদ্র অপেক্ষাও যিনি গম্ভীর ও অর্ব্বুদ পরিমিত সিংহ অপেক্ষাও যিনি বিক্রমশালী, যিনি পরিচর্য্যা দ্বারা অগ্রজ রোহিণীনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করেন এবং শ্রীদাম নামক শ্রীরাধিকার ভ্রাতার প্রতি যাঁহার অতিশয় সখ্যভাব॥ ১৬॥

সুবলপ্রেমদয়িতঃ সুহৃদাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
নন্দব্রজজনানন্দসন্দীপনমহাব্রতী॥ ১৭॥

যিনি সুবল নামক ব্রজবালকের প্রিয়তম সখা এবং সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র দেবপ্রস্থ প্রভৃতি গোপকুমারের হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ চিত্তহারী এবং যিনি ব্রজবাসী জনগণের আনন্দবর্দ্ধনরূপ মহান্ ব্রত ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গিণীসঙ্ঘসংগ্রাহিবেণুসংগীতমণ্ডলঃ।
উত্তুঙ্গপুঙ্গবারব্ধসঙ্গরাসঙ্গকৌতুকী ॥ ১৮ ॥

যিনি বেণুসঙ্গীতরূপ সঙ্কেত দ্বারা গাভীগণকে একত্রিত করিয়া থাকেন এবং যিনি বৃহৎ বৃহৎ বৃষগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহা দেখিবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতুক প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিস্ফুরদ্বন্যশৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাভীষ্টদৈবতং।
উদঞ্চৎপিঞ্ছবিঞ্ছোলীলাঞ্ছিতোজ্জ্বলবিগ্রহঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি বনজাত লবঙ্গকুসুম প্রভৃতি ভূষণে সুশোভিত এবং যিনি শৃঙ্গার রসের অভীষ্ট দেবতাস্বরূপ ও শ্রেণীকৃত ময়ূরপুচ্ছরূপ মুকুটদ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত ॥ ১৯ ॥

সঞ্চরচ্চঞ্চরীকালিপঞ্চবর্ণস্রগঞ্চিতঃ।
সুরঙ্গরঙ্গণস্বর্ণযূথীগ্রথিতমেখলঃ ॥ ২০ ॥

মকরন্দ ও সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যাহাতে ধাবিত হইতেছে, ঈদৃশ বৈজয়ন্তী মালায় যিনি সুশোভিত এবং যিনি সুন্দর রঙ্গণ ও স্বর্ণ যূথিকা কুসুম রচিত মেখলায় অলঙ্কৃত ॥ ২০ ॥

ধাতুচিত্রবিচিত্রাঙ্গলাবণ্যলহরীভরঃ।
গুঞ্জাপুঞ্জকৃতাকল্পঃ কেলিতল্পিতপল্লবঃ ॥ ২১ ॥

বক্ষঃস্থল, হস্ত ও গণ্ডদেশ গৈরিক ধাতুদ্বারা সুন্দররূপে চিত্রিত হওয়ায় যাঁহার লাবণ্য লহরী উচ্ছলিত হইতেছে এবং যাঁহার হার কেয়ূরাদি অলঙ্কার গুঞ্জাপুঞ্জে বিরচিত ও নব পল্লব যাঁহার কেলিশয্যার নিমিত্ত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

বপুরামোদমাধ্বীকবর্দ্ধিতপ্রমদামদঃ।
বৃন্দাবনারবিন্দাক্ষীবৃন্দকন্দর্পদীপনঃ ॥ ২২ ॥

যাঁহার অঙ্গ সৌরভরূপ মধু প্রভাবে যুবতীগণের মত্ততা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও যিনি বৃন্দাবনবাসিনী অরবিন্দনয়না গোপাঙ্গনাগণের কামাগ্নি সন্দীপন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

মীনাঙ্কসঙ্কুলাভীরীকুচকুঙ্কুমপঙ্কিলঃ।
মুখেন্দুমাধুরীধারারুদ্ধসাধ্বীবিলোচনঃ॥ ২৩॥

কামোন্মত্তা গোপিকাগণের কুচ কুঙ্কুমে যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত এবং যিনি মুখচন্দ্রের অমৃত ধারা বর্ষণে পতিব্রতাগণের নয়নচকোর অবরুদ্ধ করিয়াছেন॥ ২৩॥

কুমারীপটলুণ্টাকঃ প্রৌঢ়নর্ম্মোক্তিকর্ম্মঠঃ।
অমন্দমুগ্ধবৈদগ্ধীদিগ্ধরাধাসুধাম্বুধিঃ॥ ২৪॥

যিনি গোপিকাগণের বসনাপহারক ও তাঁহাদিগের সহিত যুক্তিযুক্ত পরিহাস গর্ভ বাক্যালাপে বিচক্ষণ এবং যিনি পরমচতুরা শ্রীরাধিকার আনন্দ সম্পাদনে সুধাসিন্ধুস্বরূপ॥ ২৪॥

চারুচন্দ্রাবলীবুদ্ধিকৌমুদীশরদাগমঃ।
ধীরললিত্যলক্ষ্মীবান্ কন্দর্পানন্দবন্ধুরঃ॥ ২৫॥

যিনি পরম রমণীয়া চন্দ্রাবলীর বুদ্ধিকৌমুদীর শরৎকাল স্বরূপ ও ধীর-ললিত্য নায়ক (পরিহাস পটু, মৃদুস্বভাব, নৃত্য-গীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় কুশল, তরুণ বয়স্ক, প্রেয়সীর বশবর্ত্তী ও নিঃশঙ্ক এই সকল গুণ সম্পন্ন নায়কের নাম ধীরললিত) নায়কগুণে বিভূষিত এবং যিনি কন্দর্প মহোৎসবে মনোজ্ঞ॥ ২৫॥

চন্দ্রাবলীচকোরেন্দ্রো রাধিকামাধবীমধুঃ।
ললিতাকেলিললিতো বিশাখোড়ুনিশাকরঃ॥ ২৬॥

যিনি চন্দ্রাবলীর রূপচন্দ্রের চকোর ও রাধিকারূপ মাধবীলতার বসন্তঋতু এবং যিনি লতিকার সহিত কেলি করিতে সুনিপুণ ও বিশাখারূপ নক্ষত্রের চন্দ্রস্বরূপ॥ ২৬॥

পদ্মাবদনপদ্মালিঃ শৈব্যাসেব্যপদাম্বুজঃ।
ভদ্রাহৃদয়নিদ্রালুঃ শ্যামলাকামলালসঃ॥ ২৭॥

যিনি পদ্মার বদনপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ ও শৈব্যা যাঁহার পাদপদ্ম সর্ব্বদা সেবা করেন এবং যিনি ভদ্রার হৃদয়-শয়ান ও শ্যামলার কামনা পূর্ণ করিতে সতৃষ্ণ॥ ২৭॥

লোকোত্তরচমৎকারলীলামঞ্জরিনিষ্কটঃ।
প্রেমসম্পাদয়স্কান্তকৃতকৃষ্ণায়সব্রতঃ॥ ২৮॥

যিনি অলৌকিক চমৎকার লীলারূপ লতামঞ্জরীর উদ্যানস্বরূপ, অয়স্কান্ত-মণিদ্বারা আকৃষ্যমাণ লৌহের ন্যায় যিনি একমাত্র প্রেমসম্পত্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়েন ॥ ২৮ ॥

মুরলীচৌরগৌরাঙ্গীকুচকঞ্চুকলুঞ্চকঃ।
রাধাভিসারসর্ব্বস্বঃ স্ফারনাগরতাগুরুঃ ॥ ২৯ ॥

যিনি বংশীহরণকারিণী গোপাঙ্গনাগণের কুচচঞ্চুক (কাঁচুলি) হরণ করিয়াছেন। যিনি শ্রীরাধিকার অভিসার বৃত্তিকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন এবং যিনি বিস্তীর্ণ নাগরিক কার্য্যের আচার্য্য ॥ ২৯ ॥

রাধানর্ম্মোক্তিশুশ্রূষাবীরুন্নীরুদ্ধবিগ্রহঃ।
কদম্বমঞ্জরীহারিরাধিকারোধনোদ্ধুরঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধিকার পরিহাসোক্তি শ্রবণবাসনারূপ লতাদ্বারা যাঁহার শরীর অবরুদ্ধ হইয়াছে, কদম্বমঞ্জরী-হরণকারিণী শ্রীরাধিকার অবরোধনে যিনি উদ্ধত ॥ ৩০ ॥

জীবের গৃহব্রতবুদ্ধি ও আচার্য্যের উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন,
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড, কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩২৮ ; ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২২

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আপনার ১৭ই পৌষ তারিখের পত্র-পাঠে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। * * * * আমরা সকলের পত্রের সদুত্তরে দিয়া থাকি, তবে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ভক্তিবিমুখজনের সম্ভাষণে মৌন থাকা শাস্ত্র-শাসন জানিয়া মাঝে মাঝে তাদৃশ আচরণ করিতে বাধ্য হই।

আপনার প্রার্থনা যে, শ্রী * * * * জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ হরিভজন-পরায়ণ না হইয়া অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুসরণে নরকের পথ গৃহে চিরদিন আবদ্ধ থাকেন। আপনি পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী ; শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই জানেন, —

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

অর্থাৎ যে-কালে অজামিলকে আনিতে গিয়া যমদূতগণ বিফল-মনোরথ হইয়া তাহাদিগের প্রভু যমরাজের নিকট বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেইকালে দূতগণকে যম যে-শ্রেণীর লোকদিগকে তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে আনিতে হইবে, তদুপদেশ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন,—যাহারা নরকের পথ গৃহে সর্ব্বদা আকৃষ্ট, যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের সঙ্গ করে না—যাহারা মুকুন্দপাদপদ্মমধুরূপ রসপান হইতে বিরত, তাহাদিগকেই আমার নিকট দণ্ডের জন্য আনয়ন করিবে। সুতরাং আপনার প্রার্থনানুসারে শ্রী.....কে যমদ্বারে প্রেরিত করিয়া দণ্ডিত হইবার সাহায্য করা আমাদের সমীচীন বোধ হয় নাই। আমরা সাতিশয় স্নেহভরে শ্রী.....র নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া আপনাদের বিচারের অনুগমন করিতে পারি নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ও আচারের পুনঃ সংস্থাপনের প্রতি যাঁহারা বা যে-সমাজ বীতশ্রদ্ধ হন, তাঁহাদিগের কথা ও বিশ্বাসের অধিক মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ধারণা এই যে, অনতিবিলম্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত একমাত্র সত্যকথার আদর করিতে গিয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য জীবের নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সমগ্র জগৎ অন্যায়পূর্ব্বক ভগবানের বিদ্বেষ করিলেও সত্যধর্ম্ম অপ্রতিহত হইবে। তাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের কোনও প্রকার হানি হইবে না। সমগ্র পার্থিব বা পাশব-বল প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেও ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু কোনও প্রকারে বিচলিত হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের কোনও সন্দেহ থাকিলে আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারেন এবং ত্রিদণ্ডি-নির্য্যাতনের অসৎচেষ্টাসমূহ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন। ত্রিদণ্ডি-বিদ্বেষী 'পাষণ্ডী' হিন্দুসমাজ যতই কেননা ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করুন, ত্রিদণ্ডিগণ ঐ প্রকারে নির্য্যাতিত হন না। যেহেতু তাঁহারা নির্য্যাতনকারীকে সমানবুদ্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার করেন না। বিদ্বেষিগণ যতই কেননা দৌরাত্ম্য করুন, ত্রিদণ্ডী নীরবে সকল সহ্য করিবেন। এই ত্রিদণ্ডীর ছায়ামাত্র

অবলম্বন করিয়া অধুনা অনেকেই অকাতরে নানাপ্রকার যাতনা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

শুনিয়াছি, আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের * * * উত্তীর্ণ ইংরেজী শিক্ষিত; সুতরাং ভারতের ইতিহাস ন্যূনাধিক অবগত আছেন। ত্রিদণ্ডী যতি শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন বৈষ্ণব বিদ্বেষী হিন্দু-সমাজের দুর্গ হইতে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পুনরায় আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার পুত্রাভিমানী মহাপুরুষ সেই মহোত্তম কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে বাধা দিবেন না। **আপনি আপনার অভীষ্টদেবের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামীর উত্তরোত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জয় প্রার্থনা করুন। তাঁহাকে বান্তাশী বা বামন-ভোজী করাইবার জন্য প্রয়াস করিবেন না। ইহাই কাঙ্গালের প্রার্থনা।** ভগবান্ আপনাকে আরও * * * যোগ্য পুত্র দিয়াছেন, সুতরাং একটী পুত্র আপনাদের সাত পুরুষ উদ্ধার করিবার জন্য যে-পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোনও কারণমূলে আপনি কণ্টকিত করিবেন না। শত পুরুষের সন্তানোৎপত্তি আজ সফল হইয়াছে; যেহেতু আপনাদের বংশে এইরূপ একটী রত্ন 'মহাপুরুষ'-শব্দবাচ্য হইলেন। আপনি পণ্ডিত, সুতরাং অবশ্যই জানেন যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বে যে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই,—

দেবতা-প্রতিমাং দ্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেৎ উপবাসেন শুদ্ধতি॥

অর্থাৎ আপনি পিতা, আপনিও আপনার পুত্র ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার করিবেন, না করিলে একদিবস উপবাস-দ্বারা আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি সেই ত্রিদণ্ডীকে নিত্যাতন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। * * * আমরা আশা করি, এমন দিন আসিবে—যে-দিন আপনাদের দেশের সকল লোক ত্রিদণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। **অমঙ্গলময় সংসার মঙ্গলময় ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাঁহার চরণই সেই ক্লেশময় সংসারে চরম পীঠ**; সুতরাং দয়া করিয়া ত্রিদণ্ডী-বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে জগৎকে চেষ্টান্বিত করিবেন না। * * * * এই দয়া যে-দিন * * * * বাসিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, সে-দিন তাহারা নিজ-নিজ নরক-প্রাপক অধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডী হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক বয়সে আপনার 'কোমলমতি' সন্তান ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিরাশ্রয়া, পুত্রশোক-কাতরা, পরমবৃদ্ধা, একমাত্র পুত্রকা, কপর্দ্দকরহিতা, অনাথা জননীদেবীকে গৃহে নিজ-প্রাপ্তবয়স্কা, রোরুদ্যমানা পত্নীর নিরন্তর অশ্রুজল দর্শন করিবার সাক্ষিস্বরূপে রাখিয়াই দণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। আপনার কোমলমতি সন্তানের সেরূপ দৌরাত্ম্য নাই। **তিনি আপনার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম শাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মবীরের নিকট স্বীয় জননী ও তাঁহার সেবিকাকে মাতৃদেবীর সেবা করিবার জন্য রাখিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।** শ্রীগৌরসুন্দর গৃহ পরিত্যাগ করিবার কালে তাঁহার একটী ভ্রাতা, অন্য কোনও পুরুষ অভিভাবক বা প্রতিপালনকারী কাহাকেও রাখিয়া আসেন নাই। কিন্তু * * * তাঁহার জননীকে, জনক-সদৃশ পিতা আপনাকে, রামচন্দ্রসদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন শ্বশুর মহোদয়ের পালনাধীন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীকে যতিধর্ম্ম-পালনাভিপ্রায়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আপনাদের সমাজের শিক্ষিতগণ কেন দুঃখিত হইতেছেন, বুঝা যায় না। আপনি পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, সুতরাং বেদের মন্ত্র জানেন যে, সন্ন্যাসের কাল-বিচারে কোমলমতিত্বের কথা নাই। আপনি কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই যে, আপনার বিচারধীনে আপনার পুত্রের কোমলত্ব বা কাঠিন্য নির্ভর করে। কিন্তু আপনার পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পুষ্পের ন্যায় কোমলমতি বা বজ্রের ন্যায় কঠিনমতি—এই বিচারের ভার সন্ন্যাস-গ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে। * * * সন্ন্যাসদাতা ও গ্রাহকের মধ্যে সেই সকল বিচার অবশ্যই কিছুদিন ধরিয়া হইয়াছে, হঠাৎ উহা অবিমৃষ্য-কারিতার ফল নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের মন্ত্রে জানা যায়,—**সন্ন্যাস-দাতার সন্ন্যাসগ্রহণোদ্যতকে তিনবার নিষেধ করিতে হয়। সেই তিন প্রকার নিষেধ না শুনিয়া যিনি দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার বৈরাগ্যচিহ্ন দিগ্‌বাস-মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে ডোর কৌপীন অর্থাৎ বৈদিক যে গপট্ট প্রদত্ত হয়।** নতুবা সন্ন্যাসী বস্ত্র পরিধান করিবার যোগ্যতা লাভ করেন না। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে বিরজা-হোম ও অষ্টপ্রকার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এবং নিজের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য—সবলই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং **সন্ন্যাসী পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃ-মাতৃ**

উভয় কুলের কোনও ঋণের জন্য বাধ্য নহেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের দ্বারা পাঁচ প্রকার ঋণ পূর্ব্বেই পরিশোধিত হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ব্যক্তিগণকে রাজদ্বারে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিতেন। সন্ন্যাসী কখনও কোনও ফৌজদারী অপরাধ করিতে পারেন না। যাহারা সন্ন্যাসীকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অসম্মাননা করে, তাহাদের কখনই মঙ্গল হয় না। মহতের চরণে কেহ অনর্থক অপরাধ করিয়া পরিত্রান পায় না। আপনারা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত; সুতরাং * * * অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ আচরণ করিবেন না, ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। আপনার পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, * * সন্ন্যাস-দাতা সে-দিবস সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই। একজন অপরকে কি প্রকারে সন্ন্যাস-গ্রহণ করাইতে পারেন, বুঝিতে পরিলাম না। যদি আমি তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাসের অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে নগ্ন থাকার জন্য তাঁহাকে বনে যাইতে হইত, অথবা নগ্ন থাকিবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। **সন্ন্যাস-দাতা কেবল নগ্ন-সন্ন্যাসীকে যোগপট্ট ও দণ্ডকমণ্ডলু প্রদান করেন। অর্থাৎ সন্ন্যাস-গুরু সন্ন্যাসীর সুতীব্র সন্ন্যাস ছাড়াইয়া হরি-ভজনোপযোগী যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষা অর্পণ করেন।** সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহব্রতগণ জীবগণকে নরকভোগ করাইবার চেষ্টায় হিংসা করিয়া থাকেন মাত্র। মাতা-পিতা হইয়া তাদৃশ সন্তান-দ্রোহিতা শাস্ত্র-সম্মত নহে। যাহাদিগের হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহারাই শুভার্থীকে হিংসাবশে শত্রুজ্ঞান করে।

পূর্ব্বাশ্রমের পিতা-মাতার নিকট সন্ন্যাসী অনুমতি লইবেন—এরূপ কথা কখনও বেদ-শাস্ত্র স্বীকার করেন না। মাতা-পিতা যদি কাহাকেও সন্ন্যাসে অনুমতি দেন, তাহা হইলেও পিতা-মাতা যখন স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তাদৃশ সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা রক্ষাকারীরূপে পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতাকে পাওয়া সম্ভবপর হয় না। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে রক্ষা করা পিতা-মাতার স্বায়ত্ত বা অধীন নহে। **যখন যমদূতসমূহ কেশাকর্ষণ করিয়া যমদ্বারে সন্তানকে লইয়া যায়, তখন মাতা-পিতা যমের সহিত কলহ করিতে অসমর্থ।** এখন পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত আপনার লিখিত অভিনব সিদ্ধান্ত বেদ বা পুরাণ-শাস্ত্র হইতে দেখাইতে

সমর্থ হইবেন না। তাহাদের স্বকপোলকল্পিত নরকপ্রদ-ধর্ম্ম পণ্ডিত-সমাজে কখনই আদর পায় না। আপনার তাদৃশ শ্রবণ—মহৎলঙ্ঘনের প্রকার-বিশেষ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে,—

"শুনি" তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলে বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

সে ছলে সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমাকে।
কৃষ্ণ-কৃপা যাঁ'রে তাঁরে কে রাখিতে পারে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ)

জীবের স্বরূপ—'বৈষ্ণব'; এই বৈষ্ণব দুরাকাঙ্ক্ষা-ক্রমে হরিসেবা ছাড়িয়া দিলেই তাঁহার সংসার-সুখের বাসনা হয়। জীব সেবাবিমুখ হইয়া মাতা-পিতার কাম্যবিষয়রূপে পাপময় স্থূল শরীর লাভ করেন। দশটী সংস্কার গ্রহণ করিলে এই স্থূল শরীরের পাপ ক্ষীণ হইয়া জীব ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ হন। সেই সময় তিনি হরিসেবা করিতে করিতে বৈষ্ণবতা পুনঃ প্রাপ্ত হন। অভক্তজীব কর্ম্মফলে এই প্রকার নিকটস্থ আবরণে আবৃত হন—বাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জন্মলাভ করেন—ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন পিতা-মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী লাভ করেন। জন্মান্তরে ঐ মাতাপিতাগুলির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া যায়। ইহজন্মের পিতা-মাতার সহিত শরীর থাকাপর্য্যন্ত সম্বন্ধ রাখা যাইতে পারে; কিন্তু গুরুকুলে বাস করিবার কালে মাতা-পিতার সহিত সম্বন্ধ আচার্য্যকুলের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এমন কি, **মাতা-পিতার অভিবাদনাদি পর্য্যন্ত আচার্য্যের অনুমোদন-সাপেক্ষ**। যাঁহারা ফলকামী, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিশ্বাসক্রমে যাঁহারা নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলি শাস্ত্রে আছে। উহা লৌকিক জড়-জগতের ধর্ম্মমাত্র। তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষী কখনই আত্মবিদের চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন না। **'দেহ' ও 'মন'কে** যাঁহারা **'আত্মা'** মনে করেন,

তাঁহাদিগের জন্য ঐ সকল ধর্ম্ম। পরমার্থ-বিচারে ঐগুলি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আপনার বিচার ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বিচার—এক নহে। যেরূপ M.A. Classএর পাঠ্য-পুস্তক নিম্নপ্রাইমারী বা নিম্নতম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের সহিত এক নহে। অধিকার-ভেদে ধর্ম্মের তারতম্য আছে। **গৃহব্রতাধিকারে চতুর্থাশ্রমের কথা বুঝিতে পারা যায় না।** মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরায়ণরত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মনিরূপণে "পিতা স্বর্গঃ" শ্লোকের সার্থকতা আছে। কিন্তু জ্ঞানী বা ভক্তসমাজে ঐসকল ক্ষুদ্র ধর্ম্মের মূল্য অন্ধকপর্দ্দকের ন্যায়।

আপনি লিখিয়াছেন,—গৃহী হইতে ব্রহ্মচারী হয়, গৃহী হইতে সন্ন্যাসী হয় না। কিন্তু উহা মেয়েলী শাস্ত্রের বাক্য। বেদ বা তদনুগ শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী হইতে গৃহী হইবার কথা এবং গৃহী হইতে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইবার কথাই উল্লিখিত আছে। সুতরাং * * * গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, উহা ঠিকই হইয়াছে। বানপ্রস্থাধিকারেও বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার অধিকার থাকে না। আপনার যোগ্য সন্তানটী বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া একেবারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহার মনের ভাব এই যে, দীক্ষাগ্রহণকালেই তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। বানপ্রস্থ-আশ্রমে হরিসেবা করিবার জন্য সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পত্নী-সেবা করিতে হয় না। * * *।

আপনি লিখিয়াছেন,—দুইদিন পূর্ব্বে যে গৃহস্থ থাকে, সে দুই দিন পরে সন্ন্যাসী হয় না। তৎপ্রসঙ্গে আমি একটী ঐতিহ্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। জয়তীর্থ মুনি পূর্ব্বাশ্রমে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী পার হইয়াই গুরু অক্ষোভ্যতীর্থের সাক্ষাৎলাভ-মাত্রই জয়তীর্থ-রূপে যতিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ঊর্দ্ধতন দশমগুরু।

শুনিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—যিনি লালা বাবু নামে প্রসিদ্ধ হন, "বেলা গেল"—এই শব্দ শ্রবণ করিবার পর তাঁহার পাইকপাড়াস্থিত সকল সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া তিনি বৃন্দারণ্যে ভ্রমণকারী কাঙ্গাল হইয়াছিলেন। খট্টাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যেই অর্থাৎ ৪৮ মিনিটের মধ্যেই পরমপদ লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর নবম বর্ষ বয়সে, আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মচারী আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আচার্য্য রামানুজ পুত্রমুখাবলোকন করিবার পূর্ব্বেই, আচার্য্য শাক্যসিংহ পুত্রাবলোকন করিবার পরেই এবং শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে গৃহস্থাশ্রম হইতে—বানপ্রস্থ

আশ্রম গ্রহণ না করিয়াই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বিফল হন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের কালাকাল নাই। আপনি আপনার মানসিক অবস্থা যখন সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন, তখন কি প্রকারে আপনার সন্তানের মানসিক অবস্থার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, তাহা ত' আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনার দর্শন-প্রণালী আরোহ পন্থা বা Inductive process এর উপর ন্যস্ত। তাদৃশ বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। উহা কুহক-সংযুক্ত বিচার-মাত্র, সুতরাং অসত্য।

শ্রীমদ্ * * * মাতাপিতৃহীন নহেন। তাঁহার মাতা-পিতা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তিনি গৃহশূন্য হইলেও পুনরায় দারগ্রহণে অসমর্থ ছিলেন না। তিনি কোন দিনই স্বজনোপেক্ষিত নহেন। আপনাদের ন্যায় তাঁহার স্বজনগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আপনারাও তাহাদের অনুগমনে * * * উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করুন। আজকাল আমাদের দৃষ্টিতেই অনেকগুলি স্বজন-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অতিলাঞ্ছিত জনগণের মধ্যেও বৈরাগ্য ও সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। * * * যখন এতাদৃশ বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার গুণের গরিমা বিরিঞ্চি-ভবাদিরও কীর্ত্তনীয় বিষয়। সুতরাং এরূপ আদরের আপনাদের স্বজন আপনাদিগকে অপরজন মনে করিয়া—ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আপনারাও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পরমসুখে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করুন, তাহাতেই আপনাদের জন্ম-জন্মান্তরে কল্যাণ-লাভ ঘটিবে।

আপনি লিখিয়াছেন যে, * * * শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বৈরাগ্যের পাত্র হইতে পারেন নাই, ইহা কিরূপে জানা গেল? যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনারা বৈষ্ণব-দর্শনে ভ্রান্ত হইতেছেন, সেই ইন্দ্রিয় অভিঘাত-সাপেক্ষ অর্থাৎ অপটু (deceptive)।

যে-দিন * * সন্ন্যাস-ধর্ম্মরক্ষণে অসমর্থ হইবেন, সেই দিন হইতেই আপনারা তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। বহু পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মহানি করা আপনাদের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের কখনও কর্ত্তব্য নহে। ইহাই সহজে অনুমেয়।

আপনাদের যুবক সন্তানটী পূর্ণাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার আক্কেল-দন্ত উদ্গত হইয়াছে। এ বিষয়ে আর মতভেদ নাই। সুতরাং তাঁহার স্বতন্ত্রতায় বাধা দিবার জন্য বোধ করি কোনও ধর্ম্মধ্বংসী আইন নাই। আপনারাই ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-পথ হইতে ফুসলাইয়া অশাস্ত্রীয় বিচারে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন এবং হরিভজনে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়,—এরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর কঠোর ব্রতরূপ গৃহক্লেশে প্রবেশ করাইতেছেন; উহা সমীচীন নহে। * * * সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সহধর্ম্মিণী আপনাদের পবিত্র গৃহে বাস করিয়া অবাধে পরকালের এবং ইহকালের কার্য্যসমূহ করিতে পারিবেন। * * * বিশেষ পবিত্র চিত্ত, সে-জন্যই বিশেষ দয়া-পরবশ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে নির্ম্মল ধর্ম্মে অগ্রসর হইবার অবকাশ দিলেন। গৃহব্রতগণ সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্যদাস-দাসীগণের প্রতি প্রভুত্ব করিতে গিয়া সাংসারিক জঞ্জাল ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা কঠোরতর গৃহব্রতে নাক-ফোঁড়া বলদের ন্যায় বৃথাকার্য্যে নিযুক্ত করান। যাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পবিত্রবুদ্ধি নিত্যধর্ম্মের সন্ধান পায়, তাঁহারা কখনই আপনাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। যে-সকল লোকের ধারণা, ভক্তগণ আপনার সন্তানটিকে বোকা বানাইয়াছে, তাহারাই পারমার্থিগণের দৃষ্টিতে নির্ব্বোধ এবং ব্যাসের মতে গো-গর্দ্দভ। আপনারা সকলেই * * * সুনির্ম্মল ধর্ম্মপ্রণালী আলোচনা করুন। আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারে ক্লেশ পাইতে হবে না।

এই সকল প্রসঙ্গ সাময়িক পত্রে আমরাই অবতারণা করিব, পাছে তাহাতে আপনাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সুখ্যাতি ও যশঃ বিলুপ্ত হয়, সেজন্য আপনাদের আচার-ব্যবহারের কথা ও আস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণের কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু উপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে আপনারা এ সকল কথা সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই আমরা আপনাদিগের যশোহানিকর ও শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্যের কথা প্রচার করিয়া কলঙ্কিত হইতে ইচ্ছা করি না। তবে লোকহিতের জন্য অবোধগণের জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে এ সকল কথা প্রচার হওয়াই বিশেষ আবশ্যক।

যদি * * * সন্ন্যাস গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আপনাদের দিব্যনয়ন চিরদিনের মত নিমীলিত থাকিত। তাঁহার এতাদৃশী দয়া দেখিয়া আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

* * * যথাশাস্ত্র বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। যে ধর্ম্মবিরোধী হিন্দুসমাজ আপনাকে ইহাতে পদদলিত মনে করেন, তাঁহারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক হিন্দু বলিয়া নিরূপিত হইবার অযোগ্য। যেহেতু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মে প্রাণ; সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া সমূলে বহুদিন হইতেই উৎপাটিত হইয়াছে। সেজন্যই চতুর্থাশ্রমবিশিষ্ট সমাজ পুনঃ সংস্থাপিত করিবার * * * এই চেষ্টা।

* * * মহারাজ অপগণ্ড শিশু নহেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং চরিত্রবান্। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিতেছেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী এবং জগতের ও সমাজের জঞ্জাল। * * * স্বয়ং সেই সকলকে স্বীয় উন্নত চরিত্রের দ্বারা উন্নত করিবেন। তিনি গীতায় পড়িয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-গুরু শ্রী * * * র আচরণই সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিন আশ্রমস্থিত জনগণ অবনত-শীর্ষে স্বীকার করিবেন। তাঁহারা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে প্রকৃত হিন্দু-সমাজ তাদৃশ ব্যভিচারিগণকে সমাজ-বিধির অতিক্রমকারী বলিয়া বর্জ্জন করিবেন। সমাজে যদি কোনও পাপ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সামাজিকগণ তজ্জন্য দায়ী। সামাজিকবর্গ * * যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম চিরদিন অধঃপতিত থাকিবে, আর শ্রী * * *র উপদেশানুসারে সমাজের বিকৃত ধারণাগুলি অপগত হইলে হিন্দুসমাজের যে মঙ্গল ভাবীকালে সাধিত হইবে, তাহা অপরিমেয়।

যাহাদের জন্ম-জন্মান্তরে মঙ্গল হইবে না, তাহারাই মহতের চরিত্রের উদারতা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া অধঃপতিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কোন্ কোন্ অধঃপতিত দাস নরকে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা আমাদের সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

একাল পর্য্যন্ত তাদৃশ মূঢ়তার কোনও সংবাদ আমাদের কাহারও নিকট পৌঁছে নাই।

আপনি সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সম্ভবতঃ আপনাদের সহিত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের নানা পণ্ডিত-মণ্ডলীর আলাপ-পরিচয় আছে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, **সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমে যাইবার অধিকার নাই এবং তাঁহাকে যাঁহারা তাদৃশ অনুরোধ করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম জানেন না।** সুতরাং সেরূপ অবৈধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব যেন আপনাদের সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাসীর নিকট আগমন না করে। শ্রী * * * অন্যত্র থাকিলেই আপনাদের সংসারে উন্নতি ও ধর্ম্মভাব প্রবলতর থাকিবে। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইয়া গেলে আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ একঘরে করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এ সকল ব্যবস্থা টোলে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। তবে শাস্ত্রজ্ঞান-হীন শূদ্র-সমাজে শূদ্রকল্প অধ্যাপকদিগের নিকট শাস্ত্রীয় কথা না পাইতেও পারেন। কাশীতে অথবা কাঞ্চিতে এই সকল কথার অনুসন্ধান করিবেন। দুর্ভাগা বঙ্গদেশ শাস্ত্রজ্ঞানহীনতায় ক্লেশ পাইতেছে, সেই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনাদের বংশেই এই মহাপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন।

আপনার প্রার্থিত বিষয় আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। * * * আমরা নির্দ্দয় হইয়া কখনও কাহাকেও গৃহকূপে যাইতে অনুমতি দিতে অসমর্থ। * * দয়া গ্রহণ করিতে হইলেও আপনাদের সকলকেও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ত্রিদণ্ড-গ্রহণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে চিত্তে বলের আবশ্যক এবং জন্ম-জন্মান্তরিন্ সৌভাগ্য অপেক্ষা করে। আপনার পত্রের শেষভাগে বর্ণিত বিষয় নিতান্ত হাস্যাস্পদ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

* * * পরন্তু তাঁহাকে ক্লেশ দিবার জন্য যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তাঁহারাই দৈবদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। 'সাধু যাহার উদ্দেশ্য, ভগবান্ তাঁহারই সহায়।' সুতরাং * * * ষড়যন্ত্রকারিগণের চরণে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা সত্যবস্তু পরমেশ্বরে ভক্তিবিশিষ্ট হউন, উহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। * * * জীবনের অবশেষকাল কারাগৃহে

কাটাইবেন, এই অনুমানকারীর তৎফলে চিরদিন গৃহকারাগৃহে কাটাইতে হইবে জানিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইতেছি। শ্রী * * * গৃহকারাগার হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়াছেন; আবার তাঁহাকে গৃহকারাগারে কৃষ্ণ কখনই নিক্ষিপ্ত করিবেন না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহাদের কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল নাই। যাহারা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু, তাহাদেরই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

এই ভাগবত-পদ্য আপনাদের বিচারাধীন করিয়া আমাদের পত্রোত্তর সমাপ্ত করিলাম।

হরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর
(ভক্ত্যঙ্গ)

১। পরমার্থ বস্তুটি কি?

"ভগবানের শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

২। ভক্তিব্রত সমূহ কি নিরর্থক?

"ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা প্রয়াস নয়।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

৩। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ সাধন কি?

"শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিক-জনের সহিত ভাগবতের অর্থ-আস্বাদন, সজাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ **নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তসঙ্গ**, নাম-সংকীর্ত্তন ও মথুরা বাস—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৪। শ্রীতুলসীর ভজন কয় প্রকার ?

"তুলসীর দর্শন, তুলসীর স্পর্শন তুলসীর ধ্যান, তুলসীর কীর্ত্তন, তুলসীর নমস্কার, তুলসীর মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসীর রোপণ, তুলসীতে জলসেবা, তুলসীর পূজা—এই নয় প্রকার তুলসীর ভজন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫। তদীয় সেবার মধ্যে কোন্‌টী প্রধান ?

"তুলসী-সেবা—তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমণ কাহার আনুগত্যে করা উচিত ?

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে ॥"

৭। ভক্ষ্যাচ্ছাদন-প্রাপ্তি ও অপচয়ে ভক্তের কর্ত্তব্য কি ?

"যদি ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত-ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়; শান্তমতি হইয়া কৃষ্ণ-স্মরণে নিযুক্ত হইবেন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৮। শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চকের অনুশীলনে কোন্ বিষয়ে লোভ জন্মে এবং তাহার ফলই বা কি ?

"শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাস্বাদন, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—নিরপরাধ-চিত্তের সহিত এই পঞ্চাঙ্গ-সাধনের সম্বন্ধানুষ্ঠান করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টের দাস্যে পুরুষের (সাধকের) লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণসেবারূপা রাগানুগা-নামে বেদাতীতা সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গৃহত্যাগের বৈধতা

[আলোচনায়—গৃহী ও ত্যাগী (বৈষ্ণব)]

শ্রীমঠ-প্রাঙ্গনে বসি' বৈষ্ণব সুজন।
প্রেমভরে হরিনাম করিছে কীর্ত্তন॥
হেন কালে এলা এক বাল্যবন্ধু তাঁর।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী তিনি গৃহাসক্ত বড়॥

বন্ধুরে নেহারি' বৈষ্ণব আনন্দিত মনে।
যথাযোগ্য সম্মান করি' বসা'ল আসনে॥
পুছেন বৈষ্ণব এবে গৃহী বন্ধুটীরে।
কি উদ্দেশ্যে এলে মঠে কহ তাহা মোরে॥

গৃহী—শুন তবে কহিতেছি ওহে বন্ধুবর।
তোমা' না হেরিয়া দুঃখ ভুঞ্জি নিরন্তর॥
বিদেশ হইতে গ্রামে ফিরিনু যখনি।
শুনিলাম মঠবাসী হইয়াছ তুমি॥

দুষ্ট সঙ্গে পড়ি' হেথা রয়েছ কেমনে।
আজি তাই আসিয়াছি তব দরশনে॥
অসৎ সঙ্গে কারো ভালো হয় না কখন।
বৈরাগী হইয়া কেন খোয়া'লে জীবন!!

কণ্ঠে তুলসীর মালা, সর্ব্বাঙ্গে তিলক।
মাথায় প্রকাণ্ড শিখা, গেরুয়া পোষাক॥
একি ভেক নিয়া বন্ধু ত্যজিলে সংসার।
যেই ইহা শুনে, সেই করে হাহাকার॥

ভক্তি তো ভকতের হৃদয়ের ধন।
মালা-তিলকের ইথে কিবা প্রয়োজন??
ঘরেতে গৃহিণী তব মরে মাথা কুটে।
পুত্র-কন্যাগণে কাঁদে না দেখি' তোমাকে॥

সংসার ত্যজিতে যদি আশা ছিল মনে।
আবদ্ধ হইলে কেন বিবাহ-বন্ধনে ??
অগ্নি-সাক্ষ্য করি' যা'রে বিবাহ করিলে।
তা'রে ছাড়িবার নীতি কোন্ ধর্ম্মে বলে ??

তব সুখ দুঃখে যিনি হ'ন সমভাগী।
হেন অর্দ্ধাঙ্গিনী ত্যজি' হইলে বিবাগী ??
দারা-পুত্র ঘরে যার মরে অন্নশোকে।
যত কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম সব তার মিছে॥

ভেবে দেখ, ওহে বন্ধু এ ভব-সংসারে।
স্বামী বিনা স্ত্রীর দুঃখ কে, মুছাতে পারে !!
জীবই শিব এই বাণী সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
জীবে দুঃখ দিলে কভু কর্ম্ম নাহি হয়॥

আপাততঃ সুখ দেখি' হয়েছো বৈষ্ণব
অবশেষে দুঃখ কিন্তু ভুঞ্জিবে নিয়ত॥
এরা সব যাদুকর যাদুবিদ্যা জানে।
বেকুব বানায় এরা যত জ্ঞানী জনে॥

এ-ফাঁদ হইতে তোমা' করিতে উদ্ধার।
আসিলাম গোদ্রুমেতে হয়ে গঙ্গা পার॥

ত্যাগী (বৈষ্ণব)—বহু দিন পরে যদি সাক্ষাৎ হইল।
তব বাণী মোর মর্ম্মে শেল বিদ্ধ কৈল॥

নিত্যসিদ্ধ কায়া যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-ভকত।
তাঁদেরে নিন্দিলে তুমি ইহো কি উচিত॥
জীবের সুহৃদ তাঁরা সদা হিতকামী।
পাপীরে তারিতে ব্যস্ত র'ন দিবাযামী॥
সত্য সত্য যার কভু সাধু-সঙ্গ হয়।
জেনো তার শ্রেয়ঃ লাভ হইবে নিশ্চয়॥

দুরারোগ্য রোগ হ'তে রোগী মুক্ত হয়।
সৎ বৈদ্য-পাশে যদি ঔষধসেবয়॥

মায়ার সংসারে জীব ভোগে ভব-রোগে।
মহৎ-গুরুর কৃপায় সেই রোগ ঘোচে॥
ভব-রোগ হ'তে যদি মুক্ত হবে ভাই।
সাধুসঙ্গে হরিনাম এই মাত্র চাই॥

অচ্যুত গোত্রীয় মোরা অচ্যুত-কিঙ্কর।
বৈষ্ণব-চিহ্নাদি তাই ধরি নিরন্তর॥
মালা তিলকের চিহ্নে কৃষ্ণদাস নাম।
চাপরাশীর ব্যজ যথা রাজ-ভৃত্য-মান॥

সিঁথির সিন্দুর যথা সধবার চিহ্ন।
বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধরি' তাই মোরা ধন্য॥
কৃষ্ণ সে সবার প্রভু, জগৎ-ঈশ্বর।
নিখিলের জীব যত তাঁর অনুচর॥

দাসের কর্ত্তব্য হয় প্রভুর সেবন।
তাঁহার সেবায় তাই সঁপি প্রাণমন॥
পালিনু সংসার-ধর্ম্ম গৃহস্থ হইয়া।
এবে তাহা ত্যজিয়াছি কৃষ্ণ-কৃপা পাইয়া॥

আত্মতত্ত্ব উদয়ের গৃহস্থ অবস্থা।
চতুষ্পাঠীতে যেন হয় বিদ্যা-শিক্ষা॥
চতুষ্পাঠীর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে।
অনায়াসে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করা চলে॥

ভাই! নরের প্রবৃত্তি দুই তো প্রকার।
এক বহির্ম্মুখ এবং অন্তর্ম্মুখ আর॥
বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিতে সংসার করয়।
সাধুসঙ্গে ঐ প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়॥

সাধুসঙ্গে হরিনাম ভজিতে ভজিতে।
সংসারের প্রতি টান ক্ষয় হ'তে থাকে ॥
ক্রমে সেই নর যবে অন্তর্ম্মুখ হয়।
গৃহ-ত্যাগের অধিকার তখনি জন্ময় ॥
হরিকথায় রতি আর দৃঢ় ভক্তি হ'লে।
দারা-পুত্র-কুটুম্বেরে ত্যজে অবহেলে ॥
মুকুন্দ-চরণ লাগি' সংসার ত্যজয়।
এমন সৌভাগ্য বল কয়জনে পায় ??
কৃষ্ণ লাগি' পাপ কৈলে সেই ধর্ম্ম হয়।
কৃষ্ণ ত্যজি' ধর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নাহি হয় ॥
কেবা কা'র এ সংসারে সকলি অনিত্য।
বাঁচিয়া থাকিতে শুধু আত্মীয় সম্পর্ক ॥
যৌন-আসক্তি-বশে বিবাহ-বন্ধন।
ইথে পরমার্থ লাভ হয় কি কখন ??
দারা-পুত্র কেহ নাহি রহে মৃত্যু-পরে।
ঈশ্বর জীবের সঙ্গী নিত্যকাল ধরে ॥
কেহ কারো সুখ-দুঃখ দাতা নহে কভু ॥
সর্ব্ব-ফল দাতা মাত্র পরমেশ বিভু ॥
মায়াগ্রস্থ জীব রহে সংসার-ভিতর।
কৃষ্ণ-কৃপা ছাড়া তার নাহিক উদ্ধার ॥
অণু জীবে শিব কহ কিমত প্রকারে।
শিবের সমান জীব শক্তি নাহি ধরে ॥
বিষ পান করি' শিব কণ্ঠে যে ধরিল।
সে' নীলকণ্ঠের শক্তি জীব কোথা পেল ??
বস্তু-শক্তির অংশ কভু বস্তু নাহি হয়।
অণু চৈতন্য জীব কভু পূর্ণতত্ত্ব নয় ॥

বৈষ্ণবের নিন্দা কেন কর অকারণে।
ধর্ম্ম নাহি বুঝা যায় উদারতা বিনে॥
বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছাড়া আর শুদ্ধ ধর্ম্ম নাই।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ত্যজি' কৃষ্ণ ভজ ভাই॥
গৌরাঙ্গের কৃপাকণা যাঁর ভাগ্যে মিলে।
সংসারে থুক্কারি তিনি চায় কৃষ্ণ পানে॥
সংসার সংসার কৈলে কৃষ্ণ না মিলয়।
আসক্তি রহিত হ'লে জীব মুক্ত হয়॥
মায়া-ফাঁদ হ'তে যদি হইবে উদ্ধার।
শ্রীহরির পাদপদ্ম কর এবে সার॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মতে ত্রিবিধ ভক্তের স্বরূপ—

কনিষ্ঠ
প্রভু কহে—"যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥" (মঃ ১৫।১০৬)

মধ্যম
"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥" (মঃ ১৬।৭২)

উত্তম
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'॥ (মঃ ১৬।৭৪)

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বসিদ্ধি—এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিবে। যেহেতু ঐরূপ শ্রদ্ধাই বৈষ্ণবত্বের প্রারম্ভিক যোগ্যতা প্রদান করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণনামে তাঁহার কোমল শ্রদ্ধার প্রাকট্যবশতঃ তিনি নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন না। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত উপদেশামৃতে—"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি

তং মনসাদ্রীয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ"। যিনি শ্রীনামকে অপ্রাকৃত চিন্তামণি, কৃষ্ণচৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং নামনামীতে অভেদ জানিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন, পরন্তু নিজ বদ্ধাবস্থাহেতু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-রহিত হইয়া ভক্তির উপাদানগুলিকে ও শুদ্ধভক্তকে সম্পূর্ণ 'অপ্রাকৃত' বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও শুদ্ধভক্ত এবং শ্রীগুরুর সেবা এবং তাঁহাদের মুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণফলে ক্রমশঃ সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি অথবা দিব্য সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে অর্চ্চকারী কনিষ্ঠ ভক্তও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানীর বাস্তববস্তু শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সেব্যত্বে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক; আর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চক অপ্রাকৃত ভজনরাজ্যে তাহার যতটুকু অধিকারই থাকুক না কেন, অন্ততঃ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চার বাস্তবসত্যবিগ্রহত্ব শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট (মঃ ১৫।১০৬ ভাষ্য)।

মধ্যম বৈষ্ণব সম্বন্ধে মঃ ১৬।৭২ অনুভাষ্য—যে বৈষ্ণবের মুখে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে কোমলশ্রদ্ধ সকৃৎকৃষ্ণনামোচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মধ্যম ভাগবত বলিয়া জানিবে। তাঁহার চরণ ভজন করিবে। শ্রীরূপ গোস্বামী উপদেশামৃতে 'প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্' অর্থাৎ মধ্যমাধিকারী ভাগবতের পরস্পরের প্রতি প্রণামরূপ ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নিরন্তর—অন্তর অর্থাৎ ব্যবধান যাহাতে নাই। অন্তর বা ব্যবধান—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্যরূপ চেতন-বৃত্তিচালনরাহিত্য অর্থাৎ জাড্য। যথা শ্রীরূপ প্রভু—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"॥ অথবা অন্তর শব্দে—দেহ (ইন্দ্রিয়বৃত্তি), দ্রবিণ (অশুকু অর্থসংগ্রহচেষ্টা), জনতা (অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ), লোভ (জিহ্বা-লাম্পট্য বা লৌল্য) এবং পাষণ্ডতা (বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিতল প্রভৃতি ধাতু বুদ্ধি, গুরু-তে মর্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা পার্থিব বুদ্ধি, বিষ্ণু বৈষ্ণবের পাদোদকে সামান্য জল-বুদ্ধি, বিষ্ণুর নামমন্ত্রে বা বৈষ্ণবের সদ্‌গুরুদত্ত নামে জাগতিক শব্দ সামান্য বুদ্ধি; সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহাদের স্ব-স্ব শক্তিবর্গকে অপর ত্রিগুণাশ্রিত দেবতাবৃন্দের সহিত সমবুদ্ধি, ফলতঃ অনাত্ম বা অচিৎএর আশ্রয়ে অথবা অচিৎ হইতে আত্মা বা চেতনের উপলব্ধি চেষ্টা,

কিম্বা অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুকে প্রাকৃত খণ্ড, ইন্দ্রিয় পরিমেয় বস্তুর সমপর্য্যায় জ্ঞান অথবা অপর কথায় বলিতে গেলে দ্বৈতবুদ্ধিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান; এ সমস্তই অপরাধজনক। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব-প্রভুর উক্তি—(২৬৫ সংখ্যা) "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্ ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদিনিমিত্তক পাষণ্ডশব্দেন চ দশ অপরাধালক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।" ভাঃ ১১।২।৪৬—ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুখ। প্রেম-মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" সনাতন শিক্ষায় মঃ ২২ পঃ—শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তিঅধিকারী, উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারি। শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥ রতি-প্রেমতারতম্যে ভক্তিতরতম। মধ্যম ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তন যজ্ঞে আরাধনা করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস বলিয়া বুঝিতে পারেন। আবার কখনও শ্রীনামে অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া কৃপা করেন। শুদ্ধভক্তে ও ভগবানে সম্পূর্ণ প্রীতিরহিত বিদ্বেষি জনকে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ অনুভূতিরহিত আবৃতচেতনবৃত্তি ও কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। মধ্যম অধিকারী শুদ্ধভক্তির উপাদান বা উপকরণগুলিকেও অপ্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে পারেন।"

উত্তম বৈষ্ণব সম্বন্ধে অনুভাষ্য (মঃ ১৬।৭৪)—যে বৈষ্ণবকে দেখিলে দ্রষ্টার মুখে কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই আসে, তাঁহাকে স্বরূপসিদ্ধ 'মহাভাগবত' বলিয়া জানিবে। তিনি সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ উদ্দীপিত বা অনাবৃত চেতনবৃত্তি-বিশিষ্ট বা কৃষ্ণের অবিমিশ্র শুদ্ধপ্রেম সেবানিরত হওয়ায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণ বা কাষ্ণ্য-কর্ষণকারী; তাঁহার শ্রীমুখেই শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম সুষ্ঠুভাবে অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। তিনি স্বয়ং দিব্যনেত্রবিশিষ্ট বলিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণবৈমুখ্য-রূপ মোহনিদ্রায় নিদ্রিত অপর জীবের নিমিলিত অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া অর্থাৎ জাড্য হইতে মুক্ত করিয়া দিব্যনেত্র প্রদানপূর্ব্বক চেতনবৃত্তি বিশিষ্ট করাইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও কাষ্ণ্যের সেবায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ, ব্রজাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে, এবং মধ্য ষষ্ঠ অধ্যায় "লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে। তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥" প্রভৃতি

বাক্য ইহাঁদের সম্বন্ধেই কথিত শ্রীরূপ গোস্বামী উপদেশামৃতে—শ্রদ্ধয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমাথিতসঙ্গলব্ধ্যা। প্রভুর শ্রীমুখে কথিত তৃণাদপি সুনীচ শ্লোকের সম্পূর্ণ আচরণকারী এবং মধ্য ৯ম পঃ ৩৬-৩৭ সংখ্যানুসারে তিনি আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণ বা মহাভাগবত—তিনিই শুদ্ধহরিকীর্ত্তনকারী, অতএব তাদৃশ জড়ীয় উচ্চাবচদর্শনরহিত অন্য নিন্দাদিশূন্য হৃদয় ব্যক্তির নিকটই মধ্যম ভাগবত সর্ব্বদা শ্রবণেচ্ছু হইয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া সন্তোষ বিধান করিলেই অবশেষে তৎকৃপাপ্রভাবে সেই মধ্যমাধিকারীই উত্তমাধিকারী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ভাঃ ১১।২।৪৫—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ ভগবদ্ভাবসাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম॥" সনাতন শিক্ষায় মধ্য ২২ পঃ—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—এই ত্রিবিধ বস্তুতে মহা-ভাগবতের অসঙ্কুচিত প্রেমময়ী দৃষ্টি; তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দর্শন নাই—"সবে কৃষ্ণ ভজে—এইমাত্র জানে।" সুতরাং তিনি কৃষ্ণেরই স্বাঙ্গীকৃত বস্তু।

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী, নজ্যো কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চক বিদ্‌বিপ্রা মহা-ভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ তাপাদি পঞ্চসংস্কারী, নববিধ যজ্ঞানুষ্ঠাতা এবং অর্থপঞ্চকজ্ঞাতা বিপ্র মহাভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত মহাভাগবতত্ত্ব অর্চ্চন-মার্গবাসিগণের মধ্যই জানিতে হইবে। কারণ তদ্‌বিষয়েই তাঁহাদের সম্যক্‌ভাবে আসক্তি দৃষ্ট হইতেছে।

তাপ, পুণ্ড্র, নাম ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত পদ্মপুরাণেই তাপাদি পঞ্চসংস্কার বর্ণীত হইয়াছে। নববিধ পুণ্যকর্ম্মের কীর্ত্তনকারী—

অর্চনং মন্ত্র পঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্।
নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনন্বেজ্যা নবধাভিদ্যতে শুভে।
নবকর্ম্ম বিধিনেজ্যা বিপ্রাণাং সততং মৃতো॥

অর্থপঞ্চক চিন্তঙ্ক—উপাস্য শ্রীভগবান্, তৎপরম্ পদম্ তদ্‌দ্রব্যং তন্মন্ত্রো, জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞাতৃত্বম্ তচ্চ ২য় শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য নিগদ্যতে—

এক একেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পুণ্ডরীক্ষবিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচন্দ্রবিতমূর্দ্ধজঃ॥

বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপায়।
স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ॥
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্।
বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নব॥ ইত্যাদি

হে কল্যাণি! অর্চ্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নামসংকীর্ত্তন, সেবা, ভগবচ্চিহ্নাদি অঙ্কন ও তদীয় আরাধনা—এই নয়প্রকার ইজ্যা, এই নব-কর্ম্মের বিধানযুক্ত ইজ্যা (যজ্ঞ) ব্রাহ্মণগণের জন্য সর্ব্বদা বিহিত আছে।

অর্থ পঞ্চকজ্ঞাতৃত্ব—উপাস্য শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ, তদীয় দ্রব্য, তদীয় মন্ত্র ও জীবাত্মা এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি অর্থপঞ্চক জ্ঞাতা। এ বিষয় ২য় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবল মাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পদ্মপত্রসদৃশ বিশালনেত্রযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ খচিত কেশপাশবিশিষ্ট, সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণকান্তি চিৎস্বরূপা লীলাদেবী কর্ত্তৃক স্বভাবতই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকরণ, বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব, স্বরূপতঃ গুহ্য নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত, ইত্যাদি।

দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥
ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্ভবন্ধাপি তাদৃশম্।
গন্ধরূপং স্বাদু রূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধিতৎ।
ত্বপ্ বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাং পঞ্চাদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চতৎ।
রসাস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকং স্বাদুবদ্ভবেৎ॥
তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ব্যাপকঃ পরঃ।
রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকম্॥
বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মন্ত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিভির্বিচারিতঃ॥
মরুৎ সাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা।
জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥
অশ্লেষাদুভয়ো শুদ্ধচাত্মানশ্চ অহস্রশঃ।
বিজ্ঞাতঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ।

অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অরূপ শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটিচন্দ্র সূর্য্যের প্রভাযুক্ত, ঐস্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বভূতাধার ও সর্ব্ববিধ প্রলয় বর্জ্জিত।

হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব। উক্তস্থানে সর্ব্ব-ভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষসমূহই একমাত্র বৃক্ষ, তথায় লতা সকলও তাদৃশ সর্ব্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফল পুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সেস্থানে সুগন্ধি সুস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাদি যাহা কিছু অবস্থিত তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রসস্বরূপ। ত্বক, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু তাহাই হেয়াংশ এবং ঐ সকলই ভৌতিক অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস সংযোগেই ভৌতিক বস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়। অতএব হে ব্রাহ্মণ, রসই পরমসাধ্য এবং ব্যাপকবস্তু সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রসযুক্ত,পরন্তু এস্থানে চিন্ময় দ্রব্যসকল—সাক্ষাৎ রসস্বরূপ।

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্রতত্ত্ব বলা হইতেছে—হে ব্রহ্মন্, দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র তাঁহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদগণ বিচার সহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এইরূপ জীবতত্ত্ব—হে ব্রাহ্মন্, বায়ু ও সাগরের সংযোগে উৎপন্ন তরঙ্গ হইতে যেরূপ তৎস্বরূপ এবং তদীয় উপাধি সমাবৃত সহস্র সহস্র কণিকার উৎপত্তি হয়। তদ্রূপ উভয়ের আশ্লেষবশতঃ সহস্র সহস্র আত্মার প্রকাশ হয়। কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদি বিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষ ভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে। এই জীবতত্ত্ব নিরূপণ—কেবল প্রকৃতি বা কেবল পুরুষ হইতে জীবের উদ্ভব হয় না।

উপাধিরহিত জীব এইরূপ। যথা—বিষ্ণুর শক্তি ত্রিবিধ। তাঁহার চিন্ময়ী স্বরূপ শক্তির নাম পরাশক্তি; জীবশক্তির নাম অপরাশক্তি এবং অবিদ্যার কর্ম্মভূতা অপর শক্তির নাম মায়াশক্তি (বিষ্ণুপুরাণ)। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মিক আমার নিকৃষ্টা জড়া প্রকৃতি ; এতদ্ব্যতীত আমার একটী তৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপা জীবভূতা প্রকৃতি আছে। ঐ চেতনা প্রকৃতি স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎকে ধারণ করিতেছেন। এই প্রপঞ্চে জীবভূত নিত্যতত্ত্ব আমারই অংশ। গীতাবচনানুসারে—

একং যৎ তটস্থন্তু চিদ্রূপ স্বশস্বেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥

অর্থাৎ যে তটস্থচিন্ময় বস্তু স্বজ্ঞেয় ভগবান্ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তাহাই গুণরাগে রঞ্জিত হইয়া জীব-নামে অভিহিত। এই নারদপঞ্চরাত্র-বচনানুসারে জীবতত্ত্ব জানিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ৯ম-সংখ্যা, ৩৪২ পৃষ্ঠার পর)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মধুসূদন! আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর কি নাম হইবে, তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! **আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী "ইন্দিরা একাদশী" নামে প্রসিদ্ধা**। তাহার ব্রত প্রভাবে মহাকল্মষ বিনষ্ট হয়, এমন কি জঘণ্যবৃত্তি আচরণহেতু নিম্নযোনিপ্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষদেরও উত্তম গতি হইয়া থাকে। যাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণমাত্রেই সামবেদবিহিত যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে রাজন্! মাহিষ্মতী দেশে ইন্দ্রসেন নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন। সুখ্যাতিমান সেই রাজা যথার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেন। পুত্রপৌত্রাদি মিলিত এবং ধনধান্যান্বিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সেই রাজা মুক্তি-প্রদাতা শ্রীশ্রীগোবিন্দ নামামৃত ধ্যান করিতে করিতে সময় অতিবাহিত করিতেন।

একদিন রাজা দুগ্ধফেননিভ শয্যাতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে

রাজা তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্ঘ্য-মাল্যাদি দ্বারা যথাবিহিত অর্চ্চনপূর্ব্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—হে মুনিবর! ভবদীয় প্রসাদে আমার সর্ব্ববিধ শুভ। আপনার দর্শনমাত্র আমি যাবতীয় যজ্ঞীয় ফল লাভ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমাকে কৃপা করুন। নারদ বলিলেন, হে নৃপ শার্দ্দুল! এক আশ্চর্য্যান্বিত কথা শ্রবণ কর। এক সময় ব্রহ্মলোক হইতে যমলোকে উপস্থিত হইয়া যমরাজ-কর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া উত্তম আসনে উপবিষ্টপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যকর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাত্ত্বিক লোকেরা ভগবদ্‌ব্রতবৈমুখ্যহেতু বৈশ্বানরের সাধনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে তোমার পিতাকে দেখিতে পাইলাম। হে জনেশ্বর! আমার নিকট তোমার পিতৃবাক্যগুলি অবগত হও। "হে ব্রহ্মন্! মাহিষ্মতী দেশাধিপতি ইন্দ্রসেন নামে এক খ্যাতিবিশিষ্ট নরপতি আছে তাঁহার নিকট বলুন যে, আমি বহু পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াও কোন কারণবশতঃ যমালয় প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই নরপতি ইন্দিরা নামে পবিত্রা একাদশীব্রতানুষ্ঠান করিয়া আমাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করুন।" তাই ইহা বলিবার জন্য তোমার নিকট উপনিত হইয়াছি। হে রাজন্! তোমার পিতার স্বর্গোদ্দেশ্য ইন্দিরৈকাদশীব্রত পালন করুন।

রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! কি বিধানুসারে এবং কোন্ তিথি ও কোন্ পক্ষে এই একাদশীব্রত করা কর্ত্তব্য তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! এই ইন্দিরৈকাদশীব্রতের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর,—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষে দশমীদিবসে শ্রদ্ধাত্মপূর্ব্বক প্রাতে স্নান করিবে এবং মধ্যাহ্নে ভক্তিভাবাপন্ন হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক রাত্রিতে ভূমিতে শয়ন করিবে। পরদিন শুভৈকাদশীদিনে মুখাদি ধৌত-পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার ভোগবর্জ্জন করতঃ নিরাহারে থাকিয়া ভক্তিভাবে উপবাসের নিয়মাবলী পালন করিবে এবং হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! এ-শরণাগতের প্রতি কৃপাবান্ হও, এইরূপভাবে শ্রদ্ধাসহকারে শালগ্রাম পূজা করতঃ পিতৃ উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে। এইরূপে গন্ধ-ধূপ এবং পুষ্পমাল্য দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে।

পরদিন দ্বাদশীর প্রাতে ভক্তিসহকারে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ও অবশেষ বাক্‌সংযত হইয়া মহাপ্রসাদ

গ্রহণ করিবে। হে রাজন্! এই বিধিপূর্ব্বক শ্রীহরির এবং ভক্তদের অর্চ্চন করিলে তোমার পিতৃবর্গ যমসন্নিদ্ধ হইতে মুক্তি পাইয়া সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! দেবর্ষি নারদ রাজাকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে রাজা ইন্দ্রসেন যথোক্ত বিধিদ্বারা পুত্রভৃত্যসমন্বিত হইয়া ইন্দিরৈকাদশীব্রতানুষ্ঠান করিলে দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হইল এবং তাঁহার পিতা বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রসেন এইরূপে শ্রীহৃষীকেশের অর্চ্চনপূর্ব্বক রাজ্যকে পাপমুক্ত করতঃ রাজ্যে প্রবেশ-কালে একটি দেবতুল্য পুত্রলাভ করিলেন। হে রাজন্! তোমার নিকট এবম্প্রকার ইন্দিরা একাদশীর মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। ইহা কেহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে আশ্বিনমাসস্য কৃষ্ণপক্ষে ইন্দিরৈকাদশী-মাহাত্ম্য কথনং পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ একটি আশ্রম। পুরাকালে আর্য্যঋষিদের আদর্শানুযায়ী ইহা (নবদ্বীপান্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়াসহরে) প্রতিষ্ঠিত। সুশীতল ছায়াসম্বলিত বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে সু-উচ্চচূড়াবিশিষ্ট দেবমন্দিরটি স্থাপিত। মন্দিরগর্ভে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ), শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব), শ্রীশ্রীকোলদেব (বরাহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু) ও শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মূর্ত্তিচয় বিরাজিত।

মঠ বলিতে ছাত্রনিলয়কেই বুঝায়। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, মঠন্তি বসন্তি হি যত্র ছাত্রা ইতি মঠ শ্ছাত্রানিলয়ঃ। এখানে দ্বিবিধ প্রকারের ছাত্রের সমাবেশ, যথা—(১) পরাবিদ্যার্থী (পারমার্থিক), (২) অপরা বা জড়বিদ্যার্থী (জাগতিক)। জাগতিক বিদ্যার্থী দ্বাদশ জন, তন্মধ্যে স্কুলে ছয় জন, কলেজে এক জন ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে পঞ্চজন অধ্যয়ন করেন।

মোট পয়তাল্লিশ জন অধিবাসীর মধ্যে অবশিষ্ট সেবকগণ পারমার্থিক স্কুল বা বিদ্যালয়ের ছাত্র। স্কুলের ছাত্রমাত্রেই ব্রহ্মচারী এবং পারমার্থিক ছাত্রদের মধ্যে তিনটী শ্রেণী বিভাগ আছে; যথা—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী। মঠবাসী প্রত্যেকের উপর পৃথক্ পৃথক্ সেবাকার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে। স্ব স্ব সেবাকার্য্য ব্যতীত দৈনন্দিন কৃত্যাহিসাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রত্যহ ভোর ৪টায় (শীতকালে ৪॥টায়) শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তনে যোগদান করিতে হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রব্যতীত মঠবাসিবৃন্দের মাধ্যাহ্নিক ভোগারতি-কীর্ত্তন কার্য্যে যত্নবান্ হইতে হয়। অবশেষে সায়াহ্নে ভগবদ্ উদ্দেশে সান্ধ্যবন্দন-ভজন-কীর্ত্তনাদি সমাপন করিয়া নিজ নিজ ভারপ্রাপ্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হয়।

প্রত্যেক ছাত্র যথাক্রমে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, মন্দির মার্জ্জন, ভোগের বাসনাদি মার্জ্জন, পুষ্পচয়ন ও মালিকাগ্রন্থন ইত্যাদি কার্য্যে রত থাকেন। ছুটীর দিনে অবসর সময়ে ধর্ম্মগ্রন্থ-অধ্যয়ন ও পাঠ-বক্তৃতাদিতে ছাত্রদিগকে অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

এইরূপে শ্রীগৌড়ীয় মঠ নৈতিক ও ধর্ম্মীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দিরগর্ভে শ্রীকোলদেব বিগ্রহকে এবং মঠটীর 'দেবানন্দ' নাম হইল কেন, তাহা জানিবার কৌতূহল নিবৃত্ত করিব। শ্রীজয়দেব কবি বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দে (দশাবতারস্তোত্রে) উল্লেখ আছে,—

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশবধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥

এই বরাহদেব (কোলদেব) হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়া ধরণীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার এই কোলদেব। তাঁহার আবির্ভাবস্থলী বলিয়া এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ বা কুলিয়া সহর হইয়াছে। কেহ কেহ 'কুলিয়ার পাট'ও বলিয়া থাকেন। এইস্থানে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে একজন ভাগবত পাঠক ছিলেন। তিনি এক সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় তিনি অপরাধমুক্ত হন। সেই দিন

হইতে ইহার নাম 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** কৃপাপূর্ব্বক জগতের সমক্ষে এই মঠ ও সেবা-পূজা প্রকাশিত করিয়াছেন।

তিনিই সুবিখ্যাত **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** প্রতিষ্ঠাতা। এই মঠই সমিতির 'মূলকেন্দ্র' ও 'প্রধান-কার্য্যালয়'। সমিতির অন্তর্গত আরও সতেরোটি মঠ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে শাখাকেন্দ্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সেইগুলির বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিতে বিরত থাকিলাম। 'শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ' কি ও তাহার অবদানই বা কি সেই সম্পর্কে এস্থানে আলোচ্যের বিষয়বস্তু।

শ্রীমঠের পরিচালিত 'গৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে' প্রতিমাসে অন্যূন দ্বিসহস্র রোগী চিকিৎসিত হইয়া আসিতেছেন। অধিকন্তু একটি প্রেস (মুদ্রাযন্ত্র) ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সহায়করূপে বিদ্যমান আছে। বৃহন্মৃদঙ্গ বা মুদ্রাযন্ত্রমাধ্যমে ভগবদ্বাণী-মৃদঙ্গ দিগ্‌দিগন্তকে প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। সন্ন্যাসী বা ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত "নাম-প্রেমধর্ম্ম" অকাতরে দেশ-দেশান্তরে প্রচারের জন্য নিযুক্ত আছেন।

শাস্ত্র আমাদিগকে উপদেশ দান করিতেছে,—

আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

শ্রীভগবানের সৃষ্টি দ্বিবিধ, তন্মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড। ধৃ ধাতু+মন্ প্রত্যয় করিলে 'ধর্ম্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহা মানবের অস্তিত্ব ধরিয়া রাখে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের নামান্তর আত্মধর্ম্ম বা ভগবদ্ধর্ম্ম। এই ভাগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবন্নাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ভৌমগোলোক সদৃশ শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

'নাম সঙ্কীর্ত্তনং কলৌ পরমোপায়ঃ।' এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্যদেবের এই মনোহভীষ্ট পূরণার্থে আমরা শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছি। যাহাতে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক (Moral and spiritual development) উন্নতি হয়, তাহাই এই শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বা একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম (mission)।

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী
১০ম শ্রেণী, কলা-বিভাগ ;
নবদ্বীপ শিক্ষামন্দির (উচ্চ-মাধ্যমিক),
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম

অমরা জীব ; চেতনতাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলন শরীরের পুষ্টিসাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আর কোন একটী বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে, তাহারা কোন বস্তুর আবরণদ্বয় ; সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনতাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি ? এই চেতনের কারণ কি ? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আর কোন একটী বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতন—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহে রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভব হয়। চেতনা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা বিজ্ঞানচর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে এক বা ততোধিক শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলেই উহার মূল্য থাকে, কিন্তু মূল এককে বাদ দিয়া এক বা ততোধিক শূন্য সমাবেশের মূল্য কোথায় ?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানেই আলোচনায় আমারা যত শৈথিল্য এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমাদের আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি অচেতন বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞানালোচনার আভাস মানব সমাজে এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত—আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি,—চেতনকে বাদ দিয়া অচেতন বস্তুর আলোচনায় দুর্ল্লভ মানব জন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের ইহা আলোচনার বিষয়—ইহা প্রত্যেক পুরুষ-স্ত্রী, বৃদ্ধ-যুবা, বালক-বালিকা ; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়—ইহাই সকলের একমাত্র নিত্যস্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্ব্বজনীন প্রয়োজনীয় কথা।

অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিবিয়া যায়, এমন কি অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব ক্ষুদ্র চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ অপরিমেয় চেতন। জীব এই বৃহৎ চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমারা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়া অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি ; আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি,—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনধর্ম্মাক্রান্ত পশু দিগের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি! আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—আমরা কে? আমরা জানিতে পারিতেছি না—আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম—এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

আচার্য্যকেশরী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি-উৎসব

বিগত ৫ই নারায়ণ (৪৮২ গৌরাব্দ), ২৩শে অগ্রহায়ণ (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), ইং ৯।১২।৫৮ তারিখ সোমবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** ঠাকুরের একত্রিংশ বার্ষিক অপ্রকট-তিথি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল মঠ ও অন্যান্য শাখা মঠসমূহে বিরহ-তিথি মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

সমিতির মূলকেন্দ্র ও প্রধান কার্য্যালয় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উক্ত দিবস ঠাকুর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে প্রাতঃ হইতেই ভক্তগণের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা পড়িয়া যায়। সকাল হইতেই বিবিধ বিরহ-সূচক কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন উপদেশাবলী পাঠ-মুখে আলোচনা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারতি হইলে পর নিমন্ত্রিত ভক্তমণ্ডলী ও সজ্জনবৃন্দ তথা আগত আবালবৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেককেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ঐদিন সন্ধ্যায় এক বিরাট মহতী জনসভারও আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ**। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু-দৈবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বিশিষ্ট ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং আরও অনেক গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অমূল্য জীবনচরিত বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ ভাষণদানকালে বলেন যে, "এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের জীবনই উপদেশ-প্রচ্ছদপট। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বেদান্ত-আচার্য্যভাস্কর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পর তিমিরাচ্ছন্ন গৌড়ীয়-গগণকে ইঁনিয়েই আলোকিত করেন। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার কৃপাভিষিক্ত নিজজনগণেই নির্ভীকভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে বহুলভাবে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত্য প্রতিপাদ্য বিষয় পাশ্চাত্য জগতে বিতরণের তিনিই প্রেরণাদাতা ও শ্রেষ্ঠ এবং নির্ভীক পথ-প্রদর্শক। অসীম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষ জনের কথা সাধারণ মানুষের হৃদয়ঙ্গম হওয়া রহ ব্যাপার। তাই অনেক সুবিধাবাদিগণের কর্ণে এই দৃঢ়কণ্ঠ

বিষতুল্য বলিয়া মনে হয়। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট একদিন অলোচনাক্রমে বলিয়াছিলাম যে, 'শ্রীল প্রভুপাদ যে-চিন্তাধারা জগতকে দিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুশরণ করা সাধারণ লোকের সম্ভব হইবে কি?' তাঁহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "তাহা হউক না হউক তাই বলে আসল বস্তুকে বাদ দিয়ে মনগত ধর্ম্মের 'অনুশরণ করা শ্রীল প্রভুপাদের ধারা নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ একবার বলিয়াছিলেন,—'বোকা ও সুবিধাবাদীদের জন্য ভাগবতধর্ম্ম নহে। সাধারণ জগতেও মানুষের মধ্যে প্রত্যেকেই এম্-এ বা ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিতে পারে কি? প্রত্যেকেই ডক্টরেট্ লাভ করুক এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয় চিন্তাধারার মানদণ্ড নিম্নের দিকে অনুসৃত করিতে পারেন না। আর যদি তাহাই করে তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। ঠিক ঠিক ভাবে একটি জীব যদি সেই তত্ত্ব অবগত হইবার সুবিধা পায় তাহাই যথেষ্ট। কম সংখ্যক জীবই আত্মমঙ্গলের জন্য চেতনতা লাভ করেন। অল্প সংখ্যক জীব আসিলেও তাহাতে দুঃখের কোন কারণ নাই। কারণ বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্রের সংখ্যা কমই থাকে। আকাশে সুশীতল আলোক প্রদানকারী একমাত্র চন্দ্রই রয়েছে। জগতে মূল্যবান ধাতুর সংখ্যাও কম। কম সংখ্যক লোকে ভাগবতধর্ম্ম পালন করিতে প্রয়াসী তজ্জন্য আপশোষের কারণ নাই। জগতের প্রত্যেক মনিষীবৃন্দই এমনকি রাজনীতিজ্ঞ, সমাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি মানবগণও গীতাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এই গীতায় বলিয়াছেন 'মানুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' সকল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত রয়েছে—

রজোভি সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়োঃ বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥ (৬।১৪।৩-৫)

তাই ভাবিবার কিছুই নাই। কলি-কবলিত জীবগণ মায়ারদিকে ধাবিত হইবেই। এমতাবস্থায়েও আমারা নির্ভিকভাবে সমস্ত বিশ্বে বহুল প্রচারের প্রয়াসী হইবই কিন্তু আত্মচেতনাকে ভুলে গিয়ে নয়।" শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভুপাদের চিন্তাধারার বিবিধ ব্যাখ্যা করতঃ উপসংহারে বলেন আমরা প্রত্যেকেই যেন তাঁহার কৃপাশীষ লাভে প্রয়াসী হই ইহাই তিনি শক্তি দান করুন। সভাপতি মহারাজের ভাষণান্তে শ্রীহরিকীর্ত্তন-সহযোগে বিরহ-সভা সমাপ্ত হয়। —**নিজস্ব**

গৌড়ীয়-সঙ্ঘাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ

বিরহ-ব্যথায় ভাবাক্রান্ত বেদনা-পুঞ্জিভূত-কর লস্রোতে ভাসমান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যগণ আজ এক মহাপুরুষের প্রপঞ্চলীলা-পরিহারের শোক-সংবাদ অতিব দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অতীব দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কারণ জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত অনুগত নিজজনগণ ক্রমশঃই ইহ জগৎ অন্ধকার করিয়া নিত্যধামে গমন করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন মহারাজও** একজন। তিনি বিগত ১২ই নারায়ণ (৪৮২ গৌরাব্দ), ২রা পৌষ (১৩৭৫ সাল), ইং ১৬।১২।৬৮ তারিখ সোমবার শ্রীহরিবাসর-পালনরত অবস্থায় আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠে তদীয় প্রাচীন ভজন-কুটিরের সান্নিধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে স্বীয় ভজনকক্ষে সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় স্বজ্ঞানে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনরত অবস্থায় শ্রীল মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার বিরহে গৌড়ীয়-গগণ আজ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হারাইলেন বলে প্রতিভাত হইতেছে।

তিরোভাব-লীলা প্রকাশ-সময় শ্রীল মহারাজের বয়ঃক্রম সুপক্বরূপে ৮৫ বৎসরে পৌছিলেও তাঁহার গুণাবলীর কথা স্মরণ-পটে উদিত হইলে তাঁহার এই বিরহ-ব্যথা দুর্ব্বিসহ বেদনাদায়করূপেই প্রতীত হয়। তাঁহার স্নেহ-বাৎসল্যস্বভাবের কথা স্মরণ হইলে হৃদয়কে অসহনীয় বিরহ-জ্বালায় দগ্ধিভূত করিতে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মাঝে মাঝে খুব অল্পসময়ের জন্য তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিতে এই অধমের সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই ক্ষণিক সময়ের মধ্যে তাঁহার যেরূপ কৃপাপোদেশ পাইতে সুযোগ হইয়াছিল ইহা আমার মত মূঢ় জনের পক্ষে অতীব সৌভাগ্য-সম্ভূত। তাঁহার স্নেহভরা স্মিতহাস্য বদনের সুগভীর তথ্যপূর্ণ কয়েকটি উপদেশের কথা মনে পরিলে উদ্দমহীন জীবনে নবরূপে বল সঞ্চারিত হয়। তাঁহার যদিও এই বিরহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক কিন্তু কৃষ্ণেচ্ছা নীরবে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নাই।

তাঁহার নির্য্যাণ-সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে বৈষ্ণবগণ ও সজ্জনবৃন্দ অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে ত্বরায় তাঁহার ভজন কুটিরে উপনিত হন।

দৈবদুর্ব্বিপাকে শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য সেই দিন তথায় উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ তদীয় সতীর্থ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীল মহারাজেরই অভিলষিত শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে সমাধির প্রস্তুতি চলিতে থাকে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিভিন্ন পুষ্প, চন্দন প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর প্রসাদী পুষ্পমাল্য তাঁহার গলদেশে স্থাপন করা হয় এবং সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে তাহার অপ্রাকৃত কলেবর শ্রীরাধাকুণ্ড-তট হইতে শ্রীবাসাঙ্গনে পরিবাহিত হয়। এই শোভাযাত্রায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের মূল গায়কত্বে হৃদয়স্পর্শী করুণ সুরে বিবিধ বিরহ-সূচক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। সমাধিস্থলে তাঁহার শ্রীকলেবর সদ্য আনিত গঙ্গোদকে স্নান করানান্তর সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে সুসজ্জিত করতঃ পুষ্পভূষিত আসনোপরি বসাইয়া কীর্ত্তন-সহযোগে সমাধি-প্রদান করা হয়। সমাধিস্থ করার সময় প্রপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁহার মর্য্যদা খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। তিনি এম্-এ, বি-এল্ ডিগ্রী লাভ করতঃ কিছুকাল আইন-ব্যবসা (ওকালতি) করেন এবং পরে কয়েকটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রায় ৪০ বৎসর কাল শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীল মহারাজের নিজের জীবন ছিল যেন উপদেশ-প্রচ্ছদপট। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা জগতের আদর্শস্থানীয়; ভগবৎ-সেবার্থই তাঁহার জীবন উৎসর্গীত ছিল। কদাচ সেবার নামে তিনি ভোগ করার প্রয়াসী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার এক দিনের একটি কথা এখনও পাষাণে ক্ষুদিত রেখাত মত মনে অঙ্কিত রহিয়াছে, যথা--তাঁহার প্রপঞ্চলীলার প্রায় আগত-সন্ধ্যায় বৈশাখীর ভীষণ উত্তাপের এক সময়ে তাঁহার ভজনকক্ষে উপনিত হই এবং ভীষণ উষ্ণতা অনুভব করায় তাঁহার অসুবিধার কথা চিন্তা করতঃ বৈদ্যুতিক পাখার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করি ও তাহা ব্যবহার-জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন যে,—সেবাহীন জীবনে মহাপ্রভুর

অর্থের্যের কেন অপব্যবহার করিব? মহাপ্রভুর সেবার জন্যই যদি স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন হয় তবে তাহা গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে কিন্তু সেবার নামে ভোগী সেজে বসে থাকা বৈষ্ণব-জগতের নিদর্শন নহেন।"

তাঁহারই ঐকান্তিক সেবা চেষ্টায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সাপ্তাহিক গৌড়ীয় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হন ও তাহার সম্পাদনা কার্য্যে তিনিই নিযুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রকাশনও তাঁহার বিশেষ সেবা চেষ্টায় সারস্বত গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায়েও তিনি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাষায় লিখিত 'Path to God-Realisation' এবং সংস্কৃত গ্রন্থের তত্ত্বসন্দর্ভ ও ভগবৎসন্দর্ভের (সর্ব্ব-সম্বাদিনীসহ) বঙ্গানুবাদটিপ্পনী প্রভৃতির সম্পাদনে বিদ্যার সার্থকতা প্রদর্শন করাইয়াছেন।

পরমগুরুদেব ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচারলীলার প্রথমভাগে তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকত্রয়ের অন্যতম ছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে কিছু-দিন সম্পাদকরূপে অধিতষ্ঠিত থাকায় তাঁহার বিবিধ ব্যক্তিত্ব সম্পন্নতার পরিচয় দান করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রকাশনে তাঁহার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জীবনের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য যে ইহলীলা সম্বরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাণীর-সেবা করিয়া গিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন্ত-মৃদঙ্গ আর ছাপাখানা (মুদ্রণালয়) ভগবদ্-রাজ্যের বৃহৎ-মৃদঙ্গ।" তিনি জীবন্ত-মৃদঙ্গ হইয়াও বৃহৎ মৃদঙ্গের স্থায়ীত্ব উজ্জ্বলতররূপে রেখে বৈকুণ্ঠের-বাণী জীবের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়াছেন তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজীর সম্পাদনা, মাধ্যমে। তিনি একাধা'র বিদ্বান্, গুণী, বুদ্ধিমান, নিরাভিমানী, ন্যায়পরায়ণ সুমধুর সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি সর্ব্বগুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার জীবনটী যেন স্বচ্ছ দর্পনসদৃশ যাহার মাধ্যমে সেবাভিলাষী জীব তাঁহার সেবাদর্শন জীবনকে লক্ষ্য করিলে পরমার্থেরপথ অনায়াসে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা পাবেন না। তাঁহার স্বধাম প্রয়াণে শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত বৈষ্ণবগণ আজ অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার অভাবে বিরহ সন্তপ্ত হইয়া এই প্রর্থনা জানাই যে, শ্রীল প্রভুপাদ তথা তাঁহার নিজজনগণের অভিলষিত শ্রীমন্মাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত 'নাম-প্রেমধর্ম্ম' নিজে অনুশরণ করতঃ জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে তাহা পৌঁছাইয়া তাঁহাদিগের (শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব) কৃপাকণা লাভাকাঙ্খী হইতে শক্তি পেতে পারি ইহাই আশীর্ব্বাদ দান করুন। —**প্রকাশক**

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
(নদীয়া) পঃ বঙ্গ।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৫ই ফাল্গুন ১৩৭৫, ইং ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, বৃহস্পতিবার হইতে ২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্ঠগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যাঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে অপরাহ্ণে সহর-নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা, **বিশেষতঃ বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া** সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৭৫ ; ইং ৫।১১।৬৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ— কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উপরি-উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** (**মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা**) ;

(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের-গঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য) —রাতুপুর।

৩। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, শনিবার (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

(৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট—**মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, রবিবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা।

৫। ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, সোমবার ; (৯) **অন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে **মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও প্রসাদ-সেবান্তে** নবদ্বীপ-সহরস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, মঙ্গলবার ; **শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বুধবার ; **সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)**।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২০শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৭৫ { ১২শ সংখ্যা

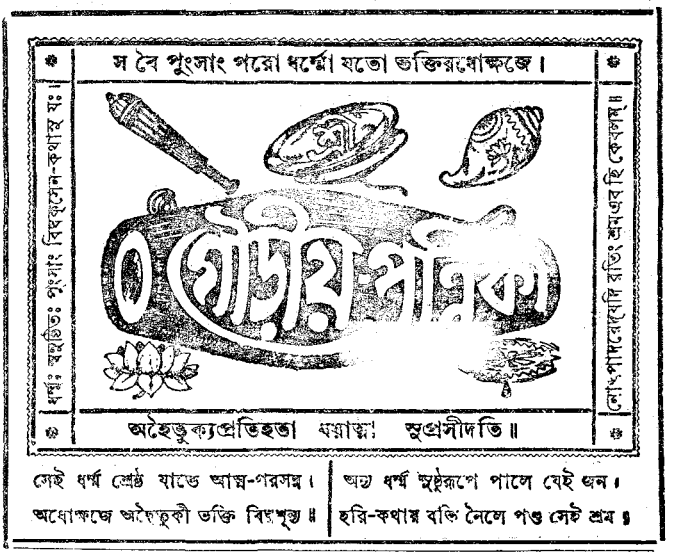


নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৩শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১০ গোবিন্দ, ৪৮২ গৌরাব্দ
বুধবার, ২৯ মাঘ, ১৩৭৫; ইং ১২।২।১৯৬৯ | ১২শ-সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রেমেন্দুসাগরাখ্যং

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তরশতকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

কুড়ঙ্কক্রোড়সংগূঢ়রাধাসঙ্গমরঙ্গবান্।
ক্রীড়োড্ডামরধীরাধাতাড়ঙ্কোৎপলতাড়িতঃ॥ ৩১॥

নিকুঞ্জমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত শ্রীরাধিকার সহিত সঙ্গবিষয়ে যিনি রঙ্গকারী এবং স্মরান্ধ শ্রীরাধিকার কর্ণোৎপল ভূষণদ্বারা যিনি তাড়িত হয়েন॥ ৩১॥

অনঙ্গসঙ্গরোদ্গারিক্ষুণ্ণকঙ্কুমকঙ্কটঃ।
ত্রিভঙ্গিলঙ্গিমাকারো বেণুসঙ্গমিতাধরঃ॥ ৩২॥

যিনি শ্রীরাধিকার সহিত সঙ্গহেতু তদীয়স্তনমণ্ডলস্থিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে নিজ-কলেবর অনুলিপ্ত হইলে বোধ হয় যেন অনঙ্গযুদ্ধে কবচ

পরিধান করিয়াছেন, ত্রিভঙ্গি অর্থাৎ গ্রীবা, কটি ও চরণ এই তিন অঙ্গের ঈষৎ বক্রতাহেতু যাঁহার কলেবর অতি সুন্দর এবং সর্ব্বদা অধরবিম্ব যাঁহার বংশীতে সঙ্গত ॥ ৩২ ॥

বেণুবিস্তৃতগান্ধর্ব্বাসারসন্দর্ভসৌষ্টবঃ।
গোপীযূথসহস্রেন্দ্রঃ সান্দ্ররাসরসোন্মদঃ ॥ ৩৩ ॥

যিনি বংশীগীতদ্বারা জগতে সঙ্গীত-বিদ্যা সুন্দররূপে বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি সহস্র সহস্র গোপাঙ্গনার এক নায়ক ও যিনি সুস্নিগ্ধ রাসরসে পরম আনন্দযুক্ত ॥ ৩৩ ॥

স্মরপঞ্চশরীকোটিক্ষোভকারিদৃগঞ্চলঃ।
চণ্ডাংশুনন্দিনীতীরমণ্ডলারব্ধতাণ্ডবঃ ॥ ৩৪ ॥

কন্দর্পের কোটি সঙ্খ্যক কুসুমশরের ন্যায় যাঁহার কটাক্ষ যুবতীগণের ক্ষোভজনক এবং যিনি কলিন্দকন্যা যমুনার তটে গোপীগণের সহিত নৃত্য করিতে ভাল বাসেন ॥ ৩৪ ॥

বৃষভানুসুতাভৃঙ্গীকামধুক্ কমলাকরঃ।
গূঢ়াকূতপরিহাসরাধিকাজনিতস্মিতঃ ॥ ৩৫ ॥

যিনি শ্রীরাধিকারূপিণী ভ্রমরীর অভীষ্টপ্রদ কমলাকর অর্থাৎ সরোবর-স্বরূপ ও নিজের গূঢ় অভিপ্রায় কোনরূপে ব্যক্ত হইলে পরিহাসকারিণী শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া যিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

নারীবেশনিগূঢ়াত্মা ব্যূঢ়চিত্তচমৎকৃতিঃ।
কর্পূরালম্বতাম্বূলকরম্বিতমুখাম্বুজঃ ॥ ৩৬ ॥

যিনি নারীবেশ ধারণ করিয়া নিজ কলেবর প্রচ্ছন্ন করিতেন এবং ঐ বেশে গোপিকামন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমি অন্যের অলক্ষিত সুচতুরজন-বেষ্টিত এই পর গৃহে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছি বলিয়া মনে মনে যিনি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। কর্পূরাদিযুক্ত তাম্বূল চর্ব্বণে যাঁহার মুখাম্বুজ সুশোভিত ॥ ৩৬ ॥

মানিচন্দ্রাবলীদূতীকৃপ্তসন্ধানকৌশলঃ।
ছদ্মঘট্টতটীরুদ্ধরাধাভ্রূকুটিঘট্টিতঃ ॥ ৩৭ ॥

মানিনী চন্দ্রাবলী দূতীর চাতুর্য্য কৌশলে যিনি চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হয়েন এবং দানঘাটে অবরুদ্ধ শ্রীরাধিকার ভ্রূকুটী দ্বারা যিনি আক্ষিপ্ত হয়েন ॥ ৩৭ ॥

দক্ষরাধাসখীহাসব্যাজোপালম্ভলজ্জিতঃ।

মূর্ত্তিমদ্বল্লবীপ্রেমা ক্ষেমানন্দরসাকৃতিঃ॥ ৩৮॥

পরম চতুরা শ্রীরাধিকার কোন সখীর পরিহাসগর্ভ ভৎর্সনা বাক্যে যিনি লজ্জিত হইতেন এবং যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ প্রেম স্বরূপ এবং মঙ্গলময় আনন্দরসে যাঁহার শরীর অভিন্ন॥ ৩৮॥

অভিসারোল্লাসদ্ভদ্রাকিঙ্কিণীনিনদোন্মুখঃ।

বাসসজ্জীভবৎপদ্মাপ্রেক্ষ্যমানাগ্রপদ্ধতিঃ॥ ৩৯॥

অভিসারে উদ্যত ভদ্রা নাম্নী গোপিকার কিঙ্কিণী শব্দ শুনিবার জন্য যিনি উন্মুখ অর্থাৎ কখন আসিবেন বলিয়া তদীয় ভূষণ শব্দের প্রতি মনোযোগ-পূর্ব্বক কর্ণপাত করিয়া থাকেন, পদ্মা নাম্নী গোপিকা বাসকসজ্জা (নায়ক আসিবেন নিশ্চয় করিয়া যে নায়িকা নিজ ভবন ও নিজ কলেবর সুসজ্জিত করত নায়কের আগমন পথের প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন তাহাকে আলঙ্কারিকেরা বাসকসজ্জা বলিয়া কহেন) হইয়া যাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় পথের প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

উৎকণ্ঠিতার্ত্তললিতাবিতর্কপদবীগতঃ।

বিপ্রলব্ধবিশাখোরুবিলাপভরবর্দ্ধনঃ॥ ৪০॥

অতিকাতরা ও উৎকণ্ঠিতা (নিজ আবাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নায়ক আগমন না করিলে যে নায়িকা অতি কাতর হইয়া নায়কের আগমনের কারণ চিন্তায় নিমগ্ন হয়েন, সেই নায়িকাকে উৎকণ্ঠিতা কহে) ললিতার বিতর্ক পদবীতে যিনি আরূঢ় হয়েন এবং যিনি বিপ্রলব্ধা (অদ্য তোমার প্রিয় তোমার নিকট আগমন করিবেন এরূপ বাক্য নায়ক প্রেরিত দূতীমুখে শ্রবণ করিয়া পরে নায়ককে অনাগত দেখিয়া যে নায়িকা দুঃখ ও বিলাপ করেন, সেই নায়িকার নাম বিপ্রলব্ধা) বিশাখার অতিশয় বিলাপ বর্দ্ধন করেন॥৪০॥

খণ্ডিতোচ্চণ্ডধীশৈব্যারোষোক্তিরসিকান্তরঃ।

কলহান্তরিতাশ্যামামৃগ্যমাণমুখেক্ষণঃ॥ ৪১॥

খণ্ডিতা হেতু (অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগসূচক নখক্ষতাদি চিহ্ন দৃষ্ট করিয়া যে নায়িকার নায়কের প্রতি ঈর্ষা জন্মে, সেই নায়িকাকে খণ্ডিতা কহে) অতি কোপনা শৈব্যার রোষোক্তি শ্রবণে যাঁহার চিত্ত সতৃষ্ণ হয়

এবং কলহান্তরিতা শ্যামা যাঁহার মুখাম্বুজ দর্শনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্লেষবিক্লবচ্চন্দ্রাবলীসন্দেশনন্দিতঃ।
স্বাধীনভর্ত্তৃকোৎফুল্লরাধামণ্ডনপণ্ডিতঃ ॥ ৪২ ॥

যিনি বিরহকাতরা চন্দ্রাবলীর সন্দেশ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত, স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা হেতু (প্রেমগুণে বশীভূত হইয়া নায়ক যাহার নিকট পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ সর্ব্বদা তাহার অনুগত হইয়া থাকেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা কহে) হৃষ্টচিত্তা শ্রীরাধিকার বেশ-ভূষা রচনায় যিনি সুপণ্ডিত ॥ ৪২ ॥

চুম্ববেণুগ্রহদ্যূতজয়ি রাধাধৃতাঞ্চলঃ।
রাধাপ্রেমরসাবর্ত্তবিভ্রমভ্রমিতান্তরঃ ॥ ৪৩ ॥

মুখচুম্বন ও বংশী গ্রহণ এই উভয় পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় শ্রীরাধা জয়লাভ করিয়া বংশীগ্রহণের নিমিত্ত যাঁহার বসনাঞ্চল ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধিকার প্রেমপ্রবাহের আবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া যাঁহার অন্তরাত্মা ভ্রমিত হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

ইত্যেযোন্মত্তধীঃ প্রেম্না শংসন্তী কংসমর্দ্দনং।
স্ফুরন্তং পুরতঃ প্রেক্ষ্য প্রৌঢ়ানন্দোৎসবং যযৌ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা সেই ব্রজযুবতী এইরূপে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে অমনি সম্মুখে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেও তৎসঙ্গে যাহার পর নাই আনন্দলাভ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

প্রেমেন্দুসাগরাখ্যেঽস্মিন্নাম্নামষ্টোত্তরে শতে।
বিগাহয়ন্তু বিবুধাঃ প্রীত্যা রসনমন্দরং ॥ ৪৫ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীপ্রেমেন্দুসাগরাখ্যং শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তরশতং সমাপ্তং ॥*॥

হে বিবুধগণ! প্রেমেন্দুসাগর নামক এই অষ্টোত্তর শত নামে তোমা-দিগের রসনারূপ মন্দরপর্ব্বত প্রীতিপূর্ব্বক অবগাহিত হউক ॥ ৪৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমেন্দুসাগর নামক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত ॥ * ॥

প্রতিষ্ঠাকামী বহির্ম্মুখগণের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, বাগবাজার
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭
২৬শে অক্টোবর, ১৯৩০
১৯ দামোর, ৪৪৪ গৌঃ

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদং—

* * * প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা-হরণ-জন্য দুঃখকারীর অনুতাপ যে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপরবশ হইয়া অপসারিত করিয়াছেন, সেই শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের আজ্ঞাক্রমেই বিদ্বেষিগণ তাণ্ডব-নৃত্যের আবাহন করিয়াছে। তাহাদের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা অচিরেই পুস্তিকাকারে ও বক্তৃতামুখে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে-দ্বারে প্রচারিত হইবে এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের সর্ব্বোত্তম দার্শনিক সিদ্ধান্ত কৃষ্ণভজনকারিগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিবে।

আপনি শ্রীরূপানুগ-গণের আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মল আত্ম-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মার্টিনো, কেয়ার্ড, পার্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কুদার্শনিকের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনুগমনে আপনাকে লব্ধবল মনে করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের পশুপক্ষীর প্রেমকে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের বিকৃত, ঘৃণিত প্রতিফলন বুঝিবার পরিবর্ত্তে উহাই ছায়াশক্তি-রচিত এই প্রপঞ্চে অন্বয়ভাবে আসিয়াছে, —এরূপ জ্ঞান করিবেন না। প্রকৃত-সহজিয়াবাদ ভক্তিধর্ম্ম নহে, উহা উচ্ছৃঙ্খলতামাত্র—শুদ্ধ নির্ম্মলা প্রেম হইতে সুদূরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, মায়াবাদ ও ভক্তিবিরুদ্ধ অন্যান্য বিচারসমূহের সুদুর্ব্বলা যুক্তিরাশি যে "শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্" বাক্যোদ্দিষ্ট দলকে ভবজলধিতে ভাসাইয়া না রাখিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহাদিকে উহা হইতে রক্ষা করাই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের জীবে দয়ার অন্যতম উদাহরণ।

আপনি একটুকু সময় করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রস্তর-ফলক-লিখিত বিষয়রাশি ধীরভাবে পাঠ করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আপনার ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষজনিত গুরুবৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

তখনই শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র বিন্দু আস্বাদন করিতে পারিবেন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—"নদীয়া-প্রকাশ"-পত্রে যোগ্যতর ও যোগ্যতম ব্যক্তিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট প্রচারিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম হইতে লব্ধ অসীম অনুপম বলসম্পন্ন 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের বজ্রসার লেখনীর মুখে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতমতভ্রষ্ট পরিমলের দুর্ব্বল লেখক অপ্পয়দীক্ষিতের পণ্ডিতম্মন্যতরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত ও বিশীর্ণ হইবে। আমরা বল্লভ-সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তম মহারাজ-প্রমুখ বিদ্বদ্বর্গের সদ্‌বিচার আদর করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ক্ষীণ নিঃশক্তিক ব্রহ্মবিচারের অকিঞ্চিৎ-করতা প্রতিপাদন, শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অমানি-মানদত্বসহকারে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের প্রণালীর অনুসরণ ও সেই হরিকীর্ত্তন-কারিগণের শিবদ পাদুকা শিরে বহন করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, যোগী, নির্ভেদ-জ্ঞানী প্রভৃতি নানাবিধ অবিবেচক-সম্প্রদায়ের প্রতারিত-নেত্রের দর্শন-সমূহের অকর্ম্মণ্যতা দূর ও অস্থায়ী ভাবে অসামগ্রীর সংযোগে যে বৈরস্য উৎপন্ন হইয়া জগতের জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্যই সকলের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষুকগণ আপনার নিকট হইতে মাধুকরী সংগ্রহে বিমুখ নহেন, জানিবেন। আরও সপ্তদিবসকাল গৌড়ীয়মঠের শ্রৌত পারমার্থিক-বিচার-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। উহাতে যোগদান করিলে আপনারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন। * * * * এই সম্মিলনীতে যোগদান-পূর্ব্বক অবঞ্চিতচিত্তে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই শ্রৌত-পথানুসরণের অভিনব ফল আপনার তর্কনিষ্ঠ অনুতপ্ত-হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন "তৃণাদপি" শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন। * * * ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(নবধাভক্তি)

১। শ্রবণানুশীলন কয় প্রকার ?

"শ্রবণগত অনুশীলন ত্রিবিধ—শাস্ত্র-শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব-বিচার, ভগবল্লীলাদির বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-জীবন-চরিত্র ও বৈষ্ণব-সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদির শ্রবণকে 'শাস্ত্র-শ্রবণ' বলা যায়। বেদান্ত তাৎপর্য্য-সহকারে অবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-নিরসন-পূর্ব্বক যে-সকল তত্ত্ব-গ্রন্থ মহানুভবগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করাও প্রধান ভগবদনুশীলন-কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।" —চৈঃ শিঃ, ৩।২

২। হরিকথা বা সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে কি হয়?

"হরিকথা ও হরিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্রচর্চ্চা হয়।"

—জৈঃ ধঃ, ৮ম অঃ

৩। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা কি প্রত্যাহার ও ভজন হয় ?

"হরিকথার শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলন ও প্রত্যাহার,—এই উভয়ই সম্পাদিত হয়।" —তঃ সূঃ, ৩৪সূঃ

৪। শ্রবণের অবস্থা-ভেদ কিরূপ ?

"শ্রবণের দুই অবস্থা—শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্ব্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা একপ্রকার শ্রবণ, সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়; শ্রদ্ধা উদয় হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; তদনন্তর গুরুবৈষ্ণবের মুখ-নিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ।" —জৈঃ ধঃ, ১৯শ অঃ

৫। সাধনকালের শ্রবণের দ্বারা কি সিদ্ধকালের শ্রবণের কোন সহায়তা হয় ?

"সাধনকালে গুরু-বৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে সিদ্ধ-কালের শ্রবণ উদিত হয়।" —জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

৬। শ্রবণ-দশা হইতে সম্পত্তি-দশা পর্য্যন্ত ক্রম কি ?

"শ্রীগুরুর মুখে তত্ত্ব শ্রবণই সাধকের 'শ্রবণ-দশা'; সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই 'বরণ-দশা; রসস্মৃতি-দ্বারা

সেই ভাব অভ্যাস করেন, তাহাই 'স্মরণ-দশা'; আপনাতে সেই সুষ্ঠুভাবকে আনার নাম 'আপন বা প্রাপ্তি-দশা' এই পার্থিব অনিত্য সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম 'সম্পত্তিদশা'।

—'ভজন-প্রণালী,' হঃ চিঃ

৭। কীর্ত্তনগত অনুশীলন কি কি ?

"কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত মত শাস্ত্র-কীর্ত্তন, নাম-লীলাদি-কীর্ত্তন, স্তব-পাঠরূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নাম-লীলাদির কীর্ত্তন বক্তৃতা, কথা ব্যাখ্যা ও গীতের দ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার,—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী।"

—চৈঃ শিঃ ৩.২

৮। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ কি ?

"শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান; যেহেতু, শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১০। কীর্ত্তন সার্ব্বজনীন-ধর্ম্ম কেন ?

"The principle of *Kirtan* invites, as the future church of the world, all classes of men without distinction of caste or clan to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world and take the place of all sectarian churches, which exclude out-siders from the precincts of the mosque, church or the temple."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts.*

১১। স্মরণানুশীলন কি কি ?

"কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার স্মরণের নামই—'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনুসন্ধানের নাম—'স্মরণ'; পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনোধারণের নাম—'ধারণা'; বিশেষ-রূপে রূপাদির চিন্তনের নাম—'ধ্যান'; অমৃতধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম—'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্ত্তির নাম—'সমাধি'।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১২। অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত কি ?

"শ্রীবিষ্ণু-স্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে নাই।"

—'দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান' হঃ চিঃ

১৩। স্মরণ ও ধ্যানে পার্থক্য কি ?

"স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে, 'স্মৃতি'তে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। 'ধ্যানে' রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম—'ধারণা'। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে 'নিদিধ্যাসন' হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।"　　চৈঃ শিঃ ৩।২

১৪। স্মৃতি কয়-প্রকার ও কি কি ?

"স্মৃতি দুইপ্রকার—নাম-স্মৃতি ও মন্ত্র-স্মৃতি। তুলসী-মালায় সংখ্যা করিয়া যে হরিনাম করা, তাহার নাম—নাম-স্মৃতি এবং করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম—মন্ত্র-স্মৃতি।"　　চৈঃ শিঃ ৩।২

১৫। অষ্টকাল-সেবার কিরূপে উদ্দীপন হইতে পারে ?

"শিক্ষাষ্টক চিন্ত, কর স্মরণ-কীর্ত্তন।
ক্রমে অষ্টকাল-সেবা হ'বে উদ্দীপন ॥
সকল অনর্থ যাবে, পাবে প্রেমধন।
চতুর্ব্বর্গ ফল্গু-প্রায় হ'বে অদর্শন ॥"　—ভঃ রঃ প্রথম যামসাধন

১৬। পাদসেবন কি ? তদন্তর্গত কি কি ভক্ত্যঙ্গ আছে ?

"'পাদসেবা' বা 'পরিচর্য্যা' ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্ত্তব্য। পাদসেবা-কার্য্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব, সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেব্য-বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাদসেবা কার্য্যে শ্রীমুখ-দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা মথুরা-নবদ্বীপাদি তীর্থস্থান দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণন-প্রসঙ্গে এইসকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসী-সেবা ও সাধুসেবাও এই অঙ্গের অন্তর্ভূত।"　　—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১৭। অর্চ্চন-ক্রিয়ায় আবশ্যকতা কি ?

"নাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তথাপি ভক্তিময়-জীবনযাত্রার জন্য কিছু অর্চ্চন-ক্রিয়ায় বিশেষ উপকার হয়।"　　—ভঃ রঃ 'সংক্ষেপার্চ্চন-পদ্ধতি'

১৮। অর্চ্চনমার্গে বিশেষ শ্রদ্ধা হইলে কি করা প্রয়োজন ?

"অর্চ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়-পূর্ব্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করত অর্চ্চন-প্রক্রিয়া করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শঃ অঃ

১৯। অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে কি অসুবিধা হয় ? কি কি বিষয় অর্চ্চনমার্গের অন্তর্গত ?

"দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্য্য-বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত-সঙ্কোচকরণাভিপ্রায়ে মর্য্যাদামার্গে স-মন্ত্রার্চ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ি-লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে 'সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি'-বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল। সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিবা-মাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাঙ্গ-সকল বলিয়া থাকেন। * * * সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী-ব্রত, মাঘ-স্নানাদি—সকলই অর্চ্চনমার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চ্চন-বিষয়ে একটী বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২০। অর্চ্চক কয় প্রকার ? শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ প্রকার অর্চ্চককে অধিক আদর করেন ?

"*Srimurti*-worshipers are divided into two classes, the ideal and the physical. Those of the physical school are entitled from their circumstances of life and state of the mind to establish temple-institutions. Those who are by circumstances and position entitled to worship the *Srimurti* in mind have, with due deference to the temple-institutions, a tendency to worship usually by *Sravan* and *Kirtan*, and their church is universal and independent caste and colour. *Mahaprabhu* prefers this latter class and shows their worship in His *Shikshastak*."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts.*

২১। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত শ্রীমূর্ত্তি-সেবকের কৃত্য কি ?

"সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত-সেবা,—দুইই এককালীন হওয়া উচিত।"　　—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২২। অর্চ্চনবিধি ও ক্রম কি ?

"শ্রীগুরুকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয় বস্ত্র, আভরণ দিয়া পূজা করত তদনুমতি লইয়া যুগল-পূজা করিবে। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় ইত্যাদি দিয়া অন্য বৈষ্ণব ও দেবাদিকে অর্পণ করিবে। পিতৃলোককেও প্রসাদ অর্পণ করিবে।"　　—'গুর্ব্বাবজ্ঞা' হঃ চিঃ

২৩। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করা কি আবশ্যক নহে ?

"বিষ্ণু-পূজাতেই সর্ব্বদেবতার পূজা; অতএব অন্য দেবের পৃথক্ পূজা করা অনাবশ্যক।"　　—'দেবান্তরে স্বাতন্ত্র-জ্ঞান', হঃ চিঃ

২৪। ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যে কোন্ প্রবৃত্তি প্রবলা ?

"ভক্তিসাধনে দুইপ্রকার প্রবৃত্তি আছে; একটি—অর্চ্চন-প্রবৃত্তি, অপরটি—স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয় সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজন নাম-মালাতেই কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন—এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।"　　—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২৫। বন্দন কাহাকে বলে ? তাহা কয় প্রকার ?

"'বন্দন'ই বৈধ-ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ—পাদসেবা ও কীর্ত্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই নমস্কার দ্বিবিধ—'একাঙ্গ-নমস্কার ও 'অষ্টাঙ্গ' নমস্কার। নমস্কারে—একহস্ত-কৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামভাগে ও মন্দিরের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২৬। দাস্যের অন্তর্গত কি কি ?

"'আমি কৃষ্ণদাস'—এইরূপ অভিমানই দাস্য। দাস্য-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠ। নমস্কার স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দাস্যের অন্তর্ভাব্য।"　　—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২৭। সখ্য কয় প্রকার ও কি কি ?

"কৃষ্ণের হিতচেষ্টাময় বন্ধুভাব-লক্ষণই সখ্য। সখ্য দুই প্রকার—বৈধাঙ্গ-সখ্য ও রাগাঙ্গ-সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে,—অর্চ্চা-মূর্ত্তি-সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ সখ্য।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২৮। আত্মনিবেদনের লক্ষণ কি ?

"দেহাদি শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নামই—'আত্মনিবেদন'। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ, —বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ।

– জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল গুরুদেবের মহাপ্রয়াণে

সেদিন শ্যামের শারদ-রাসযাত্রা, চন্দ্রগ্রহণ যোগ,
ঘরে ঘরে তাই সংকীর্ত্তন গাহে যত সল্লোক।
এমনি সেদিন নামের মহোৎসবে
বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল ভবে,
হায়রে সে-দিন জ্যোৎস্নাপ্লুত সাঁজে
চলি' গেলা গুরু ত্যজি' এ মর্ত্ত্যলোক !
সেদিন সহসা নিঠুর নিয়তি হানিল দারুন শোক।

সেদিন গুরুর বিয়োগে নিশি ভরি' উঠে হাহাকার,
গভীর ব্যথায় ঝরে ভকতের আঁখি-ধার।
জীবের দুঃখে কাতর হইয়া যিনি,
নিত্য নিয়ত কত উপদেশ দানি'
উদ্ধারে তা'রে মায়া-পাশ হ'তে টানি' ;

—দীনের বন্ধু এমন কে আছে আর !
আজিকে তাঁহার বিহনে যে বেদনাহত চারিধার।

সেদিন বুঝিবা শ্রীহরির রাসে সাথী হ'লা ন্যাসীবর ;
নিত্য মুক্ত সাধক তিনি যে,—নহে সামান্য নর।
নাম প্রেমী গুরু নাম-রসে সদা ডুবি'
শিখাইলা জীবে নাম ছাড়া নাহি গতি,
গৌর-প্রেমবাণী প্রচারি' বিশ্ব-ব্যাপী'
হরিলা জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার।
হায়রে এমন গুরুজীর দেখা পা'ব কি কখনো আর !

জগৎপতির পাদপদ্মে নমি আজি বারে বার,
বুঝি তাঁর কৃপা বিনা মোর গতি কভু নাহি আর।
পিতৃহারা হ'য়ে হা'-হুতাশ করে মরি,
মোদের তারিতে আর কি আসিবে ফিরি ;
তাঁহার আসন ভক্ত-হৃদয় জুড়ি'
যুগ যুগ ধরি' রবে পাতা অনিবার।
এবে তাঁর কৃপা লাগি' তাঁহার পূজন করি সার ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৮)

ভাগবতগণের বিভিন্ন প্রকার ভেদ পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে পাঁচটী শ্লোকে তাহাদের সাধারণ তারতম্য বলা হইতেছে, তন্মধ্যে তিন শ্লোকে অবর মিশ্র সাধকের কথা বলিতেছেন,—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

(ভাঃ ১১।১১।২৯-৩১)

কৃপালু অর্থাৎ পরদুঃখ-অসহিষ্ণু; সর্ব্বভূতে অকৃদ্রোহ অর্থাৎ যিনি কোন প্রাণীরই দ্রোহ করেন না। তিতিক্ষু অর্থাৎ ক্ষমাশীল, সত্যসার অর্থাৎ সত্যই যাঁহার সার (অসত্য আশ্রয় করেন না), অনবদ্যাত্মা—অসূয়া রহিত, সম—সুখদুঃখে সমজ্ঞানযুক্ত, সর্ব্বোপকারক—যথাশক্তি সকলে উপকারকারী কামে অহতধী অর্থাৎ অক্ষুভূচিত্ত, দান্ত—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমশীল, মৃদু—অকঠিন চিত্ত, অকিঞ্চন—অপরিগ্রহশীল, অনীহ—দৃষ্টক্রিয়াশূন্য বা চেষ্টারহিত, মিতভুক—লঘু আহার গ্রহণকারী, শান্ত—সংযত অন্তঃকরণ, স্থির—স্বধর্ম্মে (স্বার্থ্য) বিশিষ্ট, মচ্ছরণ—একমাত্র ভগবানে আশ্রয়শীল, মুনি—মননশীল, অপ্রমত্ত—সাবধান, গভীরাত্মা—নির্বিকার, ধৃতিমান্—বিপদেও কাতরতারহিত, জিত-ষড়্গুণ—যিনি শোক, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা ও জরামৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, অমানী—সম্মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য, মানদ—অপরের মানদাতা, কল্য—পরপ্রবোধনে দক্ষ, মৈত্র—অবঞ্চক, কারুণিক—করুণাবশতঃ কার্য্যে প্রবর্ত্তমান, পরন্তু দৃষ্ট লোভবশতঃ নহে, কবি—সম্যগ্ জ্ঞানী। এস্থলে মচ্ছরণ-পদটী বিশেষ্য। পরশ্লোকে "সবসত্তমঃ—এই বাক্যস্থিত চ-শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধকের ন্যায় ইহাকেও 'সত্তম' বলা হইয়াছে। এ স্থলে এব্যক্তি এবম্বিধ হইয়া মচ্ছরণ হইলেই 'সত্তম' হয়। এই অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে। সম্প্রতি মধ্যম মিশ্র শুদ্ধভক্তি সাধকের কথা বলা হইতেছে (ভাঃ ১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ইহার স্বামিটীকা—আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট হইলেও সেই স্বধর্ম্ম-সকল পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজন করেন তিনিও এইরূপ (পূর্ব্বোক্ততুল্য) সত্তম বলিয়া গণ্য হন। এই যে স্বধর্ম্মত্যাগ, তাহা কি অজ্ঞানতা নিবন্ধন, কিম্বা নাস্তিক্যনিবন্ধন? এই আকাঙ্ক্ষার পরিহারার্থ বলিয়াছেন—যে স্বধর্ম্মাচ্চরণে সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং তাহার অনাচরণে নানাবিধ দোষ হয়, ইহা জানিয়াও আমার ধ্যানের বিক্ষেপ-জনক বলিয়া

এবং আমার ভক্তি দ্বারাই সমস্ত লাভ হইবে, ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াই ধর্ম্ম সকল ত্যাগ করেন অথবা ভক্তির দৃঢ়তানিবন্ধন উক্ত স্বধর্ম্মে অধিকার নিবৃত্ত হওয়ায় উক্ত ধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া থাকেন।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽস্মাকং নমো নমঃ॥

যাঁহারা লৌকিক ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তিবশীভূত হইয়া পরাত্মার ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ - যদিও স্বীয় আত্মায় তাদৃশ গুণসংযোগ নাই, তথাপি পূর্ব্বোক্তরূপে দয়ালুতা প্রভৃতিগুণ এবং তদ্বিপরীত দোষসকল অবগত হইয়া যে ব্যক্তি, এই গুণ সকলের মধ্যে আমা কর্ত্তৃক বেদে আদিষ্ট হইলেও নিত্য-নৈমিত্তিকাদিরূপ বর্ণাশ্রমবিহিত স্বকীয়ধর্ম্মসমূহ এবং তদুপলক্ষিত জ্ঞানকে আমার অনন্যভক্তির বিঘাতক জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম। স চ সত্তমঃ—এই বাক্যস্থিত 'চ' শব্দ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত সত্তম পুরুষের গুণসমূহ এই শেষোক্ত পুরুষে না থাকিলেও ইনি পূর্ব্বের ন্যায় সত্তম বলিয়া গণ্য হইবেন। অতএব যে সাধক উক্ত গুণরাজি লাভ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র আমার ভজন করেন, তিনি পরম সত্তমই হইয়া থাকেন—এইরূপ ব্যক্ত হওয়ায় অনন্য-ভক্তের পূর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য প্রদর্শিত হইল। এবিষয়ে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি প্রকরণ আলোচ্য।

'সত্তম' এই উক্তি দ্বারা তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন ভক্ত 'সত্তর' এবং তদপেক্ষা ন্যূন ভক্ত 'সৎ'—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত ভক্ত সদাচারী হইলে সে সৎশব্দবাচ্য হইবেন, তাঁহার কোন কথাই নাই, পরন্তু দুরাচার ব্যক্তিও অনন্য দেবতাপরায়ণ হইলে সৎ বা সাধু শব্দভাজন হইতে পারেন, ইহা গীতায় "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে দুরাচার অনন্য ভক্তের লক্ষণ উত্থাপিত না হওয়ার কারণ এই যে, তাদৃশ ভক্তের সঙ্গ হইতে জীব ভক্ত্যুন্মুখ হইতে পারে না। এসম্বন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন।

গুরু শুশ্রূষা, প্রেম, লব্ধবস্তু ভগবানে অর্পণ, সাধুভক্তের সঙ্গ ও ঈশ্বরাধনা এই সকল হইতে ভগবানে রতি হয়। এস্থলে সাধুভক্ত অর্থে সদাচারী।

উক্তরূপে ঈশ্বর বুদ্ধিতে বিধিমার্গানুযায়ী ভক্তদ্বয়ের মধ্যে তারতম্য এবং শেষোক্ত ভক্তের অনন্যত্ব হেতু শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে।

অনন্যভক্তের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ভক্তের কথায় বলিতেছেন,—

জ্ঞাতাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (ভাঃ ১১।১১।৩৩)

আমি দেশকালাপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা ও সচ্চিদানন্দরূপী। যাঁহারা আমার ঈদৃশ স্বরূপ অবগত হইয়া অথবা অবগত না হইয়াও অনন্যভাবে আমার ভজন করেন, তাঁহারা আমার ভক্ততম বলিয়া পরিগণিত।

যাবান্ অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, যশ্চ—সর্ব্বাত্মা, যাদৃশ —সচ্চিদানন্দরূপী, তাদৃশ আমাকে অবগত বা অবগত না হইয়া কেবল মাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাদিই যে ভাবের অবলম্বন, সেই স্বকীয় অভীপ্সিত দাস্যাদি-ভাবের একতময় ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারা অনন্যভাবে ভজন করেন, পরন্তু কদাপি তদ্‌ভিন্ন অন্যভাবে ভজন করেন না, তাঁহারা আমার ভক্ততম-রূপে গণ্য হন।

প্রকৃতি ও জীবাখ্য নিজশক্তি দ্বারা তিনি জগতের কারণরূপে এবং এই জগৎ তদীয় শক্তিময়ত্ব নিবন্ধন তাঁহা হইতে অভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে। পরন্তু তিনি স্বয়ং জগৎ হইতে ভিন্ন তাহার আশ্রয় স্বরূপ, ইহা উল্লেখপূর্ব্বক নিজ স্বরূপজ্ঞান ও জীবের স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। ভগবানই জগৎকারণ ও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, এবম্বিধ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি আমার স্বরূপমহিমার অনুসন্ধানকারী বলিয়া তিনি জ্ঞানীভক্তাদিকে অতিক্রম করিয়া আমার প্রিয় হন। ইহাই পরে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানার্থী, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ সুকৃতি সম্পন্ন জীব আমার ভজন করিয়া থাকে। এই চতুর্বিধ সাধকের মধ্যে আমাতেই সর্ব্বদা নিষ্ঠাযুক্ত ও ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর একান্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার একান্ত প্রিয়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ সাধকই মোক্ষভাগী, কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকে আমার আত্মা হইতে অভিন্ন মনে করি। কারণ জ্ঞানী ভক্ত মদ্গতচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করে।

অন্য ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গোষ্ঠীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বৈষ্ণব নামে খ্যাত হন। স্কন্দপুরাণে কর্ম্মিগণ মধ্যে কর্ম্মীপুরুষ অপেক্ষা যাহাদের বৈষ্ণবত্ব আছে, তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তাকার্থঞ্চ মৈথুনং।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥

যাঁহাদের জীবনধারণ ধর্ম্মার্থ, মৈথুন সন্তানার্থ এবং পাকক্রিয়া বিপ্রশ্রেষ্ঠের সেবার্থ, তাঁহারই বৈষ্ণব বলিয়া শ্রেয়। এস্থলে বৈষ্ণবপদ দ্বারা ইহাই সুচিত হয় যে, তাঁহারা ভগবদাদেশজ্ঞানে উক্ত কর্ম্মসকল করেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও—

ন চপতি নিজ বর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্ বিপক্ষ পক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥

যিনি নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন না; আত্মপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, এবং বিপক্ষগণে যাহার সমজ্ঞান বর্ত্তমান, যিনি কোন বস্তুরই হরণ বা হনন করেন না। আর অতিশয় উন্নতচিত্ত, তাহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে—

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থ এব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্॥

যাহার জীবন ধর্ম্মার্থে, ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীহরির প্রীতার্থে এবং দিবারাত্রি পুণ্যার্থে ব্যয়িত হয় তাহাকেই বৈষ্ণব মনে করি।

ভক্তির উদয় বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ভক্তসঙ্গ হইতে উৎপন্না শ্রদ্ধা এবং ভক্তপর পরাগত ভগবৎ কথারুচি প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎ সাম্মুখ্য লাভ হয়। অতঃপর তত্তদ্‌বিষয়ক আসক্তি প্রভাবেই ভজনীয় ভগবানের মূর্ত্তিবিশেষে এবং তদীয় ভজন মার্গে রুচি উৎপন্ন হয়।

অনন্তর জানিবার বিশেষ ইচ্ছা জন্মিলে তাদৃশ ভক্তগণের মধ্যে একজন বা বহুজনকে গুরুপদে বরণপূর্ব্বক তত্ত্বশ্রবণ করিতে হয়। উপক্রম ও উপসংহারাদির বিচারপূর্ব্বক অর্থাবধারনই শ্রবণ, ঐ শ্রুত-বিষয়ে সন্দেহ বা বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইলে স্বয়ংই যে বিচার করা যায়, তাহাই মনন।

এইরূপে জ্ঞান সিদ্ধ হইলে বিজ্ঞান (স্বরূপজ্ঞান লাভের জন্য) নিদিধ্যাসন-রূপ তত্ত্বোপাসনামার্গ অবলম্বিত হয়। এইরূপে বিচারপ্রধান সাধকের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। রুচিপ্রধান সাধকের পক্ষে তাদৃশ বিচারের অপেক্ষা নাই। পরন্তু রুচিপ্রধান ভক্ত সাধুসঙ্গশীল, লীলাকথা শ্রবণে রুচিযুক্ত,

তদ্‌বিষয়ে শুদ্ধালু এবং নিজচিত্তে শ্রুত বিষয়ের আবৃত্তিশীল হইয়া থাকেন। তদ্‌বিষয়ে ভাগবতে (১।২।১৬) প্রমাণ,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥

সাধু, গুরু শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত এবং ভগবৎকথা শ্রবণে অভিলাষী ব্যক্তির ভগবৎকথায় রুচি হয়।

প্রীতি ভক্তি প্রধান কামিগণের রুচিপ্রধান মার্গই শ্রেষ্ঠ, অজাতরুচি ব্যক্তির ন্যায় বিচারমার্গ তাহাদের শ্রেয়স্কর নহে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্ব্বে মনঃ প্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বাম্
এবং বিমৃষ্যা সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥
তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্ম পূজাঃ
কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবায়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গায় কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৯-৫০)

হে ভগবান্, সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণসকল, গুণের কার্য্য মহত্তত্ত্বাদি কিম্বা মন প্রভৃতি সবই উৎপত্তি বিনাশশীল এবং জড়, ইহারা আপনাকে জানিতে পারে না। হে উরুগায়, এমন কি দেবতা ও মনুষ্যগণও আপনাকে জানিতে পারে না। যেহেতু তাঁহারা আদ্যন্ত বিশিষ্ট। এই জন্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া আপনার ধ্যানে নিযুক্ত হন। অতএব হে পূজ্যতম, ভবদীয় শ্রীচরণে নমস্কার, স্তুতি, কর্ম্ম, পূজা, কর্ম্মস্মৃতি ও কথা শ্রবণ এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতিরেকে পরমহংসজনগম্য আপনাতে কিরূপে ভক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ অন্যথা দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। কর্ম্ম অর্থাৎ পরিচর্য্যা, কর্ম্মস্মৃতি—লীলাস্মরণ। উভয় স্থলেই তত্তদ্‌ভজন বিধির শিক্ষাগুরুর প্রাক্তন শ্রবণগুরুই হইয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবন্মুক্ত ও জীবদ্ভব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ১০ম-সংখ্যা, ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

আচার্য্যলীল ভগবান্ গৌরসুন্দরের আচার

রাধাগোবিন্দমিলিততনু মহাবদান্যাবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মূর্ত্তিতে জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তদীয় আচার্য্যলীলার অন্তিম দ্বাদশবর্ষকালে নিজপ্রেমাস্বাদনচ্ছলে বিরহস্ফূর্ত্তিতে বিলাপদ্বারা আমাদের প্রতি যে-সমস্ত শিক্ষা বিতরণ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে হয়ত আমাদের কিঞ্চিৎ সুকৃতির উদয়ের সম্ভাবনা হইতে পারে। তিনি হৃদয়ের দুঃখকপাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক শ্লোক পাঠ করিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২।২৮)

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণবিনা সকল বিফল॥

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-সাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম॥

মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥

কৃষ্ণ-করপদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক্ ছারখার,
সেই বপু লোহা-সম জানি॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২।২৯-৩৪)

অবশ্য এই সমস্ত শ্লোকে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াবলীদ্বারা অধোক্ষজ বস্তুর সেবন-বিধিই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। মানব যতদিন জীবন্মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের উদয়ফলে অনুভূতির বিষয় হইতে না পারেন ততদিন তদীয় চেতনধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ হইল না। এইরূপ অবস্থার অনুদয় কাল পর্য্যন্ত মানুষকে জীবঞ্ছব বা শ্বসঞ্ছব আখ্যায় শাস্ত্র ও মহাজনগণ বিভূষিত করিয়াছেন। মাতা শ্রীদেবহূতি স্বামী কর্দ্দমকে প্রব্রজ্যায় গমনোদ্যত দেখিয়া অভয়যাচ্ঞাপূর্ব্বক কাতরবচনে প্রার্থনাকালে নিজের জীবন্মৃত অবস্থার বিজ্ঞাপন করিতেছেন,—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, আবার যে ধর্ম্ম নিষ্কামতা লাভ করিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে, পুনরায় যে বৈরাগ্য শ্রীহরির সেবার্থে পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিচারশীল জীব আমাদের জীবন্মৃত বা শ্বসঞ্ছব অবস্থায় কালবিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার চতুরশীতি লক্ষযোনি ভ্রমণের পথ পরিষ্কার করা উচিত কি না, বিবেচ্য। আশা করি, মাদৃশ উন্মাদগ্রস্ত বিবেকহীন না হইলে কেহই জীবঞ্ছব থাকিতে স্বীকার করিবেন না।

জীবন্মুক্ত কে?

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে কথিত আছে—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

সমস্ত অবস্থাতে কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যিনি হরিসেবাকার্য্যে সতত চেষ্টাবান্ তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভবদ্ভক্তিযোগে অধিকার লাভই জীবন্মুক্তি। তাহাই শ্রীগীতোপনিষদে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা মুখ্য ভক্তিযোগপ্রয়াসরূপে শ্রীভগবানের নিজ উপদেশে লক্ষিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞই জীবন্মুক্ত বলিয়া ঠাকুর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ

শ্রীভগবানের উক্তির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য হইতে ইহাই উপলব্ধির বিষয় যে, কামনাগুলি মনোধর্ম্ম,—আত্মধর্ম্ম নহে। অপরিহার্য্য আত্মধর্ম্ম কেবল বিভু-চিদ্বস্তুর সেবা। সুতরাং মনোধর্ম্মের একান্ত পরিহার অগ্রে কর্ত্তব্য। চিদাভাস মনের গতি কিরূপ হওয়া উচিত? তাহাতেই বলিতেছেন,—নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তিযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধীনে আনিয়া মনকে চালিত করিলেই ইন্দ্রিয়গুলি বহির্ম্মুখতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। তখন বাহ্যদেহের উপর সুখ-দুখাদি কার্য্য করিলেও তাহাদের অনুভূতি মনের উপর কার্য্যকরী না হওয়ায় স্থিরবুদ্ধির উদয় হইবে। শুভাশুভের প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ থাকিবে না। পরমানন্দরসে ক্রমে অবগাহন-যোগ্যতা আসিলে জড় ক্ষণভঙ্গুর গুণময়জগতের মিশ্ররস মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কৃষ্ণেতর বিতৃষ্ণা দ্বারা মন নিগৃহীত হইলেই জীব আত্মনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করে। এইরূপ সৌভাগ্যবান্ জীব সংসারিগণের ভোগ্য-বিষয়সকলকে ঔদাসীন্যভাবে দেখিতে দেখিতে নির্লোভভাবে স্বভোগ্য বিষয় সকল যথোচিত স্বীকার করেন। তখন—

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।'

এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত যুক্তবৈরাগ্য আসিলেই জীবন্মুক্তি হইল। এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনার ইহা স্থান নহে। কৌতূহল থাকিলে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুদ্বয়ের শ্রৌত ব্যাখ্যা দর্শন করিলেই কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে।

জ্ঞানিগণের জীবন্মুক্তি

শুদ্ধজ্ঞানবাদিগণ 'নেতি নেতি' বিচারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিপরীত ভাবনা দ্বারা এবং কৃত্রিম শ্বাসরোধাদি উপায়ে বাহ্যবিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিতে অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করিয়া আপনাকে জীবন্মুক্ত চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারস্থিতা দেবকীদেবীর অষ্টমগর্ভে আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ গর্ভস্তুতি করেন যথা (ভাঃ ১০।২।৩২), —

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানিগণের জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তি দুইপ্রকার। 'ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধ হয় না'। অতএব শাস্ত্রের আজ্ঞায় কিছুমাত্র ভজনাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া ভজনীয় বিগ্রহাদিতে মায়িকবুদ্ধি বা মায়াবুদ্ধিহেতু (১) অনাদরপরায়ণ অথবা (২) অনাদর রহিত। প্রথমোক্ত জ্ঞানমিশ্রাভক্তি জ্ঞানিবর্গের তপ, শম ও দমাদি দ্বারা বহুকালান্তরে অবিদ্যা-নাশিনী বিদ্যা উৎপাদন করিয়াও ব্রহ্মভূতত্বদশা জন্মাইয়াই সহসা অন্তর্হিত হয়। তাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত মনে করিলেও প্রকৃত জীবন্মুক্ত নহে। কারণ কেবলা ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ-পদার্থের অপ্রাকৃতানুভূতির অপ্রাপ্তিতে এবং অপরাধের সম্ভাবনায় দগ্ধ কর্ম্মগুলির পুনরায় উদ্ভব হওয়ায় তাহারা অধঃপতিত হয়। রথযাত্রাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ে উদ্ধৃত পুরাণ-বচনে বলা হইয়াছে যে, "অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী ভগবানে অপরাধবশতঃ জীবন্মুক্ত-গণও পুনরায় কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত হইয়া থাকেন।" দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রীভগবদ্বিগ্রহে অনাদররহিত হওয়ায় তাহাদের ব্রহ্মভাব উৎপাদন করিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার বিরতিতেও স্বয়ং বিরত হয় না; সুতরাং তদুপাসকের ভগবৎপদার্থের সাক্ষাৎকার অনুভব করাইয়া দেয়। তাহাতে তাহারা জীবন্মুক্ত—সিদ্ধ হয়। এই অবস্থাই কেবলভক্তিসাধনের প্রথম সোপান হইয়া তাহাদিগকে ক্রমে প্রেমমার্গে আরোহণযোগ্যতা দান করে।

মুক্তেরই হরিভজন

জীবন্মুক্তির পূর্ব্বে কদাপি ভগবদ্ভজন সম্ভব নহে। যাবৎকাল সংসার-বাসনা হইতে মুক্তি না হয়, তাবৎ ভজনাধিকার কেবল কনিষ্ঠ ভাগবতোচিত থাকায় অপরাধবাহুল্যহেতু শ্রবণকীর্ত্তনাদিতেও পূর্ণফল উৎপাদন করে না। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিফলে অনর্থবিমুক্তি হইলেই পরে যুক্তবৈরাগ্য বা জীবন্মুক্ত অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন ভগবদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ণাঙ্গভজনে প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীধর স্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ স্বীকার করিয়া ভগবানের ভজন করেন। মধ্বাচার্য্যও অন্য শ্রুতিবচন উদ্ধার করিয়া বলেন—'মুক্তা হ্যেতমুপাসতে', 'মুক্তানামপি ভক্তিহি পরমানন্দরূপিণী'। ব্রহ্মময় শুকদেব ও চতুঃসনাদিও কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া ভজনরত রহিয়াছেন,—

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥
ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥
নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদমুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তাঁর ভক্তি বিবরণ॥

(চৈ মঃ মধ্য ২৪।১০৮-১১৪)

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তদীয় নামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং।
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ, গোস্বামী শ্রীশুকদেব-সমীপে কৃষ্ণলীলা-জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন,—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

(ভাঃ ১০।১।৪)

অতএব ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের অধিকারী একমাত্র জীবন্মুক্তগণ। সুতরাং শ্রীনামাদি গ্রহণরূপ অভিধেয় দ্বারা ভগদ্ভক্তি প্রয়োজনলাভ মানবের প্রকৃত কাম্য-বিচার হইলে অগ্রে তাহাদিগের বদ্ধাবস্থা ত্যাগের যত্ন করিতে হইবে। কিন্তু অণুশক্তি জীবের আপন শক্তির অক্ষমতা হেতু নিত্যমুক্ত মহাজনের একান্ত শরণাগতি দ্বারা বলসঞ্চয়ে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে মুক্তি সম্ভব হইবে এবং তৎপরে কৃষ্ণপ্রেমালাভের পথ সুগম হইবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" এতদ্ব্যতীত উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই। সাধুই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিদ্বলে ভবান্ধকূপ হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম-দ্বারা সম্পূর্ণ কৃতার্থ করিবেন।

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সুকৃতি পরম মঙ্গলদায়িনী

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই জীবের সাধুসঙ্গ হয় এবং সাধুসঙ্গ হইলেই জীব ত্রিতাপ-মুক্ত হইয়া ভগবানের অমল সেবানন্দ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। সংসার-ভ্রমণাবস্থায় জীব যে-সকল কার্য্য করে, তাহা দৈবাৎ যদি কোন ভক্ত বা ভগবৎসংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে তাহাতে ভক্তিপ্রদা সুকৃতি লাভ হইয়া থাকে। একাদশী, জয়ন্তী-তিথি প্রভৃতিতে উপবাস, ভগবল্লীলাতীর্থের দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধ-ভক্তের সেবা, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে ভগবৎকথা-শ্রবণ প্রভৃতির কোনও একটী যদি অজ্ঞাতসারে ও ঘটনাক্রমে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে যদি অনুষ্ঠানকারীর কোন ভুক্তি-মুক্তি-কামনাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার ভক্তিপ্রদাসুকৃতির উদয় হইয়া থাকে। এইরূপ বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিফলে জীবের সাধু-গুরু-ভগবানে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐসকল কার্য্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির কামনা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ভগবানে অচলা শ্রদ্ধার উদয় হয় না।

অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ করিবার স্পৃহা জীবহৃদয়ে জাগরিত হয়। সাধুসঙ্গফলেই ক্রমশঃ কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে ভজন করিতে করিতে অনর্থসকল দূর হয়। অনর্থ বিদূরিত হইলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে যে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ নির্ম্মল নিষ্ঠারূপে পরিণত হয় এবং সেই নিষ্ঠা রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমে পরিণত হইয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করে।

এই সাধুসঙ্গ অতি দুর্ল্লভ। সহজে এই সাধুর সঙ্গ লাভ হয় না। "কৃষ্ণ-ভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি সাধুগণ স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে নিত্যকাল বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র—কোনও বিধির বাধ্য নহেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাবশতঃ জগতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যখন জীবের ভবভ্রমণের কাল শেষ হইয়া আসে তখনই সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যখনই পরমকৃপালু সাধুর সাক্ষাৎকার বা সঙ্গ হইয়া থাকে, তখনই পরমেশ্বরের প্রতি জীবের রতি জন্মে।

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের যখন ভোগ-ত্যাগের প্রতি সহজ-বিরক্তি উপস্থিত হয় এবং দিন-যাপনের জন্য আত্মগ্লানি আসে, তখনই তাহার চিত্তে শরণাগতি স্থান পায়। জীব যখন ভগবৎ-পাদপদ্মে কাতরভাবে আত্মদৈন্য জ্ঞাপন করিতে থাকে, তখনই তাহার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়াছে, জানা যায় এবং তখনই তাঁহার সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ হয়। শরণাগতি ব্যতীত সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গ সুষ্ঠুভাবে হয় না। সমস্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া একান্তভাবে এই সাধুর শরণাপন্ন হইতে পারিলেই সাধুসঙ্গ হয়। 'কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর, তাঁহার সেবাই জীবমাত্রেরই স্বরূপের ধর্ম্ম এবং ভগবৎসেবা-লাভবিষয়ে সাধুর সঙ্গ ও কৃপাই একমাত্র উপায় ও সম্বল'—এই বিচারে অনন্য হইয়া সাধুর শরণাগত হইলেই সাধুসঙ্গ হয়। যাঁহার কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি সাধুর প্রতি যত শরণাগতি হইবে, তাঁহার সেই পরিমাণে পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবালাভের যোগ্যতা বা অধিকার লাভ হইবে। শরণাগতির পরিমাণানুসারে সেব্যবস্তুর প্রতি সম্বন্ধ বুঝা যায়। শরণাগতি স্থানাস্থান, কালাকাল বিচার করে না। একমাত্র তাহাই ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করিতে পারে। দৈন্যমূলা শরণাগতিই ভক্তির প্রাণ। দীন শরণাগতের হৃদয় কোমল—মসৃণ। তাহা কৃষ্ণভক্তি-বীজের অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত স্থান।

জীব যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী অভিমান করে, তখন তাহার অচিজ্জগতে অবস্থিতি। চিজ্জগতে এই অচিদভিমান নাই, সেখানে—গোপীভর্ত্তুঃ পদ-কমলয়োর্দ্দাসানুদাসঃ—এই অভিমান প্রবল। দাসাভিমানের মধ্যে কৃষ্ণসেবা-ভিলাষ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান ২০শ-বর্ষের গত ৯ম-সংখ্যায় (কার্ত্তিক) "ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ" শিরোনামায় নির্য্যাণ-সংবাদের ৩৫৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায় ১৯শ পংক্তিতে ".....শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়" স্থলে "শ্রীচৈতন্য-সারস্বত" হইবে। পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রমটী সংশোধন করতঃ উক্ত পত্রিকায় লিখিয়া পাঠ করিবেন।

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, পঞ্চাত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ১১শ-সংখ্যা, ৪২৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীপাপাঙ্কুশা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মধুসূদন! আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশীর কি নাম হইবে তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বপাপনাশক-একাদশীব্রতের মহিমা বর্ণন করিতেছি অবগত হউন। **আশ্বিনের শুক্লপক্ষে সর্ব্বপাপহরা একাদশী 'পাপাঙ্কুশা' নামে প্রসিদ্ধা।** এই একাদশীতে সকলাভিষ্টফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বর্গমোক্ষ-প্রদাতা ভগবান্ পদ্মনাভের পূজা করিবে। জিতেন্দ্রিয় মুনিবৃন্দ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া যে-ফল পাইয়া থাকেন, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিলে তত্তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। মানুষ বহুবিধ পাপজনক কার্য্য করিয়াও যদি অন্তে অঘনাশক শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে নরকে গমন করিতে হয় না। শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হয়। এই জগতে যাঁহারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন তাঁহাদের আর যমের নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় না। কথা প্রসঙ্গ-ক্রমেও একাদশীর মহিমা কীর্ত্তন করিলে পাপজনিত নিদারুণ যম-যাতনা পাইতে হয় না। যে-বৈষ্ণব ভক্তপ্রবর শ্রীসদাশিবের নিন্দা করিয়া থাকে, অন্তিমে সে বৈকুণ্ঠে গমন না করিয়া নরক গতি লাভ করতঃ চৌদ্দ ইন্দ্রপাত যাবৎ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। মহাপাপনাশক শ্রীহরিবাসর একাদশীব্রতের ন্যায় ত্রিজগতে পবিত্র বলিয়া আর কিছু নাই। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত রাজসূয়যজ্ঞ একাদশী-উপবাসের একাংশের সহিত সমান হয় না। ঐহিক জগতে একাদশীর তুল্য পবিত্র ব্রত বিরল। একাদশীব্রত পালনদ্বারা স্বর্গমোক্ষ-লাভ, শরীর রোগমুক্ত, অনুকূলা স্ত্রী ও ধনমিত্র প্রভৃতিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে রাজন্! শ্রীহরিবাসর হইতে গঙ্গা, গয়া, কাশী এমন কি কুরুক্ষেত্রও পুণ্যস্থান নহে। হে ভূপাল! একাদশীতে উপবাস করতঃ রাত্রিজাগরণ করিলে অন্তিমে অনায়াসে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে পাপাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস করিলে মানুষ সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া গোলোকে গমন করিতে পারেন। ঐ পবিত্র দিনে যিনি সুবর্ণ, তিল, ভূমি,

দুগ্ধবতী গাভী, অন্ন, জল, পাদুকা ও ছত্রবস্ত্রাদি দান করেন, তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না। যাহারা এই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে, লৌহকারের ভস্ত্রের ন্যায় তাহাদের জীবন বিফল। দরিদ্র ব্যক্তিও ঐ উপবাস আচরণপূর্ব্বক যথাশক্তি দানাদিক্রিয়া করিবে। যাহারা নিষ্ঠার সহিত এই একাদশীব্রত পালন করিবে, তাহারা নিরয় যাতনা হইতে রক্ষা পায় এবং উচ্চবংশজাত ও রোগমুক্তও হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করেন, এমন কি বহু পাপাচারিব্যক্তিও নির্ব্বিচারে যদি ঐ সমস্ত পুণ্য ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তবে সে রৌরব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠসুখ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজন্। তোমাকে বিস্তৃত ভাবে এই 'পাপাঙ্কুশা' একাদশী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে আশ্বিনমাসস্য শুক্লপক্ষে পাপাঙ্কুশা একাদশীমাহাত্ম্য কথনং পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ১১শ-সংখ্যা, ৪৩৩ পৃষ্ঠার পর)

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ—আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'দেহি' 'দেহি' রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি—স্বভাবভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক স্বভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, এ অভাবের শেষ কোথায়?—এই ব্যাকুলতার সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা জানাইয়া দেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্য্যামী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়েই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন

জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব —অভাবগ্রস্ত জীব নিত্যমুক্ত সদা স্ব-স্বরূপসংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু গুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া স্বীয় স্বভাব ফিরিয়া পায়। গুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া—জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় ভগবৎ-সেবা-চেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে—শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজের আলোচনা করিতে থাকে। শ্রীগুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান্ উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়,—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবানও অগ্নি,—জাতীয়ত্বে আমরা এক, কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ; তিনি বিভু চেতন, আর আমরা অণুচেতন—আমরা পরস্পর পৃথক্। পরিমাণ-গত পার্থক্য—নিত্য, এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিবিয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া যায় না। বিভূ-চেতন মায়াধীশ, কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভূচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্যদাস, ভগবদ্দাসত্বই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজ স্বভাব জানিতে দেন। তখন আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম ভগবানের নির্ম্মল আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ-স্বভাবের প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যদাসত্বেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের নিকট মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তিগত ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা প্রতীতি-অনুসারে ভগবান্ তত্তদ্‌ভাবোপযোগী তাঁহার নিত্যস্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশ অবতার যথাক্রমে,—

(১) শ্রীমৎস্যাবতার—অদণ্ড-অবস্থা
(২) শ্রীকূর্ম্মাবতার—বজ্রদণ্ড-অবস্থা।
(৩) শ্রীবরাহাবতার—মেরুদণ্ড-অবস্থা।
(৪) শ্রীনৃসিংহাবতার—উত্থিত মেরুদণ্ড-অবস্থা।
(৫) শ্রীবামনাবতার—ক্ষুদ্র নর-অবস্থা।
(৬) শ্রীপরশুরামাবতার—অসত্য নর-অবস্থা।
(৭) শ্রীরামাবতার—সভ্য নর-অবস্থা।
(৮) শ্রীকৃষ্ণাবতার—জ্ঞান-অবস্থা।
(৯) শ্রীবুদ্ধাবতার—অতিজ্ঞান-অবস্থা।
(১০) শ্রীকল্ক্যবতার—প্রলয়-অবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয়াবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি-উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্যলীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই দশবিধ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রেষ্ঠতম। নিত্যমানবতনুধৃক শ্রীকৃষ্ণেই জ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ—শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎসস্বরূপ। নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই মানবস্বরূপ আমাদের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নর-দেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে স্তব্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন উহা নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় হইয়াও এই নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপ্লবাবস্থা; সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধনকল্পেই কল্কির অবতার।

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

ভক্তিই শ্রেষ্ঠোপায়

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

ভক্তি—লতা। লতা যেরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তিলতাও বর্দ্ধিত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছায়। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহাকে ভক্তিলতা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ—সেব্য-সেবক সম্বন্ধ নহে। জগতের সকলেই প্রকারান্তরে সেব্য বা প্রভু হইতে চায়। ইহাই অভক্তি আর সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই ভক্তি বা সেবা। স্বকর্ম্মফল-ভোগের জন্য বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে। সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে তবে সেই জীবের ভগবৎসেবার প্রতি রুচি হয়। জীবের জীবন আছে বলিয়া সে ভ্রমণ করিতে পারে। বদ্ধাবস্থায় ভ্রাম্যমান জীব কোন্‌টা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা অকর্ত্তব্য—ঠিক করিতে না পারিয়া কখনও অগ্রগামী আবার কখনও পশ্চাদ্‌গামী হয়। বদ্ধজীব এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। ভাগ্যহীন জন ভোগ ও ত্যাগের জন্য জগতে বিচরণ করে, আর সৌভাগ্যবান্‌জনগণ—যাঁহাদের শ্রেয়োলাভের বিচার প্রবল হইয়াছে, তাঁহারা ভক্তি অনুসন্ধানের জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন।

যাঁহার সেবা করিতে হইবে, সেই ভজনীয় বস্তু ভগবান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু নহেন। ভজনীয় বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডাতীত। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিষের সেবা করেন, তাঁহারা ভক্ত নহেন। ব্রহ্মাণ্ডে ভজনীয় বস্তু পাওয়া যায় না বলিয়া ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যায়। ভক্তিলতা বিরজা-ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরব্যোম পর্য্যন্ত যায় এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ ভুবনের বহির্দ্দেশ চিন্ময় জলরাশি বিরজা আছেন, পতিতপাবনী গঙ্গা এই বিরজারই এককণ। বিরজায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কোন আবিলতা নাই। এই জগতে ত্রিগুণের প্রাধান্য রহিয়াছে। বিরজার পরপারে তেজোময় ভূমি—ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক—ভগবানের জ্যোতির্ম্মণ্ডল। তথায় কোন ভজনীয় বস্তুও নাই। তদুপরি বৈকুণ্ঠ। পরব্যোম চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ আছেন। এখানে ভগবান্ আড়াই প্রকার রসের দ্বারা সেবিত হন। কিন্তু সেখানেও পরিপূর্ণ পঞ্চরসের বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ না

থাকায় ভক্তিলতা তথা হইতেও উর্দ্ধে গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়া থাকে।

তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

পরিবর্দ্ধমানা ভক্তিলতা বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন। শুদ্ধভক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, এমনকি, চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়াও বৈকুণ্ঠে গমন করিতে চাহেন না। তাঁহারা ভগবানের অহৈতুকী ভক্তিই প্রার্থনা করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শুদ্ধভক্তির কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত, আনুকূল্যের সহিত ভগবৎসেবাই উত্তমা ভক্তি যেখানে কৃষ্ণের সেবা হয় না, সেখানে অন্যাভিলাষাদি থাকিবেই। ইহ জগতে কেবল ভোগ ও ত্যাগ। এই সকল কৃষ্ণভক্তি প্রতিকূল আচার-ব্যবহার-বিচারাদিই এখানে প্রবল। এই সকল পরিহার না করিলে শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যায় না। এই ভক্তিলতা ও তাহার গতিসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভক্তি—লতা। ভক্তিলতা যে বৃক্ষকে আশ্রয় করে, তাহা গুণত্রয়ের ক্রীড়াভূমি ব্রহ্মাণ্ড, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিরজা বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণগম্য ব্রহ্মলোক নাই। ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত উর্দ্ধ এবং সপ্ত অধোলোক। অন্যাভিলাষী কু-কর্ম্মিগণের গন্তব্যস্থান নিম্নলোক এবং পুণ্যকর্ম্মী তপস্বিগণের স্থান উর্দ্ধলোক। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কুত্রাপি ভক্তির আশ্রয় নাই। ভক্তিলতা এই সকল ভেদ করিয়া পরব্যোমে যায়। সেখানেও স্বার্দ্ধদ্বিতয়রসে গৌরবিচারে শ্রীনারায়ণ সেবিত হইলেও শুদ্ধরাগময়ীভক্তিলতা তথা হইতেও বর্দ্ধিত হইয়া পরব্যোমের উর্দ্ধতম লোক গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন এবং শুদ্ধ বিশ্রম্ভবিচারে রস-পঞ্চকোপাস্য কৃষ্ণের সেবা করিয়া ধন্য হন।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তররহিত। আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজন ব্যতীত কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্যকাল সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী

নহেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিত্য অস্তিত্বের অভাবহেতু তিনি নিত্যা সেবা গ্রহণে যোগ্য হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীব-বিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতা-বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহার দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিতক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে, জলসেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতা বীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলদ্বারা হৃদয়ক্ষেত্র সিক্ত করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনরত হইলে লতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।"

ভক্তিলতার কারণ—গুরুপ্রসাদ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ। গুরুকৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই এই ভক্তিবীজ লাভ হয়। তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে অন্যাভিলাষ কর্ম্ম বা জ্ঞানবীজের প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তির বীজ পাওয়া যায় না। যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে পারে না। তাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মধ্যস্থ করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্যই যত্নবান্ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ জীবই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথে চলিতে পারেন। একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তি-অধিকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহারই হৃদয়ধন, তিনি আর কাহারও নহেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে পারেন। গুরুবৈষ্ণবে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতি যত বর্দ্ধিত হয়, ততই এই ব্রহ্মাণ্ডের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকে।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জলসেচন। এই জলসেচন-প্রভাবে ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনে যদি অপরাধ অর্থাৎ অন্যাভিলাষাদি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া ভক্তি অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। অপরাধযুক্ত ভক্ত্যানুশীলনে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না।

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

অন্য বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি 'জ্ঞান'-'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধিসহকারে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণই প্রকৃত মঙ্গলোপায়। ভক্তসঙ্গ কৃপাফলেই জীবের কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটে। সাধু-সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থ সকল যতই হ্রাস পাইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, ভাব, আসক্তি ও প্রেম পর্য্যন্ত উদিত হইতে থাকে। ইহাই কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিবার ক্রম। এই ক্রম অবলম্বন করিয়া ভক্ত ভগবানেরসেবা করিয়া অপ্রাকৃত সেবাসুখ লাভ করেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

আনন্দপাড়ায় সমিতির সম্পাদক

গত ৫ই মাধব (৪৮২ গৌরাব্দ), ২৪শে পৌষ (১৩৭৫ সাল), ইং ৮।১।৬৯ তারিখ বুধবার কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত **ঠাকুর শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ** প্রভুর বার্ষিক তিরোভাব-তিথি-উৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত প্রচারকেন্দ্র সমূহে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ সংবাদ এই যে, শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয় ২৪ পরগনাস্থ বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী আনন্দ-পাড়ায় তাঁহার বাসভবনে এই বিরহ-তিথি প্রতিবৎসর বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। সেইরূপে এই বৎসরেও বসু মহাশয় সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার আমন্ত্রণে সমিতির সম্পাদক প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সমেত উল্লিখিত দিনের পূর্ব্ব দিনই তথায় উপস্থিত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃ থেকেই পাঠ-কীর্ত্তন ও বিবিধ বিরহ-ব্যঞ্জক কীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর আলেখ্য অর্চ্চনান্তে মহতী সভার আয়োজন হয়। সভায় প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সভাপতির আসনে সমাসিন হন। বক্তৃতামুখে সভাপতি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিলাপ ও ভক্তের বিরহে বৈষ্ণবগণ কেন ব্যথিত হন তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় সেই

নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন। পরিশেষে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীল প্রভুপাদ 'সেবাবিগ্রহ' উপাধিতে কেন ভূষিত করিয়াছেন সেই সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি জানান যে, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যতা, অলৌকিক অবদান এবং অফুরন্ত স্নেহের শাশ্বত প্রতিবিগ্রহ-স্বরূপ তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্নতা ও ভক্তের প্রীতিবিধানে অব্যর্থকাল চিন্তানিরত প্রভৃতি অশেষ গুণরাজি গৌড়ীয় সারস্বত-গগনে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার অপ্রকটে ধর্ম্মজগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে বলে সভাপতি মহারাজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। পরিশেষে তাঁহার জীবন-দর্শন আলোচনা করতঃ অনেকেই তাঁহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হন। সভান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে শ্রীপাদ বৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সুদামসখা ব্রজবাসী প্রভুর সেবাযত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়া।

মাননীয় শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বাবুর জীবনের একটি মহৎ আদর্শ এই যে, শ্রীগীতার শিক্ষা "পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ', 'অপেক্ষা মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্,' বাক্যের বা শিক্ষার আদর্শ আমরা তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তিনি পিতৃতর্পণ না করিয়া ভাগবতপ্রবর শ্রীল নরহরি প্রভুর বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব উদ্‌যাপনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার নিদর্শন দিয়া থাকেন। ইহা বৈষ্ণব-জগতের আদর্শস্থানীয় অবদান।

তাঁহার বৈষ্ণব-সেবাবৃত্তি বিপুলভাবে উন্নতর হইয়া স্বগোষ্ঠী ঈশ্বরের করুণা লাভ করুন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

—শ্রীরাধামাধবদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন ।। সংগ্রহ করুন ।।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮৩ শ্রীগৌরাব্দের

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আনুকূল্য—১·২৫ পয়সা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।